



# রহস্য-সন্দর্ভ।

উৎসর্গিত ১৯৩২  
সংস্করণ  
ব. গ. প. এ.

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।



১২৭০. মণ্ডল পক্ষ।

~~১২৭০. মণ্ডল পক্ষ।~~

কলিকাতা।

অচারক মণ্ডল প্রস্তুত।

সংখ্যা ১০৫১।



## সূচীপত্র।

অম্বধারনের আশুচর্যা কোশল	...	...	১৩৬	ফরিদ উদ্দীন সুর সের সাহের রূতাস্ত	...	৬৫. ৮১
অমৃত প্রতিজ্ঞাপালক	...	...	১৪১	বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধীয় সাঁওতালী প্রবাদ	...	১৩২
আমানিগের শিক্ষাপ্রণালী	...	...	১৩	বারলিন নগর	...	১১
ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের কণাসংগ্রহ	...	...	৬৯	বীরাজনা	...	৭১, ১২৪
উলকী	...	...	১৫৩	বেঞ্জাবিন ফ্রান্সিস	...	১৬৮
এরিস্টটলের জীবন রূতাস্ত	...	...	৭২	বঙ্গ ভাষা সংশোধনী সভা	...	৭৬
কাকরি জাতির বিবরণ	...	...	১২৩	বারণাবতের লুকাচুরি	...	১৮২
কোলাপুরের ইতিহাস	...	...	৩৩, ৫২	বুল বুল বোস্তা	...	৪৯
কোঁতুককণা	...	...	১৩, ৩২, ৯৬	ব্রহ্মদেশীয় মেটে তৈলের কুপ	...	৩৬
গৈকবদ রাজ্য	...	...	২	বুদালস্তানের খোদিত লিপি	...	৩৬
গোলড্‌ফাব পণ্ডিতবর	...	...	২৮	বসন্তবর্ণন	...	৩৯
চিভাম্‌গরা	...	...	১৩৪	ভারতবর্ষের পূর্ববাণিজ্য ও তাহার ফল	...	৯৮
চিকাগো নগর	...	...	৭৪১	ভ্রমণকারী	...	১০৫
জলছুঁ ছুঁদরী	...	...	১৭	ভারতবর্ষীয় ব্যবহারাবলী	...	৭০
জটেবুড়ী	...	...	১৫১	ভারতবর্ষীয় আচার্যের সম্মিথানে আলেকজান্ডারের বিনয়	১৯	
জাহ্নবী	...	...	৭	ভূমিকা	...	১
জাপান দ্বীপের পার্কণ	...	...	৫৮	মহুয়া নেকড়িয়া	...	১৫৪
জিয়র্ড ওয়াসিংটনের জীবন রূতাস্ত	...	...	১৫৫	রাজা মানসিংহের বঙ্গ ও বেহার শাসন	...	১১৩
তমোলুক ইতিহাস	...	...	১৪৫	রবার্ট ক্রসের জীবন চরিত্রের সারভাগ	...	১১৮
তুন্সী ও তুর্কী	...	...	৪৪	রাজপুত্ররাজোর বলয়পার্কণ	...	৮৬
দাউদ খাঁ	...	...	১৬২	রতিবিলাপ	...	১৫০
হুতন গ্রন্থের সমালোচনা	১৫, ২৯, ৪৫, ৬৩, ৯৩, ১০৮, ১২৪, ১৪২, ১৬০, ১৭৪	...	১২১	রাজপুত্রগণের বংশ মর্যাদাদির উদাহরণ	...	১৩৩
মাগ পক্ষী	...	...	১২১	লোভী উকিলের উপযুক্ত ব্যবহার	...	১০৩
মিকোলাসসওয়ারসনের জীবন রূতাস্ত	...	...	৬১	শোক স্রোত	...	১২১
পাংশুবর্ণ নোর	...	...	৯	শিব ডেগন পাগোড়া	...	১০৭
পিভাপুত্রের মেহের পরিচয়	...	...	৮৫	শিল্পশিক্ষা	...	২৫
পত্রাবাহ কপোত	...	...	১০১	সুযোগ্য লোক অযোগ্য ক্রুপে হয়	...	১৫৭
প্রথম মেনপোলিয়ানের সংক্ষেপ বিবরণ	...	...	১৩৭	সাঁওতালদিগের স্বষ্টি প্রকরণাদি	...	১১৯
পুরাবৃত্ত পাঠের ফল	...	...	১২৯	স্ট্রটলগের রাজউকিলের সবিশেষ ব্যবহার	...	১০৩
প্রাচীন ভোজপুর নগর	...	...	৯১	সাঁওতালদিগের ব্যবহারাবলী	...	৮৭
পজপাল	...	...	১৭১	সিংহল দ্বীপের দেবালয়	...	৯০
কুলবাল	...	...	১৩৫	সুবীর যাত্রাঙ্গলী ধর্ম্মরাম বনবাসী	...	৪৩
কিকির বিবরণ	...	...	১০৪	সুলতান মহম্মদ সুজা	...	১৭৮



# রহস্য-সদভ।

নাম

৬৪৪/৭

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ক]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৬৯ খণ্ড।

## মহারাক্ষীয় ইতিহাস।



ক পত্রে কথিত হইয়াছে যে যৎকালে মোগল সম্রাটের পুত্র গণ সাম্রাজ্য লোভে তাতার ও তুরস্ক রূপীয়ে দেশ আক্রান্ত করে, তৎকালে বিশাল-কীর্তি-শৈলাগ্রগণ্য মহাত্মা শিবজীর উত্তরাধিকারীরা দক্ষিণ দেশের অবশিষ্ট যবন আধিপত্য বিলুপ্ত করিয়া প্রায় দক্ষিণ দেশ সমস্তই স্বাধীন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সেই হেতু হিন্দুজাতির পরম বৈরী ঔরঙ্গজেবের এক প্রধান কর্মচারী জুলফিকার খাঁ কুচক্র করিয়া ঐ প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্যাশালী মহারাক্ষীয় নৃপতি বংশের আশ্রয় বিচ্ছেদের সূচনা করিয়া দেয়। সেই যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষেই মহাতেজঃপুঞ্জ ভুবন বিখ্যাত বীরবর শিবজীর স্বীয় বাহুবলোপার্জিত দক্ষিণ দেশ দুই পৃথক অংশে বিভক্ত হয়, তৎপুত্র কোলাপুরের ইতিহাস মধ্যে প্রাপ্তব্য এই হেতু আমরা কোলাপুরের ইতিহাসের উপ-কল্প করিয়া ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমান্বয়ে সহস্র পাঠক বর্গের গোচরার্থ উৎসুক রহিলাম।

কোলাপুর রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ও তৎকালীন রাজসংক্রান্ত-প্রতিনিধির ব্যবস্থাসংগত জনপদ, উহার উত্তর সীমা সেতারা, দক্ষিণে রূঢ়ীশ

বালেষ্ঠরীভুক্ত বেলগেয়ন পরগণা, পশ্চিমাংশে সুবস্তু বাড়ি এবং রত্নগিরী। ইহার পরিমাণ ৩৪৪৫ চতুরস্র কোশ। কৃষ্ণা এবং বর্ণা এই নদীদ্বয়ই কোলাপুরের প্রসিদ্ধ নদী। তন্নিম্ন কয়েকটা পার্শ্বীয় প্রোতাকার জলাশয় আছে। তথায় প্রসিদ্ধ ঘাট নামক যে প্রধান পর্বত শ্রেণী আছে উহা উচ্চে ৪০০০ ফিট এবং ভূতত্ত্ব নিয়মানুসারে উহা অগ্নিগর্ভ বলা যাইতে পারে। তৎকালীন অধিবাসী অধিকাংশ মহারাক্ষীয় এবং রামুসী। শেষোক্ত জাতির ভীল গিগের সহিত সমতা আছে। পরন্তু তাহারা বুদ্ধি বৃত্তা ও সমরোৎসাহিতায় ভীল জাতিকে পরাস্ত করে। কোলাপুর রাজ্যের মধ্যে আনুমান ৫,৪৬,১৫৬ মোকের বাস আছে এবং বিশালগড়, কগল, ইক্ষলকরনজী এবং ভৌদা এই চারিটা রাজ্য উহার অধীন। উক্ত রাজ্যে ত্রীবুদ্ধিমতী নগরী এক মাত্র রাজধানী। কোলাপুর রাজধানী বহুলোকে পরিকীর্ণ, এই হেতু তাহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। পূর্বে অপরিমিত বস্তুর নিমিত্ত বায়ু যে রূপ দূষিত হইত এখন আর তাহা হয় না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টীয় শক অবধি কয়েক বার উক্ত রাজ্য পাটের স্থান সংস্করণ হইয়াছে। কোলাপুর বোম্বাই হইতে দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রায় ১৮৫ জ্যোতিষী কোশ দূরে অবস্থিত। পুনা হইতে ১৩০ জ্যোতিষী কোশ, সেতারা হইতে ৭০ জ্যোতিষী কোশ।

মহারাজার আধিপত্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহরাজা; তাঁহার বধার্থ নাম শিবজী, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহার ঐ নাম রহিত করিয়া পিতামহের নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করাতে তিনি শাহ নামে খ্যাত ছিলেন। শাহ দিল্লিতে কারারুদ্ধ হওয়াতে শিবজীর মধ্যম পুত্র মহারাজার দেশের সিংহাসনাধিরোহণ করেন কিন্তু শাহর কারাবিমুক্তির পূর্বে তাঁহার কাল হওয়াতে তদীয় পুত্র শিবজী রাজা হন। যে সময়ে শাহ দিল্লি হইতে কারাবিমুক্তি লাভ করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তৎকালে মহারাজা দেশের বিপুল স্বাধীনতা শিবজী ও তাঁহার মাতা সন্তোষ করিতেন। শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সময়ে খান্দেদার প্রধান মহারাজার সৈন্যধ্যক্ষ পরশুজী ভোঁশলা এবং চিন্মাজী দামোদরকে তদীয় প্রত্যাগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন ও রাজ্যাধিরোহণে তাঁহার স্বপক্ষতা করণ ইত্যাদি অভিসন্ধি করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। পরশুজী ভোঁশলা এবং চিন্মাজী শাহর সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তৎসম্মিধানে উপনীত হইয়া র্তাঁজাঁচিত সম্মান করিলেন। তৎপশ্চাৎ হৈবৎরাও, নিমাজী, নিম্বলকর, সিন্ধিয়া এবং অন্যান্য প্রধান রাজ পারিষদগণ তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। শাহ পিতৃব্য পত্নীকে এক পত্র লেখেন; পরন্তু পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া শাহকে রাজা করা তারা বাঈয়ের অভিপ্রায় ছিল না। তন্নিমিত্ত শাহ যাহাতে রাজা না হইতে পারেন তাহার বিহিত চেষ্টা পাটতে লাগিলেন। যাহাতে শাহ দেশ হইতে দূরীকৃত হন তদতিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া লোকের অবিশ্বাস উৎপাদন করণার্থ আন্তরিক চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে মহারাজার কোন কোন প্রধান ব্যক্তি শাহর বিপক্ষ

হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র পান্ডু ও নীলু পান্ডুকে রাজমন্ত্রীর পদে, ধম্বাজী ষাদো এবং পরশুরাম ভ্রাম্বককে সেনাপতির কর্মে, শঙ্করজী নারায়ণ পার্শ্বতা দুর্গ রক্ষায় ও কাজক্ষজী অঙ্গীয়া শিন্দোজীকে উপকূল রক্ষায় তারা বাঈ নিযুক্ত করিলেন।

প্রতিকূলা পিতৃব্য পত্নীর অসঙ্গত মানস এবং অনুচিত দুর্য্যবহার দর্শনে শাহ একেবারে গোদাবরী নদীতটে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে তিনি ছদ্মবেশী নহেন, তাঁহার খুল্লতা তপ্ততা তাঁহাকে রাজ্যে বঞ্চিত করণোদ্দেশ্যেই তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া তাঁহার অপবাদ ঘোষণা করিতেছেন। শাহ অবিলম্বে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সম্বল করত রাজ পাট আক্রমণ জন্য অগ্রসর হইলেন, পরন্তু তাঁহার গমনাবরোধ জন্য তারা বাঈয়ের সেনাপতি ধম্বাজী ষাদো এবং প্রতিনিধি বহু সৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। প্রজা সমস্ত তারা বাঈয়ের অনুরক্ত ছিল সেই হেতু শাহর সৈন্যগণকে গ্রামে গ্রামে বহু পীড়ন সহ করিতে হইল। শাহ ঐ সমস্ত গ্রাম অধিকৃত করত বিদ্রোহী প্রজাদিগকে বিশেষ শাসিত করিলেন। ঐ সময়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে এক অপরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক বয়ঃস্বিনী বাছ যুগলে একটা তরুণ শিশুকে ধারণ করত শাহ রাজার সম্মিহিত হইয়া “আমার এই সন্তানকে রাজার ইচ্ছা সাধনে সমর্পণ করিলাম” কেবল উচ্চৈঃস্বরে এই কথাটা বলিয়া শাহর পদতলে সন্তানটিকে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। শাহ শিশুর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ প্রযুক্ত উহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। উহার পিতার নাম লাখ হও এবং ঐ সন্তানের জাতি-কুল বিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পুত্রবৎ স্নেহের সহিত তাহার প্রতিপালন করেন, এবং তাহাকে স্বগোষ্ঠীয় ভোঁশলা উপাধি প্রদান করেন উপস্থিত যুদ্ধে

শাহ জয়লাভ করাতে ঐ শিশুর ফতে সিংহ নাম রাখিয়াছিলেন। অনন্তর তাহা হইতেই প্রসিদ্ধ অকাল কুট রাজ্য স্থাপিত হয়।

উপরোক্ত যুদ্ধে শাহ অস্ত্র দ্বারা যতকৃত কার্য না হইল সন্ধান দ্বারা অধিক ইচ্ছা সাধন করিয়াছিলেন। ধম্মাজী তারা বাঈয়ের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শাহর বশীভূত হন এবং প্রতিনিধিও তদক্ষান্তের অনুসরণ করেন ইহা পরে প্রকাশ হইবে। ঐ সময়ে চন্দন বন্দন প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান স্থান শাহ অধিকৃত করেন। তাঁহার প্রতি যাহারা বৈরিতা করিয়াছিল ঐ সকল স্থান অধিকারে তাহাদিগের অসৎ কর্মের বিহিত কল প্রদান করা হইল। শঙ্করজী নারায়ণ পাহু সূচড়ে সেতারা ও পুরন্দর দুর্গ পরিত্যাগ করণ জন্য পরশুরাম ত্র্যম্বকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; পরন্তু তারা বাঈয়ের উক্ত পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহাতে অসম্মত হন কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মীর নামা এক মুসলমান সৈনিক স্বীয় প্রভুকে কারাবদ্ধ করত উক্ত দুর্গ বৈরী পক্ষের হস্তে ন্যস্ত করে। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের কাল্গুন মাসে শাহ সেতারার সিংহাসনে অধিকৃত হন।

তারা বাঈয়ের পক্ষে গদাধর প্রহ্লাদ প্রতিনিধি এবং ভৈরব পাহু পিঞ্চলে পেশবার পদে আকৃষ্ট হইয়া অতি সুসৃজন রূপে রাজকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সমস্ত মহারাক্ষীয় প্রজারা তারা বাঈয়ের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই অনুরক্ত হইল। কিয়দিবস পরে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নীলু পাহু ময়ুরেশ্বরের রাজ্য নামক স্থানে পরলোক প্রাপ্তি হয়, সেই হেতু রাজ্যের অশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার উপক্রম হয়, কিন্তু ধম্মাজীকে আশু ঐ পদে নিয়োজিত করা হইল। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য কলাপ বিশেষ সুনি-

য়ম বদ্ধ করণার্থ কয়েক জন কাকুনকে নিযুক্ত করেন, তন্মধ্যে শ্রীবর্দ্ধন নামা অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ প্রভূত বুদ্ধিশালী জনৈক মহারাক্ষীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভবিষ্যতে ইহারই তেজস্বিনী বুদ্ধি হইতে মহারাক্ষীয় জাতির হেজ যশঃ পুনরুদীপ্তমান হইয়াছিল এবং ইনিই “বালাজী বিশ্বনাথ” এই অক্ষয় নাম ভুলোকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখিয়া গিয়াছেন। কুলকর্ণী মহারাক্ষীয় ভাষায় রাজস্বমন্ত্রী বলিয়া বাণ্য হয়। বালাজী আদৌ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বাংশেই রাজ্যের কুশল স্থাপন করিয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট কুলকর্ণী দ্বারা পেশবা প্রভু স্থাপিত হয়।

মহারাক্ষীয়দিগের গৃহ বিবাদ উদ্দীপন করা ই জনফিকার খাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই হেতু শাহ সেতারায় সিংহাসনাধিকৃত হওনাবধি দক্ষিণ দেশের সুর-দেশ-মুখী নামক চৌধ গ্রন্থ জনা দিল্লীশ্বরের সভায় আবেদন করেন। জনফিকার খাঁর পরামর্শানুসারে শুলতান মৌজুন শাহকেই সুরদেশী মুখী চৌধ প্রদান করা বিহিত বিবেচনা করেন। তারা বাঈয়ের কর্মচারীরা সম্রাট মন্ত্রী মোনাইম খাঁর নিকট উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করাতে জনফিকার খাঁ মন্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পরক্ষে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল পরন্তু শুলতান জনফিকার খাঁর কথা অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রীই মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু মহারাক্ষীয় গৃহ বিবাদ যাবত নিষ্পত্তি না হইবে তাবৎ ঐ কর প্রদানের নিষেধ করেন।

যৎকালে শাহচন্দন বন্দন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করত অবস্থিতি করেন তৎকালে বোম্বাইয়ের শাসন কর্ত্তা সরনিকলস সাহেবের সমীপে বুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি প্রার্থনা করা হয় কিন্তু কোন পক্ষে ইংরাজেরা তৎকালে সাহায্য

প্রদান না করাতে খ্রীষ্টী৷শারদীয়া পূজাবসানে শাহু বিপক্ষ প্রতি আক্রমণ করতঃ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে পায়্যা নামক দুর্গ অধিকৃত করিবার পর শাহু ত্র্যম্বকপরশু রামকে হস্তগত করত বিশাল গড়ও অধিকৃত করিলেন। ঐ সময়ে রাঙ্গা নামক স্থানে তারা বাঈ উপস্থিত থাকাতে শাহু সে স্থানও আক্রমণ করিবারাত্র তারা বাঈ মালবন নামক স্থানে প্রস্থান করণে বাধিত হয়েন এবং তদন্ত্য দুর্গ রক্ষক তাঁহার সহিত সংগ্রাম করণে উদ্যত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

### বুদালসুত্তের খোদিত লিপি।



মরা ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ইতিহাসাদি প্রকাশে বিশেষ যত্ন করিব এবং যে সমস্ত বিষয় ইতিহাস লেখকগণের প্রয়োজনীয় তৎপ্রকা-

শেও বিমুখ থাকিব না। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষায় নানামত মানা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে কিন্তু তদর্শনে আমরা বলিতে পারি না যে, বাঙ্গলা ভাষা একটি উত্তম ভাষা হইয়াছে। এস্থলে আমরা বঙ্গভাষাপ্রিয়বঙ্গুগণকে বলিতেছি যে তাঁহারা একপ মনে করিবেন না যে বঙ্গভাষার নিন্দা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য বরং তদ্বিপ-রীতে বঙ্গভাষানুরাগী সজ্জনগণকে যাহাতে মাতৃ ভাষা যথার্থ উন্নত হইতে পারে একপ পথ প্রদ-র্শন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। এই বঙ্গ-ভাষার লালিত্য ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে আন্তরিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এত অধিক হইয়াছে যে

তদ্বিষয়ে ইহাকে সংস্কৃত তিল্ল কোন ভাষা হই-তেই স্মান বলা যায় না। আর ইহাতে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, নবন্যাসাদি গ্রন্থের সম্ভাব যে পরিমাণে দেখা যায় তাহাতে অন্যান্য ভাষা হইতে কোন প্রকারে হীন বলা যায় না। কিন্তু কেবল কাব্যাদি দ্বারা ভাষা উন্নত হইতে পারে না, কারণ যে ভাষাদ্বারা লোক সকল প্রকার আন্তরিক ও ব্যবহারোপযোগী ভাব প্রকাশ করিতে পারে সেই ভাষাই প্রকৃত উন্নত এবং যে ভাষায় তাহা দুঃসাধ্য সেই ভাষাই অপরিপুষ্ট বলিতে হয়। এই বঙ্গভাষায় বর্তমানে আলঙ্কা-রিকদিগের শৃঙ্খলাদি রসের ব্যঞ্জনা যেকপ পারি-পাটোর সহিত হইতে পারে, যন্ত্র বিজ্ঞান, রাসা-য়ন অপ্তত্বাদিবিষয়ক ভাবাদি প্রকাশ বিষয়ে তাহার দশাংশের একাংশও দেখা যায় না। ইতি-হাস ও বিজ্ঞানাদির গ্রন্থ বাঙ্গলায় এখন হইতে-ছে কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল নাই, কারণ কেবল অনুবাদের উপর নির্ভর করিলে প্রকৃত উন্নতির অসম্ভাবনা। যে পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় স্বাধীন-চিত্তে বিতর্কিত-মত-সম্মিলিত, সুদীর্ঘ ও \*সর্ব-বহু প্রকাশক ইতিহাস ও +স্বপরীক্ষামূলক বি-জ্ঞানাদি গ্রন্থের উদয় না হইতেছে তদবধি এই ভাষা বাস্তবিক উন্নত হইবে না। আমাদিগের মতে স্বাধীন চিত্তে বিতর্কিত-মতসম্মিলিত ইতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে “অমুক সাহেব এই প্রকার কহেন অতএব তাহাই হইবে” স্থির না করিয়া দশজন

\* দেশের রাজনীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম, জ্ঞান, বাণি-জাদি সম্বন্ধীয় অবস্থা।

+ আপন আপন পরীক্ষা ও দর্শনাদি দ্বারা নির্ধারিত আ-ভাবিক নিয়ম ও স্বাভাবিক রহস্যাদিকে মূল করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয় তাহা সপরিীক্ষা মূলক বাচ্য।

লেখকের গ্রন্থ পাঠ ও অন্যান্য উপায়দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাদি সংগ্রহ করত তাহা নিজ নিজ বিবেচনামত সঙ্কলিত ও তৎসমস্তের কার্য্য কারণাদি বিষয়ক আপন আপন মতমূলক স্বাধীন চিন্তে বিতর্কিত-মতসম্মিলিত দীর্ঘ ইতিহাস সহস্র দোষ সত্ত্বেও বিশুদ্ধরূপে অনুবাদিত সহস্র গ্রন্থাপেক্ষা উত্তম ও হিতকর। অনুবাদ করিলে লেখকের চিত্তরুত্তি সকল আবদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং তাহার চালনা হয় না, আর স্বাধীন রচনা দ্বারা ঐ সমস্ত প্রশস্ত ভাবাপন্ন ও ক্ষুর্ভি প্রাপ্ত হয়। আমরা এতৎ পত্রে অনেক অনুবাদিত ও ইংরাজি হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ প্রচার করিব তাহাতে পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না, কারণ মাসিক, সপ্তাহিক বা অন্য কোন প্রকারে নিয়মিত রূপে প্রচারিত পত্রের সম্পাদকগণ নিয়মের বশীভূত থাকাতে সকল প্রবন্ধ স্বাধীনতার সহিত লিখিবার সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত করেন না। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা বরং আশু আন্দোলিত বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন; “রহস্য-সন্দর্ভাদির” ন্যায় পত্রে তাহা চলে না। অতএব এই পত্রে যে সকল অনুবাদিত বা সংগৃহীত প্রবন্ধ প্রচার হয় তদ্বারা পাঠকগণ বুঝিবেন যে আমরা অবকাশ বিশিষ্ট সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার রূপ গৃহ নির্মাতাগণের নিমিত্ত কেবল ইটক ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি তাহার। এসমস্তকে আবশ্যিক মত যথা যোগ্য স্থানে নিবেশ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীন বুদ্ধি কৌশলে নির্মাণ কার্য্য সাধন করুন।

চারলস উইলকিন্স সাহেব বৃন্দলের সন্নিবন্ধিত কীর্তিস্তম্ভে খোদিত লিপি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা লিখিতেছি এবং ঐ লিপির তৎকৃত অনুবাদে সারাংশ প্রকাশ করিতেছি। ঐ লিপির

আদর্শ সন্নিধানে থাকিলে তাহারই অর্থ বিকাশে যত্নবান হইতাম কিন্তু তদভাবে অগত্যা বিদেশীয় অনুবাদকের উপর নির্ভর করিতে হইল তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমাদেরও অন্যান্য ব্যক্তির তদ্বিষয়ক অভিপ্রায়াদি ব্যক্ত ও সম্মি-বেশ করিতে বিরত হইব না।

বৃন্দলে যে ইংরাজদিগের কুটি ছিল উইলকিন্স সাহেবের তাহার কর্তৃত্ব থাকায় ১৭৮০ খ্রি-ষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি তন্নগর সন্নিবন্ধিত পতিত বাদ। ভূমির উপর একটি এক-খণ্ড-প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ দেখেন। ঐ স্তম্ভের আকার একটি মধ্যে ভগ্ন নারীকেল মুক্তের স্তম্ভের ন্যায় ও অনেকাংশ ভগ্ন। উহার দেহে, মূর্ত্তিকা হইতে অল্প পদ উচ্চে, একটি লিপি খোদিত আছে। উইলকিন্স সাহেব লেখেন যে ঐ লিপি যে অক্ষরে লিখিত তাহা চলিত দেবনাগরাক্ষর হইতে অনেকাংশে ভিন্ন এবং করনেল ওয়াটসন সাহেব মুক্তের হইতে যে প্রশস্তিপট্ট প্রাপ্ত হয়েন তাহার অক্ষরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই অক্ষরের একতা জনাই প্রাপ্ত সাহেব বলেন যে মুক্তের প্রশস্তিপট্ট ও বৃন্দল-স্তম্ভের খোদিত লিপি এক সময়ের কার্য্য। ঐ স্তম্ভস্থ লিপির ভাষা সংস্কৃত এবং বিবিধচ্ছন্দে অষ্টবিংশতি শ্লোকে উহা লিখিত হইয়াছে, উহার সার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

### \*খোদিত লিপির মর্ম্মানুবাদ।

শাণ্ডিল্য বংশীয় বীরদেব হইতে পঞ্চালের উৎপত্তি এবং পঞ্চাল হইতে গর্গ জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় উদ্ভূত তুল্য গর্গ দৈত্যদিগের

\* বৃন্দাল স্তম্ভে যে লিপি খোদিত আছে তাহার অর্থ বিকাশনে উইলকিন্স সাহেব যে অনেক প্রমাদ পাত করি-



দ্বারা পরাভূত হয়েন, কিন্তু ধর্ম পরায়ণতা হে-  
তুকে তিনি সমাগরা পৃথিবী অধিকারী হইয়া-  
ছিলেন। তাঁহার সাধী, সুকপা এবং প্রেমময়ী  
ভার্যা ইচ্ছার গর্ভে কমলযোনি সদৃশ শ্রীদত্ত  
পাণী নামক এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহার  
রাজ্য (মন্ত করিকুল-গণ্ডনিঃশ্রুত-মদবিলম্ব শৃঙ্গ  
বিশিষ্ট রেবাজনক হইতে মৌরকরসমুজ্জ্বল তুবা-  
রারত গৌরী পিতা হিমালয় পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং  
যাহা পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগর দ্বারা দুই পার্শ্ব  
ধৌত) শ্রীদেবপাল ভূপতি তাঁহার কৌশলদ্বারা  
করপ্রদ করিয়াছিলেন। যাঁহার তোরণে দিগ্-  
দিগন্তর হইতে সমাগত মহাজন গণ্ডলী মধ্যে  
শ্রীদেবপাল তাঁহার অবকাশজন্য অপেক্ষা করি-  
য়াছিলেন। যাঁহার রাজসিংহাসনারোহণ করিয়া

রাছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৎপ্রণীত ইংরাজী  
অনুবাদের যে সারসংগ্রহ আমরা প্রকাশ করিতেছি  
তাঁহাতে গর্গকে স্পষ্টাক্ষরে রাজা বলা হইতেছে, এবং  
তৎপুত্র শ্রীদত্ত পাণীর রাজ্য অধীশ্বর শ্রীদেব পালের কৌ-  
শলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, ইহাও লিখিত  
হইয়াছে। পুনশ্চ শ্রীদত্ত পাণীর পৌত্র কেদার মিশ্রের  
সমক্ষে যাহা কথিত হইয়াছে তদ্বারা তাঁহার গৌরে-  
শ্বরের মন্ত্রীত্বপদ স্পষ্টপ্রকাশ পাইতেছে। অধীশ্বর  
শ্রীনারায়ণ পালের গুরুব মিশ্রকে বস্ত্রসারানুসন্ধানে  
যত্ন জ্ঞান মাত্র করাকে মাগের পরাকাষ্ঠা বলাতেই  
শ্রীনারায়ণ পালের আধিপত্য প্রকাশ হইতেছে।

† এই স্থানে সরউইলিয়ম জোনস রাধাকান্ত নাম পণ্ডি-  
তের মতানুসরণ করত মুলে ইন্দ্র শব্দের পরিবর্তে ইন্দু শব্দ  
ব্যবহার করিয়া নিম্নমতে অনুবাদ করেন, “যাঁহার কৌশল  
গুণে অধিপতি দেবপাল মন্তকরিকুল-গণ্ডনিঃশ্রুত-মদ-  
বিলম্ব শৃঙ্গ বিশিষ্ট রেবাজনক (মহেন্দ্র পর্বত) হইতে  
মৌরকর সমুজ্জ্বল তুবারারত গৌরী পিতা হিমালয় এবং  
নবোদিত ও অন্তগামী সূর্য্যাস্ত দ্বারা অর্করিত হয় যে  
সমুজ্জ্বল তৎপর্যন্ত ব্যাপী ধরা ধণ্ডকে অধীন করিয়াছিলেন।

‡ এছলের ভাবে বোধ হয় যে শ্রীদেব পাল পূর্বে শ্রীদত্ত

ঐ রাজ্য স্বয়ং শোভা পাইয়াছিলেন, যদিও  
তিনি পূর্বে তাঁহাকে বহু সখ্যা চন্দ্রকর তুল্যাত  
পিটাখ্য ‘মুদ্রা’ কর স্বরূপে প্রদান করিতেন।  
তাঁহার সর্করাখ্যা পত্নীর গর্ভে ঈশ্বর-প্রিয় বিজ্ঞা-  
গুণে ভুতল পূজিত সোমেশ্বর ব্রাহ্মণ জন্ম-  
গ্রহণ করেন। তিনি সংসার করণাতিলাষে  
সানুকপা রণার পাণিগ্রহণ করেন। এই উভয়ের  
যোগেই সুবর্ণ বর্ণ ষড়ানন সদৃশ কেদার মিশ্রের  
জন্ম হয়। তাঁহার অসীম প্রতাপের সীমাবদ্ধ  
করা ছুফর এবং তিনি আন্তরিক বলে অসীম  
জ্ঞান লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। \*তাঁহার  
বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া গৌরের অধীশ্বর  
উৎকল, ছন, ডাবিড এবং গুজ্জর রাজ্য ও পৃথিবীর  
সাগর বেষ্টিত সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন।  
তিনি অতি দানশীল, মিত্রানিষ্ঠ বিচার শূন্য,  
পাপাচারভীত এবং সংসারানুরাগ হীন ছিলেন।  
তাঁহার যজ্ঞে শ্রীশ্বরপাল রাজ্য বারম্বার গমন  
করিয়া নত মস্তকে পবিত্র বারিগ্রহণ করিয়াছি-  
লেন। তাঁহার বহু নামী পত্নীর গর্ভে জ্যোতি-  
র্বিৎ শ্রীগুরুব মিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁহার  
বস্ত্রসারাবিক্ষরণ চেষ্টা দেখিয়া রাজা শ্রীনারায়ণ  
পাল বিশেষ মান্য করিতেন। শ্রীনারায়ণ পালের

পাণীকে কর প্রদান করিতেন এবং পরে স্বয়ং তত্রাজ্য  
গ্রহণ করেন। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে  
উল্লিখিত সাণ্ডিয়া বংশীয়েরা রাজা ছিলেন কিন্তু সর  
উইলিয়ম জোনস তাঁহার বিপরীত কহেন পরের টীপ-  
নীতে প্রকাশ পাইবে।

\* সরউইলিয়ম জোনস সাণ্ডিয়া বংশীয়দিগকে ক্রমাগত  
নিম্ন লিখিত গৌররাজ্যগণের মন্ত্রী বলিয়া নির্দেশ করেন  
এবং প্রত্যেক রাজার রাজ্য কাল আনুমানিক ৩০ বৎসর

আদরাপেক্ষা জগতে আর কি মানের সম্ভব ?  
সন্তান কামনায় তিনি এত অধিক কাল অপেক্ষা  
করিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং পুনর্বীর বালকত্ব  
পাইয়াছিলেন। এই অসীম উচ্চ ও শিরোভাগে  
গুরুভাকৃতি বিশিষ্ট সুন্দর স্তম্ভে লিপি খোদিত  
হইল ইহা তাঁহারই কীর্তি। এই কার্য্য শিল্পী  
বিন্দুভদ্রের কৃত।

### বসন্ত বর্ণন।

কোন কবির নূতন প্রণালীতে রচিত ঋতুসং-  
হারের প্রথম বসন্ত বর্ণন হইতে কয়েকটি স্থান  
এস্থলে প্রকাশিত হইল। সমস্ত বসন্ত বর্ণন একত্রে  
পুস্তকাকারে অবিলম্বে প্রচারিত হইবে এবং  
তাহা পাঠক বৃন্দের গ্রহণীয় হইবে কি না জানি-  
বার জন্যই রচয়িতা এই পত্রে কিয়দংশ প্রকাশ  
করিলেন। যে অংশ গুলিন আমরা এস্থলে দি-  
লাম তাহা পরস্পরে অসংলগ্ন বোধ হইতেছে  
তাহার কারণ এই যে মূল গ্রন্থে এই সকল অংশ  
একত্রে না থাকিয়া ভিন্ন স্থানে নিবিষ্ট আছে।

### বসন্ত ঋতুর অত্যর্থনা।

এস এস ঋতুরাজ বসন্ত সুন্দর !

করিয়া ধরিয়া বৃন্দলস্তুস্ত গুরব মিত্রের লিপির সময় ৬৭  
খ্রীষ্টাব্দ বলেন।

গৌরের রাজা ও মন্ত্রী তালিকা।

রাজা	মন্ত্রী
গোপাল	পঞ্চাল
ধর্মপাল	গর্গ
দেবপাল	দর্ভপাণী
রাজ্যপাল	সোমেশ্বর
শূরপাল	কেদারমিত্র
নারায়ণপাল	গুরব মিত্র

২৩ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব

৬৭ খ্রীষ্টাব্দ

আইস লইয়া তব যত সহচর !  
শীতের হইল শেষ তব আগমনে ;  
আনন্দ উদয় হল জীবগণ মনে।  
ডাকহ তোমার যত কোকিল কলাপে ;  
তুষিতে নরের মন মধুর আলাপে।  
সব্বরে ডাকিয়া আন যতেক ভ্রমরে,  
করুক মধুর গান গুণ গুণ স্বরে ;  
মনোহর চারি পক্ষ নাড়িয়া নাড়িয়া,  
ফুল হতে ফুলান্তরে বসুক উড়িয়া।  
লইয়া আইস তব খঞ্জনী খঞ্জন,  
নাচিয়া করুক নর জড়তা ভঞ্জন।  
আনহ তোমার যত মন্দ গন্ধবহ,  
আনন্দিত করুক জীবেরে অহরহ।  
মিষ্টতর মনোহর সরোবর কূলে,  
প্রক্ষুটিত কর তব পাটলী মুকূলে।  
প্রফুল্লিত কর তব কুসুম কাননে,  
সুগন্ধ করুক দান কিকব বদনে।  
ফল ফুলে পরিপূর্ণ করি সর্ব দেশ ;  
ধরাও ধরণী তলে বিবাহের বেশ।  
সবারে ডাকিয়া ভূমি কর এক স্থান,  
একত্র করিয়া কর বিভু গুণ গান।

### ভারতবর্ষের প্রতি সম্বোধন।

হে বর্ষ ! ভূতলে যাহা হিন্দুর আশ্রয়,  
ভরত হইতে নাম ভারত উদয় !  
বল কি সাহসে এই সামান্য অধম।  
বৎসর বর্ণিতে তব হইবে সক্ষম,  
সুপ্রশস্ত স্থল ! বল সৌন্দর্য্য তোমার,  
বিস্তারি বর্ণিতে বর্ণে কি সাধ্য আমার ?



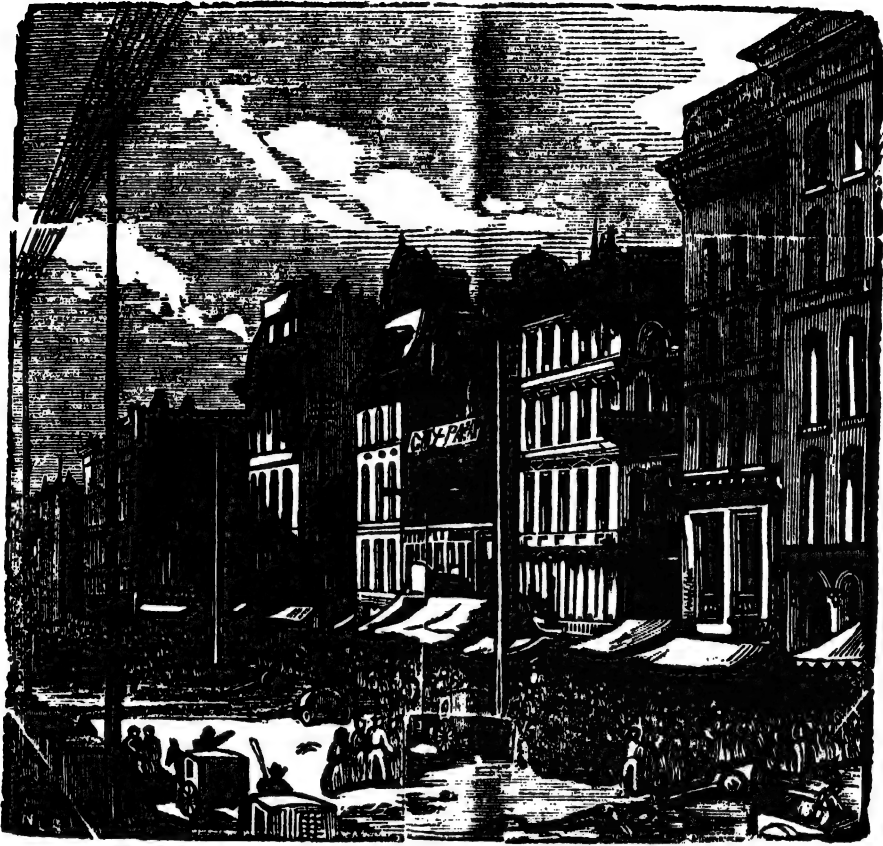
আছে কি তোমার পৃষ্ঠে জীবিত এখন,  
 তব পূর্ব কবি দল তুল্য কবিগণ ?  
 পারে কি অধম আজি ভুলিতে এস্থলে,  
 তব পূর্ব গত সে পূজিত কবিদলে ?  
 হায়রে ! এজন পূর্ণ প্রশস্ত ভারত  
 হইয়াছে জন শূন্য মরু স্থান মত,  
 যে কবি যে বীর আর বুধ গণ্যতাবে,  
 আর কি মানব লীলা তাহারা দেখাবে ?  
 কোথায় ভারত বল বাল্মীকী তোমার,  
 কবিকুল আদিগুরু শ্রুটি কবিতার ?  
 সুধীকুল সুর ব্যাস সর্বজ্ঞ সুধীর,  
 দর্শনে বিবিধ দর্শী বিচারেতে স্থির ;  
 মধুময় কবিতা পঙ্কজে দিন কর,  
 ভারত যাহার কীর্তি খ্যাত চরাচর ?  
 ভবভূতি শ্রীরাম চরিতা বলি যার,  
 রস পূর্ণ হেতু প্রিয় রসজ্ঞসবার ?  
 শ্রীহর্ষ জগত হর্ষ রত্নাবলী যার,  
 নটী কর্ণে শোভে যেন রত্নাবলী হার ?  
 কবিকুল চুড়ামণি কোথা কালিদাস,  
 হৃদি যার সদা ছিল নব রসাবাস ;  
 তাবের মাধুর্য আর সুপদ বিম্ব্যাস,  
 অধিক এস্থলে তার কি করি প্রকাশ,  
 অতুল যাহার সাকুন্তলা মধুময়,  
 স্বভাব সৌন্দর্য কোবে দ্বার সম হয় ?  
 মুরারী শ্রীবাণ ভট্ট মাঘ কবিবর,  
 ভারব্যাধি কোথা যত কবি কুলেশ্বর ?  
 মধুর কোমল কান্ত পদা বলি যার,  
 কোথায় সে জয়দেব ভারত তোমার ?  
 হে ভারত তব ঋতু সমাগম বেশ,  
 পূত কবিদল মিলি গাইল অশেষ ।  
 অধম একক আমি কিরূপ করিয়া,  
 বর্ণিব বৎসর তব সাহসী হইয়া ?

অসমর্থ আপনার বুকিয়া বিশেষ,  
 বর্ণিবারে ইচ্ছামাত্র করি এক দেশ ।  
 জগতের শস্যকোষ রূপেতে বিদিত  
 যে স্থান, বর্ণিতে তাহা ইচ্ছা করে চিত্ত,  
 বঙ্কের বসন্ত শোভা বর্ণিব প্রথমে ।  
 উত্তর পশ্চিম মুখে পরে যাব ক্রমে ;  
 সুভগা জাহ্নবী জল স্রোত অনুসারী  
 উত্তরিতে হৈমবতে শীতে মনে করি ॥

### বঙ্গভূমির প্রতি ।

সুখদ স্বভাব প্রিয়তর স্থল ভূমি !  
 পরম ঈশ্বর তব, ওহে বঙ্গ ভূমি !  
 নানাবর্ণ শস্য পূর্ণ প্রান্তর-নিচয়ে,  
 বিতরেন রূপা তাঁর প্রসন্ন হৃদয়ে !  
 তাঁহারি প্রসাদে পার দিতে সর্ব কল,  
 কামধুক্ সন্ম, যাহা জগতে বিরল !  
 স্বর্গ পুর সমাগম সোপান সমান,  
 শৈল শ্রেণী বদিয়ে না আছে বিদ্যমান ;  
 অভভেদী হৈমবত তুঙ্গ শৃঙ্গগণ ;  
 কন্দর তমসাবাস ভীষণ দর্শন ;  
 প্রতপ্ত বালুকা পূর্ণ প্রশস্ত প্রান্তর ;  
 মহা শব্দে নিপতিত নির্বার নিকর ;  
 শৈলময় সাগরের ভীম তট-চয়,  
 আঘাতিত উর্ষী দলে নিদাঘ সময় ;  
 পর্বতকে ভগ্ন স্রোত বক্রগা তটিনী,  
 প্রবাহিত বেগ বলে সদা কল্লোলিনী ;  
 যদিও ইত্যাদি নানা ভয়ঙ্কর বেশে  
 স্বভাব সজ্জিত নহে তব পৃষ্ঠ দেশে ;  
 শস্যময়ী বঙ্গভূমি তথাপি তোমার,  
 বর্ণিতে স্বভাব শোভা সাধ্য আছে কার ?

চিকাগো নগর।



চিকাগো নগর।



মরিকার উত্তর খণ্ডের পূর্বাংশ-  
শস্য সম্মিলিত রাজ্য তত্রাস্তর্গত  
মেচিগান জন্দের দক্ষিণ পশ্চি-  
মকূলে চিকাগো নামক যে  
নগর আছে ইং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর  
মাসে তাহাতে অগ্নি দাহে বহু সংখ্যক হস্তাদি  
ভস্মসাৎ হইয়াছে, বোধ করি পাঠকগণের মধ্যে  
অনেকেই জ্ঞাত আছেন। দূরদেশস্থ চিকাগো  
নগর তাঁহারা দেখেন নাই এবং অনেকে তাহার  
বিশেষ বিবরণও জ্ঞাত না থাকিতে পূর্বোক্ত

দুর্যোগে যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তা-  
হাও জানিতে পারেন নাই। আমরা সম্প্রতি ঐ  
নগরের আদ্যোপান্ত রূপান্তর এস্থলে লিখিতেছি  
অনুমান করি পাঠক রূপ ইহা নিতান্ত নিরসবোধ  
করিবেন না।

যদিয়ো চিকাগোনগর সাগর তীর হইতে প্রায়  
পঞ্চশতকোশ দূর তথাপি ইহা পৃথিবীর মধ্যে  
একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। ইলিনোইস মাচি-  
গান, ইণ্ডিয়ানা, ওহিয়ো, উইসকন্সিন, ইওয়া  
মিনেসোটা প্রভৃতি খণ্ড সকল নদ, নদী, খাল  
ও লৌহ বর্গাদি দ্বারা এ প্রকারে মাচিগান জন্দের  
সহিত সংযোজিত আছে যে জব্যাদির যাতায়াত  
সহজেই সম্পন্ন হয়। পূর্বোক্ত স্থান সমস্তে জনার,

গম, নানাবিধ ফলমূল, নানা প্রকার পণ্য পশু জন্তে এবং এসকল দ্রব্য চিকাগোনগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। নিকটস্থ অন্যান্য নগর সত্ত্বেও এই নগর এবস্ত্রকার প্রাধান্য লাভ করিবার কারণ এই যে ইহার স্থান স্বভাবতঃ অতি বাণিজ্য সৌ-কর্য্য সাধনোপযোগী। উত্তর চিকাগো ও দক্ষিণ চিকাগো নামী অস্থান ১২। ১৫ ফুট গতির সলিল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র নদীদ্বয়ের সংযোগ স্থানে চিকাগো নগর স্থাপিত এবং উক্ত সংযোগ স্থান জলজান-সমূহের একপ আশ্রয় প্রদান করে যে তাহা এক প্রকার স্বাভাবিক কীলক স্থান বলা যায়। ৭০ বৎসর পূর্বে এই চিকাগো নগর একটি অতি সামান্য বন্য স্থানমাত্র ছিল ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরও আদিম আমরিকানদের ইহাকে “ক্লক্‌স-হোল” নামে কহিত। ইহা “কার” আখ্যাকোমল লোমামুসন্ধারী অরণ্য পরিভ্রমণকারীগণ ব্যতীত অত্যাঙ্গ লোকের জানিত ছিল। পরে কার ব্যব-সায়ীদিগের রক্ষার্থে সম্মিলিত রাজ্যতন্ত্র দ্বারা এই স্থানের ইংরাজি ৬ বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভূমি আদিম প্রতিবাসীগণের নিকট হইতে ক্রীত হয় এবং তথায় ডিয়ারবরণ নামক এক সামান্য দুর্গ নির্মিত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে জন কিনজি নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাস করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজদের সম্মিলিত রা-জ্যের সহিত সংগ্রাম হয় তৎকালে এই স্থানের দুর্গ পুরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সম-কালীন নির্বাপিত হইলে এখানের দুর্গ পুনরীকৃত দৃঢ়রূপে নির্মিত হয় এবং বসতিরও পুনরারম্ভ হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো গ্রামে সমুদায়ে ১৭০ জন লোকের বসতি ছিল এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাতে প্রথম রাজপথ বিনির্মিত ও জন্মোদশটি ছাত্র লইয়া একটি যৎসামান্য বিদ্যালয় সংস্থা-

পিত হয়। পর বৎসরেই ডিমোক্রাটস সংবাদ পত্রের প্রচারারম্ভ ও এই গ্রাম নগর রূপে পরি-গ্রহীত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো সম্মিলিত রাজ্যের মহা সভা হইতে নগরত্বের প্রকাশ্য প্রশস্তি পত্র প্রাপ্ত হয় এবং ডব্লু বি অগডেন সাহেব প্রজাগণের ঐক্যমত্যে প্রথম মেয়রের (আমাদিগের পূর্বের মোডল) পদে অভিষিক্ত হইলেন। অতএব নগররূপে চিকাগোর বয়স চতু-ত্রিংশবৎসরের উর্দ্ধ নহে এবং এই অল্পকাল মধ্যে ইহা যেকপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল এপ্রকার অস্ত্রে-লিয়া দ্বীপস্থ মেলবোরোগ নগর তিন আরকুআপি দেখা যায় না। এই নগরের ক্রমশ প্রতিবাসী সংখ্যা যেকপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি পাঠকগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ই-হাতে ৪৮৫৩ জন লোকের বসতি ছিল, পঞ্চ বৎসরের মধ্যে বসতির সংখ্যা ১২০০০ হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো নগরে ত্রিংশৎ সহস্র লোকের বসতি নির্ণীত হয়, ও পঞ্চবৎসরের মধ্যে উহা অ-শীতি সহস্রে পরিণত হয়। তৎপর পঞ্চবৎসরের মধ্যে ইহার লোকের সংখ্যা ১১০০০০ হয় ও পরে পঞ্চবৎসর মধ্যে তত্রত্য লোক সংখ্যা ১৭৮৫৩৯ অবধারিত হয় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর ২৯৯২২৭ জন লোকের বসতি স্থান ছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোনগরে বাণিজ্যার্থে যে সকল দ্রব্য আনীত হইয়াছিল তাহার ক্রয়-দংশ এতদূলে উল্লেখিত হইয়াছে দেখিলেই সকলে ইহার বাণিজ্যাদিকান্ত জ্ঞাত হইবেন। উক্ত বৎ-সরের মধ্যে গম ১৭৩৯৪০৯ বুসেল, জনার ২৫১৪৯৭৫ বুসেল, টেজ ১০৪৭২০০০ বুসেল, যব ৩৩৫৫৬৫৩ বুসেল, রাইসরিষা ১০৯৩৫০০, জী-বিত ও রক্ষনকৃত স্ককর ১৯৫৩৩৭২ টা, গরু

৫৩২২৬৪ টা, এতদ্বিন্ন কার্ভ, চর্ম, উর্ণা মদিরাদি বহু প্রকার বন্য উৎপত্তি চিকাগো নগরে আনিয়াছিল। এই নগরের ব্যবহারার্থ মাটিগানরুদ হইতে যন্ত্রযোগে প্রতি দিন দুই কোটি গালন জল আনিত হইত এবং ঐ জল তত্রত্য পঞ্চবিংশতি সহস্র বাটিতে ব্যবহৃত হইত। চিকাগো নগরে প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত সমুদায়ে ৫০০ সাধারণ মার্গ ছিল এবং ঐ সকল মার্গে কাফি বিছান থাকাতো অগ্নি নির্ব্বানের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। এই নগরে বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম মন্দির, সমাজাগার প্রভৃতি বহু ব্যয়নির্ম্মিত ও সুদৃশ্য বহু সংখ্যক ভবন ছিল। আমরা পত্রে যে একটি চিত্র দিয়াছি তাহাতে ক্লার্ক নামক একটি প্রধান বস্ত্রের উত্তর খণ্ডের ক্রিয়দংশ মাত্র লিখিত আছে পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে চিকাগোনগর কি প্রকার সুন্দর সুন্দর হর্মে পরিপূর্ণিত ছিল। এই নগর অগ্নিদাহে যে প্রকার ছিন্নভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণনা করা দুষ্কর এজন্য আমরা তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা মাত্র লিখিতেছি যদ্বারা ক্ষতি ও অনিষ্টের পরিমাণ অনুভূত হইতে পারিবে। চিকাগো অনলদাহে ৭০০০০ লোক গৃহ শূন্য হইয়াছিল এবং অন্যান্য সাক্ষি দুইশত মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ ঘটে। আমরা “ব্যাড়া আগুন” যে শ্রুত আছি তাহা এই অগ্নিকেই বলা যায়। ইহা নগরের পশ্চিম খণ্ডে তিন সকল খণ্ডকেই ভস্মীভূত করিয়াছিল; অধিক কি বন্দরের পোতাঙ্গির অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল।

### স্ববির যাত্রামল্লি ধর্মরাম বনরাসী ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারতবর্ষীয় মহাসাগরবর্তী সিংহল দ্বীপ নিবাসীরা এক মহল্লোকের মৃত্যু

জন্য অপরিণীম বিষাদার্গবে মগ্ন হইয়াছেন। পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে, তত্রত্য অধিবাসীগণ জাবিড়ী এবং বৌদ্ধ। ভারতবর্ষের উপবর্তী যে সমস্ত বৌদ্ধভূমি আছে তন্মধ্যে সিংহলদ্বীপ এবং ব্রহ্ম দেশীয় বৌদ্ধদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা স্বভাবাদির অনেক অংশেই ঐক্য হয়, পরন্তু বহুকাল ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ মাতৃ ভূমি ত্যাগ করত দূরান্তরে বাস করাতে আমাদের সহিত কতক অংশেই উহাদের বিভিন্ন ভাব বর্ত্তিয়াছে। পরন্তু সে অসদৃশ ভাব ভারতবর্ষীয় অন্যান্য হিন্দুর মধ্যেও পরস্পর লক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা আমাদের হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও মাতৃ ভূমির চির সেবিত আচার ব্যবহার বিস্মৃত হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ কোন কোন বৌদ্ধজাতি বিশেষে মমুর ব্যবস্থাকে মূল ধর্মশাস্ত্র বলিয়া অত্যাধি মান্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের ভাষাও এতদেশীয় ভাষা হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। প্রসিদ্ধ নৃপ নন্দন সিংহ বাহু যখন লঙ্কা দ্বীপে গিয়া বাস করেন, সেই সময়ে তিনি ভারত বর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি পালীভাষা তথায় লইয়া যান। ঐ পালী ভাষা বিভিন্ন নামে বিখ্যাত আছে; যথা,—মাগধী, অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পৈশাচী, রাক্ষসি ইত্যাদি, যদিও সংস্কৃত নাটকে উল্লেখিত নামানুযায়ী কিঞ্চিৎ রূপান্তর দৃষ্ট হয়, কলতঃ তাহা প্রায়ই এক, এবং সকলি সংস্কৃতের প্রাকৃত। কানাড়াদি জনপদে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বর্ম্মা ও সিংহল দ্বীপে এই ভাষা অত্যাধি পূজনীয় আছে। এবং তাহা তত্রত্য শাস্ত্রীয় ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাত্রামল্লি ধর্মরাম উক্ত পালী ভাষাভিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। লঙ্কাবাসী বৌ-

হেরা তাঁহাকে ঋষি বলিয়া মান্য করিত ; তিনি অতিশয় ধর্মাত্মা এবং পুণ্যাত্মা বলিয়া সর্ব সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। পালী শাস্ত্র ও ভাষাভিজ্ঞ লোক মাঝেই তাঁহার মৃত্যু জন্য পালী সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি বিবেচনা করিবেন সংশয় নাই। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতের কর্মে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। লঙ্কা-স্থিত বেটোটা নামক বনমধ্যে তাঁহার আবাস ছিল। লঙ্কার অন্যান্য পালী শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে যদিও তিনি সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন না, তথাপি তাঁহারদূরভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণের পালী সম্বন্ধে কোন বিষয়ের জ্ঞাতব্য হইলে তাঁহার সাহায্য বিশেষ উপকার দায়ক ও সম্ভেদ ভঞ্জন হইত এবং সকলেই তাঁহার ব্যবস্থাকে অত্যন্ত মান্য করিত। তাঁহারি এক অন্তর্বাসিন্ বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মত সমুদ্বার জন্য সর্ব গ্রাহ্য “সমাগম” নাম ধর্ম মতের প্রচারণ দ্বারা অধিকাংশ বৌদ্ধ উদাসীনদিগের জীবন উন্নত ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ মত এক্ষণে লঙ্কায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিপিঠক নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রার্থ শুদ্ধির নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে যে ব্রহ্মী সভা আছে যাত্রা মল্লী ধর্মরাম প্রচুর শাস্ত্র দর্শীতা এবং নিগূঢ় সমালোচনায় উক্ত সভার মহানুকূল্য করিতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলের মুদ্রাঙ্কন জন্য ত্রিপিঠক নামক সমাজের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এক অতি নিভৃত স্থানে তাঁহার আবাস ছিল ঐ স্থান হইতে তিনি প্রায় গমন করিতেন না। অথচ চিরকাল সমান পবিত্র ভাবে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি একপ সঙ্কল্প লোক ছিলেন যে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাঝেই তদীয় গুণের তুরী প্রশংসা করিয়া থাকে।

তাঁহাকে চারি বৎসরাবধি স্বাস্থ্য তত্ত্ব নিবন্ধন অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে বিগত জানোয়ারি মাসের অষ্টাবিংশতি দিবসে রজনীর শেষ ভাগে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক তাঁহার বয়ঃক্রম হয় নাই, কাল তাঁহাকে অকালে গ্রাস করাতে আমরা দুঃখিত হইলাম।

### তুলসী ও দূর্ব।

আমাদিগের পূর্ব পণ্ডিতগণ যে সকল কার্যাদি করিতে নিষেধ ও যে সকল কার্যাদি করিতে নিয়ম করিয়াছেন তৎসমস্তকে এক্ষণের নব্য বাবুগণ “মনসেন্স ওলড্ সুপার্টিসন” বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তাঁহাদিগের প্রকার আচরণের কারণ, বিজ্ঞাতিমান কি সাহেবি চাল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যখন ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ ঐ সকল পূর্ব পণ্ডিতগণের বাক্যের অনেক অংশ বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা পূর্বক মাননীয় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন তখন আমরা তাঁহাদিগের কথা একেবারে অবজ্ঞা করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। যৎকালে ইউরোপে লৌহবর্ষ গাড়ি চালাইবার প্রথম প্রস্তাব হয় তৎকালে প্রস্তাবক গণকে সকলেই উদ্ভাদ বলিয়া হাস্য করিয়াছিল এবং অনেকেই উহা অসম্ভব বোধ করিয়াছিল। তাড়িত যন্ত্রে বার্তা প্রেরণ প্রস্তাবও ঐ রূপে আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ লৌহবর্ষ ও তাড়িত বার্তা বহুতর চলিতেছে ও কেহই অসম্ভব বোধ করে না। এই প্রকার অনেক বিষয় যাহা পূর্বে অসম্ভব বোধ হইত এক্ষণে সম্ভব হইবাতে জানী লোক সহসা কোন বিষয় অসম্ভব বলিয়া অবজ্ঞা করেন

না। হিন্দুধর্মে দুর্কা ও তুলসীর প্রচুর ব্যবহার নির্দিষ্ট থাকাতোও এক্ষণের নব্যাবুগ্গণ তাহাকে অগ্রাহ্য করেন ও তাহার হিতকারীত্বের কিছুই জানেন না। সম্প্রতি ভারতবর্ষের কৃষিবিদ্যাবিকাশিনী সত্তার সভ্য জে ফেডারিক পগসন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে দুর্কা ঘাস ও তুলসী স্থান ও অবস্থা বিশেষে সাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যিক এবং তিনি কহেন যে ডেকু অর ও সাধারণ সঞ্চারী (এপি-ডেমিক) অর যে স্থানে প্রবল সেই স্থানে গৃহস্থগণের বাটীর সম্মুখস্থ ও অন্যান্য পতিত স্থানে দুর্কা ঘাস বসাইলে এবং দিবাভাগে গৃহ মধ্যে টবে করিয়া তুলসী রাখিয়া ও রাত্রে তাহা গৃহের বাহির করিলে ডেকু ও বায়ু দোষজনিত অর সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ওজন নামক বায়ু যদিও বিষ তথাপি তাহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ওজন বায়ুর অস্পতা জন্য পূর্বোক্ত রোগাদি জন্মে এবং তুলসী রক্ষ ঐ বায়ু উৎপাদক বলিয়া উহা গৃহে রাখিতে পগসন সাহেব বলিয়াছেন। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে এবং সা-স্থ্য সম্পাদক বলিয়া গণ্য। আমাদিগের পূর্ব পণ্ডিতগণ যদি সকল বিষয়ে কারণ দর্শাইয়া উপদেশাদি দিতেন তাহা হইলে এত প্রমাদ ঘটিত না ও অনেক বিদ্যা লোপ পাইত না। নব্যাবুদিগের সাহেবি মেজাজ ও পূর্ব পণ্ডিতগণের কারণ গোপন করা প্রথা ভারতবর্ষের হীনতার সামান্য কারণ নহে।

### নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

উত্তর চরিত—বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীনৃসিংহ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল,

কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মহাকবি ভবভূতি নাটক রচনা বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ ছিলেন। কালিদাসের “শকুন্তলা” অমূল্যরত্ন স্বরূপ একবার পাঠ করিলে মন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। নবীন প্রেম, বিরহ, বাসন্তীয় নবকুম্মিত লতাকুঞ্জ, মলয় সমীরণে দোদুল্যমান বনস্পতি, বিহঙ্গকুলকুজিত নির্জন তপোবন, এবং সুবর্ণ মুকুট সুশোভিতা বনদেবী গণের বিবরণ কালিদাস শকুন্তলা ও বিক্রমোর্কশী দ্রোষ্টাকে অতি উত্তম রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনা ভিন্ন প্রকার। তাঁহার রচনা গম্ভীরভাব সমন্বিত। শব পরিপূর্ণ শ্মশানভূমি চিরনীহারারত পর্বতমালা, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রভৃতি তিনি যেকোন বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ইহার রচনা কালিদাসের রচনার ন্যায় সুললিত ও প্রাজ্ঞ নহে। দীর্ঘ সমাস দ্বারা ইনি মালতীমাধবের রচনা, প্রতি কটু ও স্থানে দুর্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন।

এই উত্তর চরিতখানি তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক স্থানে পাঠ করিয়া মোহিত হইতে হয় এবং বৈদেহির বিলাপ বাক্য পাঠে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে থাকে।

আমাদিগের বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকেরা এমন সুরসিক যে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কবিত্বসম্পন্ন নাটকের আলোচনায় তাঁহারা এত কাল বিরত ছিলেন এক্ষণে রাজপুরুষদিগের অনুকম্পায় ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার অবিকল অনুবাদ ফাট আর্টশ পরীক্ষার্থীদিগের জন্য সংক্ষিপ্ত টীকার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া



সাদরে পাঠ করিয়া দেখিলাম অনুবাদ অবিকল হইয়াছে, কিন্তু ভাষাটি প্রাঞ্জল বা সর্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই। তন্নিবন্ধন অনুবাদ পাঠ করিয়া বোধ হয় যে অনুবাদক উত্তম রূপ সংস্কৃতের অর্থগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কবিত্বের রস সম্পূর্ণ রূপে তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বিভাবতী—কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত। এই ইতিহাস মূলক আখ্যায়িকা গ্রন্থকারের নাম গোপন করিয়া পূর্বোক্ত উত্তর চরিত অনুবাদক বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচার করিয়াছেন। ইংরাজী “নবেলের” অনুকরণে ইহা রচিত হইয়াছে। রচনা মধ্যে স্মৃতি বোধ হইল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আখ্যায়িকা একাদশ পরিচ্ছেদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বোধ হয় দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্ত হইবেক। আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ হইলে আমরা এই গ্রন্থের সবিস্তারে সমালোচন করিতে পারিব।

বাঙ্গালার-ভাবি-মঞ্চল নাটক—জটনৈক বিক্রম-পুর তেঁওটা নিবাসি প্রণীত। কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার বঙ্গদেশের শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে সুরাপাণ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সংকারণ্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য উপদেশচ্ছলে এই নব-নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা নাটকের রীতিতে রচিত হয় নাই এবং কিয়দংশ পাঠ করিলেই বিরক্তি সহকারে দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। রচয়িতা আপনার নাম গোপন করিয়া এক প্রকার বুদ্ধি মানের কার্য্য করিয়াছেন, কেন না নিতান্ত লঘুচেতা না হইলে স্বনামে একপ কদর্য্য গ্রন্থ জন-সমাজে প্রচার করিতে কাহার সাহস হয় না।

প্রজ্ঞাদ নাটক—শ্রীহরিশঙ্কর মিত্র প্রণীত ঢাকা গিরীশযন্ত্রে মুদ্রিত। প্রজ্ঞাদ চরিত্র নাটক-

কারে রচিত হইয়াছে। এখানি নাটক না করিয়া সরল সাধুভাষায় উপদেশচ্ছলে সঙ্কলিত হইলে বালক বালিকার পাঠোপযোগী হইত। এই নাটকে প্রাশংসার যোগ্য কোন গুণ লক্ষিত হইল না।

আলালের ঘরের দুলাল—এই বিখ্যাত নব্য-ন্যাসটী ছয়খানি উত্তম ভাববাজক লিখো গ্রন্থ চিত্রের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্বের মুদ্রাক্ষনে বর্ণাশুদ্ধি বহুতর ছিল, এবার তাহা দেখা যায় না। মুদ্রা যন্ত্রের বর্ণবিন্যাস প্রমাদ বসতঃ যে কএকটি দেখা যায় তাহা মার্জনীয়। “আলালের ঘরের দুলাল” কিরূপ গ্রন্থ তাহার পরিচয় দিবার জন্য অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। মান্য-বর “টেকচাঁদ ঠাকুরের” আদেশে আমরা যে ভূমিকা লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। “বর্তমান গ্রন্থে যদিও কাদ-ঘরীর উৎকটপদ-প্রয়োগ-পটুতা, শকুন্তলার ললিত-পদ-বিন্যাস-মাধুর্য্য, বাসবদত্তার অনু-প্রাস-হট্টা ও তিলোত্তমার ভাব ঘটাই নাই; যদিও ইহার আখ্যায়িকাভাগ দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় বিস্ময় ও কৌতুহলোদ্দীপক নহে; যদিও ইহাতে সঞ্জুক্তা স্বয়ম্বরের ন্যায় কোন পুরাণ ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই; যদিও ইহাতে কপাল কুণ্ডলার ন্যায় জড় স্বভাব সৌন্দর্য্য বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই এবং যদিও ইহা সীতার বনবাসের ন্যায় বিশুদ্ধ সাধুভাষায় গ্রথিত নহে; তথাপি ইহাকে উল্লেখিত গ্রন্থ সমস্তের অধিকাংশ অপেক্ষা উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহা অস্বাদি-গের কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষায় রচিত এবং ইহার প্রাঞ্জলতা এত অধিক যে বাঙ্গালিমাঝেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহাতে স্বজীব ও সাস্তুকরণ স্বভাব অর্থাৎ মনুষ্য স্বভাব যে প্রকার

কোশলে ও পারিপাট্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে  
সেইকপ বাঙালী ভাষায় আর দেখা যায় না।”

অভেদী—এই গ্রন্থখানির রচয়িতা পাঠক-  
গণের নিকট অপরিচিত নহেন। “আলালের  
ঘরের দুলাল” “মদখাওয়া বড়দায় জাত থাকার  
কি উপায়” “রামারঞ্জিকা” “কৃষিপাঠ” “গীতা-  
কুর” ও “যৎকিঞ্চিৎ” যাঁহার রচনা ইহাও সেই  
সুবিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের রূত। প্রাণ্ডুল  
লেখক মহোদয়ের রচনার নানা গুণ দেখা যায়।  
বিশেষত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে ইহার বিরচিত  
গ্রন্থগুলিন পরিপূর্ণ। সময়ানুযায়ীক আচার  
ব্যবহার ও লোকের আন্তরিক গতি প্রকাশে ইনি  
বিলক্ষণ পটু এবং ইহার গল্পচ্ছলে হিতোপদেশ  
প্রদানের অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। “যৎ-  
কিঞ্চিৎ” ও “অভেদী” পাঠকালে পাঠকগণ  
নবন্যাস পাঠের আনন্দ সন্তোষ করেন কিন্তু  
বাস্তবিক এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধর্মোপদেশ  
এবং ঐ ধর্মোপদেশ নিষ্ফল ও অপরিষ্কৃত রূপে  
লিখিত নহে। আমাদিগের সমালোচনার বি-  
ষয়ীভূত গ্রন্থখানিতে অভেদ ধর্মজ্ঞানোদ্দীপ-  
নাত্মক একপ একটী গল্প লিখিত হইয়াছে যে  
তৎপাঠে পাঠকগণের অন্তর উদারতা ও ঐশ্বর  
প্রেমে পরিপূর্ণ হয়। এই অভেদীর উদয়ে  
কৈশব শ্রাদ্ধাগণ নিতান্ত ক্লুঙ্ক হইয়াছিলেন এবং  
“মিরার” সম্পাদক গ্রন্থকারের উপর যে কটুক্তি  
করকাতিঘাত করিয়াছিলেন তদ্বারা কেবল আত্ম  
মনের অপ্রশস্ততা ও সাম্প্রদায়িক ভ্রমাত্মতা প্রকাশ  
হইয়াছিল। পক্ষপাত শূন্য পাঠকমাত্রে “অভেদী”  
গ্রন্থে দুখ্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না বরং  
ইহার রচনা চাতুর্য্য দর্শনে সম্যক্ তুষ্টি লাভ  
করিবেন।

বিতৌরিয়া পঞ্জিকা—ইত্যভিধেয় যে এক

খানি নূতন পঞ্জিকা শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল নন্দি  
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তদর্শনে আমরা পর-  
মাজ্জাদিত হইলাম। এই পঞ্জিকার মূল্য স্বা-  
ক্ষরকারীর প্রতি এক টাকা নিকপণ করায় অধিক  
হয় নাই। যে সকল এই প্রকার ও অন্যান্য  
পূর্ব প্রচলিত পঞ্জিকা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা  
সর্বাপেক্ষা উত্তম ও নানা বিষয়ক উপকার কর।  
মক্ষমলের ও কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ীগণের  
নাম ও ঠিকানা, রেলগাড়ির মালের যাতায়াতের  
মানুলাদি লিখিত হইলেই ইহা ১৮ টাকা দরের  
ইংরাজী ডাইরেটরীর তুল্য উপকারী হইবে।  
আমরা পঞ্জিকা গ্রাহকগণকে বিতৌরিয়া পঞ্জিকা  
লইতে অনুরোধ করিতেছি এবং আশা করি  
যে গ্রাহক বৃদ্ধি হইলে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল বাবু  
আগতবর্ষে ইহার মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলিন  
দিবেন। আমাদিগের মধ্যে এতদ্রকার পঞ্জি-  
কার অভাব ছিল এক্ষণে সেই অভাব দূর হইবার  
কস লোকে ক্রমশঃ বুঝিবেন।

মধ্যস্থ—এই পত্রের আমরা অন্যান্য সংখ্যা  
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক  
পংক্তি পাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে  
সম্পাদক পত্রের “মধ্যস্থ” নামটিকে যথা নিয়মে  
অর্থ যুক্ত করিয়াছেন। এপ্রকার পক্ষপাত-হীন  
বাক্যে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

“কৈশব” শব্দ ব্যবহার করাতে স্থগা প্রকাশ কদাপি  
হইতে পারে না। ইহা পূর্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। অধিকন্তু,  
যে কৈশব বাবু আমাদের গৌরবের স্থল, যাঁহার বিশুদ্ধ  
চরিত্র, সর্বানুকরণীয় ধর্ম্মানুরাগ, অপরিমেয় কার্য্য ও বাণ্-  
নৈপুণ্য, অসাধারণ যোগ্যতা ও স্বদেশহিতৈষী দ্বারা দেশ  
বিদেশে হিন্দু নাম উজ্জ্বল হইয়াছে; নানা গুণে যাঁহাকে  
ক্ষণ-জন্ম পুরুষ বলিয়া বোধ হয়; তাঁহার প্রতি বিদ্রোহ ও  
স্থগা, ইহাও কি সম্ভাব্য? কিন্তু অথ্রে যে রূপ বলিয়াছি, যদি  
বিষয় বিশেষে তাঁহার জাতি থাকে, যদি উন্নতির অনুরাগে



তিনি সমাজকে যে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তুলিলেন, ইতি যদি তিনি না বুঝিয়া থাকেন: গমনের বেগে কিঞ্চিৎ শিথিল করিলে সেই সব দোষ ঘটিতে পারে না। বরং সাহারা ভয় পাইয়া পশ্চাতে পড়িয়াছে, তাহাদিগকেও সঙ্গী পাইতে পারেন ইত্যাদি মঙ্গলময় ভাবভ্রান্তিকালে যদি তাঁহার মনে অপরিষ্কৃট ও আচ্ছন্ন থাকে; তবে কি সে কথার আলোচনা করিতে তাঁহার বিপাক হওয়া হইল? তিনি কি অজান্ত পুরুষ? তিনি কি ইহ লোকের লোক হইতে স্বতন্ত্র? তাঁহার কার্য সাধই কি দোষস্পর্শশূন্য? তাঁহার বিবন্ধে কি কোনো কথাই উঠিতে পারে না? কথা তুলিলেই কি তাঁহার বিপাক হওয়া হইল?

উজীরপুত্র শ্রীকীর্ত্তাদ বসু প্রণীত।

এই ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস পূর্বে কিসদংশ মাত্র সংবাদ প্রভাকরের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থকার প্রথম পর্ব পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শাজাহান বাদসাহের ভারতবর্ষ শাসন সময়ে এক জন মুসলমান আপনায় জীবন রঙান্ত তথা অন্যান্যগণ, এই গ্রন্থে স্বমুখে ব্যক্ত করিতেছে। উপন্যাসটি স্বকপোল কল্পিত কেবল ইতিহাসের ছায়ামাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। রেনল্ড্‌স্‌ যেকপ “জোজেক উইলমট্” ও “মেরি গ্রাইসের” “অটবার-গ্রাফী” রচনা করিয়াছেন সেই আদর্শে এই অতিনব “নবেল” সঙ্কলিত হইতেছে। বিলাতীয় এই কুগ্রন্থ লেখক বঙ্গ-সাহিত্যের সর্বনাশ করিল। অন্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুরা উহার সৌন্দর্য্যমাত্র বিহীন “মিউরিজ্” প্রভৃতি অপকৃষ্ট গল্প কাব্যগুলিকে রচনা পারিপাট্যের চরম সীমা বলিয়া বোধ করেন। এবং প্রতিনিয়ত তদালোচনায় তাঁহাদিগের রসগ্রহণ ক্ষমতা একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। বর্ত্তমান উজীর পুত্র “এই শোচনীয় ব্যাপারের এক পরিচয় স্থল। আমরা সররিচা-ভট্টেশ্বরের অনুরোধ করি তিনি রেনল্ড্‌স্‌ লিখিত গ্রন্থের আমদানির টাক্স বসাইউন, তাহা

হইলে গবর্ণমেণ্টেরও কিছু লাভ দেশেরও মঙ্গল।

পুরাণ প্রকাশ—বিষ্ণুপুরাণ। শ্রীধর স্বামি রূত টীকা ও বিষ্ণুর্ধবৈষ্ণনাথ নামক বাঙ্গালী অনুবাদ সমেত। সপ্তদশ খণ্ড শ্রীবরদা প্রসাদ বসাক কর্ত্তক প্রকাশিত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ মহামুনি পরাশরোক্ত। ইহার রচনা অতি সরল, আরতি মাতেই অর্থ বোধ হয়, টীকার সাহায্য বড় প্রয়োজন করে না। এই পুরাণ ষট্ অংশে বিভক্ত এবং অগ্নিপুরাণের মতানুসারে ২৫,০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। পুরাণে যে পঞ্চ লক্ষণ \* আবশ্যক ইহাতে তাহা সমুদয় আছে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে † যে নিযু, নারদীয়, ভাগবত, গারুড়, পদ্ম, এবং বারাহ পুরাণ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সুতরাং অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা বৈষ্ণবগণের এই কএকখানি পুরাণ অতি আদরনীয়। বহুকাল হইল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত মৃত উইলসন (যাঁহাকে কোন বঙ্গীয় কবি অতি সম্মানের সহিত বন্দনা করিয়াছেন) মহোদয় বিষ্ণুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে উহা পুনর্ব্বার ত্রিযুক্ত হল সাহেব দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এপর্যন্ত বাঙ্গালী অনুবাদ কেহ সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সম্প্রতি পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উহা মূল, টীকা অনুবাদ সহ খণ্ডে ২ প্রকাশ করিতেছেন। সপ্তদশ খণ্ডে পঞ্চমাংশের কিসদংশ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আর এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবেক।

\* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোদয়স্তরাণি চ।

বংশোদয়চরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্ ॥

† বৈষ্ণবং নারদীয়ং চ যথা ভাগবতং শুভম্।

গারুড়ং চ তথা পদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্ ॥

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।

# রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ক]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭০ খণ্ড।



বুলবুলবোস্তা।

আ

মাদিগের পাঠকবর্গের অনেকেই এই সুবিখ্যাত গায়ক পক্ষীকে দেখিয়াছেন। ইহার আকৃতি ও বর্ণসম্বন্ধীয় সৌন্দর্য্য অতি সামান্য অথবা কিছু নাই বলিলেও বলা যায়; কিন্তু ইহার স্বরমাধুর্য্য এত অধিক যে কোন ব্যক্তি এই পক্ষীর গান একবার সাবহিত চিন্তে শ্রবণ করিলেই তাহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে বুলবুলবোস্তা সকল গায়ক বিহগকুল শ্রেষ্ঠ। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন যে এই পক্ষীর গানোপযোগী শিরা ও মাংসপেশী সকল অত্যন্ত পরিপুষ্ট; অন্য গায়ক পক্ষী কাহারও তত দেখিতে পাওয়া যায় না। বুল-বুলবোস্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে এক শ্রেণীর গুলি অপারিত্য প্রদেশে থাকে, তাহাদের গুলি

মাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ইঞ্চি এবং ঐ দৈর্ঘ্যের সার্ক দুই ইঞ্চি পুচ্ছ ও চঞ্চু কিঞ্চিদ্দীর্ঘ। মূ্যন এক ইঞ্চি। ইহাদিগের গাঢ় খদির বর্ণ চঞ্চু মূক্ষ ও অবক্র এবং ঐ চঞ্চুর ও মুখের অন্তরভাগ পীতবর্ণের দেখা যায়। অপর শ্রেণীর গুলি পর্কতোপরি বাস করে ও কদাচিৎ পর্কিত ভিন্নভাগস্থিত কুঞ্জা-দিতে দৃষ্ট হয়। পূর্ব শ্রেণী অপেক্ষা এই গুলির দেহের পরিমাণ প্রায় দুই ইঞ্চি অধিক ও বর্ণও কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। এই সুমধুর নিশিখ গানকারী পক্ষী এতদ্দেশীয় অনেকে পালন করেন এই হেতু আমরা ইহার বিষয় বাছল্যে লিখিতেছি। বুলবুল বোস্তার পৃষ্ঠাদির বর্ণ খদির বা নস্যের ন্যায়; তলভাগ শ্বেতাক্ত-খদির বর্ণ ও পদদ্বয় মাংস বর্ণের।

বুলবুলবোস্তার পুং পক্ষী গুলিই গায়ক হয় এবং বন্যাবস্থায় প্রায় দুই তিনমাস গাইয়া থাকে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তিন চারিমাস একত্রে এক দেশে থাকে ও উক্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ৩ বার সাবকোৎপাদন ও পালন করে। শাবকাবস্থা-তেই ইহাদিগের পুং ও স্ত্রী প্রভেদ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। যে সকল শাবকের বকের ও পক্ষের পক্ষাণ্ড সকল প্রায় পীতবর্ণে পরিণত ও কণ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ তাহারা পুং ও যে সকলের কণ্ঠে শ্বেতাভাব ও পক্ষাণ্ড সকল পীত নহে

তাহারা স্ত্রী। এই কালে পুং ও স্ত্রী উভয়েই মৃদু অক্ষুটস্বরে উহাদিগের পিতৃ গীত অবিরত অনু-  
করণের চেষ্টা করে। বুলবুলবোস্তা পক্ষী সমগ্র গোল  
নাসী, শীত বা উষ্ণ প্রধান দেশে পাওয়া যায়  
না, ইউরোপ ও আশীয়া খণ্ডদ্বয়ের অনেকাংশেই  
পাওয়া যায় এবং আফ্রিকা খণ্ডে কেবল নীল  
নদের তীরবর্তী দেশ সকলেই আছে। ইউরোপে  
ইংলণ্ড ও নরয়োয়ের উত্তরাংশে প্রায় নাই ও  
আশীয়ার শাইবীরিয়ার উত্তরাংশেও দুর্লভ এবং  
ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশেও পাওয়া যায় না।  
ইহারা এক এক বারে পাঁচ বা ছয়টি হরিতাক্ত  
কপীস বর্ণের ছোট ছোট অণু প্রসব করে ও ১৪  
১৫ দিবস ক্রমাগত তদুপরি বসিয়া প্রস্ফুটিত করে।  
এই সাক্ষরগণ উত্তম রূপে উড়িতে না শিখিয়াই  
নীড় ত্যাগ করে। বুলবুলবোস্তা প্রায়ই মৃত্তিকা  
হইতে অল্প উচ্চে নীড় নির্মাণ করে এবং কখন  
কখন দীর্ঘ ভূগারত মৃত্তিকায়ও নীড় করিয়া সা-  
বকোপাদন করে। ইহারা নিত্যান্ত গম্ভীর ও  
নির্ভয় প্রকৃতি; অণ্ডায়াসেই ধৃত হইয়া থাকে।  
পালিতাবস্থায় ইহারা নিত্য সেবকের একপ বশী-  
ভূত হয় ও ভাল বাসে যে তাহার বিরহে কখন  
কখন প্রাণ পর্যাণ্ড পরিভ্যাগ করে। বুলবুলবোস্তা  
অধিকাংশ কীট ও পতঙ্গ ভোজী, কিন্তু বন্য ফল  
ও খাইয়া থাকে। কথিত দুই শ্রেণীর দৈর্ঘ্য ও  
বর্ণ ভিন্ন অন্য প্রভেদও আছে। প্রথমাপেক্ষা  
দ্বিতীয় শ্রেণীর কণ্ঠস্থর প্রায় দ্বিগুণ সবল, ও  
প্রথম শ্রেণীর প্রায় অধিকাংশেই দিবা গা-  
য়ক হইয়া থাকে, রজনীতে উত্তম গান করে না,  
কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী কিবল রজনী গায়ক বলিয়া  
বিখ্যাত। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে  
বুলবুলবোস্তা খরিবার বিশেষ নিয়ম আছে, তথা বৃদ্ধ  
পক্ষি ধারণ করা দণ্ডনীয় ও সাবক খরিয়া বিক্র-

য়াদি করাই বিধি। এই পক্ষীকে পিঞ্জরবন্ধা-  
বস্থায় রাখিলে সदा সর্বদা পীড়িত হয়, তন্নি-  
বারণার্থ নিত্য অল্প উদ্ভিজ্জা, যথেষ্ট কীট পতঙ্গ  
ও স্নান ও পানার্থ স্নাতন জল দেওয়া উচিত।  
ইউরোপে শীত বশতঃ কীট পতঙ্গ তত সচ্ছল  
নহে, সুতরাং তদেবশতঃ পক্ষী পালকেরা নবধৃত  
পক্ষীকে সচ্ছবায়ী ও শুষ্ক পিপিলিকাও দেন।  
ক্রমে তাহারা নর সমক্ষে আহারাদি করিতে  
আরম্ভ করিলে শাস্ত্রয় জন্য রোটিকা, দুগ্ধ, সুপে-  
শীত শস্য, কুকুটী অণ্ড ও পীপিলিকাও একত্রে  
আহারার্থে দিয়া থাকেন। এতদংশে কীট ও  
পতঙ্গ ওচুর, সুতরাং বুলবুলবোস্তা পালনে আহা-  
রের জন্য তাদৃশ উদ্বিগ্ন হইতে হয় না, অল্প ব্যয়  
ও যত্নেই যথেষ্ট কড়িক ও (অশ্বপূরীষজাত)  
কীট পাওয়া যায় ও উদ্ভিজ্জার্থে সুপেশীত ভাজা-  
ছোলার শাতু স্বতে মাখিয়া দিলেই হয়। কখনও  
উক্ত সাতুর সহিত কুকুটী অণ্ডের পীতাংশ মিশ্র  
করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নবধৃত শাবকের দেশান্তর  
আনয়নে বা আহার পরিবর্তনে কিম্বা স্বাধীনতা  
বিরহে প্রথমতঃ মন্দাগ্নি হইয়া থাকে, তাহাতে  
তাহাদিগকে এক এক দিন অন্তরে দুই তিন দিন  
তিন বা চারিটা করিয়া মাকড়সা খাইতে দেওয়া  
আবশ্যক। তাহাতে ও যদি ক্রমে দুর্বল হইতে  
থাকে তাহা হইলে গাণীয় জলে সজ্জ্বা লৌহখণ্ড  
নিক্ষেপ করিয়া ঐ জল তিন চারি দিবস রাখিলে  
তৎপানে মন্দাগ্নি ও দৌর্বল্য যায়। প্রথম  
বৎসরে গাইবার সময় প্রায় নবধৃত শাবকের  
নাসা রক্তের উপরে কোড়া হইয়া থাকে, তাহা  
হইলে প্রথমতঃ খালি মাখন দিতে হয় ও তাহাতে  
আরোগ্য না হইলে উক্ত কোড়ায় কটিকারি ও  
মধুতে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহাতেও না  
আরোগ্য হইলে অবশেষে অরক্ত উষ্ণ ছুটিকা দ্বারা

উক্ত কোড়া দক্ষ করিয়া রক্তবর্ণ সাবানের জলে ধৌত করিলে আরোগ্য হয় ও পাণীয় বারির পরিবর্তে বীটপালমের রস তিন বা চারি দিবস প্রত্যহ নূতন করিয়া দেয়। তৎপরে পক্ষ পরিবর্তন কালের কিছু পূর্বে, অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসা সমুদয়, ইহাদিগকে কুকুটী অণ্ড ও জাফরান্ মিশ্রিত শাতু দেওয়া উচিত। পক্ষ পরিবর্তন কালে ইহাদিগের যথেষ্ট কীট ও কড়িঙ্গ খাইতে দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ দুর্বল হইয়া পড়ে ও কখনঃ প্রাণ পর্যন্ত রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কালে স্নান ও পাণীয় জলে জাফরান্ নিত্য আবশ্যক। এই পক্ষ পরিবর্তন কালে কোন পক্ষির নাসারন্ধ্র রোধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ এক বা দুই দিন মাখন, মরিচ, ও কশন একত্র করিয়া রন্ধ নাসারন্ধ্রে দেওয়া উচিত, তাহাতে না পরিষ্কার হইলেও নিক্ষিপ্ত একটা খুদ্র পক্ষ মাখনে ভিজাইয়া নাসার এক রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া অপর রন্ধ্র দিয়া বাহির করিয়া লইবে, তাহাতে নাসার রন্ধ্রে যথেষ্ট মাখন না থাকিলে পুনরায় মাখন লিপ্ত করিবে, এবং দুই দিবস প্রত্যহ নূতন বাদামের খেতাংশ লইয়া জলের সহিত প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া দুগ্ধবৎ করিয়া পাণীয় জলের পরিবর্তে দিলে নিশ্চয় নাসারন্ধ্র মুক্ত হইবে। নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইলে কখনঃ ইহাদের পক্ষ পরিবর্তন ক্ষান্ত হয়, তাহা হইলে নাসারন্ধ্র মুক্ত করিয়া পক্ষ পরিবর্তনার্থ তাহাকে আমিষ জলে, অর্থাৎ মৎস্য ধৌত জলে, স্নাত করিয়া পাণীয় বারি জাফরান্ দ্বারা আরক্ত করিয়া দিবে। এই পক্ষ পরিবর্তন কালে কখনঃ বুলবুলবোস্তাকে বাতরোগাশ্রয় করে, কিন্তু সে সর্বদা প্রকৃত বাত রোগ নহে, উহা প্রায়ই পদের অন্ত্যাস্ছাদক মাংস

বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটে, যাহাই হউক বাতাপ্রিতে ন্যায় বোধ হইলেই প্রথমতঃ তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জলের মধ্যে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখা যুক্তি যুক্ত, তাহাতে আরোগ্য না হইলে উষ্ণ জল বা তৈলদ্বারা পদের অন্ত্যাস্ছাদক তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। অন্ত্যাস্ছাদক তুলিতে হইলে তৈলে বা অল্প উষ্ণ জলে প্রথমে ১০ বা ১৫ মিনিট মগ্ন করিয়া রাখিবে তৎপরে যত্নের সহিত এক একটা করিয়া প্রত্যহ তুলিয়া পুনরায় তৈল মাখাইয়া রাখিবে। এই সময় কখনঃ ইহাদিগের পুরীষের সহিত একপ শোণিত নির্গত হয় যে তাহাকে কিবল মাত্র শোণিত বলিলেও বলা যায়, এবং কখনঃ ইহাতে ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যায়। একপ শোণিত দৃষ্ট হইলেই প্রথমতঃ পাক করা ছাগি দুগ্ধ পাণীয় জলের পরিবর্তে দেওয়া আবশ্যক; তাহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাগী দুগ্ধ সহিত মেঘ মর্জা পাক করিয়া পাণীয় জলের পরিবর্তে দিলেই তিন চারি দিনে আরোগ্য হয়। পক্ষ পরিবর্তনের পর নব কলেবর হইয়া বুলবুলবোস্তা কখনঃ মৃগি রোগে মরিয়া যায়, এই মৃগির প্রথমাবস্থায় মুচ্ছা মাঝেই সহসা জলে মগ্ন করিয়া প্রত্যহ বল পূর্বক শীতল জলে স্নান করান কর্তব্য। তাহাতে আরোগ্য না হইলে, পদের এক অঙ্গুলীর কিয়দংশ কর্তন করিয়া বিলক্ষণ শোণিত নির্গত করা আবশ্যক। ইঁপানি হইলে জলে ভিনিগার ও মধু মিসাইয়া দেওয়া উচিত তাহা হইলে প্রায় আরোগ্য হয়। ইত্যাদি যত্নে ইহাদিগের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইলে পঁচিশ বৎসরাবধি জীবিত থাকে ও ১০।১২ বৎসর ক্রমাগত বৎসরের মধ্যে ৮।৯ মাস গান করে।

## কোলাপুরের ইতিহাস।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।



হারাক্রীয় গৃহ বিবাদ জন্য মু-  
সলমানেরা পূর্ববৎ প্রতাপা-  
শ্রিত হইয়া উঠিতে লাগিল।  
রাজর্ষি শিবজীর বংশধরেরা  
যতাপি শাহর কারামুক্তির  
অব্যবহিত পরেই সন্ধিদ্বারা আত্ম-বিবাদ গৃহ-  
বিরোধ তঞ্জন করিতেন তাহা হইলে মহারা-  
ক্রীয় আধিপত্যের রাজলক্ষ্মী কদাপি চপল  
হইতেন না, এবং যবনদিগের তত অসীম  
প্রভাব আর কদাচ দক্ষিণ দেশে পরিব্যাপ্ত  
হইত না। হিন্দুদিগের গৃহ-লক্ষ্মী চিরকালই  
অচলা হইয়া গৃহে থাকিতেন, কিন্তু দুর্ভা-  
গ্য ভারতভূমি যে গৃহ-বিবাদ সূত্রে বহুকাল  
পরাধীনতায় অসহ্য দাসত্ব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া-  
ছিলেন, আবার সেই গৃহ-বিবাদে মহারাষ্ট্রীয়  
জাতির অতুল বীৰ্য্য, বিপুল দর্প ক্ষয় হইতে  
লাগিল। কোলাপুরের রাজবংশ বহুকাল রণরঞ্জে  
ব্যাপ্ত থাকিয়া ক্রমে নিস্তেজ এবং শ্রান্ত হইয়া  
পড়িল। পরিশেষে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি  
স্থাপন করত শাহর স্বতন্ত্র প্রভুত্ব এবং অধিকার  
স্বীকার করা হয়, তাহাতে সেতারা এবং কোলা-  
পুরস্থ রাজাদিগের গৃহ-বিবাদের উপশান্তি হইল।  
ঐ সন্ধি এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে সমাধা হয়।  
তাহাতে কোলাপুরের প্রধান পারিষদ রামচন্দ্র  
পান্ডে অমাত্য, সূর্য্যরাও ঘটগে, প্রভৃতি সকলেই  
সন্ধির প্রস্তাবে বিশেষ অনুমোদন করিয়াছিলেন।  
রাজা, সন্ধির আদি প্রকরণে অঙ্গীকৃত হন যে  
কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ এবং পূর্ববর্তী যে সকল জন-  
পদ আছে এবং বর্ণা নদীর সহিত যে স্থান হইতে

উহার যুক্তবেণী হইয়াছে তন্নিম্ন দেশের কোন  
কোন জনপদ মধ্যে তাঁহার অধিকারের অতি-  
যোগ করিবেন না। (বিজয়দুর্গের দক্ষিণদিগের  
কেল্লার পার্শ্বস্থ সমস্ত জনপদ) রত্নগিরী ইত্যাদি  
আপা সাহেব অথবা শাহ রাজাকে প্রত্যাভর্জন  
করত কপাল দুর্গটী আপনি গ্রহণ করিবেন। ঐ  
সন্ধি বর্গেরম নামক অধিস্থান বিনষ্ট করা হইবে।  
বিজয়পুর এবং মির্জা জনপদের প্রধান অধিস্থান  
গুলিও শাহকে প্রদান করা হইবে। তোম ভদ্রা  
নদী তটের দক্ষিণসীমাবধি মহাসাগরের ক্রোড়-  
বর্তী রামেশ্বর তীর্থ পর্য্যন্ত যাক্রীয় রাজ্য কোলা-  
পুরস্থ রাজার সংগ্রামে জয় করিতে পারিবেন ও  
তাহার অর্দ্ধ অংশ সেতারা রাজাকে অর্পণ করি-  
বেন। সেতারার বিরুদ্ধে কোন জাতি শত্রুতা  
করিলে তাহার দমন জনসহায়তা করা হইবে।  
কোন পক্ষে পদচ্যুত কর্ম চারিকে কোন পক্ষই  
আপনার অধীনে কর্মে নিয়োগ করিতে পা-  
রিবেন না।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে কোলাপুরীয় অধীশ্বর শাম্বা-  
জীর পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার দায় গ্রহণা-  
ধিকারী কেহ না থাকিতে তদীয় স্বগোষ্ঠীয় একটী  
শিশুকে সিংহাসনে স্থাপন করত শিবজীর নামেই  
তাঁহার নাম ও রাজোপাধি প্রদান করা হইয়া-  
ছিল। তৎকালে সমুদ্রে দস্যুর ভয় অত্যন্ত  
ছিল। রাজা তাহাদিগকে স্বীয় অধিকার মধ্যে  
কোনমতেই শাসন করিতে পারিতেন না, তাহাতে  
পোতবাহী বণিকদিগের বিপুল ক্ষতি হইত। তদর্পে  
ইংরাজ বণিকেরা রাগত হইয়া ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে  
উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু রাজা  
যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিদ্বারা ইংরাজদিগের সহিত  
মৈত্রতা করিলেন। ঐ সন্ধির প্রকরণ এই যে  
কোলাপুরের রাজা বিজা বাঈ ও তাঁহার উত্তরাধি-



কারী ও দায়াদিকারীর সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির চির সুজ্ঞতা থাকিবেক। সন্ধির দৃঢ় বিধান জন্য রাজ্যের কোন সম্ভ্রান্ত লোককে প্রতিভূ স্বরূপে বোম্বাই রাজ্যে রাখিলেন। তাঁহার সমস্ত ব্যয় রাজ্যী প্রদান করিতেন। অপর কোম্পানিকে ছয়লক্ষ মুদ্রা প্রদানের ও অঙ্গীকার করা হয়। ইংরাজেরা ত্রিশলক্ষ মুদ্রা এবং ফোর্ট অগ-ফ্টস্ (সন্দর্ভদুর্গ), রাজকোট, সূর্যকোট পদ্মদুর্গ, উত্যাদি ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। যে সমস্ত প্রয়োজনীয় বারুদ অস্ত্র শস্ত্র শকট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এই স্থানে নীত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগেরই থাকিবেক। ইংরাজেরা সুবিধামত এই স্থানে বাণিজ্য সম্পর্কীয় বাটী নির্মাণ করিবেন, এবং তথায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীয়মান থাকিবেক। এবং মনে করিলেই তাঁহারা দেশীয় দণ্ডাধী ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবেন। ইংরাজদিগের বাণিজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। এই সন্ধির পর অবধি কোলাপুরের সহিত সাবস্ত-বাড়ি নিপানীকার এবং পুতবর্জন রাজবংশের বহুকাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তাহাতেই কোলাপুরের রাজারা একেবারেই নির্বীণ হইয়া পড়িলেন। ৫৩ বৎসর রাজত্বের পর ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শিবজীর মৃত্যু হয়।

তাঁহার দুই পুত্র বর্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শম্ভু সাহেব, কনিষ্ঠের নাম বারোয়া সাহেব, শম্ভু সাহেব জ্যেষ্ঠাধিকারানুসারে রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে বারোয়া রাজা হন। ইতিহাসে ইহার মন্দ রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে, রহস্যের কলেবর যে রূপ সঙ্কীর্ণ তাহাতে অপরাপর বিষয়ের বর্ণনায় ইহার উদর পরিপূর্ণ হয়। তদর্থে অনাবশ্যকীয় বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া আবশ্যকীয় ঘটনার আন্দোলন করাই বিহিত

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বারোয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র শিবজী অতঃপর রাজা হন, সেই সময়ে প্রজার তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। প্রবাদ আছে, তাঁহার মন্ত্রী দাজী রুফচন্দ্র রাজ্যের সুশাসন জন্য সম্যক মনোযোগী ছিলেন সেই প্রবাদ এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত বোধ হয় না। যাহা হউক সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে রাজা এই বিদ্রোহে লিপ্ত না থাকাতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর মৈত্র সন্দার-গণ যে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন গবর্নমেন্ট ইহাকে সে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ পক্ষের প্রতিনিধির অগোচরে প্রাণদণ্ডের বিচার এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারেন। কোলাপুর ৩১৮৪ বর্গ ক্রোশ।

## রহস্য-সন্দর্ভ সম্বন্ধীয় বক্তব্য সকল।

আমরা দুই খানি পত্র পাইয়াছি এবং পত্র প্রেরক মহাশয়ের সহৃদয়তা ও গুণে নিতান্ত বাধ্য হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসে নিম্নে এই পত্রের এক খানির আভ্যুপাস্ত ও অপর খানির কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ দেখুন যে কতদূর পর্যন্ত বঙ্গবিদ্যানুরাগী ও সহৃদয় লোক আছেন। আমরা সহৃদয় পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা পত্র লেখক দ্বয়ের ন্যায় “রহস্য-সন্দর্ভের” মঙ্গলার্থ গ্রাহক রুচির উপায় করুন।

“মান্যস্পদেষু—

অমৃত বাজার পত্রিকায় অবগত হইলাম রহস্য-সন্দর্ভের নিমিত্ত মহাশয় মাসিক ৩০ টাকা

পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, ইহাতে কেবল যে দুঃখিত হইলাম এমত নহে, ইহা রহস্য-সন্দর্ভের পরমায়ু ক্ষয়ের কারণ বিবেচনায় তাবম্বী শো-কেরও আবির্ভাব হইল। অতএব মহাশয় এই সময় হইতে তাহার জীবন রক্ষার উপায় বিধান করুন, নচেৎ রহস্যের অকাল মৃত্যু হইলে দেশের ক্ষতি ও মহাশয়ের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে, কেবল উৎসাহ ভঙ্গ নয়, কেহ অপরিণামদর্শী বলিলে তাহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইব না। আর আপনি যদি ক্ষতি স্বীকার করিয়াই ইহার জীবন রক্ষা করেন তাহাও আমাদিগের ভারি লজ্জার বিষয়, কারণ আপনি দেশের উপকারার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে রহস্যের নিমিত্ত মূল্যবান সময় ব্যয় করিবেন, আমরা সে সময়ের সাহায্য করিব না, অধিকন্তু আপনাকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তদ্বারা বিবিধ জ্ঞানার্জন ও অনুপম সুখান্বাদন করিতে থাকিব, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি আছে? মহাশয়ের আর্থিক ক্ষতি না হয় অথচ রহস্য—চিরজীবী হয় তাহার সমুচিত উপায় বিধান করাই আমাদিগের এক মাত্র কর্তব্য হইতেছে। ইহার দুইটি উপায় আছে, প্রথম উপায় এই—রহস্যের মূল্য এক্ষণে ডাকমাসুল সমেত ২১/০ আনা আছে, তাহার উপর আর ১১/০ আনা বৃদ্ধি করিয়া ৩ টাকা করা; দ্বিতীয় উপায়—দেশহিতৈষী সহৃদয়গণ সমুদ্যোগী হইয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। হিসাব করিয়া দেখিলাম এক্ষণে আর ১১০ জন গ্রাহক হইলে ৩০ টাকা ব্যয়ের সম্ভাবন হইতে পারে, রহস্যের গ্রাহক এক্ষণে কত জন আছেন তাহা জ্ঞাত না থাকায় ১১/০ আনা মূল্য বৃদ্ধি করিলে ৩০ টাকা পূরণ হইবে কি না বলিতে পারি না, তথাপি প্রথম উপায় অতি সহজ বিধায় আপাততঃ সেই উপায়

অবলম্বন করাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। যাহারা রহস্য-সন্দর্ভের মর্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ তাঁহারা ইহা রহস্য-সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকেন। রহস্যের কল নিচ-য়ের তুলনা করিলে তাহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৩ টাকা অতি লঘু জ্ঞান হইবেক সন্দেহ নাই। যদি কেহ রহস্যের অতিরিক্ত মূল্য ১১/০ আনা অধিক বোধ করেন তাঁহার স্মরণ করা কর্তব্য তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার মূল্য ৩ টাকার অধিক ভিন্ন কম নহে, ঐ সকল পত্রিকার যেমন কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আছে রহস্যেরও তেমনি অনেক বিষয়ে গুরুত্ব আছে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া পত্রের কায় বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা রহস্যের হিতৈষিতা-গুণগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, অতএব আমরা বিবেচনা করি, এবং সম্পূর্ণ ভরসাও করি যাহারা কেবল রহস্যের চিত্রাবলী দেখিয়া তাহাকে শিশুদিগের সচিত্র বর্ণ পরিচয় পুস্তক তুল্য মনে না করিয়া তাহার সারগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত না হউক রহস্যের জীবন রক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত মূল্য ১১/০ আনা অবশ্য দিতে বাধ্য হইবেন তাহাতে কেহ দ্বিধাক্তি করিবেন না। এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ করি আপনি বর্তমান বৎসর অবধি রহস্য-সন্দর্ভের মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৩ টাকা অবধারণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন এবং যাহারা পূর্বে নিয়ম অনুসারে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য শোধ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারদিগের স্থানে অবশিষ্ট ১১/০ আনা চাহিয়া লইবেন। অন্তে গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের সত্বিনয়ে নিবেদন এই তাঁহারা যেন সানুগ্রহ-চিত্তে প্রস্তুত মূল্য স্বীকার করিয়া অনতি বিলম্বে স্বস্থ দেয় প্রদান করেন।

আপনার ক্ষতি পূরণের দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ গ্রাহক সংগ্রহের যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অসহজ বিবেচনা করিবার কারণ এই, ধরিয়া ভদ্র ঘটাইলে কদাচিৎ ভদ্র হয় এবং উপরোধে টেকি গিলিতে গেলে তাহা উদরস্থ হয় না। এককালে ১৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে হয়তো কেহ সঙ্কতি থাকিতেও বলিবেন খবরের কাগজ দেখিতে আমার অবকাশ নাই ” কেহ বলিবেন “ উহাতে কি লেখে কিছু বুঝিতে পারি না ” কেহ বা হৃদের হিসাব করিবেন, কেহ বা অপব্যয় মনে করিবেন, এই কারণে বিবেচনা করি এই উপায় এক মাত্র অবলম্বন হইতে পারে না। তথাপি আশা করি যিনি একবার রহস্যের রসাস্বাদন করিবেন তিনি আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। অতএব দেশ হিতৈষী সহৃদয় গণ যেন রহস্যের গ্রাহক সংগ্রহ করিতেও সাধ্য মত যত্ন করেন। সংপ্রতি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি এক জন গ্রাহক স্থির করিয়া উপরি উক্ত প্রস্তাব অনুসারে তাঁহার দেয় মূল্য ৩ টাকা ও নিজ নামীয় রহস্য সন্দর্ভের অতিরিক্ত মূল্য ১১/০ আনা একুনে ৩১/০ আনার ডাক ফ্যাম্প এই পত্র মধ্যে প্রেরণ পূর্বক রহস্যের নূতন করের পুণ্যা করিল; প্রাপ্তি সংবাদে বাধিত করিবেন।

ক্রমে পত্র খানি দীর্ঘ কায় হইয়া উঠিল; তথাপি আপনাকে ধন্যবাদ নাদিয়া লেখনী সংহত করিতে পারিলাম না, যে রহস্য-সন্দর্ভ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিপালনে থাকিয়া ও অকালে কালের রসনেন্দ্রিয়ের রসান্তিমিত্ত হইয়াছে আপনি যে, তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন ইহাই প্রথম ধন্যবাদ। দ্বিতীয়তঃ আপনি যে দেশের হিতার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে কায়িক মান-

সিক ও সাময়িক এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতেছেন ইহাতে সকলেই আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন এবং আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন।

নূতন গ্রাহকের রহস্য-সন্দর্ভ নিম্ন লিখিত ( ) ইত্যাকার চিহ্নের অন্তর্গত নাম ও ঠিকানায় প্রেরণে বাধিত করিবেন এবং গত বৈশাখ মাস হইতে তাহাকে গ্রাহক গণ্য করিবেন।

বসন্ত

শ্রীযুনাথ মুস্তোফী ।

এই পত্র লেখক মহাশয়ের ন্যায় বঙ্গ বিদ্যা-মুরাগী দেখা যায় না। ইহার রহস্য-সন্দর্ভের হিতা-কাজকা দেখিয়া আমরা যে কি পূর্ণাত্ম আশ্লাদিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। ইনি রহস্য-সন্দর্ভের মূল্য বৃদ্ধি করণার্থে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত হইতে পারি না; কারণ এই পত্র সর্বসাধারণ গ্রাহ্য করণাভিলাষেই ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছি এবং ক্ষতি স্বত্বেও সন্তুষ্ট আছি। আমরা গ্রাহক সংখ্যা সম্যক বর্দ্ধিত হইলে এই পত্রের দেহ বৃদ্ধি অথবা নূন মূল্য করিতে পারি কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অর্থ হীনগণের অপাঠ্য করিতে সম্মত নহে। সচিত্র পত্রের বিশেষ ফল আছে এই জন্যই রহস্য-সন্দর্ভের প্রতি আমাদিগের এত যত্ন এবং সরল ভাবে সাধারণকে ক্রমশঃ নানা প্রকার বিষয় জ্ঞাপন করাই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে কত দূর ফলবতী হইবে তাহা “রহস্য-সন্দর্ভের” বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা বলিতে সাহস করিতে পারি না কেবল সহৃদয় বঙ্গ ভাষা প্রিয় পাঠকগণই বলিতে পারেন যে হেতু ইহার জীবন ও মরণের তাঁহা-রাই কর্তা।



“মহাশয় !

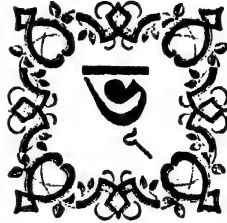
অমৃত বাজার পত্রিকায় “রহস্য-সন্দর্ভের” অবস্থা অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম। ইহার উন্নতি পক্ষে সকলেরই যত্ন করা আবশ্যিক। কিন্তু আমাদের তরুণ কোন যোগ্যতা নাই। মফঃসলে অনেকে জানেন না “রহস্য-সন্দর্ভের” মূল্য কত এবং কোথায় পাওয়া যায়। ইহার একটা বিজ্ঞাপন “মধ্যস্থে” দেখিলাম। আমাদের “——” তেও বিজ্ঞাপন প্রকাশ (কিছু কালের জন্য) ইচ্ছা করিয়া মহাশয়কে লিখিতেছি যদি কোন বাধা বোধ না করেন, অনুমতি পাইলে বিনা মূল্যে উহার একটুকু বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে পারি।

আমাদের পত্রিকা দ্বারা “রহস্য-সন্দর্ভের” কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা অল্প। যদি আপনি উপকার বোধ করেন নিয়মিত রূপে পাঠাইতে পারি। পরিবর্তনে “রহস্য-সন্দর্ভ” পাইবার অভিলাষ করি না। এই মাত্র বই আর কোন রূপ সাহায্যে আমরা ক্ষমতা হীন।”

এই পত্র খানি কোন এক সুবিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে। আমরা পত্র প্রেরণিতা মহাশয়ের নিকট যোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম অজ্ঞান্য অত্যন্ত লজ্জিত আছি। গ্রাহকগণের নিকট এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে যদি কাহার যথার্থ পক্ষপাত শূন্য নির্মাল ও উন্নতোদ্দেশে লিখিত সংবাদ পত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমাদের পত্র লিখিবেন আমরা এই মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত পত্র খানির নামাদি লিখিব। অনুমতি না থাকায় এই মহাশয়ের নাম পত্রে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এপ্রকার স্বার্থ শূন্য হিতব্রত সম্পাদক কোথাও দেখা যায় না এবং বোধ করি

অন্যান্য সম্পাদকগণ ইহার ন্যায় কুপা দৃষ্টি করিলে “রহস্য-সন্দর্ভ” স্বধনে চলিতে পারে।

## ব্রহ্মদেশীয় মেটেতৈলের কুপ।



গত হইতে যে সকল নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য উদ্ধৃত হইয়া থাকে, মেটে তৈল তন্মধ্যে গণনীয়। অক্টেলিয়া দ্বীপ, আমরিকা ও চীন দেশের যেকোন সুবর্ণ, ভারতবর্ষের যেকোন হীরক এবং ইংলণ্ডের যেকোন লৌহ (পাতুরে কয়লা) প্রভৃতির তত্ত্বদেশ-বাসীগণের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধির কারণ স্বরূপ গৃহীত হয় ব্রহ্মদেশীয়েরা মেটেতৈলকে সেইরূপ বিবেচনা করে। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর তীরে বহুসংখ্যক মেটেতৈলের কুপ আছে। ঐ সকল কুপ স্বাভাবিক নহে, মনুষ্য দ্বারা নির্মিত হইয়াছে এবং স্থান বিশেষে পার্বত্য উচ্চ ভূমি সকলে কুপ খনন করিলেই মেটেতৈল নির্গত হয় অন্যত্র হয় না।

আমাদিগের কুপ খনন হইলে যে প্রকারে মৃত্তিকা নির্মিত পাট সকল উপযুক্তপরি বসান হয় ব্রহ্মদেশীয় মৃত্তৈল কুপ সকলে সেইরূপ হয় না। ঐ সকল কুপ খননের প্রথা স্বতন্ত্র যথা—প্রথমতঃ একটা পর্বতের শিরোভাগ কর্তন করিয়া একটা সমতল চতুষ্কোণ করা হয় ও ঐ পর্বতকের দেহ দিয়া বক্রভাবে একটা নিম্নে নামিবার পথ খনিত হয়। ঐ পথ দিয়া কুপ খনন কালে উদ্ধৃত মৃত্তিকাদি ও পরে তৈল লইয়া কার্যকারীরা অবতরণ করে। পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ স্থানের মধ্যভাগে কুপ খননারম্ভ করিয়া ক্রমে ঐ কুপ ছয়-ফুট আন্দাজ খনিত হইলে পাট বসাইতে আরম্ভ

করা হয়। এই সকল পাট ৬ ফুট দীর্ঘ ৬ ইঞ্চি প্রস্থ ও দুই ইঞ্চি জুস খদির কার্ঠের ফলকে নির্মিত (তল ও উপরি ভাগের আবরণ খুন্স বাক্স-মের ন্যায়) চতুষ্কোণ নিশিষ্ট ঘের। কুপ খননকারীর কাছে খনিত ভাগের পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা পতনে মৃত্যু হয় এই আশঙ্কায় নয় ফুটের নিম্নে খননারম্ভ হইলেই কতক গুলি উক্তরূপ পাট উপরে সাজাইয়া দেওয়া হয় ও কার্য্যকারক তাহার মধ্যে থাকিয়া খনন করিতে থাকে। যেক্ষণ খনন বৃদ্ধি হইতে থাকে এই কার্ঠময় বেড়ও এক একটা করিয়া উপরে বসান হয়। খনিত-মৃত্তিকা ও তৎপরে তৈল উত্তোলনার্থ কুপের দুই পার্শ্বে দুইটা কার্ঠের খুঁটি বসান হয় ও উহার অগ্রভাগে এদেশে প্রচলিত উদুখলের পায়ার ন্যায় খালকাটা থাকে। পরে একটি কার্ঠদণ্ডের মধ্যস্থলে একটি পিপা গাঁথিয়া এই দণ্ডের দুই পার্শ্বভাগ উক্ত খুঁটিদ্বয়ের অগ্রস্থ খালে রাখা হয়। যে পিপাটি দণ্ডের মধ্যে গাঁথা থাকে তাহার দেহে রজ্জু থাকিবার জন্য একটি খাল কাটা হয় ও রজ্জুর এক মুখে ডামর মাখান একটি ঝড়ি বান্ধিয়া কুপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় ও অপর মুখটি এই পিপার কাটা খালের উপর দিয়া লইয়া দুইজন লোক তাহা ধরিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণার্থ কাটা পথ দিয়া নামিতে থাকে ও উঠিতে থাকে; ও তাহাতে (পশ্চিমাঞ্চলে যেক্ষণে কুপ হইতে জল তোলা হয়) সেই রূপে কার্য্য চলে। যে এক ব্যক্তি কুপের ধারে থাকে তৈল উত্তোলিত হইলে সে এই তৈল নিকটস্থ কাটা খালে ঢালিলে তাহা এই খালের শেষে ভূ-নিম্নে স্থাপিত একটি বড় জালায় গিয়া পড়ে। এই জালা হইতে যৎ কলমে করিয়া তৈল সকল নদী কূলে পোতাপর্য্য নীত হয়।

কোমল মৃত্তিকের কুপ কিছু দিন পরে শুষ্ক

হইলে পুনশ্চ খনন করিতে হয় এবং খনিত হইলে পূর্ব্বমত তৈল প্রদান করে।

এ প্রকার তৈল কুপ ব্রহ্মদেশে প্রায় সার্ব্ব পঞ্চাশত আছে এবং যে স্থানে যত আছে তাহা তত্তৎ স্থানের অধিকারী জমিদারদিগের সম্পত্তি। ব্রহ্মদেশাধিপতি এই কুপ সকলের জন্য যে স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা সমুদয়ে প্রায় ১৭৫০০০ সিকা টাকা ব্রহ্মরাজের বাৎসরিক আয়বৃদ্ধি করে। এক তৈল কুপ হইতে এক সহস্র টীকল (১২৫০ সিকা টাকা) কুপ স্বামীগণের বাৎসরিক লভ্য হয়। ইংলণ্ডে পাতুরে কয়লাকে কৃষ্ণবর্ণ হীরক বলা হয় ও ব্রহ্মদেশে মৃত্তিক, গলিত স্তবর্ণ নামপাইতে পারে। মৃত্তিকের গন্ধ এক্ষণে তীব্র যে কখনও কুপ খননকারী তাহার তেজে মরিয়া যায় এবং ইহার গুণাদি ইউরোপীয় পেট্রোলিয়ম তৈলের তুল্য।

এই তৈলে ব্রহ্মদেশের প্রায় ১৪০০০০০ টাকা আয় হয় পরে ব্যবসায়ীগণের যে পরিমাণ লভ্য হয় তাহা নিম্ন-লিখিত দরের হিসাবেই অনুভূত হইবে। কুপ নিকটে একহন্দর তৈল ৮/১০ আনায়া বিক্রয় হয় ও তাহার সন্নিকটস্থ নগরে ৩/১০ দর, বিদেশের দর আর অধিক বলা বাহুল্য।

## জাপান দ্বীপের পার্বণ।



জাপান দ্বীপে অমূল্য দ্বিসপ্ততি প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক সুবিখ্যাত কনফুছের ও বৌদ্ধ ধর্মের কতক কতক মত সম্মিলিত শিন্টো ধর্মাবলম্বী। শিন্টো ধর্ম কথিত আছে যে এক সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর অনাদি কাল পর্য্যন্ত আছেন এবং তিনি হীনজীবগণের বিষয়াদিতে



কোন প্রকারে কখনই লিপ্ত হয়েন না। জগতের তমোময় অব্যক্তাবস্থায় সেই ঈশ্বরের পদতল হইতে দুইটি দেবতার উৎপত্তি হয় এবং তদ্ব্যয়ের দ্বারাই এই ভৌতিক বিশ্বের সৃষ্টি হয়। ঐ দেবদ্বয় জগতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ক্রমশঃ যে সপ্তজন ঠৈমানিক দেবতার হস্তে ন্যস্ত করেন তাহার শেষটি স্বর্গ। ঐ স্বর্গ প্রার্থীর পাণিগ্রহণ করাতে মনুষ্যের জন্ম হয় এবং লোকের বসবাস জন্য শুষ্ক ভূমি প্রদানার্থ সর্বপ্রায়ে কিউসিটে দ্বীপকে সমুদ্র গর্ভ হইতে নিজ স্থল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উত্তোলন করেন। পরে প্রজা বৃদ্ধি হইলে

তাহাদিগের তিন্ত স্থানে রক্ষণার্থ বহুতর দেবতা নির্দিষ্ট হইয়াছিল কিন্তু আদি ঈশ্বরের এই জগতের কর্তৃত্ব তাঁহার ২৫০০০০ বৎসর পরমায়ু বিধিতা প্রিয়তমা কন্যা সূর্য্য দেবীর (টেনসিয়ো-ডেইসিন) হস্তে অর্পণ করেন। এতদ্বিত্ত চারিটি প্রধান মর্ত্য দেবতা ছিলেন ও তাহাদিগের সর্ব শেষ এক জন মনুষ্য কন্যা বিবাহ করেন ও তদ্ব্যভেৎ যে মরণ ধর্ম্মশীল মনুষ্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন তিনিই সুবিখ্যাত লিন্‌মোটেন্‌মো যিনি জাপানীয় মিকাটস অর্থাৎ রাজগণের আদি পিতা ছিলেন। শিন্টো ধর্ম্মাবলম্বীগণ সূর্য্যদেবীকে অদ্যা-

বধি এত অধিক মান্য ও ভক্তি করে যে তাহার। ঐ দেবীর সাক্ষাৎ আরাধনা করিতে সাহস করে না। অধিযুখে যেকপ আমাদিগের দেবতার। যজ্ঞ ভাগ প্রদত্ত হয়েন, শিন্টো ধর্ম্মানুরাগীগণ সেই মত অপর দেবতাকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া সূর্য্যদেবীর আরাধনা করে। এই ধর্ম্মের অন্যান্য দেবতার সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র, তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চাশতদেবসমুহ ও অবশিষ্টদেবরূপে পরিগণিত মনুষ্য। আমাদিগের যেকপ কালিঘাটে কালী, উলোয় উলুই চণ্ডী, কালীতে বিশ্বেশ্বর, গয়ায় গদাধর প্রভৃতি দেব দেবীর পূজার প্রাধান্য দেখা যায়, জাপানেও সেইরূপ স্থান ভেদে দেবতা বিশেষের ভোগরাগ অর্চনাদির বাহুল্য দেখা যায়। সচরাচর কথিত হয় যে হিন্দু ধর্ম্মে দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ পার্বণ; জাপানীদিগের তদপেক্ষা অনেক অধিক। জাপানীয়গণের কোন২ পর্ব্বাহ কোন২ জ্যোতিষিক কালভাগানুসারে নিকপিত আছে ও অপরাপর গুলি প্রচলিত সাধারণ দিন-গণানুসারে হয়। এস্থলে প্রকাশ করা উচিত যে জাপান রাজ্যে দুই প্রকার বৎসর প্রচলিত আছে তন্মধ্যে যাহাতে পুরাত্ত্বাদি লিখিত হয় তাহা তদ্দেশীয় রাজগণের রাজ্যকাল অথবা কোন প্র-সিদ্ধ ঘটনার কাল হইতে পরিগণিত হয়। সাধা-রণতঃ যে বৎসর প্রচলিত তাহাতে যেকপে দুইটি ৩৫৪ দিনের বৎসরের পর একটি ৩৮৪ দিনের বৎসর হয় তদ্বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। জাপানীয়দিগের সাধারণ বৎসর দ্বাদশ চান্দ্র মাসে অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ সপ্তাহে হয় এবং ঐ বৎসরকে ৩৫৪ দিনবিশিষ্ট করণার্থ অধিপতিগণ স্বেচ্ছাক্রমে কোন মাসে এক দিবস ও কোন মাসে দুই দিবসের ভ্রাস বৃদ্ধি করেন। এইরূপ প্রত্যেক দুই বৎসরের পর অধীশ্বর এক বৎসরে

একটি ত্রিংশৎদিনবিশিষ্ট মাস যথেষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি করেন। শিন্টোধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চটি উৎসব প্রধান ও বহু সমারোহের। তন্মধ্যে সোগোয়াটজ (নববর্ষদিন) নামক প্রথমটি প্রথম মাসের প্রথম দিনে হয়; দ্বিতীয়টির নাম সোফোয়াটজ তাহা তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে হয়, অপর তিনটি পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে, সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে ও নবম মাসের নবম দিনে হয়। অযুগ্ম সংখ্যা সকলকে জাপানীগণ অলক্ষণ যুক্ত জ্ঞান করে এবং তজ্জনাই অযুগ্ম মাসের অযুগ্ম দিনে পর্ব্বাহ নির্দিষ্ট করিয়া দেবমহাত্ম্যে উহার অযুগ্মতা জ্ঞান অলক্ষণাপনয়ন করে।

বর্ষ বৃদ্ধির (বৎসরের প্রথম দিনে) যে উৎসবটি জাপানে আরম্ভ হইয়া থাকে তাহার স্থিতি তিন দিন ও তাহার অপেক্ষা সমারোহের পার্বণ আর দেখা যায় না। আমাদিগের রথযাত্রায় যেকপ রথো-পরিজগন্নাথ-দেবমূর্ত্তি বাহিত হয়, নব বৎসরে সেই রূপ জাপানদেশে দেয়িজিজাখাদি দেবতার মূর্ত্তি কাষ্ঠ ও কাগজকোটায় নির্মিত রথে বাহিত হয়। এই বৎসরের প্রথম দুই দিবস সকলে দলদল হইয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন রাজ পথে নগর কীর্ত্তন ও নৃত্যামোদের সহিত সুসজ্জিত রথোপরি দেব মূর্ত্তি লইয়া ভ্রমণ করে এবং শেষ দিবসে ঐ সকল লোক সমস্ত সজ্জিত রথ সম্মিলিত করিয়া নগর প্রদ-ক্ষিণ করে। নগরে ভ্রমণকালে যাত্রী সকল সুশৃঙ্খ-লার সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে ও তা-হার মধ্যে এক এক খান সূচিকণ রঞ্জে রঞ্জিত ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত রথ বাহিত হয়। ঐ রথের সর্ব্বোপরি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে ও তন্নিম্ন তলস্থ স্থানে বাদ্যকরগণ থাকে। এই প্রকার রথ অসংখ্য পঞ্চাশ খান থাকতে মেলাটি অতি দৃশ্যা-কর্ষক হয়। মেলার নিমিত্ত বালিকাগণ অদীর্ঘ

একাত্তরিশটি কোডুহলোদীপক নাট্যাভিনয়ে দীক্ষিত হয়। মকর সংক্রান্তির সময় অত্রস্থ পাঠশালার বালকগণ বেশভূষা করিয়া গুরুমহাশয় ও রক্ষকাদি সমভিব্যাহারে গঙ্গাভীরে যাইয়া জাহ্নবী স্তব করে, জাপানদেশীয় বালিকাগণ নববর্ষোৎসবে বালকের বেশ পরিয়া দলে২ আসিয়া স্বজন সমভিব্যাহারে উৎসবার্থে নির্মিত দেব মন্দির সকলের সম্মুখে যাইয়া ঐ দীক্ষিত নাট্যাভিনয় করে। তাহাদিগের অভিনয়ার্থ একপ্রকার কাগচের নাট্যালয় প্রস্তুত থাকে এবং যজ্ঞবাদকগণও উপস্থিত থাকে। এক এক দল করিয়া সকল বালিকার দল ক্রমশঃ অভিনয় প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে পরিতুষ্ট করে। ঐ বালিকাগণের সহিত তাহাদিগের পিতামাতা ও ভৃত্যাদি থাকে এবং স্থানে স্থানে অভিনয় করিয়া ক্লান্ত হইলে তাহাদিগের মাতা ও আত্মীয়গণ তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যায়। তৃতীয় দিবসের মেলার সমস্ত যাত্রী দল একে২ উৎসবার্থ নির্মিত দেব মন্দির সম্মুখে যায় এবং রজনীযোগে সমস্ত নগর ও সুসজ্জিত রথাবলি আলোকমালায় সজ্জিত হয়। তাহাতে জাপান রাজ্যের মধ্যে ইয়াকুহামা নগরীর যে অপূর্বশোভা হয়, যাহারা পাটনার দেওয়ালি দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহা বিশেষ অনুভব করিতে পারিবেন।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে যে উৎসব হয় বালিকাগণের মঙ্গল কামনাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ঐ দিবসে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় কুটুম্ব ও বান্ধবগণের ভবনে যাইয়া বালিকাগণকে আশীর্ব্বাদাদি করিতে হয় এবং ঐ বালিকাগণ তগুল নির্মিত এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া গুরুজন সমস্তকে প্রদান করে এবং এক গৃহ সুসজ্জ করিয়া মিকাটোর সভার অমুরূপ এক পুস্ত-

লিকার সভা সাজাইয়া ঐ পুস্তলিকা সকলের সম্মুখে পিষ্টক দেয়।

পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে যে উৎসব হয় তাহা বালকগণের যুবাবস্থার মঙ্গলোদ্দেশ্যে। ঐ পর্বাতে বালক সকল এক এক বংশ দণ্ড স্থাপন করে এবং পারক ব্যক্তি মাত্রকেই ঐ বংশদণ্ডে এক এক খান স্বরচিত কবিতা লেখা কাগজ খণ্ড যোজনার্থ আহ্বান করে। এই দিবসে বালকগণ তরী খাবনা, সম্ভরণ প্রভৃতি জল জ্রীড়ায় বিশেষ আমোদ করে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে জাপান রাজ্যে বহু পার্বণ প্রচলিত আছে তত্সমস্তের বিবরণ লিখিলে বাহুল্য হয় এজন্য আমরা কএকটি প্রধান পর্বের সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে লিখিলাম এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত পার্বণ আছে তন্মধ্যে যে দুইটি অনেকাংশ ভারতবর্ষে প্রচলিত পার্বণদ্বয়ের সহিত ঐক্য হয় তাহা আমরা লিখিতেছি। ইয়াকুহামা নগরবাসীগণ মেগাসাকি উপসাগরে শীড়িত আত্মীয়গণের ভাগ্যবিচার করণার্থ এক দিন দীপ ভাসাইয়া দেয় ও তাহাতে উপসাগর দেহ অতীব সুন্দর হয়। ভারতবর্ষেও লোক নানা কামনার দীপ ভাসাইয়া থাকে; কানপুরে কার্তিক পূর্ণিমায় যে ভাসমান দীপ মালায় জাহ্নবী দেহ উদ্দীপ্ত হয় তাহার কারণ আর কিছু নহে।

আমাদিগের শ্রামাপূজার সময়ে দে পুণ্যা অমাবস্যা দিনে কুলার বাতাস দিয়া আলক্ষ্মী বিদায় করা নিয়ম আছে জাপানে উহার পরিবর্তে সয়তান দূরকরণ কালে সিদ্ধমটর ও প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ প্রচলিত। জাপানে এক বিশেষ রহস্য সূচক পার্বণ আছে তাহাতে ছোট, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেই কাগজের ঘুড়ি করিয়া সূত্র যোগে শূন্যে উড্ডীন করে এবং ঐ সূত্রে কাঁচ খণ্ড সকল



বাক্সিয়া পরম্পরের যুড়ি কর্তৃনার্থ যত্ন ও বিশেষ  
আমোদ করে।

## নিকোলাস সাণ্ডারসনের জীবন বৃত্তান্ত।



মরা এক্ষণে যে মহাত্মার  
জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্র-  
বর্ত্ত হইতেছি, তাঁহার নাম  
নিকলাস সাণ্ডারসন। ইনি  
অল্প বয়সে অসুস্থ হইয়া বিদ্যা বিষয়ে  
কি রূপে জগতে অতুল্য খ্যাতি লাভ করত জী-  
বন যাপন করেন, তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে  
পাঠকমাত্রেই অতিলাষ জন্মিতে পারে; বিশে-  
ষতঃ যাহারা সমুদায় ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও কেবল এক  
মাত্র আলস্য পরায়ণ হইয়া বিদ্যারসে বঞ্চিত  
হন; সোৎসাহিত-চিত্তে এই মহাত্মার জীবন চরিত  
পাঠ করা, তাঁহাদিগের একান্ত কর্তব্য, এই সমস্ত  
বিবেচনা করিয়া নিম্নে সঙ্ক্ষেপে তদীয় জীবন  
বৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

নিকলাস সাণ্ডারসন ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়র্ক  
সায়র প্রদেশে থরলটন নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ  
করেন। তাঁহার পিতার সামান্য সম্পত্তি ছিল ও  
বণিকদিগের নিকট শুল্ক আদায়ের কর্ম করিয়া  
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ছাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে  
সাণ্ডারসন ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া  
চক্ষুহীন হন; সুতরাং তাঁহাকে 'বিশ্ব-রাজ্যের  
রমণীয় শোভা সম্ভর্ষণ-সুখ লাভে বঞ্চিত হইতে  
হইয়াছিল। শৈশবাবস্থায় তিনি স্বীয় জন্মভূমির  
নিকটবর্ত্তী পেনিটন নামক গ্রামের অবৈতনিক  
বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তথায় গ্রীক ও লাতিন

ভাষা শিক্ষা এবং স্বীয় অসীম উৎসাহে ইউক্লিড  
ও অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থকারদিগের রচিত গ্রন্থ  
পাঠ করিয়া উল্লিখিত ভাষাদ্বয়ে সমধিক উৎ-  
কর্ষ সাধন করেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লেখ-  
কেরা বলেন যে, তিনি চক্ষুহীন হইয়া কি  
উপায়ে শিক্ষা লাভ করেন, তৎসমুদায় আমরা  
সবিশেষ অবগত নহি। কিন্তু কেহ যে তাঁহার  
দৈনিক পাঠ তাঁহার নিকট আনুষ্ঠিত ও তাঁহাকে  
অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য দান করিত, ইহাই সম্পূর্ণ  
বিশ্বাস যোগ্য। যাহা হউক, তিনি অন্ধ হইয়াও  
বিদ্যা শিক্ষা-বিষয়ে এত অধিক খ্যাতি লাভ করি-  
য়াছিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে বিশ্বাস্যপন্ন  
হইতে হয়।

তাঁহার ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত অধিকার  
জন্মিলে, তদীয় পিতা তাঁহাকে গণিতের সামান্য  
নিয়মাবলী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই অব-  
স্থাতেই তাঁহার মহত্ত্বের বিক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত  
হওয়া যায়। এই রূপে গণিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া  
তিনি স্বীয় অসাধারণ স্মারকতা শক্তির অপ্রতিহত  
প্রভাবে বৃহদ্বৎ অঙ্ক গণনা ও তৎসমুদায়ের  
অতি সহজ উপায় সমস্ত উদ্ভাবন করিতে লা-  
গিলেন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি এক সদাশয়  
ধনী ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। এই  
অভিনব ধনী বন্ধু গণিতের বিশেষ প্রিয় ছিলেন।  
সাণ্ডারসনও অঙ্কশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত ব্যুৎপত্তি লাভ  
করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন  
এবং পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক তাঁহাকে বীজগণিত  
ও রেখা-গণিত বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে  
লাগিলেন। সাণ্ডারসন মহোদয় এই রূপে ধনী  
বন্ধুর উৎসাহে পরম পুলকিত হইয়া সাতি নিবেশ  
সহকারে গণিত শিক্ষায় প্রবর্ত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমাদিগের অঙ্ক গণিত প্রিয় সাণ্ডারসন মহোদয় ডাক্তার নেটেলটন নামক এক মহাত্মার সহিত পরিচিত হন। তাঁহার ডাক্তার বন্ধুও ধনী বন্ধুর ন্যায় যত্নাতিশয়-সহকারে তাঁহাকে গণিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সাণ্ডারসন গণিত বিষয়ক রীতিমত শিক্ষার নিমিত্ত উক্ত মহোপকারী বন্ধুদ্বয়ের নিকট গুণি ছিলেন।

এই রূপে তিনি উল্লিখিত সহৃদয় বন্ধুদিগের সাহায্যে পুস্তকাদি ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অল্প দিন মধ্যে একপ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিলেন যে, আর তাঁহাকে তাঁহাদিগের ( বন্ধুদ্বয়ের ) নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হইল না, বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকেও শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হইলেন।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহার জ্ঞানোপার্জন প্ররুতিও বলবতী হইতে লাগিল। তদর্শনে তদীয় পিতা প্রোৎসাহিত হইয়া সেফিল্ড নগরের নিকটবর্তী অটোরক্লিফের বিদ্যালয়ে তাঁহাকে প্রবেশ করিয়া দিলেন। এই বিদ্যালয়ে নানাবিধ বিজ্ঞান বিষয়িণী উপদেশ প্রদত্ত হইত; সুতরাং নিরন্তর নীরস শিক্ষায় তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সত্তর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়াও অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। বাস্তবিকও এক্ষণে আর তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অথবা যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট ঐ সমস্ত বিষয় আশ্রয় করিতেন, তিনি ব্যতীত অন্যের সাহায্যাপেক্ষা করিতে হইত না।

শিক্ষা বিষয়ক ব্যয়তার অপৰ্য্যস্ত তাঁহার পিতার ক্ষেত্রই অর্পিত ছিল। তিনি বহুসংখ্যক পরিবারের ভরণপোষণ ও সন্তানদের শিক্ষা কা-

র্যের ব্যয়-তার বহণে অসমর্থ হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা সাণ্ডারসন মহাশয়কে এই অভি-প্রায়ে কোন বিষয় কর্মে নিযুক্ত করিতে সমর্থ করিলেন যে, তিনি উক্ত কার্য্য নির্বাহ করিয়া অন্ততঃ আবশ্যকমত ব্যয় নির্বাহ করিতেও সমর্থ হইবেন। সাণ্ডারসন মহাশয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা লাভ করেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করা তাঁহার পিতা বা তদীয় আত্মীয়বর্গের সাধ্যাতীত। তদর্শনে তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিতে অমুমতি প্রদান করিলেন যে, তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে গমন করিয়া অদৃষ্টের পরীক্ষা করেন; অর্থাৎ তথায় ছাত্ররূপে অবস্থিতি না করিয়া শিক্ষক হইবার উপায় দেখেন; কারণ তৎকালিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছিলেন। যত্বপি তাঁহার দূরদৃষ্ট বশতঃ তিনি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তবে তাঁহার কর্মের নিমিত্ত লণ্ডন নগরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবারও অনেকের ইচ্ছা ছিল।

হায়! বিদ্যালয় অমূল্যরত্ন যিনি জন্মভা-গারে অতি যতনে সঞ্চিত করিয়াছেন, সামান্য ধন কি কখনও তাঁহার নির্মল মনকে কুঞ্চিত করিতে পারে? আমাদিগের পরম পণ্ডিত সাণ্ডারসন মহাশয়ই যে এই নিয়মের বহির্ভূত হইবেন, তাহা কখনও সত্ত্বপন্ন নহে। তিনি বিদ্যার্থী রূপে কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতে যেমন যত্নবান, শিক্ষক হইতে ততোধিক অনায়াস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরম হিতৈষী বন্ধুবর্গের ইচ্ছায় বিরুদ্ধাচরণ করিলে কে তাঁহার ব্যয়তার বহন করিবে?

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চবিংশতাব্দ বয়ঃক্রম কালে, জশিয়া (Jashua) ডন নামক ক্রাইষ্ট কলেজের এক মহাশয় ব্যক্তি কর্তৃক তিনি তথায় নীত হইলেন। সে স্থানে তিনি স্বীয় বন্ধুবর্গের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রকার বিষয় কর্মের সুবিধা করিতে পারিলেন না। তদন্ত সকলেই এই অভিনব জ্ঞানী অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার বাস স্থান নির্দিষ্ট করিয়া পুস্তকালয়স্থ পুস্তক পাঠের ও অন্যান্য বিস্তর বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তথাপি বহুবিধ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল।

ইউটন নামক এক ব্যক্তি উক্ত বিদ্যালয়ের গণিতাধ্যক্ষ জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় নিউটনের আসন অধিকার করিয়া স্বীয় ছাত্রদিগকে সাণ্ডারসনের অতিপ্রায়ানুযায়ী উপদেশ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন মহাত্মা সাণ্ডারসনের সুখ্যাতি চতুর্দিক্ পরিব্যাপ্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার যশঃশশধর দিগ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে তিনি জ্যোতিঃ, বর্ণ, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তদীয় সুমধুর উপদেশাবলী শ্রবণোন্মুগ হইয়া অনেকা-নেক ব্যক্তি আগত হইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে সাণ্ডারসন মহাশয় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভাগ্য বিজ্ঞান চর্চার জীবনক্ষেপণ করিতে লাগিলেন এবং তৎকাল-পরিচিত গণিতজ্ঞদিগের নিকট পরিচিতও হইলেন। উপাধ্যায় ইউটন যখন স্থানান্তরিত হন, তখন সাণ্ডারসন মহাশয় এত প্রতিভাপন্ন হইয়াছিলেন যে, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ডিউক অব স্যারসেটের নিকট, তাঁহাকে উক্ত পদ প্রদানের নি-

মিত্ত অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজী তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাণ্ডারসন বিবাহ করেন, এবং পর বৎসর দ্বিতীয় জর্জ তাঁহাকে ক্রাইষ্ট কলেজের ব্যবস্থাপক করেন।

সাণ্ডারসন স্বভাবতঃ সুস্থকায় ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অঙ্গ পরিচালন অভাব হেতু তদীয় শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন হইতে লাগিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ-বর্ষের বসন্তশেষে তিনি স্বীয় পদতলে সা-জ্যাতিক আহত হন। তৎকালে তাঁহার শরীর এত দুর্বল হইয়াছিল যে, কোন প্রকার ঔষধেই কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না। অবশেষে ১৯এ এপ্রেল ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মানব-লীলা সমরণ করেন।

তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও অদ্বিতীয় স্মরণ শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রেই বিস্মিত হয়। তিনি চক্ষুহীন ছিলেন বটে, কিন্তু কোন সময়ে আকাশ নির্মল এবং কখনই বা মেঘাবৃত থাকিত, তৎসমুদায় তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন। তাঁহার তুলা ব্যক্তি ভ্রমণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহা বলা যায় না।

## নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সভারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীভাগবত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তিমার্গের সম্পত্তি স্বরূপ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্নানান্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সন্দান তুলসী পত্রে এই মহাপুরাণের পূজা করেন এবং পৌরণিক



গণ বিস্তৃত তানলয় স্র-সংযোগে কথকতা দ্বারা ধনাঢ্য আৰ্য্য ধর্মাবলম্বী মহোদয়গণের নিকট হইতে বিপুল রুত্তিলাভ করিয়া থাকেন । অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা ইহার রচনা অতি প্রগাঢ় ; সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থ-বোধ হওয়া দুষ্কর ; এজন্য কেহ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহেন যে পুরাণ সমূহ অতি সরল ভাবে রচিত হইয়াছে, সেস্থলে বেদব্যাসের লেখনী কি জন্য এই কঠিন গ্রন্থ প্রসব করিবে ও অন্য পুরাণ নিচয়ের রচনা সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই সুতরাং এক জন পৃথক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন এই গ্রন্থ মুক্তবোধ ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব গোস্বামী কৃত । বোপদেব দেবগিরি\* নগরাধিপ হেমাদ্রির সভাসদ ছিলেন । ভাষাতত্ত্বজ বণ্ণক কর্ণাশীশ ভাষায় অনুবাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বোপদেব ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন । এই সকল প্রমাণে ভাগবতকে ঋষি প্রণীত না বলিলে অবশ্যই প্রাচীন সম্প্রদায়েরা খজা হস্ত হইয়া উঠিবেন কিন্তু ভাগবত ঋষি-প্রণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারানী ভবানীর সভায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল । লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুস্তকালয়ে এতৎ সম্বন্ধে তিন খানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । প্রথম গ্রন্থের নাম “দুর্জয়ন মুখ চপেটিকা”—এখানি কামাশ্রমকৃত ; ইহাতে ভাগবতের প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম গ্রন্থের ভাষ্য, কাশীনাথ তট্টকৃত “দুর্জয়ন মুখ মহাচপেটিকা” ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রন্থকারের প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তদুত্তরে “দুর্জয়ন মুখ পাদুকা” রচিত

হইয়াছিল ; ইহাতে গ্রন্থকার বিপক্ষ বর্গকে অত্যন্ত স্তম্ভোত্তী করিয়া ভাগবত বেদব্যাস প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন । এতদ্বিত্ত পুরুষোত্তম ত্রয়োদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত ঋষি প্রণীত প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এই সকল তর্ক বিতর্ক সত্ত্বেও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগবতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন । এই গ্রন্থের সুমধুর রসপানে মোহিত হইয়া রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবাবিচার্য্য রুন্দ বহুবিধ নানা রস সমাকীর্ণ নাটক ও চম্পু প্রণয়ন করত সংস্কৃত সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়া চৈতন্যদেব শাস্ত্র, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবোদ্দীপক বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন । কেন্দ্র বিলম্ব কোকিলকণ্ঠ জয়দেব শ্রীভাগবত পাঠে মোহিত না হইলে কখনই ভাবসিন্দু মন্থন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না । গারুড় পুরাণে লিখিত আছে\* যে ভাগবত ১৮০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ । ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্র হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইহার সুখাপান করিয়াছেন তিনি আর অন্য ধর্ম-গ্রন্থ পাঠে বিরত থাকিবেন । ঐতিপূর্বে শ্রীভাগবতের উৎকৃষ্ট গদ্য অনুবাদ\* মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তক প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত মূল, ত্রিধর স্বামীর টীকা, ও অনুবাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই ; সেই অভাব পূরণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভাগবত তত্ত্ববোধিকা সঙ্খ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন ।

\* গ্রন্থোক্তাদশ সহস্রঃ শ্লোকঃ ভাগবতবিধঃ ।

সর্ববেদোক্তি হাসানাত সারং সারং সমুদ্রতম্ ॥

সর্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।

তদ্রসায়ত তত্ত্বং নাশ্তপ্রস্তাবতিঃ কচিং ॥

\* দেওঘর বা দেবদ্বারাদি ।

# রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ষ ] প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১৩৭৯ [৭১ খণ্ড।

ফরিদুদ্দীন সুরসেরশাহের আদ্যো-  
পান্ত বৃত্তান্ত।



র শাহের আদি নাম ফরিদ-  
উদ্দীন ছিল এবং তিনি ভারত  
বর্ষ ও পারস্য দেশের সীমা  
সম্বন্ধিত রোঃ নামক পারস্যতা  
প্রদেশীয় আফগান জাত্যন্তর্গত\* সুরবংশীয় হো-  
সেনের গুরবে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদুদ্দীনের  
পিতামহ ইবরাহিম দিল্লীতে আশিয়া সুলতান  
বিলোলির সভাসদ একজন, আমীরের অধীনে  
কর্ম গ্রহণ করেন। অধীশ্বর বিলোলির পরলোক  
গমনে তৎপুত্র সেকেন্দর সিংহাসনারোহণ ক-  
রিলে সুবিখ্যাত অমাত্য জিমালা জোয়ানপুরের  
গবর্ণর হইয়া ইবরাহিমের পুত্র হোসেনকে নিজ  
অনুচর করেন। অল্পকাল মধ্যে হোসেন নিজ  
গুণ বলে প্রভুকে এত সন্তুষ্ট করিল যে জিমালা  
স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সাসিরাম ও টণ্ডা পরগণা-  
দ্বয় জাইগীর স্বরূপ দিয়া এই বন্দবস্ত করিলেন  
যে হোসেন উহার আয় হইতে ৫০০ অশ্বারোহী

সেনা রাখিবে। হোসেনের ৮ পুত্র হয় তন্মধ্যে  
ফরিদ ও নিজাম পাঠান জাতীয়া এক পত্নীর গর্ভে  
ও অপর ছয়টি দাসীর গর্ভে হইয়াছিল। হোসেন  
পত্নীপ্রিয় না থাকাতে পুত্রগণের প্রতি অযত্ন করি-  
তেন এই হেতুক ফরিদ অল্প বয়সেই জোয়ান  
পুরে যাইয়া জিমালের অধীনে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ  
করিয়া ছিলেন। হোসেন তৎ সংবাদ পাইয়া  
ফরিদকে বিদ্যাশিক্ষার্থ সাসিরাম পাঠাইবার জন্য  
জিমালকে লিখেন কিন্তু ফরিদ তাহাতে সম্মত না  
হইয়া জোয়ানপুরে সৈনিক বৃত্তিতে থাকিয়াই  
বিশেষ যত্নের সহিত অল্পকাল মধ্যে ইতিহাস ও  
সাহিত্যাদিতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

তিন চারি বৎসর পর হোসেন জোয়ানপুরে  
যাইলে ফরিদের সহিত পুনর্মিলন হয় এবং স্বয়ং  
তথায় থাকিয়া ফরিদকে সাসিরামে আপন অধি-  
কার রক্ষণাবেক্ষণার্থ প্রেরণ করেন। ফরিদ এ  
প্রকার কৌশলেদীনদিগের প্রতি সুবিচার ও প্রবল  
জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণাদি করিয়া-  
ছিলেন যে তাঁহার কর সকল নির্বিঘ্নে আদায়  
ও তাঁহার যশঃ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হোসেন জোয়ানপুর হইতে প্রত্যাবর্তন  
করিয়া ফরিদের সুশাসন সন্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট  
হইলেন এবং তাঁহারই হস্তে সমস্ত ভার দিয়া  
রাখিলেন। হোসেন এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন

\* মৌরীয় রাজবংশের কুশান মহম্মদ সুর রোঃ প্রদেশস্থ  
আফগানদিগের মধ্যে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং  
তাঁহার তত্ত্বতা বংশাবলি সুর বংশী নামে খ্যাত হইয়াছিল।

এবং যে একটি দাসীর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন সেই দাসী নিজ পুত্র সলিমানের হস্তে সমস্ত জ্ঞান দিবার জন্য তাঁহাকে সর্বদা অনুরোধ ও বিরক্ত করিতে লাগিল। এই ব্যাপার ফরিদ জানিতে পারিয়া রক্তাবস্থায় পিতাকে স্মৃতি করণার্থে স্বেচ্ছাক্রমে নিজ মহোদর নিজামের সহিত আগরায় যাইয়া সম্রাট ইবরাহিমের একজন প্রধান অমাত্য দৌলতের অধীনে কর্ম লইলেন। হোসেনের পরলোক গমনে ফরিদ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের নিকট হইতে সান্সিরাম ও টণ্ডা অধিকারার্থে নিজ নামের সনন্দপত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সলিমান তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া স্বজাতি সুরবংশীয় মহম্মদ আফগানের নিকট যাইয়া তাঁহার অধিকারচ্যুত হওনের ব্যাপার জ্ঞাত করিল। মহম্মদও একজন জাইগীর ভোগী ছিলেন ও তাঁহার অধীনে ১৫০০ সশস্ত্র সৈন্য ছিল। তিনি সলিমানের সহিত বিবাদ মিটাইবার জন্য ফরিদকে বলাতে ফরিদ উত্তর করেন যে তিনি সলিমানকে লেহামত পিতৃ সম্পত্তির অংশ দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু প্রভু হুজিতে পারেন না; যেহেতু প্রবাদ মত দুই অঙ্গি এক কোষে থাকি অসম্ভব।

ফরিদের এই উত্তরে মহম্মদ সলিমানের পক্ষ হইয়া ফরিদকে পদচ্যুত করিবার মানস করেন কিন্তু সম্রাট ইবরাহিম বাবরের দ্বারা পরাস্ত হইয়া রণশায়ী হইবাতে সমস্ত রাজ্যে বিশেষ গোলযোগ হইয়া উঠিল এবং ফরিদ ডিরিয়া লোহানির পুত্র\* পারকানের (মহম্মদ) সহিত মিলিত হইলেন। ফরিদ সত্তরেই মহম্মদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং এক দিবস যুগয়াকালে তাঁহার সম্মুখে এক

বৃহৎ ব্যাঘ্র স্বহস্তে বধ করিয়া সেরখাঁ নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থান হইতে ফরিদ নামের পরিবর্তে সের খাঁ নাম ব্যবহৃত হইবে। সেরখাঁ উত্তরোত্তর প্রভুর অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং মহম্মদের (পারকান) পুত্র জিলালের শিক্ষা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। এই সময়ে সেরখাঁ মহম্মদ পারকানের নিকট কিছুকালের জন্য অবকাশ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন কিন্তু কার্য বশতঃ অবকাশাপেক্ষা অধিক বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার প্রভু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বিহারে পুনর্গমন করিলে মহম্মদ এক দিবস তাঁহাকে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা-হেলক ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া তৎ সনা করেন। সুরবংশীয় মহম্মদ, যিনি পূর্বে সলিমানের পক্ষ হইয়া সেরখাঁকে অধিকার ত্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তৎ সনা কালে তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সুলতান মহম্মদকে কহেন যে সেরখাঁ সম্রাট সেকেন্দরের পুত্র\* মহম্মদ সাহের অধিকার স্থাপনার্থে এক ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত ছিলেন। তৎ শ্রবণে সুলতান মহম্মদ কোপ প্রকাশ পূর্বক সেরখাঁকে জাইগীর চ্যুত করিয়া সলিমানকে তাহা প্রদানের মানস প্রকাশ করেন। কিন্তু সেরখাঁর দোষ তৎকালে সপ্রমাণিত হয় নাই এবং তাঁহার কার্য দক্ষতা গুণ সুলতান বিশেষ জানিতেন ও তৎজন্য প্রীত ছিলেন। এইহেতু জাইগীর সলিমানকে না

\* এই স্থলে তিনটি মহম্মদ নামীয় ব্যক্তি এক ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকিতে পাঠকগণের ভ্রম জন্মাইতে পারে এই জন্য আমরা বিশেষ করিয়া লিখিতেছি যে মহম্মদ সাহ বলিলে বজ্রাধিরাজ, সুলতান মহম্মদ বলিলে বেহারাধিকারী পারকান এবং মহম্মদ সুর বলিলে ধন্দ পরগণা জাইগীর ভোগী সলিমানের সাহায্যকারীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

• এই পারকান বেহার অধিকার করিয়া সুলতান মহম্মদ নাম গ্রহণ পূর্বক স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।

দিয়া সুলতান সেরখাঁকে ভীত করণার্থে মাসি-  
রামাদিপরিগণা হোসেনের পুত্র সকলকে সমস্তাগে  
বিতাগ করিয়া দিবার জন্য মহম্মদ সুরকে  
অনুমতি করেন। মহম্মদ সুর ঐ আজ্ঞা প্রাপ্তে  
আনন্দিত হইয়া সেরখাঁকে এক জন ভৃত্য দ্বারা  
সংবাদ প্রদান করিলেন যে সুলতানের আজ্ঞা-  
নুসারে তাঁহার ভ্রাতাগণকে পিতৃ সম্পত্তির  
যথোচিত ভাগ অবিলম্বে দিতে হইবে। এই  
সংবাদ পাইয়া সেরখাঁ উত্তর করিলেন যে  
হিন্দু স্থানে পুরুষ পুরুষানুক্রমে অধিকৃত পৈতৃক  
ভূমি সম্পত্তি ছিল না, রাজ্যের সমস্ত ভূমি  
রাজ সম্পত্তি ও রাজা যাহাকে ইচ্ছা প্রদান  
করিতে পারিতেন; সুতরাং সম্রাটের প্রদত্ত তাঁহার  
স্বনামে সনদ পত্র সত্ত্বে ভ্রাতাগণের জাইগীরের  
অংশ পাইবার কোন কারণ ছিল না, তবে  
অস্থাবর পৈতৃক ধনাদির অংশ অবশ্যই পাইবার  
কথা ও তিনি তাহা প্রদানেও সম্মত। প্রেরিত  
ভ্রাতার প্রমুখ্য এই উত্তর প্রবণে রাগান্বিত হইয়া  
বল পূর্বক সলিমানকে অধিকার দিবার জন্য  
মহম্মদ সুর সৈন্যে যাত্রা করিলেন। সেরখাঁ  
সংবাদ পাইয়া খান পুর টোঙ্গা তাঁহার প্রতিনিধি  
মালেককে লিখিয়া পাঠাইলেন যে যে পর্য্যন্ত তিনি  
স্বয়ং সেনা সংগ্রহ পূর্বক টোঙ্গায় উপস্থিত হইতে  
না পারিবেন সে পর্য্যন্ত তিনি তত্রত্য সেনা  
সকল দ্বারা আক্রমণকারী মহম্মদের পথের  
একপ ব্যাঘাত জন্মাইবেন যে তাঁহার গতি  
রোধ হয় কিন্তু সমুখ যুদ্ধ কোন মতে যেন না করেন  
মালেক আশ্রয় গৌরব সাধণার্থে সেরখাঁর অপেক্ষা  
না করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ও মহম্মদ সুর কর্তৃক  
সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট  
পূর্ব ঘটনার সেরখাঁর বিশেষ ক্ষতি হইল, যেহেতু  
তিনি দেখিলেন যে মহম্মদের সহিত সংগ্রাম

করিতে তাঁহার আর উপযুক্ত সেনা নাই।  
তাঁহার যে সৈন্য ছিল তন্মধ্যে মালেকের অজ্ঞতায়  
অনেক নষ্ট হওয়াতে তাহা অত্যল্প হইয়া  
পড়িল সুতরাং যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে না পারিয়া  
নবরিজয়ী সম্রাট বাবর শাহের অধীনে জুনি-  
বরলাস নামক মানিকপুর কোরার শাসকের  
নিকট প্রস্থান করিলেন। জুনিবরলাসকে উপ-  
ঢৌকন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে  
মোগোল সেনা লইয়া সেরখাঁ মহম্মদ সুরকে পরা-  
জয় পূর্বক নিজ জাইগীর পুনরধিকার এবং তৎ  
সম্মিকটস্থ কতক স্থান হস্তগত করিলেন। সেরখাঁ  
এই অবপি প্রকাশ করিলেন যে তিনি অধিকৃত  
রাজ্য সকল মোগল সম্রাট বাবরের অধীনে ভোগ  
করেন এবং মোগল সেনাগণকে পুরস্কারাদি প্র-  
দানান্তে সন্তানে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। সেরখাঁ  
জয়মদে মত্ত হইয়া বিপক্ষের প্রতি অত্যাচার না  
করিয়া মহম্মদ সুরকে (যে ব্যক্তি পরাস্ত হইয়া  
ভয়ে রোটারসের পার্শ্বতে পলায়ন করিয়াছিল)  
স্বাস্থান করিয়া তাঁহার অধিকারে পুনঃ স্থাপন  
করিলেন। মহম্মদ এই অসাধারণ সদ্ভাবহারে  
সন্তুষ্ট হইয়া তদবধি তাঁহার একজন পরম मित्र  
হইলেন। এতদনন্তর সেরখাঁ নিজ ভ্রাতা নিজা-  
মের হস্তে জাইগীর প্রভৃতি সমস্ত অধিকারের  
ভার ন্যস্ত করিয়া সাহাবাক'রী জুনিবরলাসের  
নিকট কোর'তে গমন করিলেন। জুনিবরলাস তৎ-  
কালে আগরার গমন করিতে ছিলেন সেরখাঁও  
তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন এবং তথায় সম্রা-  
টের সহিত পরিচিত হইয়া তৎক্ষণে চিন্দেরি  
আক্রমণ যাত্রার বাইলেন।

মোগোল শিবিরে কিছুদিন অবস্থান ও তাহা-  
দিগের নিয়মাদি দর্শন করনান্তে সেরখাঁ এক  
দিবস তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট কহেন যে মো-

গোল দিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করা বড় কঠিন নহে। তৎপ্রবণে তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার ঐক্য বিবেচনা করিবার কারণ কি? তদুত্তরে সেরখাঁ কহেন “যদিও সম্রাট বহুগুণ সম্পন্ন ও সুযোগ্য তথাপি ভারতবর্ষের সকল নিয়ম ক্ষাত নহেন এবং যিনি প্রধান অমাত্য তাঁহার হস্তেই রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত থাকে কিন্তু তিনি স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকায় প্রজাদিগের মঙ্গল চর্চা করিতে পারেন না। অতএব এক্ষণে যে আফগানগণ আত্মবিচ্ছেদে বিভ্রত আছে তাহাদিগকে সম্মিলিত করিলেই কার্য সিদ্ধ হয়। অদূর প্রসন্ন হইলে আমি এ কার্য সাধন করিতে ইচ্ছা করি এবং যদিও ইহা অত্যন্ত দুর্লভ বোধ হইতেছে তথাপি আমি আপনাকে এ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম বোধ করি।” সেরখাঁর এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার বন্ধু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রাপ্ত মত বিষয়ে নানামত বিক্রম করিলেন। কিছু দিন পরে এক দিবস সেরখাঁ সম্রাটের সহিত আহারে বসিলে তাঁহাকে ছুরিকা দেওয়া না হওয়াতে তিনি তাহা চাহিলেন কিন্তু ভৃত্যগণ ছুরিকা দিল না এবং দর্শকগণের বিক্রপাদি অবজ্ঞা করিয়া তিনি নিজ কটিবন্ধস্থ রহৎ ছুরিকা সহযোগে আহার করিলেন। সম্রাট তাঁহার আচরণ দেখিয়া, আশীর খলিকার প্রতি চাহিয়া কহিলেন “এই আফগান সামান্য বিষয়ে অপ্রস্তুত হইবার নহে বোধ করি এ ব্যক্তি উত্তর কালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে।” এই উক্তি শ্রবণে সেরখাঁ বুঝিলেন যে তিনি নিজ বন্ধু সমক্ষে যে সকল কথা কহিয়া ছিলেন তৎ সমস্ত সম্রাটের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং তথায় অবস্থান অশ্রয়ঙ্কর, বিবেচনায় সেই রাজ্যেই স্বদেশে যাত্রা করিলেন। পরে স্বাধিকারে

উপস্থিত হইয়া জুনিবরলাসকে বিনয়পূর্বক লিখিলেন যে বেহারাধিপতি সুলতান মহম্মদের সৈন্যের সাহায্যে মহম্মদ শূর কর্তৃক তাঁহার অধিকার আক্রমণ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়াই প্রস্থান করিতে বাধিত হইয়া ছিলেন এবং নিশ্চিন্ত হইলেই তিনি পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন করিবেন। জুনিবরলাস এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং সেরখাঁ সুলতান মহম্মদের সহিত মিলিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রিয়পাত্র হইলেন।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার অগ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র-জিলালকে সিংহাসনাধিকার করিয়া রাজ্যী দুধু রাজ কার্য নির্বাহের কর্তৃত্ব গ্রহণ পূর্বক সেরখাঁর হস্তে সকল প্রধান কর্মের ভারার্পণ করিলেন। পরে অল্প দিন মধ্যে রাজ্যীর পরলোক প্রাপ্তিতে সেরখাঁই সমস্ত রাজকার্য স্বয়ং নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মকদুম আল নামক হাজি পুরের শাসক বজ্রাধিপতি মহম্মদ শাহের নিকট কোন বিশেষ অপরাধী হইয়া সেরখাঁর আশ্রয় লওয়াতে বজ্ররাজ কুপিত হইয়া যুদ্ধের ব্যবস্থাপক কুটবকে বেহারাক্রমণার্থ প্রেরণ করেন। সেরখাঁ বেহারের হীনবল দেখিয়া প্রথমতঃ সন্ধি করিতে যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন যে বিনা যুদ্ধে বিবাদ মিটিবার নহে তখন যথা সাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাঁহার অসামান্য যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সাহস বলে ঐ যুদ্ধে কুটবের সৈন্য সকল পরাভূত হইয়া প্রস্থান করে এবং কুটব স্বয়ং রণশায়ী হইলেন। কুটবের হস্তী অশ্ব ধন সম্পত্তি সমস্তই সেরখাঁর হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধের পর বেহারের অগ্রাপ্ত বজ্ররাজ্য



জিলালের সভাসদ আয়ীয়্য লোহানী বংশীয় পাঠানেরা সেরখাঁর উন্নতি দর্শনে হিংসা পরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণ হরণার্থ এক ষড়যন্ত্র করে। সেরখাঁ এই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া জিলালকে দোষী করেন (জিলাল যথার্থই তাহাতে সংলিপ্ত ছিলেন) এবং ক্ষুব্ধ হইয়া জিলালকে কহেন “আপনি প্রভু হইয়া ভূত্যের প্রতি এ প্রকার অসংগত ও লজ্জাকর কার্য্য কেন রত হইয়াছেন। যদিও আমি বেহারের জন্য অনেক করিয়াছি ও বিশেষ শ্রম দ্বারা ইহার অপ্রাপ্ত-পূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছি তথাপি আপন অভিপ্রায় হইলে নির্ব্বিরোধে কার্য্য হ্রাস সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি প্রভু আপনি আজ্ঞা করুন আমি অবসর গ্রহণ করি।” তাঁহার বিরোধের ভয়েই হউক বা অপরাপর পারিসদগণের ভয়েই হউক, জিলাল সেরখাঁকে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না এবং তৎক্ষণাত ষড়যন্ত্রকারীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নব্য রাজ্য ও সেরখাঁর মধ্যে বিবাদ উত্তোলনে যত্ন করিতে লাগিল। সেরখাঁ বুঝিলেন যে অব্যবহিত ক্ষমতার সহিত কার্য্য না করিলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর এবং তদনুসারে যদৃচ্ছামত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আচরণে জিলাল এত অসন্তুষ্ট ও ভীত হইয়াছিলেন যে এক দিন রক্তনীষোগে অন্যান্য পারিসদগণের সহিত স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া বাঙ্গালার অধিপতি মহম্মদ শাহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেরখাঁকে দূর করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে পুনঃ প্রদানার্থ শাহকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

## ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের কণা সংগ্রহ।



মাইটলক এবং আরণ্ডেল নামক ইতিহাস লেখকদ্বয় বলেন যে ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম চারলসকে অপরাধী বলিয়া যে বিদ্রোহী সভায় বিচার হয় সেই সভার বিচার পতিগণের নামের সকলের পূর্ব্বে লর্ড ফেয়ার ফাক্কের নাম লিখিত ছিল। লর্ড ফেয়ার ফাক্কের অধুপস্থিতিতে সভার অধিবেশন হইলে, বিচার-পতিগণের নামোল্লেখ করিয়া (আগত বা অনাগত জানিবার জন্য) প্রথমবারে ডাকা হইলে ফেয়ার ফাক্কের উত্তর পাওয়া গেল না, তাহাতে পুনর্বার তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইলে দর্শকগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিল “তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এখানে উপস্থিত হইবার অপেক্ষা অধিক।” এই বাক্যে সভায় কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল ভাবের উদয় হইবাতে এই ব্যক্তি কে জানিবার জন্য প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু কোন উত্তর কেহ দিল না, কেবল দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট কলরব উঠিল। কিয়ৎকাল পরে যখন অধীশ্বরের দোষ সাব্যস্ত হইল বিচারপতিদের লিখিত আজ্ঞা (রায়) পাঠ করিয়া দর্শকগণকে শ্রবণ করাইতেছিল, তৎকালে “ইংলণ্ডের সৎলোক সমস্ত” এই বাক্য উচ্চারিত হইলেই পূর্ব্বমত দর্শকমণ্ডলী মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে এক ব্যক্তি কহিল “না—শতাংশের একাংশও না।” তৎপ্রবণে যে মঞ্চ হইতে এই স্বর শ্রুত হইয়াছিল, এই মঞ্চে অগ্নি দিব’র জন্য সৈন্যগণকে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অবিলম্বে প্রকাশ পাইল যে, এই মঞ্চ হইতে সেনাপতি লর্ড ফেয়ার ফাক্কের পত্নী



প্রাপ্ত বাক্যদ্বয় কহিয়াছিলেন। গোলযোগ ঘটনার আশঙ্কায় লেডি ফেয়ারফার্ড প্রকারান্তরে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। লেডি ফেয়ারফার্ড হলণ্ডে শিক্ষিতা হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ধর্মোপদেশের বিশেষ তত্ত্ব ছিল না এবং তখনকার তীহার স্বামীর বিদ্রোহে সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি এতদূর ঘটনা ও দেশের এত অসম্ভব ঘটনাকে বলিয়া নিবেদন করেন নাই এবং ওলিভার ক্রমওয়েল প্রভৃতির আচরণে বিরক্ত হইয়া নিজ স্বামীকে তাহাতে সংলিপ্ত হইতে দেন নাই। তিনি অধীশ্বরকে দোষী কপে বিচার করা ও তৎপরে মৃত্যু দ্বারা করার সম্পূর্ণ বিপক্ষ ছিলেন এবং লেডি ফেয়ারফার্ডকে এই সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিবারণ করেন।

### ভারতবর্ষীয় ব্যবহারাবলী।

**কো** ন ব্যক্তি আদালতে বিচারকালে বাদী ও প্রতিবাদীদ্বয়ের উকীলগণের বক্তৃতা ও পরস্পর বা-  
দামুবাদ দেখিলে মনে করেন যে উকীলগণ অত্যন্ত রাগত হইরাছেন পরস্পর আর বাক্যলাপ করিবেন না, কিন্তু বিচার শেষে যখন বাহিরে আসেন তখন তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কণামাত্র অসন্তোষের পরিবর্তে বরং ভ্রাতৃত্ব দেখা যায়। কেবল উকীলগণের মধ্যেই যে এই প্রথা প্রচলিত আছে একপন্থে, সময় বিশেষে প্রাণহারী শত্রুগণকেও সাদরে ব্যবহার করা প্রথা ভারতভূমে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত রাজপুত্রগণের মধ্যে বহু-

কালাবধি একতী প্রথা ছিল যে সংগ্রাম সময়ে যে বীরগণ পরস্পরের নিধনার্থে প্রাণপন যত্ন করিতেন যুদ্ধান্ত তাঁহারা একত্রে বসিয়া কথাবার্তা হাস্য পরিহাসাদি দ্বারা কালান্তিপাত করিতেন। অধিক কি কোন দুর্গ হস্তগত করণার্থ তাহা সেনা দ্বারা বেষ্টিত হইলে রাহকালে যুদ্ধ স্বগিত হইলে দুর্গবাসীগণ বিপক্ষ শিবিরে আসিয়া ও বেটনকারীগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত মিলিয়া একপ কথাবার্তা আমোদ প্রমোদ করিতেন যে তৎকালে কেহ দেখিলে বৈরভাব কিছুই বুঝিতে পারিত না। এবিষয়ের যে প্রমাণটি আশ্রয় নিয়ে লিখিতেছি তৎপাঠেই পাঠক হৃদয় এই ব্যবহার সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাত হইবেন।

১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহ যখন প্রসিদ্ধ হীতাম্বর (ইংরাজেরা যাহাকে হীতাম্বর কহেন) নামক দুর্গম দুর্গ গ্রহণার্থ তাহা সৈন্যে বেষ্টিত করেন, তৎকালে তাঁহার প্রধান সেনাপতি রাজপুত্র বংশীর রাজা মানসিংহ ও ভগবান দাস যুদ্ধনিরত হইলে সর্বদা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতঃ মিবরপতির নিয়োজিত ঐ দুর্গাধ্যক্ষ সুরজনহারা প্রভৃতি রাজপুত্রগণের সহিত কথাবার্তাদি করিতেন। এক দিবস আকবর শাহ স্বয়ং আশা বাহক বেশে মানসিংহের সমস্তিব্যাহারে ঐ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় সুরজনহারার পিতৃব্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া হস্ত হইতে আশা গ্রহণ করিয়া দুর্গাধ্যক্ষের আসনে তাঁহাকে সাদরে উপবেশন করাইলেন। আকবর শাহ প্রত্যুৎপন্ন মতির সহিত দুর্গাধ্যক্ষকে কহিলেন “তবে রাজা সুরজন এক্ষণে কি কর্তব্য?” মানসিংহ অবসর বুঝিয়া কহিলেন “সুরজনহার আপনি মিবরপতিকে ভাগ করিয়া হীতাম্বর দুর্গ শাহকে প্রদান পূর্বক তাঁহার অধীনে মা-

নীয় পদ ও জায়গীর গ্রহণ করুন।” সুরজনহার ঐ প্রস্তাবে সন্মত হইয়া নিজ রাজপুত্র কুলে কল-  
—প্রারোপ করতঃ ছুর্গ আকবরকে অর্পণ করেন।

## বীরাজনা।

যশোর অপূর্ণ নিয়ম লোকে প্রায় সংগ্রামজয়ী হইলেই বীর যশোর অধিকারী হয়েন কিন্তু কখন কখন একপ দেখা যায় যে সংগ্রামজয়ী অপেক্ষা বিজিত ব্যক্তি জনসমাজে আদরণীয় ও স্নেহের পাত্র হইয়া নিজ নামকে পুরস্কৃতের চির-স্থায়ীপত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত করেন। আমরা নিম্নে যে ঘটনাটি লিখিতেছি তাহা শেষোক্ত প্রকারের বিশেষ উদাহরণ। সুবিখ্যাত আকবর সম্রাটের আসফ্‌খা নামক এক জন সেনাপতি ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দুর্গাবতীকে জয় করেন কিন্তু ঐ জয়লাভ তাঁহার নৃশংসতা জন্য অশঙ্কর হইয়া তাঁহার নামকে চিরকলঙ্কিত করিয়াছিল এবং বিজিতা রাজ্যের বীর যশে হিন্দুস্থান পুরি-  
য়াছিল।

বুঁদেলখণ্ড এবং উৎকল খণ্ডান্তর্গত গণ্ড-  
বানার গরা নাম প্রদেশ দীর্ঘ ১৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৫০ ক্রোশ এবং অসাধারণ উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন ছিল। ঐ প্রদেশ আসফ্‌খা কর্তৃক আক্রমিত হইবার সময় রাজা দুর্গাবতী সিংহাস-  
নাধিকতা ছিলেন। গরার দুর্গাবতী প্রথম অধি-  
কারিণী ছিলেন না। তাঁহার পূর্বে তৎসংশীয় ১০ জন রাজা তথায় নির্বিঘ্নে রাজ্য করিয়াছিলেন। উক্ত রাজা সিংহাসনারোহণ করিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে ব্যাপ্তা থাকিয়া নিজ অধিকার বি-

শেষ সমৃদ্ধিশালী করেন। আসফ্‌খা আক্রমণার্গ গরার নিকটবর্তী হইলে দুর্গাবতী ভীতা না হইয়া নিজ প্রজাবর্গকে আহ্বান করিলেন এবং ১৫০০ হস্তী, ৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিকাদি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গতা হইলেন। যুদ্ধ কালে তিনি স্বয়ং দ্রুতগামী হস্তী আরোহণ করিয়া মস্তকে (লোহ টোপ) শিরস্ত্রান কক্ষে ধমু ও হস্তে ইজ্জল তীক্ষ্ণ তল্য লইয়া অগ্রসর হই-  
লেন।

দুর্গাবতী সৈন্যগণ শত্রু প্রাতি বেগে ধাবমান হও-  
য়াতে ছিন্নভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত দেখিয়া, তাহাদিগকে পুনর্বার দলবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং অসম সাহসের সহিত বিপক্ষের উপর পড়িলেন। মোগল সেনা সকল ঐ আচরণে ভীত হইয়া রণে তজ্জ-দিল ও ৬০০ মোগল সমরস্বন-শায়ী হইল। রাজা এই জয়ের পর মোগলদিগকে রাত্রিকালে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করি-  
লেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ (যাহারা যুদ্ধপ্রিয় ছিল না) তাঁহার সে প্রস্তাবে সন্মত হইল না। পরদিন প্রাতে আসফ্‌খা আক্রমণ করাতে রাজ্যের সেনা সকল ভয়ে পলায়ন করিল ও রাজা কেবল মাত্র চারিজন সেনানীর সাহায্যে সংগ্রাম স্থলে রহিলেন। যখন দুর্গাবতীর পুত্র তাঁহার সমক্ষে বাণবিক্র হইয়া সমরশায়ী হইল, ও যখন তাঁহার আত্মদেহ দুর্বল হইতে লাগিল তখন তাঁহাকে সকলে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিল। রাজা তজ্জ্ববে তাঁহার গৃহসঙ্গীয় প্রধান কর্ম-  
চারী অধরকে কহিলেন, ‘সত্য সংগ্রামে আমরা বিজিত হইলাম, কিন্তু মানেও কি বিজিত হইব? কিছুদিন দৈন্যাবস্থায় ক্লেশ ভাবন করিয়া জীবিত থাকিবার জন্য কি এতকালের আম-  
দিগের অর্জিত মান ও ধর্ম ত্যাগ করিব?—না

কখনই না—তোমাদিগের যে মন্তক এত উন্নত করিয়াছি তাহার স্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর— তোমার কক্ষস্থ ছুরিকা আমার হৃদয়ে আঘাত কর” অথবা ছুরিকাঘাতে অসম্মত হইলে রাজী মহেন্দ্রে ঐ ছুরিকা লইয়া নিজ বক্ষস্থলে আঘাত করত প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইংলণ্ডের বোয়াডিসিয়া, কুন্সের জোয়ান আক আর্ক, আসিরিয়ার সেমিরেমিস প্রভৃতির তুল্য অজ্ঞা যে ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিল তাহা এই প্রবন্ধ এবং পরে যে সকল বীরাজনার কথা লেখা হইবে তৎপাঠেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। দুর্গাবতী তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।

## এরিস্টটলের জীবন বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত কালীদাসের রঘুবংশ মেঘদূত এবং শকুন্তলা পাঠে দেখা যায় যে তিনি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য খণ্ড-বাক্য এবং দৃশ্য বাক্য লেখক ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিচন্দ্রিকা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তিনি ধর্মশাস্ত্র ও আচার ব্যবহার সকল বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। তদ্বিরচিত জ্যোতির্বিদ্যা-ভরণাধ্যায় গ্রন্থেই তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতার প্রমাণ স্বরূপ আছে। প্রতীবোধ এবং পূর্বোক্ত সালঙ্কার গ্রন্থ সকল তাঁহার অলঙ্কার বিষয়ক পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। তল্লিখিত পুস্তক সকলে স্বভাব এবং স্বাভাবিক ঘটনা সকলের ভূরীঃ বর্ণনা পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে তিনি ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা কত যত্নে করিতেন এবং প্রকার বহু শাস্ত্রে

পাণ্ডিত্য এক ব্যক্তির লাভ করা দুষ্কর এবং জগতের মধ্যে প্রমাণ স্থল অতীব বিরল। এপ্রকার সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা কেবল গ্রীকদেশেই এরিস্টটলের দেখা যায়। তিনিও কালীদাসের ন্যায় বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র পুরাতত্ত্ব অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তৎসমকালে চিত্ত বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। আগার এস্থলে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রারম্ভ হইলাম।

যৎকালে গ্রীকদেশে ডিমস্‌থিনিস্, স্ক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি সুবিখ্যাত পাণ্ডিতগণ বর্তমান ছিলেন তৎকালে তিনি অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমস্ত সম্পূর্ণ বর্তমান নাই বটে কিন্তু যে কিয়দংশ আছে তাহাকে দর্শন কম্পাঙ্কম বলা যাউতে পারে। ক্রাইস্টের জন্ম গ্রহণের ৩৮৪ বৎসর পূর্বে এরিস্টটল মেসিডোনিয়া রাজ্যস্থ ফ্যাজিরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি তদ্র বংশজাত ছিলেন। হোমার কর্তৃক, চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্য চিরস্মরণীয় কৃত মেকায়মের সাক্ষাৎ বংশ পরম্পরা সম্বৃত নিকোমেকসের গুণেই তাঁহার জন্ম হয়। এরিস্টটল শৈশব কালে অনাথ হইলেন কিন্তু মিসিয়া দেশান্তর্গত এটার্ণা নগরবাসী প্রাক্সিনস্ নামক এক ব্যক্তির অত্যন্ত স্নেহ পাত্র হওয়াতে তাঁহাকে কদাপি পিতৃ মাতৃ বিরোগ দুঃখ অনুভব করিতে হয় নাই। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ পরিবারের মধ্যে গণ্য করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে অতিশয় যত্নবান ছিলেন। এরিস্টটল সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার উপকারক প্রাক্সিনসের মৃত্যু হওয়াতে এথেন্স নগরীতে গমন করিয়া সুবিখ্যাত প্লেটোর চতুষ্পাটীতে প্রবেশ করেন। তথায় অশ্রুত পূর্ব পরিশ্রম



সহকরে পুঁথি সকল অধ্যয়ন এবং পুনর্লিপি করিয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে অধ্যায়ী বলিয়া সম্বোধন করিত ও তাঁহার ভবন অধ্যায়ীর আবাস বলিয়া কথিত হইত। এরিস্টটল অসাধারণ গুণের দ্বারা প্লেটোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন। তিনি তাঁহার সহিত একাধিক্রমে বিংশতি বৎসর বাস করিয়াছিলেন। যদিও এরিস্টটল বেশ ভূষার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তথাপি তিনি কদাচ স্বীয় চিত্তের উন্নতি বিষয়ে যত্ন করিতে ক্রটি করেন নাই। এরিস্টটল সর্বদা প্লেটোর মতের দোষ গুণ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে তাঁহাদিগের পরস্পরের সম্ভাব বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি তাঁহার শিক্ষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লীসিয়াম নগরে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তদ্বারা প্লেটোর মতের বিপক্ষতাচরণ করা অত্যন্ত অসম্ভাবনীয় নহে, কারণ তিনি অতি সাহসিকতার সহিত যে সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তিনি যে কখন প্লেটোর প্রতি বৈরতাচরণ করেন নাই তাহার

ভূয়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সহস্র শ্রেণি-ডোনিয়ন্থের ফিলিপকে লেখেন যে, যে পর্য্যন্ত প্লেটো জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি মিয়মিত রূপে সমস্ত তাঁহার বক্তৃতা সকল শ্রবণ করিতেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর এরিস্টটল তৎপ্রতি স্বীয় অবিচলিত স্নেহের প্রমাণ স্বরূপ যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে যে পদাটী খোদিত ছিল তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্লেটোর স্মরণ হেতু এমন্দির কৃত।

এরিস্টটলের দ্বারা চির সমাদৃত ॥

দূরে বাও অজ্ঞলোক কুপ্রশংসা গানে।

দূষিত করোনা এই ওজস্বিত স্থানে ॥

ক্রাইস্টের জন্ম গ্রহণের ৩৩৮ বৎসর পূর্বে প্লেটোর একাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রাণ বিয়োগ হয়। তিনি মৃত্যুকালে চতুষ্পাটিতে স্বীয় পদের উত্তরাধিকারী রূপে এরিস্টটলকে নির্দেশ না করিয়া তদপেক্ষা পাণ্ডিত্যাদিবিষয়ে বহুাংশে নিকৃষ্ট স্পিউসিপস নামক তাঁহার অপার এক ছাত্রকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। এই নিমিত্ত কেহ কেহ সম্ভেদ করেন যে প্লেটো এরিস্টটলের উন্নতিশীল গুণের ঈর্ষা করিতেন। পূর্বোক্ত চতুষ্পাটির সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে হার্মিসস নামক এক কণ্ঠকের সহিত এরিস্টটলের বিশেষ হৃদয়তা ছিল। উপরিউক্ত হার্মিসসের জীবন ব্রতান্ত অদৃষ্টের পরিবর্তনের একটি উত্তম উদাহরণ স্থল। তিনি প্রথমে বিধিনিষার রাজা ইউবুলসের দাস ছিলেন কিন্তু এই দাসত্বে তাঁহার কিস্কিন্মাত্র চিত্তের অবনতি হয় নাই। তিনি যে অবস্থার লোক ছিলেন তদপেক্ষা তাঁহার চিত্ত অধিক পরিমাণে উন্নত ছিল। হার্মিসস তাঁহার অনুকম্পাশীল প্রভুর রূপাতে সর্বদা এথেন্সে বাতায়ত করিতে পাইতেন এবং তদ্বারা বিদ্যা

শিক্ষা রূপ মনোভিলাষ পূরণ করিতে সক্ষম হয়েন। তথায় তাঁহার এরিক্টলের সহিত পরিচয় হয় এবং অতি অল্প দিন মধ্যে তাঁহার উভয়ে অবিচলিত আন্তরিক প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোক দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার নিরুৎসাহ এবং নিম্নস্তর স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া বহু বিপদাপন্ন অর্থোপার্জন রূপ পথগামী হয়। হার্মিয়স্ শুভাদৃষ্ট ক্রমে অতি অল্পদিন মধ্যে মিসৌয়া দেশস্থ এসস্ এবং এটার্ণা নামক নগরদ্বয়ের অধিপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে উপরি উক্ত নগরদ্বয় পারস্য সম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তিনি স্থায়ী বুদ্ধি এবং সাহসিকতায় ঐ নগরদ্বয় বলক্রমে অধিকার করেন এবং পারস্য নৈন্য তথা হইতে বহুদূরে থাকিতে কিছুদিন নিরুদ্বেগে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন। এরিক্টল প্লেটোর মৃত্যুর পরেই তাঁহার বন্ধু হার্মিয়স্ কর্তৃক আহূত হইয়া এটার্ণা নগরে গমন করেন। পারস্য সম্রাট্ আর্টজরকসেস ইজিপ্ট দেশীয় বিদ্রোহীদেরকে জয় করণান্তে মেনটর নামক তাঁহার এক সৈন্যদলকে, মিসৌয়া দেশস্থ বিদ্রোহী নগর সকল পুনরায় পারস্য সম্রাজ্যের অধীনস্থ করিবার মানসে প্রেরণ করেন। মেনটর ইতিপূর্বে হার্মিয়সের বন্ধু ছিল; ঐ বিশ্বাসঘাতক কৌশল ক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া গোপনে উত্তর আসিয়াথও প্রেরণ করে। এরিক্টল উপযুক্ত সময়ে হার্মিয়সের পালিত কন্যা পিথিয়াসের সহিত লেসব্‌স্ দ্বীপস্থ মিটিলিন নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই। হার্মিয়স্ তাঁহার পালিত কন্যাকে স্থায়ী উত্তরাধিকারিণী করিবার মানস করিয়াছিলেন। পিথিয়াস পূর্বা-বধি এরিক্টলের প্রতি স্নেহ করিতেন, এক্ষণে

সিংহাসনারোহণের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার এরিক্টলের প্রতি স্নেহ বর্জিত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন।

এরিক্টল ও তাঁহার পিতা মেনিডোনিয়ার রাজসভায় পরিচিত ছিলেন। ফিলিপ পৈতৃক সিংহাসনাধিকার হইবার পূর্বে থিব্‌স এবং তৎসম্বন্ধিত নগর সকলে সর্বদা বাস করাতে এরিক্টলের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয়। ফিলিপ রাজা হইয়া এরিক্টলকে তাঁহার পুত্র এলেকজেন্ডারের যোগ্য শিক্ষক মনস্থ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

“মহাশয়—তোমাকে জানাইতেছি যে আমার একটা পুত্র সম্ভান হইয়াছে। আমি দেবতাদিগকে আমার পুত্র হইবার নিমিত্ত তত ধন্যবাদ করিতেছি না যেত এরিক্টলের বর্তমানে তাহার জন্ম গ্রহণ করাতে করিতেছি, কারণ আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তোমা কর্তৃক শিক্ষিত এবং আচারাদিতে উপদ্রষ্ট হইলে সে তাহার পূর্ব পুরুষদিগের এবং পৈতৃক রাজ্য শাসনের উপযুক্ত হইবে।” এরিক্টল ফিলিপের প্রার্থনামুসারে তৎক্ষণাৎ লেসব্‌স্ হইতে যাত্রা করিলেন এবং তৎকালে মেনিডনের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত এথিনিয়ানদিগের যুদ্ধ জাহাজ সকল নিরাপদে অতিক্রম করিয়া পেলা নগরে পৌঁছিলেন। তিনি এলেকজেন্ডারকে আট বৎসর শিক্ষাদান করেন। এলেকজেন্ডারের পিতা মাতা তাঁহার শিক্ষা প্রণালী দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ সমীপে গুণী ব্যক্তির যতদূর গৌরব সম্ভব তাহা তিনি ফিলিপ এবং রাজ্ঞী ওলিম্পিয়াসের নিকট পাইয়াছিলেন। মেনিডন রাজ্যের অধিকার হস্তি



সহিত তাঁহার জন্ম ভূমি কোজিরা নগর অভ্যন্তর  
দুর্দশাপন্ন হইবাতে এরিস্টটল স্বীয় স্বদেশামু-  
দ্বৈগত্যের উৎকর্ষতা প্রদর্শনের উপযুক্ত অবকাশ  
পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি ঐশ্বৰ্য্য বৎসরের  
মধ্যে তথায় অল্পই গমন করেন তথাপি পেলা  
নগরস্থ রাজ সভায় আবেদন করিয়া তিনি ঐ  
নগর পুনঃ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্লুটার্ক  
বলেন, ফিলিপ এরিস্টটল কর্তৃক তাঁহার পুত্রের  
শিক্ষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওনের প্রমাণ স্বরূপ  
তাঁহাকে মিজা নগরে একটি চতুষ্পাটি এবং  
পুস্তকালয় করিয়া দেন। এলেকজেন্ডার ষোড়শ-  
বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এরিস্টটলের ছাত্র হইলেন।  
যদিও অনেকে যুবরাজের স্নেহ পাত্র ছিলেন,  
তথাপি তিনি এরিস্টটলকে, তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট  
বুদ্ধির নিমিত্ত, সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা  
করিতেন এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন অবিচলিত  
মান্যের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এরিস্টটলের লিখিত পদ্য সকলের যে কিশিৎ  
একগুণে বর্ত্তমান আছে তাহা পাঠে তাঁহাকে  
পিণ্ডারের তুল্য কবি বলিয়া সম্পূর্ণ বোধ হয়।  
তিনি নীতি শাস্ত্রে ও রাজ্যতান্ত্রিক বিষয়ে  
তাঁহার ছাত্রকে বিশেষ রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন  
এবং এলেকজেন্ডার রাজা হইলে তাঁহাকে  
রাজ্য শাসন প্রণালী বিষয়ে এক খানি পুস্তক  
লিখিয়া প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি এলেক-  
জেন্ডারকে তাঁহার ভিন্ন জাতীয় প্রজাদিগকে  
ভিন্ন প্রকারে শাসন করিতে উপদেশ দিয়া-  
ছিলেন। এরিস্টটল বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশ্য  
স্থলে যাহা বক্তৃতা করিতেন তাহা একটরিক  
এবং গোপনে যাহা তাঁহার ছাত্রদিগকে কহিতেন  
তাহা একোএটিক নামে খ্যাত ছিল। কেহ  
বলেন যে তিনি পূর্বোক্ত দুইপ্রকার বক্তৃতাতে

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরস্পর বিরোধী মতের পোষকতা  
করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার উভয় স্থলেরই  
মত এক প্রকার ছিল। এরিস্টটল তাঁহার ছা-  
ত্রে যে তৎকালে তদ্রূপে প্রচলিত ধর্ম্মাপেক্ষা  
অনেকাংশে নির্মূল ধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন তাহা  
নিম্নে লিখিত বাক্য পাঠে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়।  
‘যাঁহারা পরমেশ্বরকে যথার্থ রূপে অনুভব করেন  
তাঁহারা দেশ জয়ক্ষম ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা  
উন্নত চিন্তের লোক।’ এলেকজেন্ডার পূর্ব দেশে  
যুদ্ধ যাত্রা করিলে এরিস্টটল মেসিডন ত্যাগ  
করিয়া পুনরায় এথেন্সে আগমন করেন। তথায়  
আগিয়া তিনি দেখিলেন যে জেনোক্রাটিস্  
প্লেটারু চতুষ্পাটিতে শিক্ষাদান করিতেছে।  
জেনোক্রাটিস্কে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রধান শিক্ষকের  
পদে নিযুক্ত দেখিয়া তিনি এথেন্সের সন্নিহিত  
লীসিয়ম নামক স্থলে একটি চতুষ্পাটি স্থাপন  
করেন। তথায় তিনি প্রত্যহ রক্ষাবলির ছায়ায়  
ভ্রমণ করিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন।  
ক্রমে তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়া-  
ছিল যে তিনি এক স্থলে বসিয়া বক্তৃতা করিতে  
বাস্তব্য হইয়াছিলেন। এরিস্টটলের মুখ্যাতি দ্বারা  
লীসিয়মের নাম অতি অল্প দিন মধ্যে এথেন্সের  
অপেক্ষা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এই সকলের  
বিবরণ লেখক থিওপ্রাটিস্, বিখ্যাত নৈয়ায়িক  
ফেনিসাস্, সাইপ্রস্ দ্বীপস্থ ক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞ ইউডিমস্  
প্রভৃতি অন্যান্য গ্রীক দেশীয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য  
এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির তাঁহার ছাত্র ছিলেন।  
এলেকজেন্ডারের জীবদ্দশায় এরিস্টটল নির্বিঘ্নে  
কাল যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর  
এরিস্টটলকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবৈপরিত্য জন্য এথেন-  
্সের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে বলা হয়। তাঁহার  
বিপক্ষগণ এথিনিয়ান বিচারকগণের নিকট তাঁহার



নায়ে নিম্ন লিখিত দোষারোপ করিয়াছিল। 'তিনি এথেন্সের ধর্মের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রী পিথিয়াস ও তাঁহার বন্ধু হার্মিসের স্মরণার্থ প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া তাহাদিগকে দেবতুল্য মানা দিয়াছেন" এই সকল বাপায়ে বিরুদ্ধ হইয়া এরিস্টটল এথেন্স হইতে গোপনে ইউরিয়া দেশস্থ কলসিস নগরে পলায়ন করেন। তাঁহার সময়ের প্রায় সকল রাজারা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এথেন্স ত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে এরিস্টটল দ্বিষী বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রাণ-ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু কি প্রকারে হইয়াছিল তাহা 'স্মর বলা যায় না। যেহেতু ভিন্ন-লেখক তাহা ভিন্ন-প্রকারে বর্ণন করেন। সেন্ট জকিন্ বলেন যে তিনি ইউরিপস নদীতে প্রত্যাশ্রিতবার জোয়ার ভাঁটা হইবার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া লজ্জা এবং ক্ষোভে প্রাণ ত্যাগ করেন। স্ট্রুইডাস্ লেখেন যে হেমলক নামক বিষপানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এরিস্টটলের ছাত্রেরা তাঁহার মৃত দেহ কলসিস হইতে ক্যাজিরা নগরে আনয়ন করিয়া মহাসমারোহের সহিত সমাধি কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিল। তিনি অতি খর্ব্ব কায় ছিলেন; তাঁহার হস্তদ্বয় অসম্মত, নাসিকা উচ্চ, চক্ষু ক্ষুদ্র এবং স্বর ক্ষীণ ছিল। তাঁহার অবিহীন রূপে বাক্য ক্ষুর্ভি হইত না। স্বাভাবতঃ শরীর অসুস্থ হওয়াই তাঁহার পরিচ্ছদাদি বিষয়ে অধিক যত্ন লইবার কারণ হইয়াছিল। তিনি দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্ত্রী পিথিয়াসের একটা মাত্র কন্যা হইয়াছিল ও তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হার্মিলিসের গর্ভে নিকোমেদস্ নামক একটা মাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এরিস্টটলের সাংসারিক আচরণ অদ্ভুত ছিল। তিনি ন্যায়দর্শন

অলঙ্কার, চিকিৎসা দর্শন, জ্যোতিষ, সঙ্গীত প্রভৃতি ভিন্ন-বিষয়ে অল্পনূন চারিশত পুথক লিখিয়াছিলেন। আমাদিগের পুরাতন গ্রন্থসকলে যেরূপ পাঠাদি পরিবর্তিত হইয়াছে এরিস্টটলের বর্তমান গ্রন্থ সকলে ঐ রূপ ঘটিয়াছে।

## বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা।

স্মৃতি বালেশ্বরের কালেক্টর বি-মস সাহেব একখানি অল্পকার গ্রন্থে বাঙ্গলা ভাষার বর্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল আভিপ্রায় প্রকটিত করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ সিবরণ ও তদ্বিষয়ক অম্মদাদির মত প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ১১ই আগষ্ট তারিখে জাতীয় সমাজে (ন্যাসানাল সোসাইটি) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এক বক্তৃতা করেন ও অন্যান্য মহোদয়গণ নিজ-মত প্রকাশান্তে যাহা সাব্যস্ত হয় তাহারও মর্মা নিম্নে উদ্ধৃত করিব। পাঠকগণকে এই প্রস্তাবটি বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি যেহেতু বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত "সভা করা উচিত কি না" এই প্রস্তাবের মীমাংসার উপর বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে।

মেং বিমস লিখিয়াছেন যে এক্ষণে ভারত বর্ষে ব্যবহৃত ভাষা সমস্তের মধ্যে বঙ্গভাষাই সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এই সময়ই তাহাকে পরিশোধনান্তে দৃঢ়বদ্ধ করণের যোগ্য সময়। এই হেতু প্রাপ্ত সাহেব মহোদয় বঙ্গভাষা সংশোধনাদির নিমিত্ত একটা সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্তাবিত সভার অধিবেশন স্থল রাজধানী কলিকাতায়

নির্দেশ করিয়াছেন এবং সভার সভ্য সংখ্যা অ-  
ন্যন একশত করিতে ইচ্ছা করেন ও তদ্বোধে দশ  
পাঁচজন ইংরাজ সভ্য রাখাও তাঁহার অভিপ্রায় ।  
এই ভাবিনীশ্রমাদ্বারা যে এক খানি অভিধান  
সঙ্কলিত হইবে লেখক সকলকে রচনাকালে  
তদন্তর্গত শব্দ সকল ব্যবহার করিতে হইবে ও  
তদ্বিত্ত্ব লুতন, কল্পিত বা সংস্কৃতভিত্তিক  
শব্দের প্রয়োগ চলিবে না । আর গ্রন্থকার সকল  
লুতন গ্রন্থাদি প্রকাশের পূর্বে উক্ত সভার স-  
মক্ষে নিজ নিজ রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করণার্থ আ-  
হূত হইবেন এবং সভাকর্তৃক ঐ সকল পাঠিত  
রচনার সংশোধনাদি হইবে । উদ্যানবাটিকায়  
সভার সমাবেশন ও সংজ্ঞীত প্রভৃতি সম্বন্ধে যে  
সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎ সমস্তের বিধেয়  
ও অবিধেয়ত্বাদি বিচারের আমাদিগের স্থান  
নাই এই জন্য সে সকল প্রস্তাব এস্থলে বিশেষে  
লিখিলাম না ।

বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপন  
করা “উচিত কি না” এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা  
কি বলিতে পারি তাহাই প্রথমতঃ লেখ্য । বঙ্গ-  
ভাষার উন্নতি সাধনার্থ একটা বা অধিক সভা  
হইলে দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক উপকার  
হইতে পারে ও তাহার স্থাপনা বিষয়ে বঙ্গ বি-  
দ্যানুরাগী মাত্রেই যত্ন করা কর্তব্য, কিন্তু বিমস  
সাহেবের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর অনুসারে বঙ্গ  
ভাষা সংশোধিনী সভা করায় যে ভাষার বা দেশের  
বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই বরং বহু-  
বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে তাহার কারণ  
নিম্নে দর্শিত হইতেছে ।

প্রথমতঃ—প্রস্তাবিত সভায় ইংরাজ সভ্য  
লইবার বিষয়ে প্রাপ্ত সাহেব বাহা লিখিয়াছেন  
তাহাতে দূরদর্শী কোন ব্যক্তিই সন্মতি দিতে

পারেন না কারণ তদ্বারা ভবিষ্যতে সভায় ইংরাজ  
সভ্য প্রবল হইবার সম্ভাবনা । এস্থলে বলা কর্তব্য  
যে ইংরাজগণের (নিশেষতঃ মিসনরী) সহায়তায়  
ও যত্নে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা  
মাত্রেই বহু উপকৃত হইয়াছে ও তদ্বিত্ত্ব সকলেরই  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য । পুনশ্চ ইংরাজগ-  
ণের দ্বারা ঐ সকল ভাষা যে গুরুতর ক্ষতি গ্রস্ত  
হইয়াছে তাহা পূরণ করা যায় না । আমাদিগের  
পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয় প্রথমতঃ বিরোধী বোধ হইতে  
পারে কিন্তু নিম্নলিখিত কারণ গুলিতে সেই বি-  
রোধ দূর হইবে । কলিকাতার আশিয়াটিক সো-  
সাইটী দ্বারা সংস্কৃত পার্সি আর্কি প্রভৃতি ভাষার  
প্রাচীন গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে কিন্তু তৎ  
সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের ভার কাহারো পাইয়াছেন  
তাহা বিবেচনা করিলেই আমাদিগের বাক্যের  
সঙ্গতত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে । ইংরাজগণের যত্ন ব্য-  
তিরেকে ভিন্ন স্থান হইতে পুথি সংগ্রহ দূর  
হয় এই জন্যই তাঁহাদিগের সহায়তা বিশেষ  
উপকারী । অপরতঃ মোলবী আরদুরউফ সন্তে  
মেং লিজ সাহেবের তবকাত নাসিরি প্রভৃতি  
গ্রন্থ প্রকাশ ও ৩৮ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ৩ সর্বানন্দ  
নায়বাগীশ, ৩ বৈষ্ণবচরণ বাবাজী, ৩ মাধবচন্দ্র  
শিরোমণি, শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি  
মহোদয়ের বর্তমানে ডাক্তার রোয়ার, মেং তা-  
লেন্ টাইন্ আদি ইংরাজগণের দ্বারা সাহিত্য,  
অলঙ্কার, বেদ, উপনিষদাদি গ্রন্থ সকল প্রকাশিত  
হওয়ায় ভাষা ও দেশের কিপর্যন্ত অনিষ্ট না হই-  
য়াছে । উল্লিখিত পণ্ডিতগণের ন্যায় একান্ত চিন্তে  
প্রাণপণ করিয়া বিদ্যা চর্চা করিতে কে প্রবর্ত  
হইবে ? শ্রমের ফলাশা কোথা ? নিন্দা করা  
আমাদিগের অভিপ্রায় নহে তবে দায়গ্রস্ত হইলে  
সকল কথাই বলিতে হয় নচেৎ নিষ্কৃতি নাই ।

কতকগুলি ইংরাজের সাহস অধিক তাঁহারা অ-  
কুতোভয়ে জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ  
করেন এবং খসরথের পুত্র রাম, রামের কন্যা  
সীতা ও কখন সীতার পুত্র রাম বলিয়াও প্রসংশা  
লাভ করেন। অধিক কি সংস্কৃত সম্বন্ধীয় কথা  
উঠিলে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের অপেক্ষা হল  
রোয়ার, ভালেন্টাইন্, কাটেল, উইলিয়মস,  
উইলসন, জোনস প্রভৃতি ইংরাজগণের কথা বহু  
মানিত হয়। বাস্তবিক ইহঁদেরা সংস্কৃতের সমজানেন  
কি না মন্দেহ। আমরা যাহাঁদিগকে দেখিয়াছি  
ও যাহারা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদাদি করিয়া-  
ছেন তাঁহাদিগের সংস্কৃতানভিজ্ঞতা বিলক্ষণ  
বুঝিয়াছি। সরউলিয়ম জোনসের গীতগোবিন্দ  
উইলসনের মেঘদূত এবং উইলিয়মস প্রভৃতির  
অনুবাদে কয়টি শ্লোক নির্দোষ দেখা যায়? যে  
সভায় ইংরাজ ও বাঙ্গালী সভা থাকে সে সভায়  
ইংরাজ সভ্যগণের মতই যে উচ্চস্থলে গ্রাভ হয়  
আসিয়াটিকসোসাইটি ও অন্যান্য সভাই তাহার  
প্রমাণ স্থল। বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় সভাতেও সেই  
রূপ ইংরাজ মতের প্রাবল্য হইবার সম্ভাবনা  
স্থির বলিলেও বলা যায়। সুতরাং ইংরাজ সভা  
থাকিলে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের পরিবর্তে  
তাহার ইংরাজীভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বঙ্গভাষার  
যথার্থ হিতকামক্ষীগণ বিজাতীয় সভা লুইতে  
কখনই বলিবেন না। ফ্রান্স, ইটালী ও ইম্পেনের  
সভায় কি বিজাতীয় সভা ছিল? অতএব প্রধান  
ইংরাজগণকে সহায় রূপে গ্রহণ করা যাইতে  
পারে কিন্তু সভ্য করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ—সভা কর্তৃক অভিধান প্রস্তুত করা  
ও সেই অভিধান দ্বারা লেখকগণকে আবদ্ধ করা  
যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তদ্বারা ভাষাকে সীমাবদ্ধ  
করা হয়। একপ কোন ভাষা নাই যাহাতে পূর্ণা-

বধি বর্তমান কাল পর্যন্ত এক শব্দাবলীই অপরি-  
বর্তিতাবস্থায় আছে। সংস্কৃত, আর্যিক, কার্শি, গি-  
রিক, লাতিন, জার্মান, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি  
ভাষা মাত্রেই শব্দাবলী ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া  
আসিতেছে। চসরের ইংরাজী ও টেনিসনের ইং-  
রাজী সেক সাতির কার্শি ও বর্তমান কার্শি এবং  
বৈদিক সংস্কৃত ও আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় যে  
ভেদ দেখা যায় তাহাই পূর্বোক্ত বাক্যের প্রমাণ।  
সময়ের সহিত লোকের আচার, ব্যবহার, অতি-  
কৃতি মনোভাবাদি পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে  
সুতরাং তদনুসারে ভাষাদিরও পরিবর্তন আব-  
শ্যক হয় এবং জগতে নিত্য নব নব ভাবের উদ্-  
য়ের সহিত ঐ সকল ভাব প্রকাশ করণার্থ নবনব  
শব্দেরও প্রয়োজন হইতেছে, অতএব শব্দ কোষ  
সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। প্রস্তাবিত সভাদ্বারা  
সঙ্কলিত অভিধান যে সর্ববাদী সম্মত হইবে ও  
তদপেক্ষা উত্তম শব্দ যে অপরের দ্বারা উদ্ভাবিত  
হইবে না তাহারই বা স্থির কি? আর ঐ প্রকার  
অভিধান দ্বারা লেখকগণের বিশেষ ব্যাঘাত  
জন্মাউবার ও রচনা সকলের অনেক স্থান অস্পষ্ট  
হইবার সম্ভাবনা। কোন সুলেখক রচনা সময়ে  
আন্তরিক ভাব প্রকাশার্থ যে শব্দটি আবশ্যক  
বোধ করিবেন তাহা প্রস্তাবিত সভারূপে অতি-  
ধানে না থাকিলে কি তিনি তৎপ্রয়োগে নিরস্ত  
হইবেন? আর নিরস্ত হইলেই তাঁহার মনোগত  
ভাব সকল কি সুন্দর রূপে স্ফূর্তি পাইবে?  
“এই পর্যন্ত যাইয়ো ও ইহার অধিক যাইয়ো না”  
এই বাক্য ভাষা বা রচনা সম্বন্ধে প্রয়োগ করায়  
প্রকারান্তরে উত্তম ও স্বাধীন রচনা নিবারণ করা  
হয়। অনুবাদক ও অপরাপর লেখকদিগের  
সাহায্যার্থ একখান অভিধান সংগ্রহ করিলে যে  
কস আছে ও সেই অভিধান যে রূপ করা কর্তব্য

তাহা পরে লিখিব। ইংরাজ সভ্য লটলে যে বিপদ ঘটিবে তাহার একটি উদাহরণ এস্থলে দিতেছি। হণ্টর সাহেব ভারতবর্ষীয় একশত অনার্য্য ভাষার একখানি অভিধান করিয়াছেন এবং ইংরাজ সম্প্রদায় মধ্যে তিনি ভাষাবিৎ রূপে গণ্য—এসভায় তাঁহার সভ্য ইহার সম্ভাবনা। হণ্টর সাহেব চুপ করিয়া থাকিবার সভ্য নহেন তিনি প্রধান ভাষাবিৎ সুতরাং শব্দ সংকলনে তিনি অধিক হস্তক্ষেপ করিবেন; তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিলে সভ্যর দশা কি হইবে?

তৃতীয়তঃ—গ্রন্থকারগণের সভা সমক্ষে গ্রন্থাদি পাঠ করায় সংশোধনাদি সম্বন্ধে উপকার কিয়ৎ পরিমাণে হইতে পারে কিন্তু অনেক অপকারেরও সম্ভাবনা। যদি প্রস্তাবিত সভা রীতিমত হয় ও সকলে তদনুসারে কার্য্য করে তবে যাহারা ঐ সভার অনুমতি বা অনুমোদন পাইবেননা তাঁহাদিগের গ্রন্থ বিক্রয় হওয়া দুষ্কর হইবে সুতরাং তাঁহারা রচনায় নিরত হইতে বাধিত হইবেন। পূর্বে যেহেতু বঙ্গভাষা সর্বত্রই অগ্রাহ ছিল এক্ষণে তাহা নাই অনেকেই তাহার চর্চায় প্রবর্ত হইয়াছে ও নিত্য নূতন নূতন গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। যদিও ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য তথাপি তাহাদিগের উদয় বঙ্গভাষার ভাবী উন্নতি সূচক; কারণ ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতাগণের মধ্যে দুই চারি জনও উত্তরকালে উত্তম লেখক হইবার সম্ভাবনা। আর মধ্যবিত্ত লেখক ভিন্ন অল্পেই সভার নিকট রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন ও অনেক স্বভাব সিদ্ধ রচনাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পাণ্ডিত্যভাবে রচনায় বিরত হইবেন। লোকে যদি বলেন যে অপণ্ডিতগণের রচনা প্রকাশের অযোগ্য, যত অপ্রকাশিত থাকে ততই উত্তম, তবে তাঁহাদিগের ভ্রম, কারণ বিদ্যা-

হীন জনের রচনাও যে বহু সমাদৃত হয় তাহার তুরিঃ প্রমাণ দেখা যায়। নিধুবাবু, লকেকাণা রাসুনুসিংহ (বঙ্গদেশীয় বোমন্টও ফেচর), দাসু রায় প্রভৃতি অধিক পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু তাঁহাদিগের কবিতাদি পাঠ করিয়া সকলেই তুষ্টহয়েন ও তাঁহাদিগের রচনা অপ্রকাশিত থাকিলে ভাল হইত একপ কে বলিতে পারে? কেবল বঙ্গ দেশেই যে একপ প্রমাণ আছে তাহা নহে বুনিন, বরণ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকও এই বিষয়ের প্রমাণ। “পিলগ্রিমসপ্রোগ্রেস” ইত্যাদি বুনিনের গ্রন্থা-পেক্ষা লোকপ্রিয় গ্রন্থ ইংরাজী ভাষার কত আছে? বরণের কবিতাবলীর প্রসংশা কোন ইংরাজ না করেন? এতদ্ভিন্ন সভার ভ্রমেও অনেক গ্রন্থ অনাদৃত হইতে পারে। “ডেম ইরো-পার ইক্কুল” “পারেডাইসলফ্ট” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রথমতঃ অনেক সুবিজ্ঞ ইংরাজ কর্তৃক অবজ্ঞাকৃত হইয়াছিল কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ পরে বিশেষ লোক প্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

চতুর্থতঃ।—বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞান, ইতি-হাস, সাহিত্য প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ এক্ষণে প্রচার হইতেছে কিন্তু উত্তম গ্রন্থের সংখ্যা অত্যল্প আর ভাষাও সম্পূর্ণ পুষ্কতা প্রাপ্ত নহে। অতএব এ সময়ে ইহাকে নিতান্ত আবশ্যক করা বিধেয় বোধ হয় না। সংস্কৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী তজ্জন্য সংস্কৃতের অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে শব্দাদি সংগ্রহ করাই বঙ্গভাষার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব যখন বঙ্গভাষা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে তখন সংস্কৃত হইতে প্রচুর পরিমাণে ও অপরাপর ভাষা হইতে আবশ্যক মত শব্দাদি গ্রহণ করায় বঙ্গ ভাষার বিশেষ উপকার হইতে পারে।

এক্ষণে সভার আবশ্যকতা বিষয়ে যাহা আমাদিগের বক্তব্য তাহা লিখিতেছি। আমাদিগের

ভাষার পারিতোষিকাদি অতি কদর্যাবস্থায় আছে এবং তদ্বারা লেখক ও পাঠকগণের চরণ ও পাঠ-ব্যঘাত অধিক পরিমাণে ঘটে। “নানা মুনির নানা মত” এক এক পারিতোষিকের প্রতি শব্দ অনেকে অনেক প্রকার লিখেন যথা—বিদ্যুতীয় বার্তাবহ ভাঙিত বার্তাবহ, স্থল সঙ্কট, ডুমুরমধ্য, সংযোগ স্থল; লোকসাক্ষাতিধান, সম্পত্তি শাস্ত্র ইত্যাদি। আর বাঁহারা দর্শনাদি গ্রন্থে অনুবাদোপযুক্ত ইংরাজী শব্দ সকল অবিকল ইংরাজী অবস্থাতেই লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিবারণ করাও নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজী শব্দের অনুবাদ বিলিয়নফিবর, এপিডেমিক ফিবর, ইনফ্লুয়েন্স সন আকদি লংস প্রয়োগে গ্রন্থসকল বাঙালায় করা কি প্রকারে হইতে পারে?

পারিতোষিক সকলের একপ অনির্দিষ্টাবস্থায় ছাত্রগণ কি প্রকারে পাঠ করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন স্থানাদির নামের বানান যথাভিত্তিক্রমে করা হয়, এজন্য বানান নির্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব একটা সর্ব সাধারণ গ্রন্থ সভা দ্বারা বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ও পারিতোষিক ও বানান নির্দেশের উপায় করা অত্যাৱশ্যক হইয়াছে এবং তাহা না করিলে ভাষার বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা স্থাপনে আমাদের সন্মত ইচ্ছা। তবে যে কণি সভা সংস্থাপিত হইলে ভাল হয় তাহাই প্রকাশ করিলাম। অজ্ঞাত জানে অত্র স্থলে প্রকটিত মতাদির দৃঢ় প্রতিপোষক হওয়া আমাদের আশা নহে যদি কোন ব্যক্তি আমাদের মতাদি অগ্রাহ করেন ও কারণ দর্শাইয়া অন্য কোন মত স্থাপন করেন তাহাও সম্ভাব্য বিষয়, কারণ বঙ্গ-

ভাষার উন্নতিই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। য প্রকারেই হউক কস হইলেই ভাল। তবে বিমস সাহেব বঙ্গবিদ্যামুরাগীগণকে তৎপ্রকাশিত প্রস্তাব গ্রহণ ছুই একখান মাত্র দিয়া ইংরাজ সমাজে অধিক পরিমাণে তৎপ্রচার করায় আমাদের বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছে কারণ এতদ্বারা বোধ হয় যেন তিনি ইংরাজমণ্ডলীতে এবিষয়টি বহু আন্দোলিত করিতে ইচ্ছা করেন। বঙ্গীয় সভাপেক্ষা ইংরাজগণের যে প্রাদুর্ভাব হইবে তাহা এই ব্যাপারেই সন্দেহ করিতে হয়, যেহেতু এবিষয়ের আন্দোলন বাঙ্গালীগণের মধ্যে বহু পরিমাণে কর্তব্য কিছু বিমস সাহেব যখন প্রথমেই তাহার বিপরীত কার্য করিয়াছেন, তখন আমরা আশঙ্কা করি যে তৎকৃত সভা দ্বারা কেবল বহু অর্থ ব্যয় ও কতকগুলি “তিনি যা হাতে করিবেন” “পাতকুড়ুনে সংবাদ”, “ওখানে কে হয়” প্রভৃতি প্রণালীর বঙ্গভাষার গ্রন্থের প্রচার হইবার সম্ভাবনা।

এস্থলে বলা কর্তব্য যে বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা দলাদলির বা চলাচলির সভা নহে। ইহার সভাপতি বিদ্যাশূন্য বাহাদুর, সহকারী সম্পাদক নির্নামে গোস্বামী ও সভা ডিক্রস মেণ্ডিস, ডিসোজা গমিস প্রভৃতি হইলে সর্ব সাধারণ গ্রন্থ হইবে না। বঙ্গ সাহিত্য সাগরে যে সকল লেখকের নাম কনকপদ্ম স্বরূপ প্রস্ফুটিত আছে তাঁহাদিগের অভাবে কিছুই হইবে না। অতএব এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ও রীতিমত কার্যারম্ভ করা কর্তব্য উত্তম। হইলে চলিবে না। আর উপযুক্ত সভা সংগ্রহ করিতে যত্ন করাই প্রথমতঃ উচিত পরে যদি সকল মূললেখক সম্মত হইতেন তবে সভা সংস্থাপনের আয়োজন।

বিজ্ঞাপন।—“রহস্য সম্পর্কের” গ্রন্থকর্ত্তা করণার্থে মহোদয়গণ যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য কিছু স্থানান্তরে অন্য পারিলাম।

# রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ক ]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯

[ ৭২ খণ্ড।

## ফরিদুদ্দীন সুরসেরশাহের আদ্যো- পান্ত বৃত্তান্ত।

পূর্ব প্রকাশিতের শেষ।

**জি** লালের পলায়নে সেরখাঁ বেহারের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন বল বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাজি নামক এক ব্যক্তি চূনারের ছুর্গম ছুর্গের অধিকারী ছিল। তাজির পত্নী লোডি মালেকী যদিও বক্ষ্যা ছিলেন তথাপি স্বামীর বিশেষ স্নেহভাগিনী থাকাতে সপত্নীগণ ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া তাঁহাদিগের সন্তানগণকে মালেকীর প্রাণ নষ্ট করিতে নিযুক্ত করেন। সন্তানগণের মধ্যে যে সংহারের ভার লইয়াছিল সে মালেকীর ঘরে যাইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে কিন্তু ঐ আঘাত অল্প মাত্র লাগাতে মালেকী চীৎকার করায় তাজি আসিয়া পুত্রকে মারিবার জন্ত করবাল নিষ্পোষিত করিলে পুত্র তাঁহার প্রাণ বধ করিল। এই সময়ে তাজীর পুত্রগণ অল্প বয়স্ক থাকায় লোডি মালেকী স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ এবং সদ্যবহারে পারিষদগণকে বশ করিলেন। এতৎ ঘটনার সংবাদ পাইয়া সেরখাঁ মালেকীকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায়

করিয়া পাঠাইলে মালেকী তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন, এবং অনতি বিলম্বে সেরখাঁ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া চূনার ও তদধীন স্থান সকল নিজ অধিকার ভুক্ত করিলেন। প্রায় এই সময়েই সম্রাট সেকেন্দর লোডির পুত্র মহম্মদ, রণসজ্জা ও হোসেন মিবাটের সাহায্যে পিতৃ বৈরী নব সম্রাট বাবরের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করেন, কিন্তু জানবে নামক স্থানে তৎকর্তৃক পরাভূত হইয়া চিতোরে পলায়ন করেন। পরে লোডি বংশীয় প্রধানগণের দ্বারা আহৃত হইয়া পাটনায় আগমন করেন ও তথায় উহার তাঁহাকে রাজা করে। এই ঘটনার অনতি বিলম্বে মহম্মদ বেহার হস্তগত করিলে সেরখাঁ বুঝিলেন যে, লোডি বংশীয় প্রধান সকল মহম্মদকে ছাড়িয়া তাঁহার পক্ষ হইবে না ও মহম্মদের সহিত সংগ্রাম করিবার যোগ্য সেনাও তাঁহার নাই সুতরাং অধীনতা স্বীকার করাই কর্তব্য। হুচতুর সেরখাঁ অধীনতা স্বীকার করাতে মহম্মদ তাঁহাকে কিয়দংশ বেহারের অধিকারী রাখিলেন, এবং এই অঙ্গীকার করিলেন যে, সেরখাঁ তাঁহাকে জোয়ানপুর পুনরধিকারে সাহায্য করিলে সমস্ত বেহার তাঁহাকে দিবেন।

কিছু দিন পরে সেরখাঁ সৈন্ত সংগ্রহার্থ অবসর লইয়া সাসিরামে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং



মহম্মদ মোগলদিগের বিপক্ষে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে আহ্বান করিলেন। সেরখাঁর আগমনে বিলম্ব হইবাত্তে সুলতান তাঁহার পারিষদগণের পরামর্শানুসারে জোয়ানপুরে যাইবার সময় সাসিরাম দিয়া চলিলেন। সেরখাঁ সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিয়া জোয়ানপুরে গমন করাতে সম্রাট হুমায়ুনের সেনা সকল তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং আবগানদল লক্ষ্যে পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিল।

এই সময়ে হুমায়ুন বুঁদেলাখগুপ্তগত কালিঙ্গরের সম্মুখে ছিলেন এবং আফগানদিগের উক্ত জয় সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণার্থ আগমন করিলেন। মহম্মদ এই সময়ে বেন বাজিদকে উচ্চতর সেনাপতিত্বে বরণ করাতে সেরখাঁ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া নিম্নমতে নিজ প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পূর্ববর্ত্তে সেরখাঁ হিন্দুবেগ নামক এক জন প্রধান মোগল সেনাপতিকে গোপনে পত্র যোগে লেখেন “আমি যে কিঞ্চিৎ মানসম্মত লাভ করিয়াছি তৎসমস্তই সম্রাট বাবর শাহের অনুগ্রহে স্বতরাং আমি তদংশীয় সম্রাট হুমায়ুনের ভৃত্য স্বরূপ এবং আগত কল্যের সংগ্রামে আফগানগণকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমি বিশেষ যত্ন পাইব।” ফলতঃ পরদিবস সংগ্রাম সময়ে সেরখাঁ নিজ সেনাগণকে অপহৃত করাতে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া পাটনায় প্রস্থান করেন ও হুমায়ুন সেরখাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এই যুদ্ধের পর সম্রাট আগরায় প্রত্যাবর্তন পূর্বক হিন্দুবেগকে চুনারের দুর্গ অধিকারার্থ সেরখাঁর নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সেরখাঁ আপত্তি করায় হিন্দুবেগ প্রত্যাবর্তন করিতে প্রণোদিত হইলেন। হুমায়ুন এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সসৈন্যে চুনার আক্রমণে

আগমন পূর্বক তাহা বেষ্টিত করিলে সেরখাঁ তাঁহাকে নিম্ন লিখিত পত্র লেখেন,—“অধীন জগৎ-বিখ্যাত ৩৬বাবর শাহের কৃপাবলেই প্রথম অধিকার লাভ করে ও তদংশীয়গণের দাস স্বরূপ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এদাস অসম্মত নহে, তাহা ইতি পূর্ব যুদ্ধে দর্শিত আচরণ হইতে জানা গিয়াছে অতএব সম্রাট যদি আমাকে চুনারের অধিকারী থাকিতে আজ্ঞা প্রদান করেন তবে আমি এই অধিকৃত স্থানের রাজস্ব সমস্ত সম্রাটের চরণে উপস্থিত করিব, এবং স্বব্যয়ে নিজ পুত্র কুটবকে ৫০০ সৈন্যের সহিত প্রভুর সেবার নিয়োজিত রাখিব।” এই সময়ে গুজর প্রদেশে বাহাদুরের বিপক্ষে সংগ্রামার্থ হুমায়ুনের গমন প্রয়োজন হইয়াছিল, স্বতরাং চুনারের দুর্গ অল্পকাল মধ্যে গ্রহণাশা না দেখিয়া তিনি সেরখাঁর অভিপ্রায়ানুসারে সন্ধি করতঃ গুজরাটে যাত্রা করিলেন। কুটব ৫০০ সেনার সমভিব্যাহারে সম্রাটের সহিত চুনার হইতে গমন করে কিন্তু গুজর থণ্ডে না যাইতেই সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিতার সহিত মিলিত হইল। সেরখাঁ অবিলম্বে বেহার জয় করিয়া বঙ্গদেশ জয়শায় তদাক্রমণে প্রবর্ত হইলেন এবং বঙ্গীয় প্রধানগণের সহিত মাসাবধি যুদ্ধের পর প্রবেশ পথ সকল হস্তগত করিয়া রাজপাট গোড় নগরে মহম্মদকে বেষ্টিত করিলেন। এই অবস্থায় কিছুদিন যাইলে সেরখাঁ বেহারীয় এক বিদ্রোহী জমীদারের শাসনার্থে যাত্রা করিলেন। খাদ্যাভাব ঘটায় মহম্মদ গোড় ত্যাগ করিয়া হাজিপুরে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বেহার শাসনান্তে সেরখাঁ উপস্থিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বঙ্গেশ্বর উপায় হীন হইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত হইলেন, কিন্তু আহত ও পরাজিত হইয়া স্বরাজ্য ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন ও সেরখাঁ সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট হুমায়ুন সত্বরে আসিয়া বঙ্গপ্রবেশের পথ সকল হস্তগত করনান্তে গোড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন । সেরখাঁ সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত হইতে সাহস করিলেন না এবং বঙ্গেশ্বরদিগের সংগৃহীত ধন সমস্ত লইয়া সমস্ত আফগান সেনার সহিত বাড় খণ্ড দিয়া সাসিরামে উপনীত হইলেন । সেরখাঁ সংগ্রাম করিবার পূর্বে স্ত্রুর্গম রোটার নামক দুর্গ অধিকার পূর্বক তথায় নিজ ধন ও পরিবারাদি রাখিতে মানস করিলেন এবং উক্ত দুর্গাধিকারী রাজা বার্কিসকে দূত দ্বারা এই ছলনাবাক্য বলিয়া পাঠান—“আমি বাঙ্গালা পুনরধিকার করণার্থ চেষ্টা করিব, আপনি আমার বহু কালের বন্ধু অতএব আপনার দুর্গ মধ্যে কএক জন রক্ষকের সহিত আমার পরিবারাদি রাখিতে অনুমতি দিবেন” । এই প্রস্তাবে বার্কিস প্রথমতঃ সম্মত হয়েন নাই কিন্তু যখন সেরখাঁ পুনরায় একজন স্ত্রু-চতুর দূত দ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহার ধন ও পরিবারগণকে নিরাপদ করিবার জন্মই রোটারে রাখিতে ইচ্ছুক, যদি তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করেন তাহা হইলে তিনি দুর্গাধিকারী বন্ধুর উপকারের প্রতুপকার করণে সাধ্যমত ক্রটি করিবেন না, আর যদি সংগ্রামে পরাস্ত হয়েন তবে তাঁহার ধনাদি মোগলের ভোগে না যাইয়া নিজ বন্ধুর হইলেও সম্ভ্রাম লাভ করিবেন । ইত্যাদি প্রকার প্রলোভনে পরিশেষে বার্কিস সম্মত হইলে সেরখাঁ আবৃত চৌকি করিয়া উত্তম উত্তম যোধ্য ও অস্ত্র রমণী বলিয়া দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিয়া ৫০০ টাকার খলিতে শিশার গুলি ভরিয়া যোধ্য গণকে বাহক করিয়া পাঠাইলেন । প্রথম দুই তিন খান আবৃত চৌকির ভিতরে দেখা হইয়া ছিল কিন্তু স্ত্রুচতুর সেরখাঁ প্রথম গুলিতে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রাখাতে বার্কিস নিঃসন্দেহ হইয়া টাকার খলি সকল রাখিতেই ব্যস্ত হই-

লেন এবং সমস্ত চৌকি ও খলে বাহক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করণান্তে দুর্গবাসীদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল । বার্কিস কয়েক জন অনুচরের সহিত এক গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন । এইরূপে জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ রোটার্থ্য দুর্গম দুর্গ সেরখাঁ অধিকার করতঃ তত্রত্য বহু কালার্জিত ধন সমস্ত হস্তগত করিলেন ।

কথিত প্রকারে সেরখাঁ নিজ পরিবার ও ধনাদি নিঃশঙ্কে রাখিবার জন্ম স্ত্রুর্গম দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার এই অসাধারণ ভাগ্যেদয়ে তদনুচর ও বন্ধুবর্গ বিশেষ সাহস লাভ করিয়া ছিল । এদিকে হুমায়ুন সেরখাঁকে আক্রমণ না করিয়া আমোদ প্রিয়তার বশ হইয়া বঙ্গের রাজধানী গোড়ে তিন মাস কাল যাপন করিতে ছিলেন এবং তথায় সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল বিদ্রোহী হইয়া আগরায় সেক ফিহলকে নষ্ট এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছে । এতৎ সংবাদ প্রাপ্তে হুমায়ুন জাহাঁগির কুলি বেগকে ৫০০০ অশ্বারোহী সেনার সহিত গোড়েরাখিয়া স্বয়ং আগরায় যাত্রা করিলেন কিন্তু বর্ধার প্রাদুর্ভাব ও পথের কদর্য্যতা বশতঃ সম্রাটের সৈন্য ও ভারবাহী পশু সকল বহু পরিমাণে মরিতে লাগিল । সেরখাঁ অবসর বুঝিয়া বহু আফগান সেনা সংগ্রহ করতঃ কস্মিনাশা তীরে চৌসার নামক স্থানে সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করণার্থ ছাউনি করিলেন । চৌসার হইয়া গমন ভিন্ন হুমায়ুনের আর উপায় ছিল না স্ত্রতরাং সে অবস্থায় আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত হওয়া অবিধেয় বোধে তিনি তিন মাস অগ্রসর হইলেন না । তাঁহার এই বিলম্বে কোন ফল না হইয়া বরং বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল যেহেতু বঙ্গীয় বর্ধা ও উজ্জতায় তাঁহার অনেক সেনা প্রাণত্যাগ করিল অতএব তিনি সেরখাঁকে সন্ধি করণার্থ আহ্বান

করিলেন। সেরখাঁ নিজ শিক্ষাগুরু খিলিল নামক ধর্ম পরায়ণ ফকিরকে সত্ৰাট্ সঙ্গীপে সন্ধির নিমিত্ত পাঠাইলেন এবং এই সন্ধি ধার্য্য হইল যে সেরখাঁ বঙ্গ ও বেহারের অধিকারী থাকিবেন ও মোগল-দিগকে যাইবার পথে কোন ব্যাঘাত দিবেন না। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইলে উভয় দলই আনন্দিত হইল ও তন্মধ্যে মোগল দল বৃষ্টি ও মারি ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশয়ে বিশেষ প্রফুল্লিত হইল। দুইবুদ্ধি সেরখাঁ যদিও কোরান সমক্ষে রাখিয়া সপাথের সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তথাপি ঐ রাত্রেই নিঃশঙ্কায় স্বপ্ত মোগল-গণকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। ইমামুন্ অল্লমাত্র অনুচরের সহিত অশ্ব পৃষ্ঠে গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করেন এবং ৮০০০ মোগল তদনু-সরণে প্রবৃত্ত হইয়া নষ্ট হয়। ১৫৩৯ খ্রীঃ সেরখাঁ সত্ৰাটের পশ্চাৎ গমন না করিয়া অবিলম্বে গোড়ে গমন করিলেন এবং তথায় জাহাঁগির কুলি বেগকে সসৈন্তে পরাভূত ও নষ্ট করিয়া সেরশাহ নাম গ্রহণ পূর্বক গোড়ের সিংহাসনারোহণ করিলেন। সেরখাঁ ঐ বৎসরের অবশিষ্টাংশ বঙ্গে স্বশাসন প্রণালী সংস্থাপনান্তে সেনা সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০০ সৈন্তের সহিত সত্ৰাট্কে কনোজের নিকটে আক্রমণ করতঃ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন ও আগরার সম্রাজ্য গ্রহণ করিলেন।

সত্ৰাটের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রাকালে সেরশাহ খিজারখাঁকে বঙ্গশাসনে নিযুক্ত করেন এবং খিজারখাঁ বঙ্গের পূর্ব রাজা মহম্মদশাহের কন্যার পাণি-গ্রহণ ও বহু সমারোহে রাজ্য শাসন করাতে সেরশাহের মনে সন্দেহের উদয় হইল এবং ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গে প্রত্যাভর্তন করিলে যখন খিজার অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আ-

সিল তখন তাহাকে ধৃত ও তাহার বিষয়াদি গ্রহণ করিলেন।

এতৎ পরে সেরশাহ গোড়ে গমন করতঃ বঙ্গ রাজ্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক এক জন ভিন্ন স্ববাদার নিযুক্ত করিলেন এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত, কার্য্যক্ষম ও ধার্মিক কাজি ফজিলতকে তত্তাবৎ ভাগের স্ববাদারদিগের ঐক্যতা রক্ষা ও অন্যান্য তত্তাবধারণার্থ নিযুক্ত করিয়া আগরায় গমন করিলেন।

এই প্রকার নিয়মে বঙ্গরাজ্য বিশেষ শৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল এবং সেরশাহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মালব দেশ আক্রমণ ও জয় করিয়া পর বৎসর রামচন্দ্রের সংস্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনতর দুর্গ রেজিন হস্তগত করিয়াছিলেন। এই দুর্গ গ্রহণকালে সের শাহ হিন্দুদিগের প্রতি যে নৃসংশ ব্যবহার করেন তদ্বারা তাঁহার চরিত্রে পুরাতন পত্রে চির-কলঙ্কিত হইয়াছে। দুর্গস্থ হিন্দুসৈন্য সকল সন্ধি করণান্তে দুর্গদ্বার খুলিয়া দেয়, কিন্তু সত্ৰাট্ সেই সন্ধি লঙ্ঘন ও দুর্ভাগ্য হিন্দুগণকে নিতান্ত নৃসংশের ন্যায় নষ্ট করেন। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেরশাহ ৮০০০০ সৈন্যের সহিত মরু স্থান আক্রমণ করেন এবং তথায় ৫০০০০ দৃঢ়ত মারবার সেনার সাহসে ও দেশের মরুত্বে তদ্দেশ জয় করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি চতুরতার সহিত এক্রপ পত্রসকল মারবার সৈনিকগণের নামেশিরো-নামা দিয়া লিখিতে লাগিলেন যে ঐ সকল পত্র সহজেই রাজার হস্তে পড়িয়া তাঁহার মনে নিজ নিজ সেনাপতিগণের উপর অবিশ্বাস জন্মে। সেরশাহের এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল মরুস্থলের অধীশ্বরের হস্তে ঐ পত্র সকল পাড়াতে তিনি সেনাপতিগণের প্রতি শন্দেহ করিয়া সংগ্রাম স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রাজার এব-

স্প্রকার আচরণে এক জন মারবার সেনাপতি চিত্ত-  
ক্ষেপ্তে ১২০০০ যোদ্ধের সহিত এরূপ বলে সত্রাট-  
সৈন্য আক্রমণ করেন যে সেরশাহ বিব্রত হইয়া  
কহিয়াছিলেন “আমি একমুষ্টি যবের জন্য সাম্রাজ্য  
চ্যুত হইবার উপক্রমে পড়িয়াছিলাম।” অনতি-  
কাল পরেই সত্রাট চিতোর হস্তগত করাতো রাজ-  
পুত্র দেশ তাঁহার পদানত হয় এবং তৎপরে তিনি  
বুঁদেলাখণ্ডে হুবিখ্যাত ও দুর্গম কালিঙ্গর নামক দুর্গ  
আক্রমণার্থ যাত্রা করেন। এই দুর্গ আক্রমণ কালে  
যে সময়ে সত্রাট তোপস্থাপনাদির তত্ত্বাবধারণ করি-  
তেছিলেন, তৎসময়ে একটা বারুদাগারে অগ্নি  
সংযোগ হইবাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)।  
পঞ্চদশ বর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিবার  
পর সেরশাহ সত্রাট হইলেন এবং ঐ সাম্রাজ্য পাঁচ  
বৎসর ভোগ করণান্তে অকালে কালকবলে পতিত  
হইলেন। সেরশাহের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক  
প্রকার কহিয়াছেন কিন্তু আমাদের বিবেচনায়  
তাঁহার স্বভাব নিতান্ত কদর্য্য বোধ হয় না, যদিও  
তাঁহার আচরণে এপ্রকার অনুভূত হয় যে তিনি  
বিশ্বাসঘাতকতাকে রাজধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন তথাপি  
তাঁহার অন্যান্য সংকীর্তি ও কার্যদক্ষতায় বোধ হয়  
যে তিনি জন্মতঃ সত্রাট হইলে তাঁহার বিশ্বাসঘাত-  
কতা দোষ জন্মিত না—লোভেই তাঁহাকে ঐ সকল  
কার্য্য করাইয়াছিল। পুরাত্তে সেরশাহের অনেক  
গুণও দেখা যায়—তাঁহার শাসিত রাজ্য সকলে  
হুবিচার বিলক্ষণ রূপে চলিত এবং তাঁহার শাসন  
প্রণালীর গুণে দেশের কৃষি ও বণিকগণের বিশেষ  
উন্নতি হইয়াছিল ও সকলেই নিরাপদে ধনসম্পত্তি  
লইয়া স্থখে কালযাপন করিতে পারিত। তিনি  
দেশহিতকারিত্বের প্রমাণ স্বরূপ বহুতর কীর্তি  
করিয়াছিলেন। বঙ্গের স্বর্ণগ্রাম হইতে নিলাব  
পর্য্যন্ত ১৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত

করিয়া তাহার পার্শ্বে বৃক্ষের শ্রেণী ও মধ্যে কূপ,  
মরাই ও মসিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী  
দ্বারা ডাক চালনা তিনিই প্রথমে প্রচলিত করেন।  
কোন সময়ে সেরশাহ তাঁহার শত্রু স্বেতবর্ণ হই-  
য়াছে শ্রবণে উত্তর করিয়াছিলেন “হাঁ আমি স্বায়ং-  
কালে সাম্রাজ্য পাইয়াছি।” যদি তিনি কিছুকাল  
স্থির হইয়া সাম্রাজ্য করিতে পাইতেন তাহা হইলে  
দেশের বিশেষ উন্নতি হইত। সেরশাহ তাঁহার  
সময়কে চারিভাগে বিভক্ত করিতেন—তন্মধ্যে এক  
ভাগ তিনি সাধারণ সম্বন্ধীয় বিচারে নিযুক্ত করি-  
তেন, দ্বিতীয় ভাগে সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেন,  
তৃতীয় ভাগ ঈশ্বরারাধনায় ও চতুর্থ ভাগ বিশ্রামার্থ  
ব্যবহৃত হইত।

### পিতা পুত্রের স্নেহের পরিচয়।

আমাদিগের পৌরাণিক ইতিহাসে পিতা পুত্রের  
স্নেহের পরিচয় অনেকই লিখিত আছে—যযাতি  
রাজা বার্কক্য বসতঃ জ্বর বহনে কাতর হইলে তাঁ-  
হার পুত্র পুরু তাঁহার জ্বর নিজ দেহে লইয়াছি-  
লেন; দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া পুত্র-  
শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এপ্রকার স্নেহের  
যে সকল প্রমাণ পুরাণাদিতে আছে বর্তমান উদা-  
হরণ যদিও তাহার দুই একটীর অপেক্ষা গুরুতর  
নহে তথাপি ইহা অতি অসামান্য বলিতে হইবে।  
পিতামাতা শিশু সন্তানকে যে সকল কষ্ট স্বীকার  
করিয়া পালন করেন, তাহার শোধ দেওয়াই সন্তান  
গণের পক্ষে অসাধ্য, তাহাতে এবস্প্রকার ঘটনা  
সকল প্রতিশোধনীয় কি রূপে হইতে পারে? যুব-  
রাজ হুমায়ুন যখন উত্কট পীড়াগ্রস্থ হইয়া অচৈ-  
তন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যখন সকলে  
তাঁহার জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছিল তৎসময়ে তদীয়

পিতা বাবরশাহকে সকলে “পর্বতালোক” নামক মণি হুমায়ুনের মঙ্গলার্থ দেবোদ্দেশে মানত করিতে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিল যে ঈশ্বর এ সাংসারিক সর্ব ধন প্রধান ধর্মান্ভিলাষী হইয়াছেন। বাবর শাহ তাহাতে সন্মত হয়েন নাই, কারণ তিনি পুত্রকেই জগতের সার ধন এবং আপনার প্রাণ। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য তিনি নিজ প্রাণ দান করিয়া পুত্রকে বাঁচাইবার মানসে মন্ত্রপাঠ করিয়া হুমায়ুনের শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ তদানুসঙ্গিক মহম্মদীয় নিয়মানুসারে পুত্রের পীড়া স্বীয় দেহে লয়েন এবং হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। এই ব্যাপারের অনতিকাল পর শাহ পীড়িত হইয়া পরলোক গমন করেন।

### রাজপুত্র রাজ্যের বলয় পার্শ্ব।

জপুত্র বংশীয়গণের মধ্যে প্রাচীন কালাবধি “বলয়োৎসব” নামক একটি বাসন্তীয় উৎসব প্রচলিত ছিল। এই উৎসব দিবসে রাজপুত্র অঙ্গনাগণ বীরপুরুষদিগকে উপঢৌকন দিয়া গৃহীত ভ্রাতা স্থির করিতেন। এস্থলে হুম্পস্ট জ্ঞাপনার্থ আমরা লিখিতেছি যে কোন একটি বীরপুরুষকে কোন রাজপুত্রী বলয় প্রদান করিলে ঐ পুরুষ যদি তাহা স্বীকার করিত তাহা হইলে ঐ স্ত্রীকে একটি কৌণিক পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিত এবং যাবজ্জীবন ঐ অঙ্গনার মান ও প্রাণ রক্ষার্থ যত্ন করিত ও তজ্জন্য আপন প্রাণ দিতে হইলেও অসম্মত হইত না। এই প্রকার বলয়বদ্ধ ভ্রাতা দ্বারা রাজস্থানে অনেকবার রাজ্য জিত ও হস্তান্তর গত হইয়াছিল। এই রূপ বলয় বিশেষ প্রয়োজন বা বিপদ ঘটনা হইলে চোটিকার

দ্বারা প্রেরিত হইত। আমরা নিম্নে এই ব্যবহারের একটি প্রমাণ দিতেছি পাঠকগণ তৎপাঠেই জানিতে পারিবেন যে বীরপুরুষগণ উক্ত রূপে বলয়বদ্ধ ভ্রাতৃ প্রাপ্তি কত গৌরবকর বোধ করিতেন। যৎকালে (১৫৩২ খ্রীঃ) বাহাদুর চিটোর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়াছিলেন তৎকালে চিটোরের রাজ্ঞী কর্ণরথা হুমায়ুনকে এক বলয় প্রেরণ করেন। হুমায়ুন রাজস্থানের ঈশ্বরীর বলয়বদ্ধ ভ্রাতৃ এত আস্থাদেবের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তিনি তৎপ্রাপ্তে কহেন “রিস্তিম্‌বার” দিতে হইলেও আমি এ বলয় পরিত্যাগ করিতে পারি না।” যখন বলয় হুমায়ুনকে প্রদত্ত হয় তখন তিনি বাঙ্গলায় সের খাঁর বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবর্ত হইলেন কিন্তু বলয় প্রাপ্তি মাত্র বিলম্ব না করিয়া চিটোরাভিমুখে নৈমিত্তে যাত্রা করেন। হুমায়ুন চিটোরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বাহাদুর চিটোর অধিকার করিয়াছে ও রাজ্ঞী কর্ণরথা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বাহাদুরকে আক্রমণ করিলেন। বাহাদুর হুমায়ুন কর্তৃক পরাভূত ও সাগর তীর পর্যন্ত পশ্চাভ্রাণ্ডিত হইয়া পরিশেষে ডিউ দ্বীপে পলায়ন করতঃ প্রাণ রক্ষা করেন। পূর্বে ইউরোপে বীরগণকে রামাঙ্গণ অভিজ্ঞান প্রদান দ্বারা নিজ অভিজ্ঞান-বদ্ধ বীর (চাম্পিয়ন নাইট) স্বীকার করা প্রথা প্রচলিত ছিল। যে কামিনী যে বীরপুরুষকে অভিজ্ঞান প্রদান করিতেন সেই বীর সময় কালে ঐ প্রদত্ত অভিজ্ঞান কবচোপরি (সাধারণত শিরদ্বাণোপরি) ধারণ করিতেন এবং ঐ অভিজ্ঞান দায়িনীকে নিজ প্রাণ দিয়াও বিপদাদি হইতে মুক্ত করিতে বিমুখ হইতেন না।

\* হিন্দুস্থানের রাজাগণের সর্বাঙ্গের যত্নে রক্ষিত দুর্গম হুর্গ।

## সাঁওতালদিগের ব্যবহারাবলী।



বভুম, মালভুম প্রভৃতি স্থান সকলের পর্ষদাবলীতে যে সমস্ত অসভ্য জাতি বাস করে তাহারা কোল, ভূঁয়া প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত এবং ঐ সকল পার্শ্ববর্তী জাতিকে সাধারণতঃ সাঁওতাল বলে। সাঁওতালগণের জাতি ভেদ ও উৎপত্ত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কিয়দংশ মাত্র আমরা বর্তমান প্রস্তাবে বিবৃত করিতে প্রবর্ত হইলাম।

সাঁওতালগণ বহুদলে বিভক্ত যেহেতু তাহারা এক এক গোষ্ঠী এক এক ভিন্ন দল হইয়া বাস করে এবং প্রত্যেক দলের এক এক জন প্রধান থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে ঐ ব্যক্তি যে দলের লোক সেই দলস্থ সকলে তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং সেই দলচ্যুত হওয়াকে তাহারা বিশেষ ক্রেশকর বোধ করে। আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টান হইলে হিন্দুগণ তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহারে নিবৃত্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি চিরকালের মত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের এরূপ নহে—তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপরাধ জন্য দল হইতে বহিষ্কৃত হইলে সে ব্যক্তির পুনর্ব্বার জাতিতে প্রবেশ করিবার উপায় আছে এই হেতু তাহাদিগের মধ্যে লোক দলচ্যুত হইয়া থাকে না—এবং কদাচ ছুই একটা লোক ক্ষমতা ভাবে জাতি বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। ত্যক্ত ব্যক্তি জাতিতে প্রবেশ করণার্থ তজ্জাতীয় সমস্ত ব্যক্তির সমক্ষে তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দলস্থ সকল লোকে মিলিয়া এক সভা করে

এবং ঐ সভায় তাহার অপরাধের গুরুত্বাদি বিচারান্তে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হয় ও ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই দলচ্যুত ব্যক্তি পুনর্ব্বার জাতি ভুক্ত হয়। সাঁওতালদিগের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগের মত নহে বরং উৎকলবাসীদিগের পঞ্চাইতের সহিত অনেকাংশে তুল্য। অনধিক অপরাধ হইলে সভা দ্বারা পরিত্যক্ত ব্যক্তি যে নিয়মে দণ্ডিত হয় তাহা সামান্য। কেবল দলস্থ লোক সমস্তের ভোজের জন্য কিছু মদ্য ও আনুসঙ্গিক আহার ক্রয়ার্থ কিছু টাকা দিলেই প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হয় কিন্তু দোষ অতি গুরুতর হইলে ঐ মদ্য ও খাদ্য ক্রয়ের মূল্য এ পরিমাণে সভা দ্বারা নিরূপিত হয় যে ত্যক্ত ব্যক্তি কখন কখন তাহা দিতে অক্ষমতা বশতঃ হতাশ হইয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবনের মত অরণ্যে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোক একবার দলচ্যুত হইলে তাহার আর গোষ্ঠীতে প্রবেশের উপায় থাকে না।

সাঁওতালদিগের ছয়টা প্রধান কর্তব্য ক্রিয়া আছে—পরিবারে গ্রহণ, গোষ্ঠীভুক্ত করণ, জাতিতে গ্রহণ, বিবাহ, মরণ এবং জীবনান্তে পূর্ব্ব পুরুষ গণের সহিত মিলন। তন্মধ্যে পরিবারে গ্রহণ ক্রিয়া গৃহ দেবতার অর্চনাদির ন্যায় স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে গোপনে সম্পাদিত হয়—কোন স্থানে ঐ কার্য নিম্ন রূপে করা হয়। সন্তান জন্মাইলে পিতা গৃহদেবতার নাম স্বগতভাবে উচ্চারণ করিয়া আত্মসন্তান রূপে স্বীকার করণার্থ হস্ত দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করেন। কণ্ঠ্য তৃতীয় ও পুত্রের পঞ্চম দিবসে গোষ্ঠীভুক্ত করণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং ঐ ক্রিয়ার নার্থা নাম প্রচলিত আছে। এই কার্য প্রকাশ্য রূপে হয় ও যে নিয়মে সম্পন্ন হয় তদযথা—সাঁওতালেরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই গৃহ অপবিত্র জ্ঞান করে এবং যদ-



বধি পবিত্রীকৃত না হয় তদবধি পারিবারিক লোক ভিন্ন কেহই সন্তান জনকের গৃহে আহার করে না । গোষ্ঠীভুক্ত করণ দিবসে দলস্থ সকলে আসিয়া আপনাদের সমক্ষে নব প্রসূত সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করায় এবং যখন ঐ মুণ্ডন হইতে থাকে তৎকালে সকলে নিম্বপত্রের রস মিশ্রিত জল অঙ্গ্ন করিয়া খাইতে থাকে । তৎপরে সন্তানের পিতা সন্তানের নামকরণ করেন; পুত্র সন্তান হইলে নিজ নাম প্রদান করেন ও কন্যা হইলে জননীর নামে নাম রাখেন । ধাত্রী সন্তানের নাম শ্রবণ মাত্র জল ও তণ্ডুল লইয়া ঐ নাম উচ্চারণ করিতে আগত কুটুম্বগণের বক্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করে । পরে এইরূপে পরিশুদ্ধীকৃত পরিবারের সহিত কুটুম্বগণ মৃত পাত্রে মদ্য লইয়া একত্রে পান করিতে আরম্ভ করে ।

জাতিতে গ্রহণ কার্য সন্তানের পঞ্চম বর্ষে নিষ্পন্ন হয় এবং ঐ ক্রিয়া সম্পাদন সময়ে যথেষ্ট মদ্য প্রস্তুত করা হয় ও পরিবারের সকলের বন্ধুগণ (দলস্থ হউক বা না হউক) আহৃত হইয়া সম্মিলিত হইলে ঐ সন্তানের হস্তে সাঁওতালী চিহ্ন সকল দেওয়া হয় । ঐ চিহ্ন সকল অযুগ্ম সংখ্যায় প্রদত্ত হয় এবং সাঁওতালগণের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ঐ চিহ্ন যাহার হস্তে না থাকে মৃত্যুর পর তাহার বক্ষঃস্থলে চিরকাল সর্পে দংশন করে ও তাহার দেহান্তে পূর্বপুরুষগণের সহিত মিলন হয় না ।

বিবাহই সাঁওতালগণের সর্বাপেক্ষা প্রধান ক্রিয়া এবং তাহা হিন্দুদিগের ন্যায় শৈশবাবস্থায় নিষ্পন্ন হয় না । কন্যাগণের চতুর্দশ ও পুত্রগণের ষোড়শ বর্ষের পূর্বে বিবাহ প্রচলিত নাই । স্বেচ্ছাচার বিবাহ নিয়ম থাকাতে সাঁওতালগণের মধ্যে অস-  
তীহ অতি বিরল । বিবাহের পূর্বে বরকর্তা কন্যাকর্তার ভবনে এক জন ঘটক প্রেরণপূর্বক বিবাহের

প্রস্তাব করেন ও কন্যাকর্তা ঐ প্রস্তাবের উত্তর গৃহিণী সহিত পরামর্শ করণান্তে কহেন যে বর-  
কন্যার সাক্ষাৎ হইবার পর ঐ বিষয়ের উত্তর দেয় । তৎপরে সন্মিকটস্থ একটা হাটে বর ও কন্যার সাক্ষাৎ ঘটান হইলে দিবসান্তে যদি যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি অভিলষী ও তুষ্ট হয় তবে বরকর্তা কোন উপঢৌকন ক্রয় করিয়া কন্যাকে প্রদান করেন ও কন্যা সর্ব সমক্ষে তাহাকে শ্বশুররূপে গ্রহণ স্বীকার করণার্থ তাঁহার সমক্ষে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে । তদনন্তর কন্যার গোষ্ঠীগণ বরের বাসগ্রামে গমন করেন এবং তথায় বর তাঁহাদিগকে চুম্বনান্তে প্রত্যেককে কিঞ্চিৎ কাল ক্রোড়ে বসাইয়া কিছু অর্থ উপহার প্রদান করে ও কন্যাকর্তাকে এক পাগড়ি ও পরিচ্ছদ দেয় । ইহার পর বরের গোষ্ঠী কন্যার বাসগ্রামে গমন করে ও কন্যা বরের ন্যায় উল্লিখিত নিয়মে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করে । এইরূপে দুই গোষ্ঠীর সম্প্রীতি সম্পাদিত হইলে বর-  
কর্তা ঘটকের হস্তে অযুগ্ম সংখ্যক মুদ্রা কন্যার পিতা মাতাকে প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত মুদ্রা গৃহীত হইলেই কন্যাকর্তা কন্যাদানে বাধ্য হয়েন । তৎপরে কন্যার গোষ্ঠী তাহাদিগের গ্রামে একটা মঞ্চ নির্মাণ করে ও বরের গোষ্ঠী সেই মঞ্চের ছায়ায় আসিয়া মধু ব্রক্ষের (মৌয়া) একটি শাখা তথায় রোপণান্তে কন্যার বাটীর লোকদ্বারা ভাজা সিন্দূরমাখা ভিজে ধান্য এক মৃতপাত্রে করিয়া উহার তলে রাখে । পরে কন্যার পুরবাসিনীগণ বরের দেহ মার্জন ও কেশ রচনা হইলে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে সিন্দূরে রঙ্গকরা বস্ত্র পরান । পঞ্চম দিবসে বর-  
যাত্রীগণ বরকে একপ্রকার আসনে বসাইয়া স্কন্ধোপরি কন্যালায়ে লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পাঁচ জন যাইয়া কন্যাকে এক বহৎ ঝুড়িতে বসান ও কন্যার জাতাকে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ বরকে

অভ্যর্থনার্থ আনয়ন করেন। অভ্যর্থনা ও পরস্পর অভিবাদনাদি কার্য শেষ হইলে কন্যাকে ঝুড়িতে করিয়া বাহিরে বরের সম্মুখে বসান হয় ও বরকন্যা উভয়ের মধ্যে একখান বস্ত্র ব্যবধান প্রদত্ত হইলে তাহারা পরস্পরের উপর জলের ছিটা দেয়। বর তৎপরে একটি দেবতার নামোচ্চারণ করিলে সকলে তাঁহাকে ঝুড়ি হইতে কন্যাকে, স্ত্রী স্বীকারপূর্বক, উত্তোলন করিতে কহেন ও বর কন্যার বস্ত্রে গাঁট ছড়া বাঁকিয়া দেন। এসকল সমাধা হইলে কন্যার পুরস্কৃতবর্গ জলন্ত অঙ্গার আনিয়া গার্হস্থ উত্থল দণ্ড দ্বারা চূর্ণ করণান্তে জল দিয়া তাহা নির্বাণ করেন এবং তদ্বারা কন্যার পিতৃকুল ত্যাগ ও বরকূলে প্রবেশ সিদ্ধ হয়। এইরূপে বিবাহ কার্য সমাধা হইলে বরযাত্রীগণ বরকন্যাকে লইয়া পূর্বোক্ত মঞ্চে গমন করতঃ মৃৎপাত্রস্থ ধান্যসকল দেখে। সাঁওতালগণ বিশ্বাস করে, যে ঐ ধান্য বহু-পরিমাণে অঙ্কুরিত হইলে বিবাহিত যুগলের বহু সন্তান হয়, অল্প অঙ্কুরিত হইলে অল্প সন্তান হয় এবং ধান্যসকল পচিয়া গেলে বিবাহ অমঙ্গলসূচক জ্ঞান করে। মৃৎপাত্রের ধান্য দর্শনান্তে সকলে বরকন্যা লইয়া আলোক ও বাদ্যাদির সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন ও বরকুলের স্ত্রীগণ এককোশ অগ্রসর হইয়া আসেন এবং নববধূকে গানবাদ্যের সহিত মহা সমারোহে গৃহে লইয়া যান।

সাঁওতালগণ বংশরক্ষা ব্যতীত দুই স্ত্রী গ্রহণ করে না এবং অগত্যা দুই পরিণয়ে বাধ্য হইলেও পূর্বস্ত্রীকেই গৃহস্বামিনী রূপে সাদরে রাখে। স্বামী বা স্ত্রী পরিত্যাগ ইহাদিগের মধ্যে অতি বিরল, তাহা কদাচিৎ যে রূপে সাধ্য তাহা লিখিতেছি। কোন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মনান্তরাদি কারণে কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচজন নিকট জ্ঞাতিকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদিগের

সমক্ষে ঐ ত্যাগ করিবার হেতু জ্ঞাপন করেন। আহৃত ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া যদি পরিত্যাগের অনুমতি করেন তবে ঐ স্ত্রীপুরুষে আহৃত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এক পত্র ছিন্ন করতঃ তাহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ ত্যাগ নির্ধারণ করেন।

মরণ।—কোন সাঁওতাল মৃত্যুশয্যাশায়ী হইলে রোজা আসিয়া একটি পাত্রে তৈল মর্দন করতঃ মৃত্যু ব্যক্তি কোন ভূত বা ডাইনের দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করে এবং রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইলেই শব দেহ তৈল মর্দিত ও সিন্দুর লেপিত হয়। নূতন শ্বেত বস্ত্রে শয্যা আরত করিয়া তত্পরিসেই শব রাখিয়া একটি তাম্রপাত্রে জল, অপর একটিতে তণ্ডুল ও কিছু টাকা ঐ শয্যোপরি রাখা হয়। এই সকল দ্রব্য মৃত ব্যক্তির পরলোকে প্রবেশ কালে ভূতগণকে তৃপ্তকরণার্থ প্রদত্ত হয়। পরে চিতা সজ্জিত হইলে ঐ সকল সামগ্রী স্থানান্তরিত করিয়া শবকে পঞ্চজনে ধরিয়া চিতার চতুর্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করণান্তে চিতার উপর রাখে ও পুত্রের অভাবে অপর কেহ মুখাঘ্নি করিলে দলস্থ সকলে মেলিয়া চিতার অগ্নিদান করে। সাঁওতালগণের শবদাহন কালে চিতার এক কোণে বা সম্মিকটস্থ কোন বৃক্ষমূলে একটি মোরোগের গলায় গোঁজ মারিয়া দেয় ও দক্ষ শবের কপালের তিন খণ্ড লইয়া তাহা ছুঞ্চে ধৌত ও সিন্দুর লিপ্ত করিয়া একটি মৃৎ পাত্রে রাখে।

পূর্বপুরুষগণের সহিত মিলন কার্য মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। ঐ উত্তরাধিকারী পূর্বোক্ত মৃৎ পাত্রস্থ তিন খণ্ড কপাল এক খলে তণ্ডুল লইয়া একক পবিত্র নদীতে গমন করে এবং তথায় ঐ তিন খণ্ড কপাল মন্তকোপরি রাখিয়া নদীতে অবতরণ করে ও মজ্জনকালে এরূপে

মস্তক নত করে যে কপাল খণ্ড সকল নদীর স্রোতে ভাসিয়া যায় ।

সাঁওতালেরা অতি পরিশ্রমী তাহাদিগের অধ্যবসায় গুণে অতি অনুর্বরা পার্বত্যীয় প্রদেশ সকল ও শঙ্কোৎপাদন করে । তাহাদিগের মধ্যে প্রতারণা লাম্পটাদি দোষ দেখা যায় না এবং তাহাদিগের স্তম্ভ লালসাঁও অতি অল্প । সামান্য পর্ণ কুঠার ও কতক গুলি স্নায় বা পিতলের বাসন হইলেই সাঁওতালগণের গৃহ কার্য সুন্দররূপে নির্বাহ হয় এবং আহারার্থ তাহাদিগের অধিক ব্যস্ত হইতে হয় না । দিন পরিশ্রম, চাষ ও যুগয়া দ্বারাই গৃহদার্মীগণ নিজ নিজ পরিবারের আহার সংগ্রহ করে ও তাহার সহায়তাকরণার্থ পুত্র কলত্রাদি সকলেই শ্রম করিতে বিমুখ হয় না । সাঁওতালগণ ভীক স্বভাব নহে তাহারা ধনুর্বাণ লইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি বেরূপ অকুতোভয়ে সংহার করে তদৃষ্টে অনেক ইংরাজ শিকারী বিস্মিত হয়েন । সাঁওতালগণের ধর্মাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনীয় তাহা স্থানাভাবে এস্থলে প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম সময়ান্তরে তাহার বিবরণ লিখিব ।

## সিংহল দ্বীপের দেবালয় ।



সিংহল দ্বীপকেই অনেকে রামায়ণে উল্লেখিত লঙ্কা বলিয়া নির্দেশ করেন এবং অনেকে বলেন যে লঙ্কা অপর স্থান । এই দুই বিরোধী মতের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য যে সিংহলকে লঙ্কা বলিবার কোন প্রত্যক্ষ বা আনুসঙ্গিক প্রমাণ আছে কি না । পৌরাণিক বর্ণনা মতে জীরামচন্দ্র কপিকুলের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করণান্তে লঙ্কায় গমন

করিয়াছিলেন স্ততরাং তদ্বারা লঙ্কার ভারতবর্ষের সহিত অসংলগ্নতা প্রকাশ হইয়াছে । এক্ষণে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত বেরূপ অর্ধ সংযোজিতাবস্থায় রহিয়াছে তদৃষ্টে বোধ হয় যে ইহা পূর্বের মনুষ্য নির্মিত বা স্বাভাবিক শ্বেতু দ্বারা সংযোজিত ছিল ও কোন নৈসর্গিক ঘটনাক্রমে ঐ সংযোজনা ভগ্ন হইয়াছে । ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্য স্থানে যে দ্বীপ ও চর আছে তাহা অদ্যপি শ্বেতুবন্ধ —রামেশ্বর নামে কথিত হয় । উক্ত দ্বীপ রামেশ্বর নামে খ্যাত ও তথায় এত অধিক যাত্রী তীর্থ করিতে গমন করে যে তাহাদিগের দত্ত দানেই তত্রত্য দেবালয় সকল রক্ষিত হয় ও (বৈরাগী) প্রধান পাণ্ডা শশিন্দ্রে স্তম্ভে দিনপাত করেন । ত্রিবন্ধুবে বেরূপ ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয় রামেশ্বরের প্রধান পাণ্ডার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে সেই নিয়মে তাহার উত্তরাধিকারী গ্রহিত হয় ।

এক্ষণে সিংহল দ্বীপে যদিও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব ও বহু বৌদ্ধ মন্দির দেখা যায় তথাপি ইহাতে যে পূর্বের হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে । সিংহলের পুরাত্নে লিখিত আছে যে বিজয়রাজ নামক বিদেশীয় এক রাজ পুত্র তাহার সমভিব্যাহারীগণের সহিত অর্ণবযানারোহণ করিয়া আগমন পূর্বক এই দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন । কুমার বিজয় রাজের আগমন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের সময় নিরুপণ করিতে হইলে খ্রীষ্টাব্দের সার্ব পঞ্চশত বর্ষের অধিক বলা যায় না স্ততরাং তৎপূর্বের সিংহলে যে অণু ধর্ম চলিত তাহার সন্দেহ নাই । এই দ্বীপ মধ্যে যে অতি প্রাচীন মহাদেবের মন্দির আছে তদর্শনেই বোধ হয় যে সিংহলে পূর্বের হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল অমরা এই পত্রে যে মন্দিরের প্রতিমূর্তি দিয়াছি তাহা সিংহলের দক্ষিণ তমভাগস্থ দেবীমুর (যাহাকে

## সিংহল দ্বীপের দেবালয়।



উত্তর হেড মান চিত্রে লেখে) নামক স্থানে আছে। এই মন্দিরের নিম্ন ভাগের পরিধি প্রায় ১৬০ পদ এবং উচ্চতা ৩০ পদ পরিমাণ। মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা ভগ্নদশা বলিলেও বলা যায় এবং ইহার মধ্যে কোন রূপ দেব মূর্ত্যাদি নাই। এই চিত্রে ঘণ্টার আকার যে ভাগ তাহাতে প্রবেশের পথ নাই এবং প্রবাদ আছে যে উহার অভ্যন্তরে পুত ঐরাবতের একটা দন্ত আছে। সিংহল বাসীরা ইহাকে অধিক পবিত্র জ্ঞান করে ও প্রাতঃকালে ইহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। এই মন্দিরের অনতিদূরে অনেক প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্বে সিংহলের দক্ষিণ ভাগ বহুজন সমাকীর্ণ ও যথেষ্ট সমৃদ্ধি বিশিষ্ট ছিল ও কোন নৈসর্গিক কারণ (সম্ভবত সমুদ্রোৎপাত) বশতঃ এই স্থান পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা ও তাহার অনতিদূরবর্তী স্থান সকলে যে রূপ প্রণালীর দেবালয় নির্মাণ কার্য দেখা যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেরূপ দেখা যায় না এবং তথায় যাহা আছে তাহা উৎকলের মন্দিরের মত নহে।

সিংহলের অত্র পত্রে প্রদত্ত মন্দিরের চিত্র দর্শনেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে ইহা এক নূতন প্রণালীর এবং সমস্তই দেশভেদে গৃহাদি নির্মাণ কার্য প্রণালী ভেদে ভ্রাপক। সময়ান্তরে অগাণ্ড প্রকার মন্দিরের চিত্র আমরা পত্রে প্রকাশে যত্ন করিব।

### প্রাপ্ত।

### প্রাচীন ভোজপুর নগর।

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সকল অপেক্ষাকৃত পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়; তদনুসারে বোধ হয়, ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের সমকাল বর্তী ছিলেন। ভোজরাজ ছুহিতা ভানুমতী, বিক্রমাদিত্যের সহধর্মিণী বলিয়া উল্লিখিত কোন কোন পুস্তকে বর্ণিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এক নামধারী ছুই বা ততোধিক নরপতির বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়, তদনুসারে ইনি সেই ভোজরাজ অথবা তন্মামধারী কোন স্বতন্ত্র নরপতি, তদ্বিষয়ক মীমাংসার কোন উপায় দেখা যায় না। ফলতঃ

তদীয় রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি করিলে, তিনি যে এক জন সামান্য বা প্রতাপাশ্বিত নরপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ।

পূর্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ডুমরা-ওন নামক স্টেশনের প্রায় সার্ক মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভোজপুর নামক একটি পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । সচরাচর এ দেশস্থ সকলেই ইহাকে ভোজনামক ভূপতির রাজধানী বলিয়া থাকে । ইহার স্থানে অশ্বালয়, হস্তিশালা, আতিথ্যাগার, উদ্যান, অন্তঃপুর ও সভা কুটিমের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় । পুরাতন ভোজপুর ও তাহার পারিপার্শ্বিক গ্রাম বাসীরা, “এই ভগ্নাবশিষ্ট রাজধানীর অত্যন্তম স্থানে প্রচুর অর্থ নিহিত আছে” বলিয়া থাকে । ডুমরা-ওনের বর্তমান রাজা ও বক্সারের দুর্দশাপন্ন নরপতি, ঐ ভোজ রাজার বংশোদ্ভব বা জ্ঞাতি বিশেষ এরূপ জন-শ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় ।\* কিন্তু

\* পত্র প্রেরক এই প্রবন্ধটি লিখিতে শোক প্রকাশে যে কাল হরণ করিয়াছেন সেই সময়ে যত্ন করিলে ভোজপুর কোন ভোজরাজের স্থাপিত তাহার কতক মীমাংসা হইতে পারিত । লেখক ডুমরাউন ও বক্সারের রাজাগণকে ভোজরাজের বংশোদ্ভূত বলিয়াছেন অথচ সেই ভোজরাজকে ভানুমতীর পিতা কহিয়াছেন ও ভোজপুর নগর তাঁহার অনুমান করিয়াছেন । ভোজ প্রবন্ধের মতে “ধারানাম নগর্যাং সিদ্ধল সংজ্ঞারাজা আসীৎ তস্য রাজ্ঞী সাবিজী তয়োর্বজ্ঞানস্বায়াং ভোজনাম পুত্রোজাতঃ” ইত্যাদি স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে যে ভোজরাজের রাজধানী ধারা । ভারত-বর্ষের মানচিত্রে ২২ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের নিকট দৃষ্টি করিলে ধারনগর দেখা যায় এবং ঐ ধারনগর উজ্জয়িনী হইতে বহুদূর নহে । ধারনগরস্থ ভোজ নৃপতিই ভানুমতীর পিতা হইতে পারেন, পূর্ব ভারতবর্ষীয় লৌহ যুগের ডুমরাউন স্টেশনের নিকটস্থ ভোজপুর নগর তাঁহার রাজধানী হওয়া অসম্ভব । —সম্পাদক ।

তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

সচরাচর এ প্রদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, “ভোজপুর নগর পূর্বে ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ ছিল । কোন অপরিচিত ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না । মহারাজ বিক্রমাদিত্যও তত্রস্থ ময়া নদী সন্দর্শন করতঃ অপর পার প্রাপণে হতাশ হইয়া, নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন ।” এক্ষণে আর সে ভোজরাজ নাই, সে রম্য অট্টালিকা নাই, সে চির বিমোহনকারী উদ্যান নাই, এবং সেই ইন্দ্র-জালও নাই । কেবল স্মর্য্য হর্ষের কতকগুলি ভগ্ন ইষ্টক ও অকস্মণ্য চূর্ণ মাত্র পতিত রহিয়াছে । হায় ! কালের কি করাল হস্ত ? যে স্থানে অদ্য অপ্রভেদী পর্ব্বত-শ্রেণী অবলোকিত হয়, কল্য হয়ত সেই স্থানে স্মৃগভীর সরিৎপতি দৃষ্টিগোচর হইবে । যে স্মর্য্য হর্ষে ভোজরাজ রাজকর্ম্ম পর্যাটন করিতেন, যে আলেখ্য ও হুকোমল শয্যাপরিশো-ভিত রমণীয় গৃহে প্রাণাধিকা জায়া সহ মধুরানাপ করিতেন, যে স্থানে সংখ্যাতিরিক্ত দাসদাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, যে চিত্ত প্রীতিদায়ক অপূর্ব্ব কুহুমোদ্যানস্থ পুষ্পপরাগে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, যে চতু মুকুলের সুরভি তামরস পান করিয়া কোকিলকুল কুহুরবে তাঁহার মন হরণ করিত, যে মন্দুরাস্থ বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া উষা ও প্রদোষ বায়ু সেবন করিতেন, যে অতিথি-শালাস্থ অতিথিদিগকে ভোজন করিতে দেখিলে তাঁহার আনন্দনীরে তিনি অভিষিক্ত হইতেন, হায় ! কালের করাল দৃষ্টিতে, আজ তৎসমুদায়ের চূর্ণক্য চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং কাহারও বা নাম মাত্র শুনিতে পাওয়া যায় । যে দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে, রাজবাটীর স্মৃদৃশ শোভায় নয়ন মন প্রকুল্লিত হইত, এখন সেই দিকে অবলোকন কর, অভূষিত ইষ্টক খণ্ড, প্রাসাদস্থ ভগ্ন ইষ্টক চর্ণ মিশ্রিত

চূর্ণ খণ্ড ও নানা বিধ বিলপনীয় দ্রব্য দেখিতে পাইবে। চারিদিক শূন্যময়;—যেন হাহাকার করিতেছে। হায়! এক মনুষ্য অভাবে প্রাসাদ মরুভূমি ও নগর অরণ্যময় বোধ হয়।

## নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

অদ্ভুত নাটক। কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় কৃত। বোয়ালিয়া তমোয় যন্ত্রে ও কলিকাতা ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

আমাদিগের বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারগণ নাটক রচনা অতি সহজ বোধ করিয়া থাকেন। আলঙ্কারিকেরা নাটকের বহু বিধ লক্ষণ গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালা লেখকগণ তাহা কিছুই গ্রাহ করেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি কতিপয় স্বকবির রচিত নাটক ভিন্ন অন্যান্য বাঙ্গালা দৃশ্য কাব্য গুলি হয় ও অশ্রেয়, এমন কি বটতলার নাটক সমূহ আমাদিগের বোধে অগ্নি সংযোগ দ্বারা এককালে ভস্মসাৎ করা কর্তব্য। অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রহসন ইহাতে সুরাপায়ী বেশাশক্ত কতিপয় বাঙ্গালি যুবকগণের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কন ও রচনা প্রশংসনীয় কিছুই প্রীতিকর বোধ হইল না। এতাদৃশ অশ্লীল গ্রন্থ যত বিরল প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল। এ সকল কদর্য পুস্তক প্রকাশ দ্বারা মুদ্রাকর ব্যতীত অন্য কাহার লাভ নাই।

ঋবচরিত্র। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক। ত্রিনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত। কলিকাতা কলম্বিয়ান প্রেস।

ঋবচরিত্রকে ইতিবৃত্ত মূলক উপাখ্যান বিবেচনা করা ভয়ানক। ইহা বিষ্ণুপুরাণাস্তর্গত কথা বটে, কিন্তু পুরাণাস্তর্গত অধিকাংশ কথাই যে

ইতিবৃত্ত মূলক, তাহা কৃত বিদ্যের নিকট বলিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ঋবচরিত্র রূপক মাত্র। উচ্চপদস্থ এবং ঐশ্বর্য্যাস্থিত ব্যক্তিদিগের ছুই প্রবৃত্তি এক প্রবৃত্তি স্ননীতি সন্মতা—অপরা প্রবৃত্তি কেবল ইন্দ্রিয়াদি পরিতৃষ্টি প্রভৃতি যাহা আপাততঃ ভাল লাগে তাহারই অনুগামিনী। অতএব “উত্তানপাদের” ছুই স্ত্রী—এক “স্ননীতি” অপরা “স্বরূচী” উভয়েই কাহারও প্রিয় হইতে পারে না—উহার পম্পারের বিরোধিনী সপত্নী। একে আনক্ত হইলে অপরকে ত্যাগ করিতে হয়। বড় লোকে প্রায় অধিকাংশই স্বরূচিতে রত হইয়া স্ননীতিকে বিসর্জন করেন। উত্তানপাদ তাহাই করিয়াছিলেন। স্ননীতিতে কদাচিৎ অনুরক্ত হইলেই, ক্রমে তাহাতে ধর্ম্মে দৃঢ়তা জন্মে। স্ননীতির এই সম্ভাবনের নাম “ঋব” শেষে ধার্ম্মিকেরই জয়। এই রূপককে পুরাণকার করুণাদি রসাত্মক করিয়া এরূপ মনোহারিত্ব গুণে ভূষিত করিয়াছেন, যে তাহা লৌকিক ঘটনা বলিয়াই বোধ হয় এই উপাখ্যান নাটকের উপযুক্ত বটে। কালিদাসের হস্তে ইহা দ্বিতীয় শকুন্তলা হইত ভবভূতির হস্তে ইহা উত্তর চরিতের সমকক্ষ নাটক হইতে পারিত—একগুণে বাঙ্গালা নাটকের ছড়াছড়ি। সকলেই নাটক লিখে। কিন্তু নাটক কি, নাটকের কি আবশ্যক, কি হইলে নাটক ভাল হয়, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালা নাটক প্রণেতা-দিগের মধ্যে কেহই অবগত নহেন। অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে কথপো-কথনের দ্বারা কোন ঘটনা বিবৃত হইলেই নাটক হইল। নিমাই বাবু তাহারই মধ্যে এক জন। পাঠশালার ছাত্রেরা নাটকের যে ব্যাখ্যা করে, তাহার নাটক গুলির প্রতি তাহা ব্যবহার্য্য নহে। এ সকল নাটক—“না মিষ্ট না টক।” নিমাই বাবুর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, এবং অধ্যবসায়



আছে—লিখিবার কিছু ক্ষমতা আছে। নাটক কাহাকে বলে বুঝিলে, পাঠ্য নাটক লিখিতে পারিবেন। আমরা অনুরোধ করি, কালীদাস ভবভূতি, শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি কবিদিগের নাটকের তিনি অহরহ অনুশীলন করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে যত্ন করুন। ইহাদিগের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে, এবং অনুকরণ প্রবৃত্তি, সম্বরণ করিতে পারিলে, তিনি পাঠ্য বা অভিনয় যোগ্য নাটক লিখিতে পারিবেন। তিনি যুবা পুরুষ—বুদ্ধমান—পরিশ্রমী এবং কৃতবিদ্য তাঁহার সম্বন্ধে ভরসা আছে। অন্য সম্বন্ধে তাহা নাই।

বঙ্গলা ভাষা ও বঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম ভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সুপণ্ডিত, তিনি কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গলা সাহিত্য সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, স্ততরাং আমরা তৎকৃত অভিনব গ্রন্থ নিচয় সাদরে পাঠ করিয়া থাকি। আমরা তাঁহার বঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পাঠে পরম পুলকিত হইলাম। গ্রন্থকার প্রস্তাবটী বিপুল পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং রচনাও অতি সরল ও বিস্তৃষ্ট হইয়াছে। ইতি পূর্বে কবিকলাপ, কবিচরিত এবং বঙ্গলা ভাষার ইতিহাস নামক তিন খানি পুস্তক বঙ্গভাষা ও কবিগণ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু রামগতি বাবুর গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং প্রথম খণ্ডে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের রচনাসমূহ অতি উত্তম রূপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি, নানা উরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পণ্ডিতগণের ও তত্ত্বের প্রমাণ ইহাতে গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অংশটী আর কিছু বিস্তীর্ণ করিলে ভাল হইত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি আদ্য কালের

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কালীরাম দাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মধ্যকালের কবিগণের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহাদিগের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন সংগৃহীত হইয়াছে। রামগতি বাবু গ্রন্থের আদ্যোপান্ত অতি সুপ্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ইহার দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিতে অতীব উৎসুক থাকিলাম। এই খণ্ডে ভারতচন্দ্র হইতে আধুনিক কবিগণের বিবরণ সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইবেক।

বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ—তম্বলুকের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিষয়টী যে যথার্থ হিতকর তাহা সকলেই জানেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে নাই বলিলে বলা যায়। বঙ্গভাষায় দুই চারি খান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবাতে অনেকে বলেন যে বঙ্গলা ভাষায় অভাব কিসের? আর অনেক গুলিন লোক অত্রস্থ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবাতে অনেকে বলেন “বঙ্গালিরা কিসে কম?” কিন্তু এই দুই বাক্য ভ্রমাত্মক যে হেতু অত্রদেশে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিক্ষোভীর্ণ ছাত্র সকল যে সমস্ত বিজ্ঞান পাঠ করেন ও তদ্বারা যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করেন তৎ সমস্ত ও তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান ইউরোপীয় ১৪। ১৫ বর্ষীয় বালকগণের থাকে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা না হইলে দেশের উন্নতির আশা অনর্থক।

দ্রৌপদী হরণ নাটক—গ্রন্থের সমালোচনার পূর্বে গ্রন্থ রচয়িতার অবস্থাাদি জ্ঞাত হইলে বিচার যথার্থ হইতে পারে নচেৎ অনেক প্রমাদ ঘটে। পাঠকগণ যদি বলেন “সে কি রূপ” তৎ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ লিখিতেছি কেন্দ্র

বিলোম্বলকারী সুবিখ্যাত কবি জয়দেব রূত মধুময় “গীত গোবিন্দ” গ্রন্থের আয় কোন আদিরস গ্রন্থ এক্ষণে কেহ রচনা করিলে লোকে তাহা অশ্লীল বলিয়া অবজ্ঞা করে ও তদ্রচয়িতাকে ভ্রষ্ট স্বভাব জ্ঞান করে কিন্তু জয়দেবকে কে অবজ্ঞা করে ও তাঁহার গীতগোবিন্দের মধু আশ্বাদনে কে বিমুগ্ধ হয়? আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থ খানির ও লেখকের অবস্থা জানা কর্তব্য। ইহার লেখক এক জন অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক ও অর্থোপার্জনেচ্ছায় এই গ্রন্থ রচিত নহে। অতএব যখন বঙ্গ বিদ্যানুশীলনই লেখকের উদ্দেশ্য তখন আমরা ইহাকে প্রশংসা করি ও যাহাতে ইহার রচনা প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় তাহাই আমাদিগের ইচ্ছা।

ঋতু-বিলাস—এই গ্রন্থ খানি শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত ইহাতে মড়খাতু সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ও রচনা মন্দ নহে। কবিশ্রেষ্ঠ কালীদাসের গ্রথিত ঋতু সংহারের “শশীকরাস্তোদরধরমণ্ড কুঞ্জরস্তড়িতপতাকো হনিশদমর্দলঃ। সমাগতো রাজ বদোন্নতধ্বনিঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়প্রিয়ে॥” “তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্য স্বসম্মুহুর্দ্ভ বিদারিতামঃ। নহন্ত্য দূরেপিগজান্ মুগাধিপঃ বিলোল জিহ্বাশ্চলিতাগ্রকেশরঃ।” এবম্প্রকার ভাব সকল আমাদিগের বঙ্গীয় কবিকুলের হৃদয়ে কবে উদয় হইবে?

অভিজ্ঞান শকুন্তলা—পুরাতন কবিকুল শ্রেষ্ঠ কালীদাস বিরচিত সংস্কৃত শকুন্তলা নাটক অনেকে অনেকরূপে মুদ্রিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতক জন নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশিত গ্রন্থে কেবল কতক গুলি বাগাড়ম্বর, অভিধান, ব্যাকরণ সূত্রাদি সম্বলিত টীপপনী দিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক ভাবার্থ প্রকাশে কণা মাত্রও যত্ন করেন নাই। এস্থলে আমাদিগের বলা কর্তব্য যোঁধেই যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি এবং বোধ করি

যথার্থ আন্তরিক ভাব প্রকাশের জন্য কোন বিজ্ঞজন অপরাধ লইবেন না। গ্রন্থাদির টীকা করার ভাবার্থ বিকাশনই প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু এক্ষণের টীকার বা বিষমপদ ব্যাখ্যাকারগণের তাহা দেখা যায় না কারণ ইহাদিগের কেবল আত্ম পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানান্তিপ্রায়ই সম্পৃক্ত প্রকাশ পায়। আমরা আধুনিক যে সমস্ত টীকা ও টিপ্পনী দেখিয়াছি তন্মধ্যে মৃত মহাত্মা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ পণ্ডিত বরের ব্যাখ্যা সকলে সারল্য ও গুণপণায় সম্মত ভূষ্টি লাভ করিয়াছি। তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে যে সমস্ত সম্পৃক্ত বা দুরূহপদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার টীকা দিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ জন্য বিষমপদের ব্যাখ্যা বিষমতর করা হয় নাই; বাস্তবিক ভাব ক্ষুণ্ণিতি যাহাতে হয় তদ্বিষয়েই যত্ন করা হইয়াছে বর্তমান টীকার কারগণকে আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বনে অনুরোধ করি। কালের পরিবর্তনের সহিত অনেক বস্তুর পরিবর্তনাবশ্যক হয় এবং তাহা বুঝিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারেন তাঁহাদিগকেই সুবিজ্ঞ বলিতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় যখন সূত্রপ্রণালীর রচনা প্রচলিত ছিল তৎকালে অনেকে সূত্রে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে সূত্রপ্রণালী অবলম্বন করিলে আর চলে না। টীকার কারগণের বিবেচনা করা কর্তব্য যে এক্ষণে শ্রীহর্ষদেবের “যদশ্ব যাত্রাশ্ব বলোদ্ধূতং রজঃ ক্ষুরং প্রতাপানল ধূমজ্জিম। তদেবগহ্বা পতিতং স্বশাস্বদৌ দধাতি পক্ষীভবদক্ষতাং বিধৌ॥” অপেক্ষা শকুন্তলার “স্বভগ সলিলাবগাহাঃ পাটল সংসর্গ সুরভিবনবাতাঃ। প্রচ্ছায় স্থলভ নিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ॥” ও উত্তর রামচরিতের “স্মরসি স্ততশ্চুতস্মিন্ পর্বতে লক্ষ্মণেন প্রতিবিহিত সপরিয়া স্তস্যোস্তান্তহানি। স্মরসি স্তরসনীরাং তত্র গোদা-

বরীং বা স্মরসিচ 'তদুপাস্তেদ্বাবয়োর্বর্তনানি ॥' পাঠকগণের মনঃ প্রসাদকর। আমরা যে শকুন্তলা খানি উপহার পাইয়াছি তাহা নেপালদেশীয় শ্রীযুক্ত ডমরুবল্লভ পাস্ত পণ্ডিত বরের দ্বারা সংশোধিত ও তৎকৃত রূপ-প্রকাশ নাম টীকা সম্বলিত। টীকার স্থানে স্থানে বাহুল্য দেখা যায় কিন্তু প্রাণ্ডুক্ত পণ্ডিত বর যে এতদগ্রন্থ প্রকাশে যত্ন ও শ্রম করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কাগজ ও ছাপা ভাল হয় নাই এবং বর্ণাশুদ্ধি বহুতর।

### কৌতুক কথা।

কোন লোকবিকে এক জন ধনাঢ্য লিখেন “আমি একখানি কাব্য প্রকাশে ইচ্ছা করি অতএব আপনি একখানি নাটক রচনা করিলে আমিও তাহাতে দুই চারি পঙ্ক্তি দিব এবং নাট্যালয়ে আমার নিজ ব্যয়ে যথেষ্ট সমারোহের সহিত উহার অভিনয় করাইয়া উভয়েই যশোলাভ করিব” কবি ইহার উত্তর এই লিখেন “মহাশয় আপনার প্রলোভনে আমি ভুলিতে পারি না যেহেতু অশ্বকে গর্দভের সহিত যোয়ন ধর্ম্ম সিদ্ধ নহে।” ধনাঢ্য ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিলেন “তোমার সাহস্কার পত্র আমি পাইয়াছি কিন্তু কি সাহসে তুমি আমাকে অশ্ব বলিয়াছ।”

(৭) জহ্ননাথকে মাধব কহিল “হাঁহে তোমার প্রতিবাসিরা বলে যে তুমি নিত্য স্ত্রীর সহিত বিবাদ কর” তাহাতে জহ্ননাথ উত্তর করিল “তুমিও যেমন সে সব মিথ্যা আমি আজ পোণের দিন হলো স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই নি।”

(৮) হিন্দুস্থানীর আচরণ—কোন একজন হিন্দুস্থানী তাহার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া গঙ্গাতীরে

স্নানার্থ যাইলে ঐ সম্ভানটিকে দেখিয়া এক জন বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিল “এ ছেলেটি কি আপনার” হিন্দুস্থানী উত্তর দিলেন “হামারা নেহিতো কি তোমারা” বাঙ্গালী কহিলেন “ছেলেটি ভাল তাই বলছি” এবং হিন্দুস্থানী উত্তর দিলেন “ভালা নেহিতো কিয়াবুরা” হিন্দুস্থানী দোষ লইয়াছেন বিবেচনায় বাঙ্গালী কহিল “আহা বেঁচে থাক” হিন্দুস্থানী কহিল “বাঁচেগানেহিতো মরেগা?”

(৯) এক দিন গরাণহাটায় এক খোলার ঘরে এক জন পাঙ্গরি মুটে মজুর ও সামান্য লোকদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে২ বলিলেন “সময় বহুমূল্য” তৎপ্রবণে এক জন বুদ্ধ সাঁকারি বলিল “হাঁ সময় বহু মূল্য হলে আমার ৭২ বৎসরের দামে আমি রাজা হয়ে যেতুম।”

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গের মান্যবর লেপ্টনন্টগবর্নর বাহাদুর বেঙ্গল গবর্নমেন্টের ব্যবহারার্থ ১৫ কাপি রহস্য সন্দর্ভ গ্রহণানুমতি প্রকাশ করিয়াছেন। রহস্য-সন্দর্ভ এক্ষণে নিঃসহায় হইরাতে এরূপ সাহায্য আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন হুতরাং এবম্প্রকার সাহায্য যাহাতে বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে যত্নের ক্রটি করিব না। অনেক গ্রাহক আমাদিগের পত্রের সহায়তা করণার্থ বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি। অবকাশ মত আমরা ঐ সকল মহাত্মার নাম ও শ্রমের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিব।

# রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব ] প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [ ৭৩ খণ্ড।

রহস্য-সন্দর্ভ সম্বন্ধীয় বক্তব্য সকল।



মরা ইতিপূর্ব কয়েক খণ্ড রহস্য-সন্দর্ভে বিজ্ঞাপন দিয়াছি যে বিদেশস্থ গ্রাহকগণ যেন অবিলম্বে পত্র প্রাপ্তি স্বীকার ও তন্মূল্য প্রেরণ করেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট হইতে মূল্য ও পত্র প্রাপ্তি সংবাদ পাই নাই। পাঠকগণের বিবেচনা করা কর্তব্য যে রহস্য-সন্দর্ভের বর্তমান অবস্থা লাভের নহে সুতরাং ডাক মাসুল দিয়া পত্র সন্দেহ স্থলে পাঠাইতে কি রূপে পারা যায়। আমরা এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি যে অনেক পূর্ব গ্রাহক অতি অসং স্বভাবের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, কেহ চারি খণ্ড লইয়া পরে লিখিয়াছেন যে আর লইবেন না কিন্তু যে সকল খণ্ড লইয়াছেন তাহার যে মূল্য ও মাসুল দেওয়া ভদ্রের কর্তব্য তাহা তাঁহাদের জ্ঞানে আইসে নাই—ছুই এক জন এজেন্ট (আমাদিগের নহে) একাধিক পত্রিকা কিছু কাল গ্রহণান্তে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা একাধিক পত্রিকা লইবেন না একথা প্রথমেই বলিলে তো আমাদিগের মাসুল দিয়া পত্র পাঠাইবার আবশ্যক হইত না। আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে যথার্থ ভদ্র ব্যক্তি ও ধর্ম

জ্ঞান বিশিষ্ট লোক অতি বিরল। অধিক কি আমরা কয়েকটি গ্রাহকের কুব্যবহারে এত বিরক্ত আছি যে কখনও মহাভারতের প্রকাশকের মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় এবং অস্বীকারকারীগণকে পত্র প্রেরণে বিরত হইব স্থির করিয়াছি। দেখা যাইতেছে যে এরূপ লোক অনেক আছে যাহারা দিচ্ছি দেবো করিয়া ও অন্যান্য কৌশল ক্রমে বিনা মূল্যে প্রতারণাবলে পত্রাদি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এক দিবস তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতে ও অপমানিত হইয়া মূল্যাদি দিতে হইবে।—

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমরা আনন্দচিত্তে নিম্ন লিখিত মহাত্মাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই রহস্য-সন্দর্ভের সাহায্যার্থ বিদ্যামোদী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহোদয় অধিক শ্রম করিতেছেন দুর্গাপুরের স্নেহময় শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুস্তোফি মহোদয় আমাদিগের পত্রের গ্রাহক বৃদ্ধি করণার্থ যে রূপ যত্ন করিতেছেন তাহা বর্ণনাতে আমরা তদ্বিময়ে এই মাত্র বলিতে পারি যে রহস্যসন্দর্ভ যত দিন জীবিত থাকিবে ততদিন পাঠকগণের মনে তাঁহারা বিরাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত টি, এন, রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার প্রভৃতি

মহোদয়েরাও রহস্য-সন্দর্ভের জীবন রক্ষার্থ বহু যত্ন করিতেছেন। এই সকল মহাত্মার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ আছি প্রতুপকার করিতে পারিলে সম্ভব হইবে। অপরাপর গ্রাহক মহাশয়েরা পূর্বোক্ত বন্ধ বিদ্যানুরাগী মহাত্মাগণের পথানুবর্তী হইলে রহস্য-সন্দর্ভ চিরস্থায়ী হইতে পারে।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

## ভারতবর্ষের পূর্ববাণিজ্য ও তাহার ফল।

**অ**নেক সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যে বাণিজ্যরূপ সম্পত্তি নিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে তদ্বারা পশ্চিম ভূভাগের কত নগরাদি সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল ও হইতেছে তাহা বর্ণনাভীত। তদ্বিময়ের কিঞ্চিদ্বিৱরণ আমরা এস্থলে লিখিতেছি। পুরাতন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহা একপ্রকার ঐতিহাসিক নিয়ম স্বরূপ হইয়াছে যে ভারতভূমের বাণিজ্য যে নগর বা দেশ দিয়া যখন প্রবাহিত হয় তৎকালে সেই নগর বা দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অধিক কি অতি ক্ষুদ্র নগরাদিও অল্পকাল জন্য ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করিয়া হীনাবস্থা হইতে এত ধন সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিয়াছে যে তাহার স্বাভাবিক ঈশ্বরদত্ত শক্তি দ্বারা সে উচ্চতা লাভ করা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষের বাণিজ্য বলেই পশ্চিম ভূভাগের অনেকগুলি প্রাচীন নগরের উৎপত্তি হয় এবং সেই বাণিজ্য প্রবাহের পথ স্বরূপ হইতেই ঐ সকল নগর অল্পকাল মধ্যে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তদভাবেই পুনর্ব্বার

পূর্ব দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া জগতের চিত্তাকর্ষণে বিরত হইয়াছে।

আরব্য প্রায়-দ্বীপের দক্ষিণ খণ্ড অতি প্রাচীন কালাবধি অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে তদ্দেশবাসীগণের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছিল। ঐ বাণিজ্য দ্বারা আরব্যদিগের শ্রমলালসা, অধ্যবসায়, শিল্প, সাহিত্য, স্তম্ভ, স্বচ্ছন্দাদি এ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ইউরোপীয়গণ আরবদেশকে “স্বথস্থান আরব” বলিত। ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ইউরোপীয় দেশাদিতে বহন করিবার জন্য আরববাসীরা নাবিক-বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হয় ও তাহার উন্নতির সহিত আফরিকার দূরতর স্থান সকলে অধিকার পত্তন করিয়াছিল।

পুরাতন সিরিয়ার বালুকাময় প্রান্তর পাশ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে সকল উন্নতি ও বহু সমৃদ্ধি শালী-স্থান নয়নপথে পতিত হইত তৎসমস্তের সৌভাগ্যের কারণ কি? কামধেনু স্বরূপা ভারতভূমির বাণিজ্য লাভেই ঐ সকল নগরাদি পুষ্টতা প্রাপ্ত ও বলবীর্জ্য সম্পন্ন হইয়াছিল ও সেই বাণিজ্যভাবেই পরে শ্রীহীন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। ঐ বাণিজ্য পালমিরা নগরীকে প্রথমে যুগ্ময়াবস্থায় প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালে প্রস্তরময়ী অপেক্ষাও মূল্যবতী রাখিয়া যায়। অদ্যাবধি পালমিরার ধ্বংসাবশিষ্ট যে ভগ্ন প্রাসাদাদি দেখিয়া পথিকগণ চমৎকৃত হয়েন সেই সমস্তের বাক্য নিষ্ফুরণ ক্ষমতা থাকিলে কি বলিত? তাহারা মুক্তকণ্ঠে কহিত “রত্নপ্রসবা ভারতের বাণিজ্য লক্ষ্মীর স্থলিত মণিদানেই মরুভূমের এই সকল উন্নতি হইয়াছিল সেই লক্ষ্মীর স্থানান্তর গমনেই এস্থান হতশ্রী হইয়াছে।”

ভূমধ্য সাগরতীরবর্তী ফিনিসিয়ান জাতি সকল ভারতের বাণিজ্য সাক্ষাৎরূপে সম্ভোগ করিতে পায়

নাই। অপরের দ্বারা হিন্দুস্থানের দ্রব্যজাত তাহা-  
দিগের হস্তে পড়িত এবং তাহারা ঐ সমস্ত দেশ-  
দেশান্তরে বহন করিত। পরোক্ষে ভারতের বা-  
ণিজ্যে লিপ্ত থাকাতে ফিনিসিয়ানদিগের যে উন্নতি  
হইয়াছিল তাহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠেই বিশিষ্ট  
রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। যে তেজে টায়ারবাসীগণ  
বিনা সাহায্যে স্ববলে মাসিডনাধিপতি আলেক-  
জণ্ডারের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করে তাহা ঐ বাণি-  
জ্যোদ্ভূত। সূক্ষ্মদর্শী আলেকজণ্ডার তাহা বুঝিয়া  
ছিলেন এবং ঐ বাণিজ্যশ্রোতবহনের অপর একটি  
পথ করণাভিলাষেই আলেকজণ্ডিয়া নগর স্থাপন  
করেন। হিন্দুস্থানের বাণিজ্য গমনাগমনের পথ  
পরিবর্তিত হইবাতে ফিনিসিয়ানগণের সৌভাগ্যশ্রী  
যে স্বপ্নাপগমের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছিল তাহা  
অজ্ঞাত নহে। আলেকজণ্ডার নীলনদমুখবর্তী তৎ-  
স্থাপিত নগরকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য লইয়া যাইবার  
পথ স্বরূপ করণার্থ এত যত্নবান হইয়াছিলেন যে  
তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। নেয়ারকসকে  
অর্ণবপোত সমূহ দিয়া প্রেরণ করা এই নিমিত্তই  
হইয়াছিল এবং ঐ অর্ণবপোত সমস্তের নির্বিঘ্নে  
রক্তসাগর দিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওন সং-  
বাদ শ্রবণার্থ আলেকজণ্ডার এত উৎসুক হইয়া-  
ছিলেন যে নেয়ারকসের আগমন সংবাদ পাইয়া  
তিনি আনন্দবাষ্পাকুল লোচনে কহিয়াছিলেন  
“আমি দেবরাজের সপথ করিয়া বলিতেছি যে এই  
সংবাদে আমি যে রূপে সন্তুষ্ট হইয়াছি সমস্ত  
আসিয়ার অধিকারী হইলেও তত হইতাম না।”  
আলেকজণ্ডিয়া নগর ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ  
বাণিজ্যে অল্পকাল মধ্যে একরূপ সমৃদ্ধিশালী হয়  
যে তাহার প্রভায় অন্যান্য নগর সমস্ত মলিন-  
তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অধিক কি বহুকীর্তিময়ী মিসর  
দেশের নগরাদিকে নিষ্পন্ন করিয়াছিল। পরে

আলেকজণ্ডিয়া রোমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবাতে  
যদিও তাহার প্রভুত্ব না ছিল ও রোমের অধীন  
হইয়াছিল তথাপি ভারতের বাণিজ্য বলে রোমান  
সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক রাজধানী স্বরূপ ছিল  
এবং বসতি সংখ্যা, শোভা, ও বিভবাদি সম্বন্ধে  
রোমের তুল্য কক্ষ ছিল।

রোমান সাম্রাজ্য শ্রীহীন ও ছিন্নভাবাপন্ন হইলে  
আরবীয়েরা মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মানুসরণ পূর্বক  
বহুদেশ জয় করিয়াছিল এবং ভারতের সমস্ত বা-  
ণিজ্য হস্তগত করায় কালিফদিগের রাজপাট বোগ-  
দাদ নগর একরূপ বিভব লাভ করে যে আলেক-  
জণ্ডিয়া রোম ও আথেন্সের সৌভাগ্য একক তাহা-  
তেই বর্ত্তিয়াছিল। হিন্দুস্থানের বাণিজ্যেই উক্ত নগ-  
রকে বলে অপ্রতিহত, বাণিজ্যে অদ্বিতীয় ও বিদ্যায়  
অতুল্য করিয়াছিল। মহম্মদীয় সাম্রাজ্য ছিন্ন হই-  
বাতে ভারতের বাণিজ্য প্রবাহ ত্রিধারায় বিভক্ত হয়,  
তন্মধ্যে এক ধারা রক্তসাগর হইয়া আলেকজণ্ডি-  
য়াতে যাওয়ায় ঐ নগর পুনর্ব্বার মস্তকোন্নত করে;  
দ্বিতীয় ধারা সিরিয়া দিয়া যাইবাতে সিরিয়ার পুন-  
রুন্নতি ও তত্রত্য দুই একটি শ্রীহীন প্রাচীন নগর  
পূর্ব সৌভাগ্যের কিয়দংশ পুনঃ প্রাপ্ত হয়; এবং  
অপর ধারা কাম্পিয় ও কৃষ্ণসাগর হইয়া ইস্তাম্বুলে  
যাইয়া ঐ নগরের বিশেষ উন্নতি সম্পাদন করিয়া-  
ছিল। যখন ইউরোপ খণ্ডে ভারতবর্ষীয় শিল্পাদির  
বহুতর ব্যবহার হইতে লাগিল, তখন স্থলপথে  
প্রেরিত (প্রচলিত) বাণিজ্যে সকলের অভাব মোচন  
ও অভিলাষ পূরণ হওয়া দুষ্কর হইল। সেই সময়ে  
ভিনিস নগরীয়েরা অর্ণবজানোপরি আলেকজণ্ডিয়া  
একর ও ইস্তাম্বুল হইতে ভারতীয় বাণিজ্য ইউ-  
রোপে বহনারম্ভ করিল এবং তাহাদ্বারা অল্প বল  
ভিনিসনগর যে রূপ উন্নত হইয়াছিল তাহা অনে-  
কেই জানেন। ভিনিসের সৌভাগ্য প্রভায় ইউ-



রোপীয় সমস্ত নগর জ্ঞান করিয়া ঐ নগরকে এরূপ উন্নত করিয়াছিল যে মহা মহা রাজাগণও ভিনিসের আমন্ত্রণে আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিতেন। ভিনিসের সহিত পূর্বীয় বাণিজ্যের দ্বারস্বরূপ আলেকজান্দ্রিয়া, একর ও ইস্তাম্বুল দৃঢ় সংবন্ধ থাকাতে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি সমস্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য জন্য নূতন পথ-বিষ্কারে যত্ন করিতে লাগিল। পোর্তুগাল বাসীদিগের দ্বারা ঐ পথ প্রথমে যে রূপে আবিষ্কৃত হয় এবং তৎকালে লিসবনের যে সৌভাগ্যোদয় ও ভিনিসের অবনতি হয় তাহা অপ্রচারিত নহে। পোর্তুগালের পর হলান্ড, তৎপরে ডেনমার্ক ও পরিশেষে ইংলণ্ড ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করিয়া যে পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন তন্নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিখিতে বিরত হইলাম।

এস্থলে আমরা বর্তমান ভারতবাসীদিগের আচরণ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া নিবৃত্ত হইতে পারি না। হায় যে ভারত ভূমি ইউরোপ, আসিয়া ও আফরিকার প্রাধান্য প্রদানের মূল কারণ ছিল, যাহার স্বাধীনতা ও সমুন্নতাবস্থায় জগতের অধিকাংশে সাঁওতাল অপেক্ষাও অসভ্য লোক বাস করিত ও যাহার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান নীতি শাস্ত্রাদি বিষয়ক উন্নতিকে অদ্যাবধি ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ অনেকাংশে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন নাই, সেই ভারত ভূমিকে দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য লোক সভ্যতাহীনা জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের এজ্ঞান মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ না থাকাতেই জন্মিয়াছে, নচেৎ কখনই সম্ভবে না। তাঁহারা ইউরোপায় সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের সভ্যতার উন্নতি সাধনোপায় দেখিতে পান না, আর তাহাতে যে কত আনন্দ তাহাও বুঝিতে পারেন না। অনেকে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ও ভাষা-

দির ব্যবহার ও অনুশীলনে দিনপাত করেন এবং বলেন দেশায় ভাষায় কি আছে যে দেখিব ও দেশীয় পরিচ্ছদাদির ব্যবহারে তাঁহাদিগের লজ্জা করে। তাঁহাদিগের ইত্যাদি রূপ বাক্যে আমরা কেবল তাঁহাদিগের বুদ্ধির ভ্রম দেখিয়া দুঃখিত হই। কোন এক খানি গ্রন্থ সহধর্মিণী স্ত্রীর সহিত এক স্থানে বসিয়া পাঠ করিলে যদি স্ত্রী ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন ও স্বামিকে বিশ্রাম দিবার জন্য স্বয়ং কতক কতক পাঠ করেন তাহা হইলে কি আনন্দের বিষয় হয়? মাতৃভাষা উন্নত না হইলে এরূপ আনন্দ লাভ করা হয় না—বিজাতীয় ভাষার সম্যক রসাস্বাদন করা অনায়াস সাধ্য নহে। আমরা এবিষয়ের কারণাদি প্রদর্শন করিয়া বহু সময়াপব্যয় করার প্রয়োজন বিবেচনা করি না। আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে এরূপ লোক অনেক আছে, যাহারা স্বদেশীয় সামান্য কবিগোলাদিগের কবিতা ও রামায়ণ মহাভারত পাঠে ইউরোপীয় হোমার, ডেণ্ট, সক্ষপির ও মিলনটনের রচনা পাঠাপেক্ষা তৃপ্তিলাভ করেন (পূর্ববাক্য ভারতে সক্ষপিরাদি কবি সদৃশ কবির অসম্ভাব ব্যঞ্জক বিবেচনা করা না হয়)। সহস্র লোকের প্রশংসা সঙ্গেও নিকট আত্মীয়ের কৃত প্রশংসা যে রূপ মনের অভূতপূর্ব আনন্দদান করিতে পারে, মাতৃভাষায় প্রকৃতিত রসভাব সকল সেইরূপ হৃদয়প্রফুল্ল করে। বিজাতীয় ভাষায় সেরূপ হয় না, কারণ তাহার প্রতিলোকের স্নেহ থাকে না। বালকের অক্ষুট কথা শ্রবণে সকলেরি আনন্দ হয়, কিন্তু ছেলেটি নিজের হইলে ঐ আনন্দ কত অধিক হয়, তাহা পুত্রবান মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। একটা সুন্দর ভবন দেখিয়া সকলেরি নয়নরঞ্জন হয়, কিন্তু ভবনস্বামী উহা দেখিয়া যে রূপ দার্শনিক ও আন্তরিক স্তুতি ভোগ করেন সে রূপ কাহার হয় না। অতএব যে

স্থলে আপনার বলিয়া স্নেহ থাকে সেন্থলে বিশেষ আনন্দ লাভ করাই জগতের রীতি । যাঁহারা ভারতের নানা দোষ দেখেন তাঁহাদিগকে আমরা অনু-রোধ করি যে ভারতের গুণভাগ অনুসন্ধান করুন তাহা হইলেই চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় ভারতের গুণাবলিতে দোষ সমস্ত নিমজ্জন করিবে । বিদেশীয় (স্নেহে অনাবদ্ধ) হইয়াও সর উলিয়মজোন্স ভারতে আগমন কালে আরব্য সাগরে উপনীত হইয়া বেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহারই বাক্যে আমরা নিম্নে লিখিতেছি এবং বোধ করি তৎপাঠে পাঠকগণের মধ্যে অনেকে ভারতের মহিমা বুঝিতে পারিবেন ।

সর উলিয়ম জোন্স বঙ্গদেশে আগমন কালে আরব্য সাগরে পোত উপনীত হইলে পোত প্রেরকের টিপ্পনী দেখিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার সম্মুখে ভারতবর্ষ রহিয়াছে, পূর্বের পারস্য দেশ আছে ও পোতের পশ্চাৎভাগস্থ পতাকাবলী আরব্য বায়ু দ্বারা দোহুল্যমান হইতেছে । এই সকল দেখিয়া তাঁহার মনে যে হর্ষোদয় হইয়াছিল তাহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—“এই সময় আমার হৃদয়ে যে অসাধারণ আনন্দ উদয় হইল তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না—যে আসিয়া মনুষ্য বুদ্ধি বা বীর্যের প্রসবিনী, স্বভাব সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা, বহুবিধ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আচার, ব্যবহার ও ভাষা দ্বারা নানালঙ্কারে ভূষিতা সেই আসিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে আপনাকে উপনীত জ্ঞান করিলাম এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কীর্ত্তি ও বীর প্রসবিনী স্থান দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করণার্থ উৎসুক হইলাম ।”

## পত্রবাহক কপোত ।



আমরা বিশ্ব নিয়ন্তার সৃষ্টি কোশলের প্রতি যতই নিরীক্ষণ করি ততই তাঁহার নৈপুণ্য দর্শনে চমৎকৃত হই, ততই তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ও করুণার প্রমাণ আমাদের নয়ন ও মনের গোচর হয় । জগদীশ্বর জগতে যে সমস্ত তরু, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সৃজন করিয়াছেন তৎসমস্তই জগতের মঙ্গলার্থ তাহার কোন সন্দেহ নাই । যদিও আমরা অনেক বস্তু দেখি যাহার উপযোগিতা কিছুই অনুভব করা যায় না তথাপি এরূপ বিবেচনা করা অকর্তব্য যে ঐ সকল বস্তু নিরর্থক সৃষ্ট হইয়াছে । মনুষ্য দ্বারা অনেক বিষয়ের তদ্বানুসন্ধান করা না হইবাতে বহু জ্ঞান অপ্রকাশিতাবস্থায় আছে এবং অনেক বিষয়ের হ্রাহততা বশতঃ মনুষ্যে তাহার শীঘ্র মীমাংসা করিতে পারে না । অতএব যে সকল সৃষ্টির জগৎ সম্বন্ধে উপযোগিতা দেখা যায় না তৎসমুদায়কে নিস্প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া এই স্থির করা কর্তব্য যে আমরা তাহার উপকারিত্ব অদ্যাবধি বুঝিতে পারি নাই । উপরে যে একটী কপোতের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম পত্রবাহক কপোত । কপোত কুলের অধিকাংশের বিশেষ উপকারীত্ব যে রূপ অজ্ঞাত ইহারও উপযোগিতা সেই রূপ

অজ্ঞাত ছিল। ঘটনা ক্রমে এই কপোতের গুণ লোক সমাজে পরিচিত হইবাতেই ইহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কপোত যে স্থানে থাকে সে স্থান এত উত্তম রূপে চিনিতে পারে যে উহাকে স্থানান্তরে লইয়া শূন্যমার্গে উড়ীন করিলেই নিজ বাসস্থান ঠিক করিয়া তথায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। এই গুণ দেখিয়া পূর্বে লোক নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব, ও প্রণয়ীদিগকে ইহার দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতেন এবং তদ্বারা ক্রমশঃ ইহার দূর ও বেগ-গামীত্ব জ্ঞাত হইয়া লোক ইহা দ্বারা অতি দূর দেশেও পত্র প্রেরণ করিতেছে।

আমাদিগের গৃহ পালিত কপোত কুলের মধ্যে বোধ হয় পত্রবাহক কপোতই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আমাদিগের কৰ্ম্মোপযোগী—(যাহা জানা আছে)। এই জাতীয় কপোত দীর্ঘে প্রায় ১৩। ১৪ ইঞ্চি উর্দ্ধে ছয় ইঞ্চি, পুচ্ছ সাত ইঞ্চি, পদ ২।১০ ইঞ্চি, পদের অধিক ভাগই প্রায় খালি চর্ম্মাকৃত অস্তি ও অল্পাধিক পক্ষাকৃত; পক্ষাণ্ড পুচ্ছাপেক্ষা লম্বা, চঞ্চু প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি, নাশারন্ধ্র অল্প ক্ষীত, চক্ষু কৃষ্ণ-সার-রক্তবর্ণ। আমরা প্রায়ই ইহাকে প্রকৃত বোগদাদ ও ওলানের সহিত ভ্রম করিয়া থাকি কিন্তু উক্ত জাতীর সহিত বোগদাদ বা ওলানের অনেক প্রভেদ আছে বোগদাদের চঞ্চু ইহা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ লম্বা ও নাশারন্ধ্রের মাংশ এরূপ পরি-বর্দ্ধিত ও ক্ষীত যে আমরা তাহাকে “ফুল” বলিয়া থাকি বাস্তবিক প্রায় একটা গোলাপ পুষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং চক্ষের পার্শ্ববর্তী চর্ম্মখণ্ড (বা ফেরা) ও এরূপ বর্দ্ধিত যে তাহাও ক্ষুদ্র পুষ্প মালাবৎ দৃষ্ট হয়। ওলানের চঞ্চু প্রায় ইহাদের অর্দ্ধ লম্বা হইয়া থাকে ও চক্ষের মাংশ খণ্ড প্রায়ই বোগদাদাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে কিন্তু এই জাতীর চক্ষের উপরের চর্ম্মখণ্ড এরূপ অল্প যে

কোচকা মাত্রই নাই হুতরাং আমরা তাহাকে ফেরা নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এই বাহক জাতী এতদ্বেশে গৃহবান (“গেরোবান”) নামে বিখ্যাত এবং ইহার গুণ বলিতে গেলে প্রধান গুণ যে অতি দূরদেশ হইতেও ইহারা এরূপ পূর্ব বাসস্থান নির্ণয় করে যে তাহা কখন অশ্রু জীব মাত্রে সম্ভবে না ও তাহার পর এত দ্রুত গমন করে যে তাহাও অশ্রু পক্ষীকুল দুর্লভ। ইহা অনায়াসে একদিনের পথ এক ঘণ্টায় গমন করিতে পারে এবং সামান্যরূপ শিক্ষিত হইলে দুই দিনের পথ ১ ঘণ্টায় যাইতে পারে। ইহারা এত প্রভু-বশব্দ ও ইঙ্গিত লক্ষক যে এতদ্দেশে গৃহবান সকল প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে উর্দ্ধে, নীচে প্রভুর মতে উড়িতে থাকে ও ইঙ্গিত মাত্রে পক্ষ রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে পতিতও হয়। এই জাতীর উত্তমাদম বিচারে এতদ্দেশে প্রথমে চক্ষুর চোট বড় বিচার করিয়া থাকে কিন্তু ইহার যথার্থ বিচার উড়ান—দ্রুত বাহুল্যে ভাল ও তদ-ভাবে মন্দ, আমাদিগের মতে বিচারযুক্তি হয়। এই পত্রবাহক কপোত অতি পুরাতন কালাবধি ইউরোপ ও আশিয়া খণ্ডে জানিত হইয়া আসি-তেছে এমন কি ইলিয়স সাহেব বলেন যে টরাস্থি-নিস গ্রিক রাজ্যের ওলিম্পিক গেম নামক মেলার জয় সংবাদ এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা তাহার পিতৃ সম্বন্ধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়েই ইংলণ্ডেও যে এই পারাবতের ব্যবহার ছিল তাহা-রও প্রমাণ পাওয়া যায়, টাইবরণে যে সকল লোক ফাঁসি যাইত তাহার সংবাদাদি লগুনে এই কপোত আনিত, এবং আলিপো নগরে যে “ইংলণ্ডীয় তুরক্ষ কোম্পানি” নামে এক দল বণিক ছিল তাহা-দের অর্গব জানের সংবাদ সকল এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা আলিপো নগরে প্রেরণ করিয়া ইংরাজেরা বিলক্ষণ লাভালাভ করিতেন। গত

ক্রীষ্টাঙ্গের ফ্রান্সো প্রুশিয়ান মহাযুদ্ধের সংবাদাদি এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা প্যারিশ মহানগরে প্রেরিত হইত ।

টেলিগ্রাফের সংবাদ অতি সংক্ষেপে আইসে কিন্তু পত্রবাহক কপোত দ্বারা প্রেরিত সংবাদে সে দোষ ঘটে না যেহেতু অশুল কাগজে তিনশত শব্দে একখানি চিঠি লিখিলেও কপোত তাহা অনায়াসে লইয়া যায় । বাহুল্যে সংবাদ প্রেরণার্থ সংবাদটী প্রথমে বড় করিয়া এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া তাহার কটগ্রাফ যন্ত্রদ্বারা ছবিলইয়া এই কপোতের পক্ষে ঝুলাইয়া ছাড়িয়া দিলে সেই কপোত এক ধ্যানে উড়িয়া নির্দৃষ্ট স্থানে আসে এবং নির্দৃষ্ট ব্যক্তি সেই পত্র লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া মর্ম্মগ্রহণ করে ।

এই পত্রবাহক কপোত আমাদিগের গৃহপালিত কপোতের ন্যায় দুইটী অণ্ড প্রসব করে এবং অন্যান্য গৃহপালিত কপোতাপেক্ষা ইহাদের শাবকোৎপাদিকাশক্তি কোন প্রকারেই ন্যূন নহে বরং অনেকা-পেক্ষা অধিক ।

পত্রবাহক কপোতের গতির রেগের যে প্রমাণ গুলি নিম্নে দিতেছি তাহা সকলেরই বিচিত্র বোধ হইবে কিন্তু এতৎ সমস্ত বাস্তবিক ঘটনা কিছু মাত্রও কল্পিত নহে এবং ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়াই সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ টেগেটমিয়ার এই কপোতের দ্রুত-বার্ত্তাহবত্ব তাড়িত বার্ত্তাবহের তুল্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ক্রীমিয়ার যুদ্ধকালে সম্মিলিত সেনা দ্বারা সিবার্টপুল দুর্গগ্রহীত হইলে তৎসংবাদ গালী অন্তরূপ হইতে কলম্বোতে পত্রবাহক কপোত দ্বারা তাড়িত যন্ত্রে প্রেরিত বার্ত্তার পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছিল । সম্প্রতি কুর্টলপালেসে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে ব্রসেল হইতে ৭২টী কপোত মধ্যাহ্নকালে ছাড়া হয় এবং উৎকণ্ঠ তাড়িত

যন্ত্রযোগে সেই সংবাদ প্রেরিত হয় । লণ্ডনে কুর্টলপালেসে প্রথম কপোতটী টেলিগ্রাফের ২ মিনিট পূর্বে আসে ।

## স্কটলণ্ডে রাজার উকীলের যে বিশেষ ব্যবহার আছে তাহার কারণ ।

অধীশ্বর প্রথম চারল্‌সের রাজ্যকালের কিয়ৎকাল সার টমাস হোপ স্কটলণ্ডের রাজউকীল ছিলেন এবং যদিও তিনি স্বয়ং বিচারপতির পদ কদাচ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি তাঁহার বিশেষ আনন্দাভাব ছিল না, যেহেতু তাঁহার তিন পুত্র বিচারপতি হইয়াছিল ও তন্মধ্যে তন্মায়ীটী পরে প্রধান বিচারপতি হয় । সার টমাস হোপের তুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানো ব্যক্তির নিজ পুত্রগণের সমক্ষে বিচারকালে টুপি খুলিয়া বস্তুতা করা অযোগ্য বিবেচনায় আদালত হইতে তাঁহাকে আজ্ঞা হয় যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে মস্তক আবৃতও করিতে পারিবেন । এই আজ্ঞা প্রচারাবধি স্কটলণ্ডের যত রাজউকীল সকলেই টুপি না খুলিয়া বস্তুতা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং অদ্যাবধি ঐ ক্ষমতা তাঁহাদিগের বজায় আছে । এইরূপে অনেকানেক নিয়ম, যাহার কোন প্রয়োজন নাই এবং যাহা কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ কারণ জন্য চলিত হয়, তত্তৎ কারণভেদে জীবিত থাকে ।

## লোভী উকীলের উপযুক্ত ব্যবহার ।

নেক আদালতে অনেক সদ্ব্যক্ত ও সুবিবেচক উকীল আছেন যাহারা কি অর্থাৎ শ্রমের টাকা পাইলে সন্তুষ্ট হয়েন এবং মোকদ্দমা যথার্থ কি আরোপিত তদ্বিষয়ে কোন বিবেচনা

করেন না। এতদ্বিষয় দুই এক জন উকীল এরূপও দেখা যায় যাঁহারা এত অর্থ প্রিয় যে কখনও দো-তরফা কি গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে প্রথমোক্ত শ্রেণীর এক জন উকীলের যাহা ঘটয়াছিল তাহা প্রথমে লিখিতেছি পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা বলিব। একদা লণ্ডনের কোন সুবিখ্যাত অর্থ পিচাশ উকীলের নিকট এক চোর যাইয়া তাঁহাকে কহিল যে তিনি তাঁহাকে রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিতে পারিলে পর্যাপ্ত পুরস্কার দিবে। উকীল ঐ চোরের মোকদ্দমা বিচার কালে অর্থলোভে প্রাণপন করিয়া তাঁহাকে নির্দোষী সাব্যস্ত করিল। এই রূপে ফাঁসি হইতে রক্ষিত হইলে চোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ঐ উকীলের ভবনে যাইয়া তাঁহাকে ২৫০০ টাকা দিল। উকীল সম্মুখ হইয়া চোরকে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইলেন এবং সে দিবস তাঁহার আলয়ে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন চোর সম্মত হইয়া তাঁহার ভবনে শয়ন করিল। মধ্য রাত্রে চোর উঠিয়া উকীলের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ও মুখে কাপড় দিয়া রাখিয়া সর্বস্ব হরণান্তে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা এস্থলে কহিতেছি—কোন লোভী উকীল এক মোকদ্দমায় দুই তরফায় ফি লইয়া কোন তরফেই না দাঁড়াইয়া বিচার কালে আদালত হইতে প্রস্থান করেন। ঐ দুই তরফের মধ্যে বাদী মোকদ্দমা হারিয়া উকীলের গৃহে যাইল এবং তাঁহাকে ফি ফিরোত দিতে কহিল, উকীল উত্তর করিলেন “ফি ফেরোত কেন দিব তোমার ইচ্ছা হয় আদালতে জানাও।” এই বাক্যে বাদী কহিল যে আদালতে যানাইতে হইলে তিনি আর যাঁহাকে ফি দিবেন সে ব্যক্তির নিকট আবার ফি ফেরত পাওয়া দায় হইবে অতএব তিনি আদালত সাক্ষী করিয়া আসিয়াছেন ও বিচার অবিলম্বে

হইবে। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি নিজ বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে দুইটা পিস্তল বাহির করিয়া উকীলের বক্ষে লক্ষ করিয়া কহিল “যদি ফি দেহ তো ভাল নচেৎ তোমাকে মারিব।” উকীল আশ্বে ব্যস্তে তাহার টাকা ফেলিয়া দিলেন ও সে ব্যক্তি প্রস্থান কবিল।

## ফিজির বিবরণ।



মহম্মদ আকবর শাহ যদিও বাল্যকালাবধি “কতলে ফিরাঙ্কাফেরান” মতানুসারে শিক্ষিত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার নিজ উন্নতচিত্ত সেই মতের অনুগামী হইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বাবলম্বীগণের প্রতি অত্যাচারে প্রবর্ত্ত হয় নাই। তিনি সকল ধর্মের লোককে সমান ব্যবহার করিতেন এবং তিনি নিজ ধর্ম স্থির করণার্থই হউক বা জ্ঞানলাভেচ্ছাতেই হউক, যথেষ্ট যত্নের সহিত বিজাতীয় ধর্ম সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন। খ্রীষ্টধর্মের জ্ঞানলাভার্থ আকবর শাহ যে পোর্তুগাল হইতে এক জন খ্রীষ্টধর্ম যাজককে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ধর্মের তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যে তিনি বহুবায় ও যত্ন করিতেন তাহার প্রমাণ পুরাবৃত্তে অনেক দেখা যায়। অন্যান্য ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা সহজেই সকল হইয়াছিল কিন্তু প্রথমতঃ হিন্দুধর্মের কিছুই করিতে পারেন নাই যেহেতু হিন্দুগণের ধর্মতত্ত্ব শ্লেচ্ছাদির নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে আকবর শাহ হিন্দুধর্ম জ্ঞানলাভ করিবার জন্য যে কৌশল করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আকবরশাহ যখন ভয়, মৈত্রতা, ও প্রলোভনাদি দর্শাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম প্রকাশে লওয়াইতে পারিলেন না তখন তিনি নিজ সুবিখ্যাত অমর্ত্য

আবুলফজলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে কোন সূত্রে এক জন মসলমানকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সকল পাঠ করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আবুলফজলের ভ্রাতা ফিজিকে (যে তৎকালে অল্প বয়স্ক বালক ছিল) শিখাইয়া পিতৃ মাতৃ হীন বালকরূপে কাশীতে প্রেরণ করেন এবং তথায় কৌশলক্রমে ফিজির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এক জন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তাহাকে পরিবার মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যখন ফিজি ১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হইল ও তৎকালীন কাশীতে প্রচলিত শাস্ত্র সমস্ত অধ্যয়ন করিল, তখন অধীশ্বর তাহাকে নির্বিঘ্নে আনয়নের আয়োজন করিলেন। ফিজির শিক্ষাগুরুর একমাত্র কন্যা ছিল ও ঐ কন্যার প্রতি তাহার আশক্তি জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ঐ আশক্তি বুঝিয়াছিলেন ও ফিজির অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য্যে সম্মুগ্ধ থাকাতে তিনি তজ্জন্ম দুঃখিত না হইয়া বিশেষ আত্মদাদিত হইয়াছিলেন এবং ফিজিকে কন্যার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করেন। ফিজি এই ঘটনায় উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, প্রণয়পাশ ছিন্ন করাও সহজ নহে অথচ শিক্ষাগুরুর ধর্ম নষ্ট করা অত্যন্ত অধর্ম; কি করেন পরিশেষে ব্রাহ্মণের চরণাগত হইয়া বহু বিনয়ের সহিত আপন বৃত্তান্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে নিজ কক্ষ হইতে এক ছুরিকা বাহির করিলেন এবং তদ্বারা নিজ প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। ফিজি তাঁহার হস্ত ধরিয়া কাতরতার সহিত কহিল “আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আত্মঘাতী হইয়া আমাকে একেবারে অনন্ত পাপে মগ্ন করিবেন না এখনও যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে বলুন আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিব আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।” এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ বাম্পাকুল

নয়নে কহিলেন “তুমি যদি আমার দুইটি বাক্য রক্ষা কর তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব না ও তোমার অপরাধ মার্জনা করিব” ফিজি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইবাতে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন “তুমি কখন বেদের অনুবাদ করিয়ো না এবং হিন্দুর ধর্ম মন্তাদি কাহাকে বলিয়ো না।”

ফিজি তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন ও আকবরকে কি বলিয়াছিলেন ও কি বলেন নাই তাহা বিশেষে জানিবার উপায় নাই কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্থির বলা যাইতে পারে যে তিনি কিম্বা অপর কোন মুসলমান দ্বারা বেদ অনুবাদিত হয় নাই।

## ভ্রমণকারী ।

উরগো আসি আসরে, স্বর্ণময় বীণা করে,  
বাক্‌দেবী কমলবাসিনী ।  
ডাকিছে অকৃতি দাস, পুরাংগো অভিলাষ,  
আনি সাথে কল্পনা সঙ্গিনী ॥  
প্রবাস বর্ণন ছলে, অবচায়ি সকৌশলে,  
কবিতা কুহুম অভাজন ।  
পূজিবেগো মা তোমার, পদকোকনদাকার,  
দেহ আত্মা এই আকিঞ্চন ॥  
দূর কলিকাতা বঙ্গে, পূত বারাণসী সঙ্গে,  
পঞ্চাশত যোজন অন্তর ।  
ন্যূনে অর্দ্ধমাস পথ, এল লৌহবর্ত্তে রথ,  
দুইদিনে বাম্পে করিভর ॥  
রঞ্জনের ছটাপরি, অপ্রাচী দিকসুন্দরী,  
প্রকাশিল প্রফুল্ল বদন ।  
ধরি অরুণ বরণ, দিলেন শতকিরণ,  
শিরে তার সিন্দূর যেমন ॥



শূন্যে রজোরাশি তুলি, পরে আইল গোখুলি,  
 স্ববাসে আসিল গবী সব ।  
 অস্তগত দিনমণি, আনন্দ সময় গণি,  
 উচিহ্না তুলিল ঝিল্লিরব ॥  
 গোম্পদের ধূলাদল, পুনঃপ্রাপ্ত ধরাতল,  
 উঠিয়া গোগৃহ ধুমাবলী ।  
 কাটিয়া শিশির ভার, উঠিতে না পারি আর,  
 পোরে মাঠ বাট কুঞ্জস্থলী ॥  
 সমাগতা সন্ধ্যাধনী, শিরে শোভে শুক্লমণি,  
 তমোময় বসন পরিয়া ।  
 উড়িল জোনাকি দলে, প্রেমবাতি নিরমলে,  
 তরুদল দেহ সাজাইয়া ॥  
 হেনকালে বাষ্পযানে, রাজঘাট নাম স্থানে,  
 উত্তরিয়া পাশ্ব একজন ।  
 অদূরে বিরাজমানা, জাহ্নবী নদী প্রধানা,  
 অগ্রসরি করে দরশন ॥  
 তামসী নবমী-রাত্র, দৃষ্টিগত নদীমাত্র,  
 আর সর্ব্ব তিমিরে আবৃত ।  
 দীপ প্রতিবিন্ধজলে, স্থানে মাত্রজলে,  
 সলিল হিল্লোলে আন্দোলিত ॥  
 তরঙ্গিণী পারহেতু, তরিদলে বদ্ধ সেতু,  
 দেখিয়া সন্মুখে বিদ্যমান ।  
 বিলম্ব না করি আর, পাশ্ব তাহে হয়ে পার,  
 প্রবেশিল কাশীপুণ্য স্থান ॥  
 পরে রাজপথ ধরি, চলে যথা গোদাবরী,  
 ইতিপূর্বে ছিলা বিরাজিতা ।  
 এবে যার দেহোপরে, রাজপথ শোভা করে,  
 শাশকগণের বিরচিতা ॥  
 পথভ্রমে দেহ শ্রান্ত, অপ্রশস্ত পথে শ্রান্ত,  
 পাশ্বরাতে ভ্রমিতে লাগিল ।  
 পঙ্গাপুত্র একজন, নিকটে আসি তখন,  
 বাসবাটী দেখাইয়া দিল ॥

ভ্রমের হইল ভঙ্গ, অলসে অবস অঙ্গ,  
 বিশ্রামের বিলম্ব না সয় ।  
 প্রস্তুত ছিল আহার, খাইয়া কিঞ্চিৎ তার,  
 পাশ্ব গেল শয়ন আলয় ॥  
 পথের ভ্রমের পর, বিশ্রাম যে স্থখকর,  
 বর্ণেতে করিব কি বর্ণন ।  
 কটুরসে কসায়িত, রসনায় সুবাসিত,  
 সুরসের সংযোগ যেমন ॥  
 রোদনান্তে শ্রান্ত দেহ সন্তান যেমন ।  
 জননীর ক্রোড় পেলে শান্ত হয় মন ॥  
 সেইরূপ আজি পাশ্ব নিদ্রার অঙ্কেতে ।  
 ভুলিল ভ্রমের স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতিতে ॥  
 অবোধে রজনী ধনী হইল নিঃশেষ ।  
 মঙ্গল আরতি শব্দে পূরিল প্রদেশ ॥  
 উঠিল দেবমন্দিরে দামামার ধ্বনি ।  
 মধুর মুসলী আর ঘণ্টা ঠনঠনী ॥  
 সচকিতে উঠি পাশ্ব বাহিরেতে যান ।  
 অমনি অরুণ আভা দেখিবারে পান ॥  
 প্রাণপতি দিননাথে পাইয়া স্মৃতিতে ।  
 সম্ভাসিছে প্রাচী যেন সহস্র মুখেতে ॥  
 তরুণ অরুণ জ্যোতিঃ পরশি আকাশ ।  
 বিমানে করিছে নানা রঙ্গের প্রকাশ ॥  
 প্রাতঃক্রিয়া সারি পাশ্ব সহস্রঙ্গীগণ ।  
 হেরিতে নগর শোভা করেন গমন ॥  
 পুলকিত হেরি শত শঙ্কর মন্দির ।  
 পাষাণে নিখিত দেহ স্বর্ণময় শির ॥  
 দেখিল মন্দির দেহে ভাস্করের কাজ ।  
 চিত্রপট পারিপাট্য দেখি পায় লাজ ॥  
 কি কবে জাহ্নবী তট শোভা এই জন ।  
 বিশ্বকর্মা দেখিলেও বিমোহিত হন ॥  
 শত শত চারু ঘাট সোপান সহিত ।  
 পাষাণ রচিত নানা সৃসাজে সজ্জিত ॥

দূরেতে তরণীময় স্বেতু দেখা যায় ।  
পরেছে তটিনী যেন কুসুমমালায় ॥  
ইত্যাদি বিবিধ শোভা করি দরশন ।  
সুখেতে করিল পাশ্চ দিবস যাপন ॥  
রজনীর আগমনে গৃহেতে আসিল ।  
দেবার্চন সঙ্ঘ ঘণ্টা নিনাদ শুনিল ॥  
ক্রমে নাগরিকগণ স্বকার্য্য সারিয়া ।  
শয়ন করিল নিজ গৃহেতে আসিয়া ॥  
সুনিবীড় তমোময় গভীর রজনী ।  
লভিছে বিরাম সুখ সুশান্ত ধরণী ॥  
দিনের বিবাদ দুঃখ কলহ ক্রন্দন ।  
ভুলেছে বিশ্রাম সুখে ভবে জীবগণ ॥  
ছুরাচার পাপমতি পাপীর হৃদয়ে ।  
বিগত হয়েছে পাপ স্মৃতি এসময়ে ॥  
শোকাকুল তাপিজন বিদগ্ধ অন্তরে ।  
বিরাজে বিস্মৃতি এবে নিদ্রাদেবী বরে ॥  
চারিদিক্ স্তব্ধ অতি শব্দ নাহি হয় ।  
নিজে যেন শাস্তিদেবী হলেন উদয় ॥  
ক্ৰোধেতে লইয়া যত সন্তান সন্ততি ।  
সুখেতে ঘুমাল যেন বসুমতী সতী ॥  
সকলি বিশ্রাম সুখে সুখী এসময় ।  
এবে কেন পাশ্চ আঁখি উন্মিলত হয় ॥  
উঠেছে বিরহানল তাহার অন্তরে ।  
বিরাম পাইয়া মন ছটফট করে ॥  
দিবসেতে ইতস্তত দেখি যোগেযোগে ।  
ভুলিয়াছিল প্রবাসী স্নেহ অনুরাগে ॥  
নিশিতে হয়েছে পাশ্চ এখন নির্জন ।  
স্নেহের নিগড় তারে করেছে বন্ধন ॥  
দূরেতে আছেহে যত প্রাণপ্রিয়জন ।  
স্মৃতিভরে দেখিতেছে তাদের বদন ॥  
ইচ্ছিতেছে পেয়ে পক্ষ পক্ষীর সমান ।  
উড়িগিয়া ফুড়াইতে তাপিত পরাণ ॥

## শিব ডেগণ পাগোড়া ।



মরা পূর্ব পত্রে সিংহলের প্রা-  
চীন দেবালয়ের চিত্র প্রকাশ  
করিয়াছি এবং পাঠকগণের  
নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি-  
লাম যে সাবকাশ মত অন্যান্য দেশীয় দেবালয়ের  
চিত্র এই পত্রে প্রচার করিব । বর্তমান খণ্ডে  
ঐ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ রেঙ্গুনের শিবডেগণ নাম  
দেব মন্দিরের (পাগোড়া) চিত্র প্রকাশ করিলাম  
বোধ করি পাঠকগণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ।

যে দেশে যে দ্রব্য সুপ্রাপ্য সে দেশে সেই  
দ্রব্য বহু বিষয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বঙ্গদেশে  
ইষ্টক নিৰ্ম্মাণোপযোগী অবলুকাময় মৃত্তিকা অনা-  
য়াসে লভ্য বলিয়াই এতদ্দেশের গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ  
ইষ্টক দ্বারা হইয়া থাকে; প্রস্তর বা কাষ্ঠে করিতে  
গেলে ইষ্টকাপেক্ষা বহু ব্যয় পড়ে । উত্তর পশ্চি-  
মাঞ্চলে মৃত্তিকা বহু-বালুকাপূর্ণ তজ্জন্ম ইষ্টক  
নিৰ্ম্মাণ করা তথায় সহজ ব্যাপার নহে, তথায়  
ইষ্টকাপেক্ষা প্রস্তর অল্প মূল্যে প্রাপ্য বলিয়া তথা-  
কার অটালিকাদি প্রস্তর দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয় । রেঙ্গুনে  
কাষ্ঠ অনায়াস-লভ্য তজ্জন্ম তথায় কাষ্ঠের ব্যব-  
হার বহু পরিমাণে হইয়া থাকে । রেঙ্গুন বাসীরা  
কাষ্ঠের দ্বারা দুর্গ, আবাস মন্দির প্রভৃতি অনেক  
অনেক নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং কাষ্ঠের কার্য্য  
এত পারিপাট্যের সহিত করে যে অপর কোন  
স্থানে সে রূপ হয় না । রেঙ্গুন বাসীগণের আবাস,  
বিপণি অতিথিমালা, দেবপুরী প্রভৃতি অধিকাংশ  
যদিও কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত তথাপি তদ্বারা নগরের এক  
রূপ বিশেষ শোভা সম্পাদিত হয় । তাহাদিগের  
হস্তাঙ্গাদির ছাদ সকল এদেশীয় ছাদের ন্যায় সমতল  
নহে বহুবিধ চুড়া ও অসমতল ভাবাপন্ন অলঙ্কা-

## শিবভোগ পাগোডা।



রাদি দ্বারা পরিশোভিত থাকতে প্রাসাদ গুলি অতি মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। রেঙ্গুনের স্থানবিশেষ কাঠময় অট্টালিকাতে এরূপ শোভিত যে আমরা তাহা দেখিলে দেব পুরীর ভাব মনে উদয় হয়।

অত্র পত্রে যে চিত্রটি প্রদত্ত হইল তাহা রেঙ্গুনের একটি পুরাতন ও উৎকৃষ্টতর দেব মন্দিরের চিত্র। এই মন্দিরকে রেঙ্গুন বাসীগণ শিবভোগ পাগোডা নামে কহে এবং ইহাকে বহু যত্নে ও ভক্তির সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনতিকাল পূর্বে এই পবিত্র মন্দিরের অগ্র চূড়া ভগ্ন হইবাতে ব্রহ্ম-

দেশের বর্তমান রাজা বহুব্যয় ও সমারোহের সহিত সেই স্বর্ণময় চূড়া যথাস্থানে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় প্রধান কমিস্ত্রনর বাহাদুর ইডেন সাহেব সেই সমারোহ কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

## নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

কায়স্থ নৃপ।—অর্থাৎ “যবনাধিকারের পূর্বে যে কায়স্থ বংশোদ্ভব নৃপতিগণ রাজত্ব করেন এবং

যাঁহার। ইদানীন্তন রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ” এই গ্রন্থে নূতন কিছুই নাই। রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থ কৌস্তভে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কায়স্থ জাতি শূদ্র নহে একপ্রকার ক্ষত্রিয়বর্ণ সেই মত পোষকের নিমিত্ত, উহার দ্বিতীয়খণ্ডে কায়স্থ নৃপতি-গণের যে নামের তালিকা আছে তাহা অবিকল এই পুস্তিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল নৃপতি-গণের নাম আইন আকবরীর মত সম্মত। পূর্বে এই প্রস্তাবটী গ্রন্থকার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এফণে বঙ্গবর্গকে বিতরণের নিমিত্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ বিষয়ক। প্রিন্স অব ওয়েলস্ মহোদয় পীড়িত হইলে কতিপয় শ্লোকে ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, দেবতাগণের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের এতদ্ অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য দেশহিতকর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

সর্ব্বমোদতরঙ্গিণী।—৬ নীলরতন হালদার প্রণীত। এই গ্রন্থখানি চিরঞ্জীব ভট্টরূত, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর আদর্শে রচিত হইয়াছে যথা গ্রন্থকার কৃত শ্লোকে লিখিত আছে।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী বিরচিতাপূর্ব্বং যথাপণ্ডিতৈঃ  
পঞ্চোপাস্তিবিবাদভঞ্জনকৃতে গোরেশ্বরস্ব্যাজয়া।  
সর্ব্বমোদতরঙ্গিণী খলু তথাসম্পাদিতা সাম্প্রতং  
নানাজাতি বিবাদভঞ্জনকৃতে ধর্ম্মোপদেশায়চ ॥

চিত্তরঞ্জিকা।—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। একখানি নানাবিষয়িণী কবিতাবলী। গ্রন্থকার প্রতি বিষয়ের শীর্ষদেশে একটী করিয়া ইংরাজী কবিতা

উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি ইংরাজী কবিতার উত্তমরূপ রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তরঞ্জিকা প্রকৃত চিত্তরঞ্জিকা করিতে পারেন নাই। তাঁহার কবিতা পাঠে বোধ হয় তিনি রচনা করিতে ক্রমে অভ্যাস করিলে স্বেচ্ছাকৃত হইতে পারিবেন।

কবিতাকুসুমমালা। প্রথমভাগ।—শ্রীব্রজসুন্দর রায় কর্তৃক প্রণীত। ইহাতে বালকের পাঠোপযোগী কতিপয় কবিতা আছে। বালকের পাঠ্য গ্রন্থ নির্দোষ হওয়া আবশ্যক, নতুবা নিম্নলিখিত কুকবিতা পাঠে, স্বকুমার মতি বালকবৃন্দের, কোন ফল দর্শিবার সম্ভব নাই যথা—

“বিদ্যাধেন স্তবিনয়, বিনয়ে-পাত্রতা;  
পাত্রতায়ধনদেয়, ধনে—ধার্ম্মিকতা”

চণ্ডী। এ পর্য্যন্ত মূল সংস্কৃত হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত হয় নাই, সেই অভাব পূরণার্থ এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত এই অভিনব বাঙ্গালা চণ্ডী, অতি স্নমধুর সরল পদ্যে অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন।

চমৎকার চম্পু। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা পুরাণ প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা আমরা “চমৎকার” নাম শুনিয়া এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া, কএক পংক্তি মাত্র পাঠ করতঃ যথার্থ চমৎকৃত হইলাম। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন বুঝি স্নমধুর রচনা পাঠে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে—তাহা নহে—এই বলিয়া চমৎকৃত হইলাম যে আপন স্বভাবের ভাবান্তর না হইলে কোন ব্যক্তির স্বনামে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হওয়া অসম্ভব। এখানি কাব্য কি নাটক কিছুই বুঝা গেল না। ইহার ক্ষুদ্র ইংরাজী ভূমিকায়, গ্রন্থকার আপন পরিচয় দিয়াছেন, তৎ পাঠে তিনি যে ইংরাজী ভাষায় কিঞ্চিৎ

জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না, সে যাহা হউক বাঙ্গলা রচনা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে বোধ হইয়াছিল,—কিন্তু তাহা ও বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক বালকের রচনা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট এবং মধ্যে দুই একটি কবিতা অল্প পুস্তক হইতে অপহরণ করা হইয়াছে যথা।

৬৫ পৃষ্ঠায়—“অতিশয় দূরদেশ বাস্কব বিহীন।

বিষাদে বিদরে বুক বদন মলিন॥”

ইহা “ট্র্যাবলারের” বাঙ্গলা অনুবাদের প্রথম দুই পংক্তি। আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি যে এতাদৃশ গ্রন্থ রচয়িতা এককালে লেখনী পরিত্যাগ করুন, নতুবা বাঙ্গলা ভাষার আর নিস্তার নাই।

লক্ষ্মণ-বিবাসন—এই গদ্য গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ মজুমদারের প্রণীত। ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের জানকী পরিত্যাগের পর হইতে তাঁহার লক্ষ্মণকে বিবাসনান্তে ভ্রাতৃত্ব সহিত শরীর ত্যাগ পর্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা মন্দ নহে, পাঠকগণের দর্শনার্থ আমরা এই গ্রন্থের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

“পর দিবস রজনী প্রভাত হইমাত্র দিগবলয় অরুণ দেবের তরুণ ময়ূখ মালায় পরম রমণীয় বেশ ভূষায় বিভূষিত হইল। দিবাচর পশু পক্ষী সমুদায় প্রফুল্লাস্তুঃকরণে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। মরাল, সারস, কলহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীরা অব্যক্ত মধুর তান লয়-স্বরে যেন, জগৎ-পাতা জগদীশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। স্নানীতল-মারুত-হিল্লোলে, বনস্পতি শ্রেণী অঙ্গ-দোলাইয়া যেন প্রকৃতি দেবীর পদানত হইতে লাগিল। এতদবসরে রঘুকুল শেখর রামচন্দ্র নৈমিত্তিক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন।” গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ

উত্তম এবং মূল্যও অনধিক নিরূপিত হইয়াছে।

আর্য্যাশতকম্—একশত সংস্কৃত আর্য্যা চন্দ্রের শ্লোকে সম্পন্ন এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের রচয়িতা বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। কুলীন কুলসর্দস্ব, রত্নাবলী, শকুন্তলা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকগুলি ইহারই কৃত এবং তৎসমস্ত পাঠেই সকলে এই গ্রন্থের গুণাগুণের কতক অনুভব করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কবিত্ব যেরূপ তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ যদিও সংস্কৃত ভাষার রচিত তথাপি (ভাষার গুণেই হউক বা যত্নের বলেই হউক) তাহার কবিত্বশক্তির পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আর্য্যাশতকের শ্লোকগুলি যদিও নানা বিষয়িনী ভাবাত্মক ও পরস্পর অসংলগ্ন তথাপি এরূপ কৌশলে পর পর সম্মিলিত যে তাহা এক প্রকার সংলগ্ন বলিলেও বলা যায়। শ্লোক সকলের সম্মিলেই বিশেষ চাতুর্য্য ও পরিমার্জিত রচনার (পছন্দ) পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক যমকালঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর ও সরল। আর্য্যাশতকের উৎকর্ষ পাঠকগণকে বিদিত করণার্থ নিম্নে তিনটি শ্লোক ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদ দিলাম।

“কবিতাকমলবিকাশে সবিতাকবিরেবনাপরঃকশ্চিৎ।

ধরণীধারণকার্য্যে শেবাৎ কোন্যসমর্থোভূৎ ॥৬॥

এমামুর্ধৈববার্তা নস্বধা বস্বধাতলে স্থলভ্যেতি।

নবরস রসিকজনাশ্রোতৃত্ত্বভারতী যদত্রান্তে ॥ ৭ ॥

লেখনি খনিরসিলোকে কবিকর কলিতাস্ববর্ণরত্নানাম  
স। স্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কত্রী চাধোমুখীভূয় ॥ ৮ ॥”

অস্বার্থ।

কবিতাকমলপ্রসুটনে কবিই দিনকর অপূর

কেহ নহে, যথা পৃথিবী ধারণ বিষয়ে বাস্তবিক ভিন্ন কে পারক হইয়াছিল? অমৃত জগতে দুঃপ্রাপ্য এই কথা সত্য নহে যেহেতু নবরসরসিক কবি মুখ-নিশ্চিত বাক্য এখানে আছে। হে লেখনি কবি-দিগের কর দ্বারা উদ্ধৃত কবিতারূপ স্বর্ণরত্নাদির তুমিই খনি আর সেই তুমি অধোমুখী হইয়া পরা-ভিললাষ পূরণকারিণী হইয়াছ।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—এই গ্রন্থখানি খণ্ডশঃ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম খণ্ড, যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, অতি উত্তম কাগজে ও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা সুবিখ্যাত ইংরাজি “আনালস আফরাজস্থান” নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইতেছে এবং অনু-বাদকর্তা বিশেষ যত্নে লিখিতেছেন। লেপ্টেনেন্ট করনেল টড সাহেব মূল ইংরাজি গ্রন্থখানি বহু তদ্বানুসন্ধান, শ্রম ও যত্নের সহিত লিখিয়াছি-লেন। তিনি অনেককাল রাজস্থান প্রদেশে কার্য্য বশতঃ থাকাতে তত্রত্য প্রাচীন ইতিহাস, প্রশস্তি-পট্ট, অনুশাসন, রাজগণের কুলজী প্রভৃতি পুরাত্ত সংগ্রহের মূল প্রমাণ সঞ্চয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। উইলসন, জোন্সাদি সাহেবগণ সংস্কৃতভাষায় অধি-কারী হওনার্থ যে প্রকার অনন্য মনে যত্ন করিয়া-ছিলেন টড সাহেবও রাজস্থানের ইতিহাসাহরণে একাগ্র চিত্তে শ্রম করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থখানি রচনা করেন। এক্ষণে অনেকে তাঁহার অনেক ভ্রম দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে ভ্রমের জন্য আমরা তাঁ-হাকে দুঃখিনা যেহেতুক বহু কার্য্য করিতে হইলেই লোকের ভ্রম ঘটে আর কোন কৰ্ম্ম না করিলে তাহা ঘটে না। করনেল টড সাহেব যে গ্রন্থ লিখি-য়াছেন তাহা সামান্য লোকের দ্বারা করণীয় নহে এবং তিনি যদি তাহা না লিখিতেন তবে অদ্যাবধি ঐ গ্রন্থের সদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইত কি না সন্দেহ।

ভারতবাসীদিগের রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক তদ্বারা কেবল চিত্তবিনোদই হয় একরূপ নহে, তৎপাঠে মন বিশেষ উন্নত হয়। আত্মগৌরবই সকল উন্নতির মূল আত্মগৌরব না থাকিলে কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি আত্মগৌরব হীন তাহার কোন শ্রীকর্ষ্য করিতেই লজ্জা বোধ হয় না, আর লজ্জার ভয়ে সে কখনই অধ্যবসায়, যত্ন ও শ্রম সহকারে আত্ম মান রক্ষা করে না, সুতরাং আত্মগৌরব না থাকা জন্য তাহার কিছু মাত্রও উন্নতি হয় না। এজিনকোর্ট, জেনি, পোই-টিয়ার্স ওয়াটারলু প্রভৃতি সংগ্রাম ইংরাজগণ কি গুণে জয় করিয়াছিল? নেপোলিয়ানের সুবিখ্যাত ওলড্ গার্ডগণ কি কারণে ছুর্ব্বার হইয়াছিল? রোমান লিজন দ্বারা সমস্ত ইউরোপ পরাজিত হইবার হেতু কি?—এসকলেরই মূল আত্মগৌরব! চিরকালার্জিত জাতীয় আত্মগৌরবের অনুরোধেই ইংরাজগণ পূর্ব্বোক্ত সংগ্রাম সময়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতঃ জয়ী হয়েন; পূর্ব্ব অর্জিত বীরবশঃ (আত্ম-গৌরব) রক্ষার্থই ওল্ডগার্ডগণ রণে পৃষ্ঠ দেখাইতে পারিত না; পুরুষপুরুষানুক্রমে জয় দ্বারা লব্ধ যে আত্মগৌরব চ্যুত হইতে না পারিয়া রোমান সেনা-নারা জগৎ জয় করিয়াছিল। সেইরূপ এই পুরা-বৃত্ত পাঠে আমরা দেশীয় পূর্ব্ব সৌর্য্যাদির ভূরি ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হই এবং তদ্বারা আমাদের মনের বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। পূর্ব্ব ভারত-বাসীগণের সৌর্য্য, বিদ্যাদির বশে যে জগৎব্যাপ্ত ছিল তাহা এতদগ্রন্থ পাঠেই বিলক্ষণ জানা যায়। ঐ সকল মহৎ মহৎ প্রমাণ দর্শনে আমাদের কি মনের উন্নতি হয় না? আমাদের কি বিদ্যা, শিল্প, বলাদির উন্নতিসাধনে যত্ন হয় না? অবশ্যই হয়—আর ইহাতে না হইলে আর কিসে হইবে? রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পৃথুরাজের সভাসদ সুবিখ্যাত



চন্দ্র কবিরূত “চন্দ্রবরদেল বা পৃথুরাওরাস” গ্রন্থে অনেক প্রাপ্তব্য। এতদ্বিম্ব রাজাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ও অনেক পুরাতন আছে কিন্তু তৎসমস্ত বঙ্গীয় ভাষায় না থাকাতে সাধারণের পাঠের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আর যাঁহারা পড়িতেও পারেন তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ সহজে পান না। চাঁদ কবির জীবন যথেষ্ট অনুসন্ধানীয় যেহেতু তিনি অতি স্বকবি ছিলেন এবং পৃথুরাজের আদ্যোপান্ত বিবরণ তৎ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্বিম্ব তাঁহার নিজ ইতিহাস পাটলীপুত্রের ইতিহাসের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধ আছে।

আলোচ্য অনুবাদের সর্বদ্বন্দ্ব স্তম্ভ হইয়াছে বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে টড সাহেবের ভ্রম সমস্ত (যাহা দেখা গিয়াছে) শোধন করতঃ ইহাতে নিবদ্ধ করিলে বড়ই উত্তম হয়।

ভর্তৃহরি কাব্য। বিবিধ সংস্কৃত চন্দ্রে বিরচিত। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত। এই গ্রন্থের রচনা আমাদের অতীব প্রীতিকর বোধ হইল। গ্রন্থকার সংস্কৃত চন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করাতে পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন, তাহা নিম্ন লিখিত পদাবলী দৃষ্টে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন।

### মালতীচন্দ্র।

অবনি-মণি-অবস্তী-রাজরাজেশ্বরে  
প্রমদ-বিপিন মধ্যে, চারুসিপ্রা তটান্তে,  
রতি জিনি রমণীয়া, বেষ্টিতা আলি-বৃন্দে,  
ধবল উপল মধ্যে রাজিতা রাজরাণী। ১।

### উপজাতিচন্দ্র।

অতঃপরে ভর্তৃহরি ক্ষিতীশ,  
প্রীতি প্রফুল্লোজ্জ্বল পাটলাক্ষ,  
ভেজঃপ্রভা ব্যক্ত সহস্র আশ্রয়ে,  
ক্রীড়া-বনে আগত সেইখানে। ২৩।

ইতিপূর্বে সংস্কৃতচন্দ্রে—“চন্দ্রকুম্ভ” এবং “ললিত কবিতাবলি” নামক দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে “ভর্তৃহরিকাব্য” উৎকৃষ্ট ইহার চন্দ্রগুলি সংস্কৃতের স্থায় কেশমল ও মধুর হইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে যে “ভর্তৃহরি” সংগীত হইয়া থাকে, গ্রন্থকার তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই অভিনব কাব্য রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার, বিক্রমাদিত্যের সহোদর ভর্তৃহরি, এবং নীতি শৃঙ্গার এবং বৈরাগ্য শতক প্রণেতা ভর্তৃহরি, দুই জন পৃথক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি, কেন না বৈরাগ্য শতকের পঞ্চম শ্লোকে ভর্তৃহরি যখন অর্থের নিমিত্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন\* তখন তাঁহাকে রাজভ্রাতা বা রাজা বলা সুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। অপর ভর্তৃহরি, চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র। এই চন্দ্রগুপ্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের চারি কামিনীর পাণি পীড়ন করেন। তাহাদিগের নাম ব্রাহ্মণী, ভানুমতী, ভাগ্যবতী, এবং সিন্ধুমতী। এই চারি জনের গর্ভে বররুচি, বিক্রমার্ক (বিক্রমাদিত্য) ভট্টী, এবং ভর্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন।

\*উৎপাতং নিদ্রিশঙ্কয়াক্ষিতিলং ধ্রুতা গিরেদধাতবে।  
নিষ্ঠীর্ণঃ সরিতাং পতি হৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।  
মন্ত্রারাদন তৎপরেণ মনস। নীতাঃ অশানেনিশাঃ।  
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোপিন ময়া তৃষ্ণেধুনা মুঞ্চ্যাম্। ৫।

# রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [ ৭৪ খণ্ড।

## রাজা মানসিংহের বঙ্গ ও বেহার শাসন।



সবেহারের সুবাদার ভিজিয়ার থানের যত্নে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সত্ৰাট্ আকবর তাঁহার পুত্র সলিমের শ্যালক রাজা কিনোর মানসিংহকে বঙ্গ ও বেহারের শাসন কর্তৃত্ব নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে রাজা মানসিংহ পেসবারে আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাতে পাটনার শাসক সৈয়দখাঁ তাঁহার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বঙ্গ ও বেহারের শাসনার্থ আঞ্জাকৃত হয়েন ও মানসিংহকে সম্বরে বঙ্গে আগমন করিতে অনুমতি প্রেরণ করা হয়। মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় আগমন করিয়া শুনিলেন যে হাজিপুরের জমিদার পূরণমল্ল চৌধুরী দেশের বিশৃঙ্খল ভাব দেখিয়া বহু অর্থ ও সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং এপ্রকার প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়াছে যে তাহা সামান্য ভূম্যধিকারীর থাকা অসম্ভব। যে বিদ্রোহ প্রযুক্তি বঙ্গখণ্ডকে এতাবৎ কাল বিশৃঙ্খল ভাবে রাখিয়াছিল তাহা নষ্ট করিতে মানসিংহের নিতান্ত বাসনা ছিল এবং পূরণমল্লের আচরণের কথা শুনিবামাত্র অবিলম্বে সৈন্যে হাজিপুরে গমন

করিলেন। তাঁহার আগমনে পূরণমল্ল নিজ দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে সত্ৰাটের সেনা সংখ্যা বিস্তর স্ততরাং ভীত হইয়া অবনত ভাবে প্রস্তাব করিলেন যে রাজা মানসিংহ মার্জনা করিয়া তাঁহার জমিদারীর অধিকার তাঁহাকে দিলে তিনি নিজ সৈন্য সকল ত্যাগ করিবেন এবং অনেক অর্থ ও সমস্ত হস্তী সত্ৰাট্কে উপঢৌকন স্বরূপ দিবেন। মানসিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ধন ও হস্তী সমস্ত সত্ৰাট্ সমীপে প্রেরণ করায় আকবর শাহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া রাজাকে এক খানি প্রশংসা পূর্ণ পত্রের সহিত একটা খেলাত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাটের কতকগুলি মোগল কর্মচারী যশোহর পর্য্যন্ত নুতদরাজ করাতে মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে তাহাদের শাসনার্থ প্রেরণ করেন। সত্ৰাট্ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া অত্যাচারী সেনাগণ দলভগ্ন হইয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করাতে জগৎসিংহ তাহাদিগের শস্তাগার হস্তগত করেন ও ৫৫টী হস্তী গ্রহণ করিয়া সত্ৰাট্ সদনে প্রেরণ করিলেন।

মানসিংহ বঙ্গের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বিবেচনায় বেহারেই অবস্থিতি করিতেন এবং সৈয়দখাঁকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ টণ্ডাতে রাখিয়াছিলেন। সেই সময়েই রোটারের সুবিখ্যাত দুর্গ

সম্পূর্ণ সংস্করণ করা হয়। মানসিংহ তৎসম্মুখে একটি উচ্চ প্রস্তরময় তোরণ নির্মাণ করেন যাহার কিয়দংশ অদ্যাবধি বর্তমান আছে। উক্ত রাজা তথায় নিজ বাস জন্য একটি স্বরম্য হস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং জলাধার সকল সংস্কৃত ও একটি পারশ্ব প্রণালীর উত্তম উদ্যান সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ আফগানগণের হস্ত হইতে উড়িষ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করেন ও বেহারের সৈন্যসমস্ত ভাগলপুরে সংগ্রহ করিয়া বর্ধমানে উপনীত হয়েন। ভাগলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি সৈয়দখাঁকে বঙ্গীয় সেনা সমস্তের সহিত কাটোয়া হইয়া বর্ধমানে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ধমানে উপনীত হইয়া মানসিংহ সৈয়দখাঁকে অনুপস্থিত দেখিয়া হতোদ্যম হইলেন। সৈয়দখাঁ রাজাকে সংবাদ দিলেন যে সৈন্য সংগ্রহ করার বিলম্ব হইবাত্তে তিনি দেখিলেন যে বর্ধা সম্মুখে আগত সেনা লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করায় নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকাত্তে তিনি টণ্ডা হইতে যাত্রা করেন নাই বর্ধার শেষেই যাত্রা করিবেন। সৈয়দ রাজাকেও বর্ধমানে শিবির স্থাপনা করিতে অনুরোধ করাতে মানসিংহ অগত্যা জাহানাবাদে ছাউনি করিয়া রহিলেন। বঙ্গীয় আফগানদিগের অধীশ্বর কতলু খাঁ এই সময়ে জাহানাবাদের ২৫ ক্রোশ দূরস্থ ঢেরপুরে একদল সেনা প্রেরণ করিয়া তৎপার্শ্বস্থ দেশ সকল লুট করিতে আরম্ভ করাতে জগৎসিংহ একদল সেনার সহিত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা নিকটস্থ এক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় আফগানগণ চাতুরী করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সে অভিপ্রায় ছিল না—নূতন বলের আগমন প্রতীক্ষা করাই তাঁহাদিগের অভিষ্ট ছিল এবং

নূতন সেনার আগমনে এক দিবস রাত্রে অকস্মাৎ জগৎ সিংহের শিবিরাক্রমণ করিয়া অনেকের প্রাণ নষ্ট করিল ও স্বয়ং কুমারকে বন্দী করিয়া বিম্বস্তপুরে লইয়া গেল। এই জয়লাভ করিয়া আফগানগণের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ও আনন্দের সীমা থাকিল না এবং রাজা মানসিংহ পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ও অপমানে বিষমভাবাপন্ন হইলেন—কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। সত্ৰাটের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কতলুখাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্রগণ অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকাত্তে আফগানগণ জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার দ্বারাই সন্ধিসংস্থাপনে যত্নবান হইল। মানসিংহ দেখিলেন তখন বর্ধা আছে ও যুদ্ধাদি উত্তমরূপে করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সন্ধি করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সম্মতি পাইয়া কতলুখাঁর পুত্রগণ খাজিইসা নামক তাহাদিগের পিতৃ অমাতেয় সহিত মানসিংহের শিবিরে আগমন করিয়া সন্ধি দ্বারা এই স্থির করিল যে উড়িষ্যার আধিপত্য তাহাদিগের থাকিবে, মুদ্রা ও দলীল সমস্ত সত্ৰাটের নামে হইবে এবং জয়সিংহকে জগন্নাথের মন্দির ও তাহার দেবত্র সকল প্রদত্ত হইবে। এই সন্ধি সাক্ষরিত হইলে মানসিংহ সমাদরের সহিত কতলুখাঁর পুত্রগণকে খেলাত প্রদানান্তে বিদায় দিয়া স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যদিও সত্ৰাট এই সন্ধিতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই তথাপি তাহা অগ্রাহ্য করেন নাই এবং যে পর্যন্ত খাজিইসা জীবিত ছিলেন সে পর্যন্ত আফগানগণের সহিত কোন বিরোধ হয় নাই। দুই বৎসর পরে খাজির পরলোক গমনে আফগানগণ জগন্নাথের মূল্যবান দেবত্র সকল পুনরধিকার করিবার মানসিংহ কুপিত হইয়া আফগান নিঃশেষ করণে কৃতসংকল্প হইলেন ও তৎক্ষণাত্ অমুমতি লইয়া ১৫৯২

খ্রীষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ড দিয়া বেহারের সেনা সমস্ত মেদিনপুরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উৎকৃষ্ট যোদ্ধা-গণের সহিত পোতারোহণে তথায় চলিলেন ও পথে বঙ্গীয় সেনার সহিত সৈয়দকে সমভিব্যাহারে লইলেন ।

আফগানগণ এই সকল আয়োজনে ভীত হইয়া তাহাদিগের সমস্ত সেনা সংগ্রহ করতঃ স্ববর্ণরেখা নদী পার হইয়া বিপক্ষ সেনাগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । দুইদলে কিছুকাল জয় পরস্পরের সম্মুখে থাকিয়া অল্প-যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে আফগানগণ নদীপার হইয়া জয় সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল । সত্ৰাটসৈন্য অতি কৌশলে সন্নিবেশিত ছিল এবং বিপক্ষ দল নিকটবর্তী হইলে সম্মুখস্থিত তোপসকল এরূপ কৌশলে ব্যবহৃত হইল যে আফগানগণের হস্তী সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া স্বপক্ষের দিকে ধাবমান হইল । কিন্তু আফগানগণ তাহাতেও হতোদম না হইয়া সত্ৰাটসৈন্যের উপর পড়িল এবং সমস্ত দিন সংগ্রামের পর বহুবল দ্বারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল । মানসিংহ শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া পর দিবস জলেশ্বর অধিকার করিলেন । এই যুদ্ধে সৈয়দ খাঁ মানসিংহ লক্ষ্যশে ঈর্ষান্বিত হয়েন ও কিছু না বলিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে টাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । সৈয়দের এতৎ আচরণে মানসিংহ নিরুদ্যম না হইয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে কটকে (যাহা রামচাঁদ নামক তদ্রূপ জমিদারের অধিকার ছিল ও যাহা পুনর্নির্মিত হইয়া সারংঙ্গগড় নাম প্রাপ্ত হয়) পলায়ন করিতে বাধিত করেন এবং ঐ দুর্গ সেনা দ্বারা বেটনপূর্বক তাহা হস্তগত করার অনুমতি দিয়া স্বয়ং জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন । জগন্নাথ দর্শনান্তে প্রত্যাগমন করিয়া মান সিংহ দেখিলেন যে

দুর্গ গ্রহণের কোন উপায়ই হয় নাই, সুতরাং রামচাঁদ ও আফগানদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । ঐ সন্ধি দ্বারা আফগানেরা সমস্ত হস্তী মানসিংহকে দেয়, সত্ৰাটের অধীনতা স্বীকার করে, রামচাঁদস ত্রাটকে কর প্রদানে সম্মত ও কটকের জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হয়েন ।

এই জয় লাভের পর মানসিংহ আফগানদিগের নিকট হইতে গৃহীত ১২০ হস্তী সত্ৰাটের নিমিত্ত প্রেরণ পূর্বক স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবর্তন করিয়া\* রাজ মহলে বঙ্গবেহার ও উড়িষ্যার রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিলেন এবং নগরটিকে ইষ্টক-ময় প্রাচীরে বেটন ও তথায় একটা উত্তম রাজ ভবন নির্মাণ তাঁহার দ্বারাই করা হইয়াছিল । বেহারে প্রত্যাবর্তন কালে রাজা নিজ পুত্র জগৎ সিংহকে যথেষ্ট সেনার সহিত উড়িষ্যার ধারে রাখিয়া আসিলেন এবং ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কটকের রাজা রামচাঁদ সন্ধির নিয়ম পালনে বিমুখ হইবাতে পুনর্ব্বার সত্ৰাট সেনা উৎকলে প্রবেশ করে । এই সময়েই আফগানগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করে এবং ভূগলির নিকটস্থ বাঙ্গলার রাজ বন্দর সপ্তগ্রাম লুট করে । জগৎ সিংহ কটকে প্রবেশ পূর্বক সূভাল, খেরগড় প্রভৃতি দুর্গ রামচাঁদের হস্ত হইতে জয় করিলে রাজা মানসিংহ সসৈন্যে উপনীত হইয়া রামচাঁদের অপরাধ ক্ষমা করণান্তে পুনর্ব্বার দৃঢ় রূপে সন্ধি সম্বন্ধ করিলেন ।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সত্ৰাটের অপ্রাপ্ত ব্যবহার ফুলতান খুসরো নামক পৌত্র উৎকলের স্ববাদার কৃত হইলে এবং কিয়দংশ রাজস্ব তাঁহাকে জাইগীর

\*এই নগরের পূর্ব্ব হিন্দু নাম রাজ গৃহ ছিল, পরে রাজ মহল নাম হয়, মানসিংহ ইহার নাম রাজমহল দেন ও পরিশেষে নগরের উন্নতি ও সৌভাগ্য রক্ষি হইবাতে ইহাকে আক্বের নগর বলা হইত ।

ও তাঁহার ৫০০০ সেনার বেতন জম্ম প্রদানে আজ্ঞা হইলে মানসিংহ তাঁহার অধীনে প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃত হইলেন ও সৈয়দ বেহারের সৈন্যধ্যক্ষ পাইলেন। এই বৎসরে মানসিংহ সত্ৰাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আকবর শাহ তাঁহাকে বিশেষ রূপে আদর ও মান প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুচবেহারের অধিপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করণান্তে সত্ৰাটের প্রজাত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার আত্মীয় পাশ্চাত্তী ভূপতিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করাতে তিনি নিজ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক মানসিংহকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন। মানসিংহ জিহাজ খাঁকে পর্যাপ্ত সেনার সহিত তাঁহার অনুকূলে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন এবং জিহাজ খাঁ বিদ্রোহীগণকে দূর করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে মুক্ত ও নিৰ্ব্বিঘ্ন করতঃ বহু জয় লব্ধি সহিত বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহ দক্ষিণ দেশ জয় করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মানসিংহকে এই আজ্ঞা প্রদান করেন যে বঙ্গের রক্ষার্থ আবশ্যক মত সেনা তাঁহার প্রতিনিধির হস্তে রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত আগরায় গমন করেন। এই আজ্ঞানুসারে মানসিংহ বঙ্গ ছাড়িয়া গেলে বঙ্গে পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্বলিত হয়। উৎকলের আফগানগণ একত্রে মিলিত হইয়া মৃত কতলুখাঁর পুত্র ওসমান খাঁকে সিংহাসনাধিরূঢ় করাইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করাতে বঙ্গ ও বেহারের মানসিংহের প্রতিনিধি মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ সৈন্যে মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মিলিত বলকে পরাভূত করিয়া আফগানগণ বাঙ্গালার অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিল। এই সময়ে মানসিংহ আজমিরে ছিলেন কিন্তু আক-

গানদিগের জয়লাভ ও বঙ্গাধিকারের বার্তা পাইয়া সত্ৰাট তাঁহাকে অবিলম্বে বঙ্গে গমনার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং তদনুসারে (১৫৯৯ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে) সত্ৰ সৈন্যে রোটােসে উপনীত হইয়া দলচ্যুত মোগলগণকে পুনর্ব্বার সম্মিলিত করণার্থ তথায় শিবির সম্মিবেশ করিলেন। সকল আয়োজন হইলে তিনি সেরপুর আতিয়া গমন করিয়া দেখিলেন যে আফগানেরা পথ রোধ করিয়া সংগ্রামের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই স্থলে যে সংগ্রাম হয় তাহাতেও আফগানগণ হস্তী সমস্ত সম্মুখে রাখায় কামানের শব্দে তৎসমুদয় স্বপক্ষের উপর ফিরিয়া পড়ে ও তদ্দ্বারা সেনা বিশৃঙ্খল হইলে মোগল ও রাজপুত্রগণ ঐ বেগে আক্রমণ করে যে আফগানেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে ও বিপক্ষ দ্বারা অনুধাবিত হয়। এই যুদ্ধের একটী আশ্চর্য ঘটনায় মানসিংহ বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি। ইতি পূর্বে যে যুদ্ধে মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ পরাভূত হইয়া সেই যুদ্ধে সত্ৰাট সৈন্যের বেতন বণ্টক মির আবদুল রেজাককে আফগানগণ বন্দী করে এবং পাছে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করে এই আশঙ্কায় এই যুদ্ধে আফগানগণ তাঁহার হস্তাদি শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিয়া এক হস্তী পৃষ্ঠে বসাইয়া সেনার মধ্যস্থলে রাখে ও এক জন দুর্দান্ত লোককে এই অনুমতি দিয়া ঐ হস্তী পৃষ্ঠে রাখে যে পরাভূত হইবার উপক্রম দেখিলেই তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবে। এই অবস্থায় আবদুল রেজাক নিজ পক্ষগণের ও অস্ত্রাদির লক্ষ্য হইয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটী গুলি লাগিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী মরাতের নিজ দল কর্তৃক অক্ষত শরীরে প্রাপ্ত ও বিমোচিত হইলেন।

এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও রাজা মানসিংহের



উপস্থিতিতে আফগানগণের সকল আশা নিষ্ফল হইবাতে তাহারা সংগ্রামে বিমুখ হইয়া উৎকলে প্রত্যাবর্তন করিল এবং অযোগ্য মত হস্তান্তরিত রাজ্য সমস্তের পুনরধিকারের অপেক্ষায় রহিল। কথিত জয়লাভান্তে মানসিংহ সত্ৰাট সদনে গমন করিলে সপ্ত সহস্র অশ্বরোহী সেনার প্রধানত্বে অভিষিক্ত হইলেন এবং কয়েক কাল তথায় অবস্থান পূর্বক পুনর্ব্বার বস্ত্রে আগমন করেন। ১৬০৪ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব অঞ্চল অতি সুবিচার ও কৌশলের সহিত শাসন করতঃ মানসিংহ নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইতে বিরাম গ্রহণ করেন এবং আগরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সত্ৰাটকে ৯০০ হস্তী ও অগাণ্ড বস্ত্র উপঢৌকন প্রদান করিলে অধীশ্বর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিলেন। মানসিংহের অবকাশ গ্রহণ ও আগরায় প্রত্যাবর্তনের কারণ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

যৎকালে সত্ৰাট আকবরশাহ পীড়িত হইয়া রাজ কার্য্য করণে অক্ষম হইয়াছিলেন তৎকালে আজিমখাঁ নামক প্রধান মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত শাসন ভার পড়ে। আকবরের এক মাত্র পুত্র সেলিম যদিও ইতিপূর্ব্ব পিতৃ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকেই সকলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জ্ঞান করিত, কিন্তু মন্ত্রীর কণ্ঠা সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরোর বনিতা থাকাতে অমাত্যপ্রধান নিজ জামতাকে রাজ্য প্রদানের অভিসন্ধি ও ষড়্-যন্ত্র করেন। ঐ ষড়্-যন্ত্রে যে সকল প্রধান লোক সহকারী হইলেন তন্মধ্যে খুসরোর মাতুল রাজা মানসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। মানসিংহ অতি প্রাচীন বংশোদ্ভব ও সত্বেশ্বত্ব সম্পন্ন থাকাতে দেশীয় সমস্ত হিন্দুগণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহার অন্যান্য বিংশতি সহস্র স্বাক্ষানুবর্তী রাজপুত্র সেনা রাজপাটে ও তৎ

পার্শ্ববর্তী স্থান সকলে উপস্থিত ছিল। সেলিম এই ষড়্-যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া পিতার মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্ব তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলে আকবরশাহ মানসিংহ ও মন্ত্রীকে সম্মিথানে আহ্বান পূর্ব্বক যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন এবং সেলিমকে প্রকাশ্যরূপে নিজ উত্তরাধিকারী নিরূপণ করিয়া প্রাপ্ত রাজা ও সচিব প্রধানকে তাঁহার অনুগত হইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত করাইলেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবরশাহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে মন্ত্রী ও মানসিংহ পুনর্ব্বার খুসরোকে রাজ্য দানার্থ উদ্দেশ্যগী হইলেন, কিন্তু অভিক্ট সিদ্ধি না হইবাতে রাজা মানসিংহ উক্ত ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া আগরা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সেলিম জাহাঁগির নামে সিংহাসনাধিরোহণ করতঃ নিজ পুত্রের অপরাধ মার্জন করিলেন এবং মানসিংহকে রাজধানী হইতে দূর স্থানে রাখা বিধেয় বোধে তাঁহাকে বস্ত্রের সুবাদারী পদ পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক তত্রত্য আফগান দিগকে দমনার্থ অবিলম্বে গমনানুমতি দিলেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঁগির নুরজিহানকে গ্রহণার্থ রাজা মানের উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচনায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমনে আজ্ঞা করেন। তৎপরে উক্ত রাজা কিছু কালের জন্য পৈতৃক বিষয়াদি ভোগ করিলে সত্ৰাট তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া দক্ষিণে প্রেরণ করিলে তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে)। রাজা মানসিংহের ৬০ জন স্ত্রী সহমৃত্যু হয় এবং কথিত আছে যে, তাঁহার ১৫০০ স্ত্রী ছিল ও প্রত্যেক স্ত্রীর দুই তিন সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা বাহু সিংহ ব্যতীত সকল সন্তানই তাঁহার পূর্ব্ব গত হয়।



## রবার্ট ক্রসের জীবন চরিত্রের সার ভাগ।

১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্রসের জন্ম হয় এবং ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবনের শৈশবাব্দ অবস্থায় এরূপ কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে নাই যদ্বারা তাহা লোকের জ্ঞাতব্য হইতে পারে। রবার্ট ক্রসেরই পিতামহ জন বেলিয়লের সহিত স্কটলণ্ডের সিংহাসনের নিমিত্ত বিবাদ করাতে ইংলণ্ডীয় রাজা প্রথম এডওয়ার্ড বিচারপূর্বক বেলিয়লকে রাজ্য প্রদান করেন। এই ঘটনার পর হইতে রবার্টের পিতামহ ও পিতা ইংলণ্ডে আগমন করেন ও স্কটলণ্ডের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপে নিবৃত্ত থাকেন। রবার্ট ক্রস আরল আফ কারিক হইয়া বেলিয়লের আধিপত্য স্বীকার করেন ও তাঁহার পিতামহ ও পিতার পরলোক গমনে তাঁহাদিগের ইংলণ্ডস্থ বিষয় সমস্তের অধিকারী হইলেন। এই সময়ে কিছু দিন তাঁহার বিধা ভাব ছিল; যে হেতু তিনি কখনও স্কটলণ্ড স্বাধীন করণেছু বিদ্রোহীগণের সহায়তা ও সহকারিতা করিতেন অথচ ইংলণ্ডের রাজার অধীনতা প্রকাশ্যরূপে স্বীকারে অসম্মত হইতেন না। ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রস ইংলণ্ডাধিপতির বিশ্বাসভাজন হইলেন যে হেতু উক্ত রাজা তাঁহারই সাহায্যে স্কটলণ্ডকে স্বাধিকারভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কলকারকের যুদ্ধ ও বেলিয়লের লজ্জাকররূপে অধীনতা স্বীকারের পর হইতেই ক্রসের মনে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা সম্পাদনের ও আপনার সিংহাসনারোহণের ইচ্ছা জন্মে। এতদভিপ্রায়ে তিনি স্কটলণ্ডের প্রধান ধর্মযাজক লামবারটন এবং জন কমিনের সহিত ইংলণ্ডের আধিপত্য

স্বদেশ হইতে দূরকরণার্থ এক ষড়যন্ত্র করেন। ঐ ষড়যন্ত্রে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, ক্রস ও কমিনের মধ্যে এক জন সিংহাসনারোহণ করিবেন ও অপর জন উভয়ের পৈতৃক ভূসম্পত্তি সমস্ত পাইবেন এবং পরে কমিন সিংহাসন ক্রসকে দিতে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু গোপনে এডওয়ার্ডকে ঐ ষড়যন্ত্রের সংবাদ জ্ঞাত করেন। রবার্ট সম্মত সেই সংবাদ পাইয়া লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় ডমনির অর্চনা গৃহে (চর্চে) কমিনের সহিত সাক্ষাৎ কালে ক্রস স্বহস্তে তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন ও তাঁহার সহচরগণ কমিনের প্রাণ সংহার করে। এক্ষণে আর পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব দেখিয়া ক্রস স্বদল ও বন্ধুবান্ধবদিগকে আত্মানুপূর্বক স্কোন নগরে গমন করিলেন এবং ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের সপ্ত বিংশতি দিবসে সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন।

ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ড ইতিপূর্বে পীড়িত থাকায় এই সময়ে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন, কিন্তু ক্রসের রাজ্যাভিষেক সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সেনা সংগ্রহপূর্বক স্বয়ং বিদ্রোহ নিবারণ মাত্র করিলেন। ইতমধ্যে অরেল আফ পেমব্রোক ক্রসকে মিথোভেনের যুদ্ধে পরাজয় করতঃ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। রবার্টক্রস পোপ কর্তৃক দল বহিষ্ঠূত ও শত্রু দ্বারা তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণান্তে আয়ারলণ্ডের উত্তর পার্শ্ব নিকটাবর্তী রথলিনদ্বীপে শীত কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বসন্ত ঋতুর আগমনে তিনি পুনশ্চ আশা ও সাহস দ্বারা উত্তোজিত হইয়া নিজ অবশিষ্ট সহচরগণের সহিত কারিকে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তত্রত্য ইংরাজ সেনা সকল নষ্ট করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা দ্বয় টমাশ ও আলেকজাণ্ডার এই সময়ে এডওয়ার্ড কর্তৃক ধৃত ও বন্দিত হইবাতে এই জয়

বিশেষ আনন্দদায়ক হয় নাই। এ সময়েও ক্রসের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক ছিল যেহেতু তাঁহাকে অল্প মাত্র সেনার সহিত বিপক্ষ দ্বারা পশ্চাৎকাষিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্রস আরল আফ পেমব্রোককে পরাজয় করাতে এডওয়ার্ড রাগান্বিত হইয়া পীড়া ও দৌর্বল্য সত্ত্বেও স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণার্থ যাত্রা করেন ও পশ্চিমধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। এডওয়ার্ড মৃত্যুকালে নিজ পুত্রকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রতী-  
শ্রুত করিয়া যান, কিন্তু ঐ নবীন ও দুর্বল রাজা অনতিবিলম্বে আরল আফ পেমব্রোকের হস্তে যুদ্ধের সমস্ত ভার শ্রুত করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। পেমব্রোকের প্রতাপে ক্রসকে প্রথমতঃ স্কটলণ্ডের উত্তরখণ্ডে পলায়ন করিতে হয়, কিন্তু তিনি সর জেমস ডগলস ও আরল আফ মোরের সাহায্যে ক্রমশঃ ইংরাজদিগের হস্ত হইতে সকল দুর্গই গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দূর করেন ও দেশীয় লোক ও ধর্মযাজক সকলের দ্বারাই অধীশ্বররূপে গৃহীত হয়েন। ক্রস কএকবার ইংরাজ অধিকারস্থ স্থানাদি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে বারউইক আক্র-  
মণ করিলে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাহার একাদশ দিবসে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড বারউইকের রক্ষার্থ বহু সেনা সমভিব্যাহারে স্টারলিং হইতে যাত্রা করেন। ঐ মাসের ২৪ তারিখে সুবিখ্যাত ব্যানকবার্ণের যুদ্ধ হয় যাহাতে ইংরাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলে এডওয়ার্ড পলায়নপূর্বক ফ্রান্স রক্ষা করেন। এই যুদ্ধ জয় করাতেই রবার্ট ক্রস স্কটলণ্ডের সিংহাসন নির্বিবাদে অধিকারপূর্বক শাসন করেন এবং জয় লাভে প্রমত্ত না হইয়া বন্দীগণকে সুব্যবহার ও সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবিত সন্ধি তৎ-  
কালে ঘটে না, যেহেতু ইংরাজগণ কএকবার স্কট-  
লণ্ড আক্রমণ করেন এবং সাকল্য লাভে অক্ষম

হইয়াতে পরিশেষে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটন নগরে এক সন্ধি সম্বন্ধ হয়। বীরবর রবার্ট ক্রস আর এক বৎসর শাসনান্তে মানব লীলা সম্বরণ করেন এবং ডনফারম্লাইনে তাঁহার সমাধি হয়। সরওয়ার্টের স্কট নামক সুবিখ্যাত কবি ও নবন্যাস লেখক বলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দিতে তাঁহার ধ্বংসাবশিষ্ট দেহ কবর হইতে উত্তোলিত ও বহু সমারোহের সহিত পুনর্ব্বার সমাধি প্রদত্ত হয়।

## সাঁওতালদিগের সৃষ্টিপ্রকরণাদি বিষয়ক প্রবাদাবলী।



দিতে সাঁওতালদিগের মতে, স-  
মস্ত জগৎ জলময় ছিল ও দুইটা  
হংস হংসী তছুপরি উড্ডীয়মান  
থাকাতে মারাওবরু (যাঁহাকে  
অনেকে হিন্দুদিগের শিব নির্দ্ধারণ করেন) ঐ হংস-  
মিথুনকে জল মধ্যস্থিত যে এক পদ্ম ছিল তছুপরি  
স্থাপনেচ্ছু হইলেন। পরে পৃথিবীকে উত্তোলনার্থ  
মারাওবরু কর্কটকে আহ্বানপূর্বক তাঁহার অভিপ্রায়  
প্রকাশ করিলে কর্কট সম্মত হইয়া দাড়ায় করিয়া  
যে মৃত্তিকা তুলিল তাহা সলিলস্রোতে ভাসিয়া  
গেল। এতৎ দৃষ্টে মারাওবরু কহিলেন “পৃথিবী  
উদ্ধার ইহার সাধ্য নহে অতএব সপর্ৱাজকে আহ্বান  
কর” এবং তদনুসারে সপর্ৱাজ আসিল ও  
মারাওবরুর অভিপ্রায় শ্রবণান্তে কহিল যে, পৃথিবী  
উত্তোলন করা একক তাহার সাধ্য নহে তাহার  
মস্তকে পৃথিবী দিলে সে তুলিতে পারে (অর্থাৎ  
কুর্শ্ব তাহাকে মাথায় ধরিলে সে তুলিতে পারে)  
তৎশ্রবণে মারাওবরু কুর্শ্বকে ডাকিয়া অভিপ্রায়  
কহিলে কুর্শ্ব কহিল “যদি পৃথিবীর চারি কোণে  
আমার চারি পা বাঁধিয়া দিতে পারেন তবে আমি

তাহা উত্তোলন করিতে পারি”। কুর্ষের পদ পৃথিবীর চতুষ্কোণে বন্ধ হইলে অজগররাজ পৃথিবী উত্তোলন করিয়া পূর্বোক্ত পদ্মদলোপরি রাখিলে পরমেশ্বর মারাওবরুকে তাহার সম্বাদ আনিতে অনুমতি করিলেন। মারাওবরু অবতরণ পূর্বক পৃথিবীকে দেখিলেন ও পদ দ্বারা চাপিয়া বুঝিলেন যে তাহা তখন অস্থিররূপে ভাসমান রহিয়াছে এবং পরমেশ্বর মারাওবরুর প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়া কহিলেন “একণে পৃথিবীতে তৃণবীজ রোপণ কর, তাহার মূল দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় বন্ধ হইবে।” পরমেশ্বরের এই আজ্ঞানুসারে পৃথিবীতে তৃণবীজ বপন করা হইলে তথায় বহু বেণাতৃণ উৎপন্ন হইল এবং তদুপরি কথিত হংস মিথুন অবতরণ করিয়া ডিম্ব প্রসব ও প্রক্ষোভিত করিলে ঐ ডিম্বমধ্য হইতে দুই মনুষ্যের (সহোদর ও সহোদরা) উৎপত্তি হইল।

মারাওবরুর প্রমুখাৎ পরমেশ্বর দুই নরোৎপত্তির সংবাদ পাইয়া কহিলেন “তাহারা ঐ স্থানে থাকুক” এবং পুনর্ব্বার অনুমতিক্রমে মারাওবরু নরদ্বয়ের সংবাদ লইয়া পরমেশ্বরকে কহিলেন “তাহারা বড় হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের বস্ত্র নাই।” তদুত্তরে পরমেশ্বর কহিলেন “একখান দশ হস্ত ও একখান ১২ হস্ত পরিমাণ বস্ত্র তাহাদিগকে দেহ” মারাওবরু তদনুসারে পুরুষকে দশ হস্ত ও স্ত্রীটিকে দ্বাদশ হস্ত বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক তাহা পরিতে কহিলেন এবং তাহারা ঐ বস্ত্র পরিলে পুরুষটির কোপিন স্ত্রীটির জানুদেশ পর্য্যন্ত আবৃত হইল। সময়ান্তরে পরমেশ্বর ঐ নরদ্বয়ের সম্বাদ আনিয়নার্থ প্রেরণ করিলে মারাওবরু তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং দর্শনাদির পর কহিলেন “তোমাদিগকে কিছু বলিলে তাহা করিবেতো” তাহারা উত্তর করিল “পিতামহ আজ্ঞা করুন আমরা তাহা করিব।” তৎকালে মারাওবরু কহিলেন “আমি

তোমাদিগকে সূরা প্রস্তুত করিবার বস্ত্র দিতেছি, তোমরা ইহা একটা হাঁড়িতে করিয়া রাখ এবং তাহারা তদাজ্ঞা মত একটা হাঁড়ি প্রস্তুত করণান্তে তাহাতে প্রদত্ত বস্ত্র রাখিল। চারিদিন পরে মারাওবরু আসিয়া ঐ হাঁড়ি খুলিয়া দেখিলেন ও নরদ্বয়কে তাহাতে জল ঢালিতে ও পত্রের পানপাত্র করিতে বলিলেন এবং তাহারা ঐ রূপ করিলে তিনি কহিলেন “এই সূরা দ্বারা আমাকে অর্চনা করিয়া তোমরা ইহা পান কর।” তাহারা তদনুসারে সূরাপান করিলে এত উন্মত্ততা জন্মিল যে তাহারা দুই জন দুই স্থানে অচৈতন্যাবস্থায় পতিত হইল এবং মারাওবরু তাহাদিগকে একত্রে শয়ন করাইয়া গেলেন। এইরূপে স্বামী ও স্ত্রী ভাবাপন্ন হইয়া তাহাদিগের ক্রমশঃ সাত পুত্র ও সাত কন্যা হইল। কিছুকাল পরে তাহারা মারজাতডুখোয় দূরীকৃত হইল। তৎপরে তাহারা তথায় থাকিতে না পারিয়া চিচাম্পার তলে গমন করিল। এবং তথায় পৌত্র প্রপৌত্রাদি হইবাতে গোষ্ঠী বহু বর্দ্ধিত হইল। পরে পিলচুহানস এবং পিলচত্রুধি (আদি সৃষ্ট নরদ্বয়ের নাম) আপনাদিগের ৭ পুত্রের বংশকে ক্রমান্বয়ে নিজাশদাহাদ, নিজ মরমুহাদ, নিজ সারেনহাদ; নিজ টাটিয়াড়িহাসদাহাদ, নিজ মারন্দহাদ, নিজ কেশকুহাদ এবং নিজ টুডুহাদ নামক সপ্ত জাতিতে বিভক্ত করিলে ঐ জাতিসকল চিচাম্প ত্যাগ করিয়া দক্ষারহাদে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তথা হইতে কতকে সিংহভূমে, কতক শিকার ভূমে, কতক টণ্ডিতে এবং কতক কাটরায় গমন করিল এইরূপে ক্রমশঃ সাঁওতাল দ্বারা সর্ব্ব দেশ ব্যাপ্ত। মারাওবরুই সাঁওতালগণের পর্ব্বত প্রধানাধ্য দেবতা এবং তাঁহাকে তাহারা বিশেষ মাছের সহিত পূজা করে ও তাঁহার তুষ্টির জন্ত ঘেঁষ, ছাগ, মহিষাদি বলি দেওয়া হয়। পূর্ব্ব

পর্বত প্রধান দেবের নিকট নরবলি প্রদত্ত হইত কিন্তু এক্ষণে ইংরাজগণের শাসনে তাহা নিবারণিত হইয়াছে। আদিপিতা ও আদিমাতাকেও সাঁও-তালেরা বিশেষ পূজ্য বোধে অর্চনা করে এবং বিষয়, সময় ও অবস্থাাদি ভেদে অন্যান্য অনেক কুল-দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

### নাগপক্ষী।



এই নাগপক্ষীর নাম ভারতীয় এবং সলিলে সম্ভরণ কালে ইহার দীর্ঘ গ্রীবা সর্পের আয় দেখায় বলিয়া লোকে ইহাকে নাগপক্ষী কহে। এই অসামান্য দীর্ঘগ্রাবাবিশিষ্ট পক্ষী জলচর সম্ভরণ কালে ইহারা দেহ জলের নিম্নে রাখিয়া এরূপ বক্রভাবে গলদেশ পর্য্যন্ত জলের উপরে রাখে যে তদর্শনে বোধ হয় যেন একটা সর্প মস্তকোন্নত করিয়া আছে। বিশেষতঃ অনেকগুলি পক্ষী একত্রে ভাসমান হইলে উক্ত ভ্রম অধিকতর হয় এবং অনেক ভ্রমণকারী এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমেরিকা ও আফ্রিকা খণ্ডে এই পক্ষী অনেক দেখা যায়। নাগপক্ষীগণ ছোট২ দলবদ্ধ হইয়া হ্রদ ও তড়াগতীরবর্তী সলিলোপরি লম্বমান শুকতরু স্বন্ধে নিরবে বসিয়া থাকে এবং পুচ্ছ ও পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া বায়ু ও রৌদ্র সেবন করে ও জলে নিপতিত আপনাদিগের প্রতিবিম্ব দেখে। এই

সময়ে কেহ ইহাদিগের নিকটে গমন করিলে ইহারা অবিলম্বে বৃক্ষ স্বন্ধ হইতে এরূপে জলে পড়ে যে তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু জলে পড়িয়াই ডুবিয়া যায় ও কিছুক্ষণ অদৃষ্ট হয়। পরে অকস্মাৎ তৎস্থান হইতে অনেক দূরে তাহাদিগের গ্রীবা সকল উত্তোলিত শির সর্পের আয় একেবারে দৃষ্ট হয়। দিনের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে ইহাদিগকে হ্রদ ও নদীর উপরস্থ শূন্যমার্গে অধিক উচ্চে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়

### শোকশ্রোত।

মৃদিল কুমদি মুখ বারি ভরা নয়নে।  
শশধর শ্বেতভাস, ক্রমেতে হইল হাস,  
বিষম বদনে বিধু গেল নিজ ভবনে।  
তবু কেন ধরা ধরে স্মলিন বদনে ॥

চুম্বিয়া কুসুম কুল গন্ধময় কেশরে।  
বসন্তের গন্ধবহ, মন্দ শৈত্য গুণ সহ,  
নাহি তোষে পাশ্বে কেন আতিথেয় আদরে ?  
পুন কি তারক পুরে বদ্ধ হলো অমরে ?

নিরব নিকুঞ্জ পুঞ্জ জীবরব বিহীনে।  
বৃক্ষডালে শত শত, পাখি বসি জড়বত,  
না পুরে প্রভাতী গানে কেন আজি বিপিনে ?  
নিরবে দাঁড়ায়ে কাঁদে উর্দ্ধমুখে হরিণে।

শীতল সমীর যোগে ফুলদলে কাননে।  
আনন্দে প্রকাশি মুখ, পথিকের হরে দুখ,  
আজি কেন আছে তারা ত্রিয়মান বদনে।  
রসাল মুকুল কেন খসি পড়ে সঘনে ?

মধু লোভী অলিকুল মধুমক্ষি সাদরে ।  
নাহি করে মধুগান, নাহি করে মধু পান,  
স্বমধুর কুল কুল মধুময় অধরে !  
মধুপের চিরধন আজি নিল কে হরে ?

নিশির শিশির নিত্য ফল পত্রে মুকুলে,  
প্রফুল্লিত প্রক্ষুটিত, করি তোষে নরচিত,  
আজি তাহা ঝরে কেন ধরাতলে অতুলে ।  
কাদে যেন তরুলতা কুল কুল আকুলে ॥

তরুণ অরুণ বর্ণ পূর্বদিকে গগণে,  
উঠিয়া প্রকাশে শোভা, জগজন মনোলোভা,  
আজি তাহা দেখি কেন ভয়ঙ্কর নয়নে ?  
দাবানলে দেখে যথা যুগ দল কাননে ।

দেখি বিপরীত ভাব আজি সর্ব স্বভাবে ।  
বীরদল জন্ম স্থান, কীর্তিমতী রাজস্থান,  
নিপ্রভ হইল এত কি কুগ্রহ প্রভাবে ।  
শ্রীহীন শ্রীসুন্দাবনে ব্রজপতি অভাবে ।

বিদেশী পথিক মনে এই রূপে ভাবিছে,  
হেনকালে রাজপুরে, আর্তনাদ শুনি দূরে,  
দেখে পাশ্বে বামা এক বাহিরিয়া আসিছে ।  
আয়ত নয়ন যুগ সলিলেতে ভাসিছে ॥

কামিনী নিকটে পাশ্বে কহে গিয়া বিনয়ে,  
কি দুখেতে ছনয়নে, বারিধারা বহে ঘনে,  
আলু থালু কেশ পাশ, উর্দ্ধ্বাসে কি ভয়ে  
গৃহ ত্যজি বন মুখে যাও রাজ তনয়ে ॥

পথিকের বাক্যে বালা উত্তরিল কাতরে ।  
আগত যবন দলে, সংহারিবে রণস্থলে,  
রাজহুড়া পৃথুরাজে রাজ ঋষি সমরে,  
রাজলক্ষ্মী আমি মোর দুখে বুক বিদরে ।

সহসা হেরিয়া পথে উর্দ্ধ ফনা ফনীরে ।  
যথা ভ্রামকের মন, ক্ষণে হয় উচ্চাটন,  
রাজ লক্ষ্মী মুখে দুখ বার্তা শুনি অচিরে ।  
কাঁপিল পথিক মন আবেগেতে অধিরে ॥

কিস্ত সে হৃদয় কম্প না হইল সভয়ে ।  
জন্মি রাজপুত্রকুলে, পান্থকার ভয়ে ভুলে ?  
বীরকুলে বীরের উদয় সর্ব সময়ে ।  
জন্মে কোথা কাঁচমণি পদ্মরাগ আলয়ে ॥

রাজশ্রীর কথা শুনি পথিকের অন্তরে ।  
স্বদেশের অনুরাগ, বুদ্ধি পেয়ে দশভাগ,  
কোপে অভিমানে তাঁরে জ্বলাইল সত্তরে ।  
বায়ুযোগে দাবানল উঠে যথা অম্বরে ॥

কহিল সন্মোহে পাশ্বে “ধিক্ তার জীবনে ।  
জন্ম লয়ে বীর অংশে, পুত্ররাজ পুত্রবংশে,  
বাঁচিতে যে জন চাহে স্বাধীনতা বিহনে ।  
মণিহারা কণিছুখে ত্যজে প্রাণ বিজনে ॥

যে পুত্র বাপ্পার দেবদত্ত অসিনিতলে ।  
পড়িল যবনচয়, বাতাহত তরুপ্রায়,  
তার বংশ রাজঋষি সমরে রে সদলে ।  
যবনের হস্তে হত দেখিবে কে ভূতলে ॥

চতুরঙ্গ সস্ত্রপাণি বশিষ্ঠের যজনে ।  
ঋতধর্ম্ম মূর্তিমান, উঠিলেন যে চৌহান,  
তাঁর বংশ পৃথুরাজে কে দেখিবে শয়নে ।  
নির্বীর করিতে ধরা কেবা দিবে যবনে ?”

এতবলি পান্থবর রণবেশ ধরিয়ে ।  
মিলি স্বজাতির সনে, সংহারিয়া শত্রুগণে,  
পড়িল সমরস্থলে অকাতরে যুঝিয়ে ।  
কেনা চাহে হেন মৃত্যু মনু জন্ম লইয়ে ?



## কাফরি জাতির বিবরণ ।



**আ**ফরিকার দক্ষিণ সীমান্ধ উত্তম আশা অন্তরীপ বহুদিবসাবধি ব্রিটেন নিবাসিগণ কর্তৃক কৃত বসতি হইয়াছে। তথাকার আদিম নিবাসী হটেণ্টট এবং কাফরি নামক দুই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক জাতিতে অন্যান্য দশ বার করিয়া গোষ্ঠী আছে। কাফরি জাতিয়েরা দীর্ঘতা, সর্বাঙ্গিক সম্মতি এবং উন্নত কপাল দ্বারা পরিচয় হয়। তাহাদিগের চর্ম কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাম্রবর্ণ পর্যন্ত হয় এবং কেশ সকল নিগ্রোদিগের ন্যায় কুঞ্চিত, কিন্তু উহা মস্তকের স্থানে একত্রে গুচ্ছে বর্দ্ধিত। কাফরিরা দেহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত চর্ম এবং কস্মল ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা পশুদন্ত নির্মিত অথবা গুটিকাময় হার এবং বাজু ব্যবহার করে এবং পিতলের বলয় পরিধান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। তাহাদিগের রণপরিচ্ছদ অধিক শ্রমের সহিত নির্মিত হয়। তাহারা চর্ম নির্মিত পাজামা এবং নানাবিধ পক্ষ বিশিষ্ট শিরাভরণ পরিধান করে। ভল্ল, স্থূল যষ্টি এবং চর্মনির্মিত ঢাল তাহাদিগের প্রধান

যুদ্ধাস্ত্র। অতি অল্প দিবস হইল কাফরিরা অগ্নি যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তাহারা ইহা যথেষ্ট কৌশলের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে। অত্র স্থলে প্রদত্ত চিত্রটি একটি রণ সজ্জায় সজ্জিত কাফরির প্রতিমূর্তি। কাফরি জাতি এবং ইউরোপীয় বসতিকারিগণের মধ্যে অনেকবার সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

কাফরিদিগের আরণ্য অবস্থায় অতি অল্প ধর্ম জ্ঞান থাকে। তাহাদের বিশ্বাস আছে যে এই পৃথিবী কোন জীব কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ জীব যদি ধ্বংস প্রাপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে এক্ষণে ইহার শাসন কার্যে যত্ন লয় না। কাফরিদিগের এই জ্ঞান আছে যে তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আত্মা সকল তাহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করে এবং জাহ্নু বিদ্যায় তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাতে রোজাদিগের প্রভুত্ব অতিশয় প্রচলিত। তাহাদিগের দলপতি কোন প্রজা হইতে ভীত অথবা তাহার সম্পত্তি হরণেচ্ছুক হইলে রোজাদিগকে তৎপ্রজার উপর যাতুকরাপবাদ প্রদান করিতে নিযুক্ত করে এবং রোজা ঐ রূপ বলিলে তাহার প্রাণ বধ করিয়া তৎসম্পত্তি আত্মসাৎ করে। কাফরিদিগের মধ্যে খতনা করা প্রথা প্রচলিত আছে এবং তাহারা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে। তাহাদিগের অনেক আচার ব্যবহার জুদিগের সদৃশ হওয়াতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে তৎসমস্ত জুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বস্তুতঃ এক প্রকার জল বায়ু এবং বাহ্যিক ঘটনাদি মনুষ্যদিগকে এক প্রকার আচার ব্যবহারের অনুবর্তী করে। কাফরিরা মৎস্য পক্ষী কিম্বা ভিন্ন ভক্ষণ করে না। তাহারা জনার লাউ এবং জবের চাষ করিয়া থাকে। উপরি উক্ত দ্রব্য সকল এবং দুগ্ধই



তাহাদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। তাহারা যুদ্ধকাল ব্যতিরেকে অন্য সময়ে প্রায়ই মাংস ভক্ষণ করে না। তাহাদিগের ভাষা অতিশয় কোমল এবং সুশ্রাব্য।

### বীরাজ্ঞা।

**স** অরাণা যিনি হিন্দুস্থানের আধিপত্যের নিমিত্ত বাবার শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরলোক গত হইলে তৎপুত্র বিক্রমজিৎ চিটোরের সিংহাসনারোহণ করেন অল্প কাল পরেই রাজ্যস্থ প্রধান পুরুষগণ তাঁহাকে রাজ্য হ্যুত করিয়া সুবিখ্যাত রাজপুত্র যোধ পুথুরাজের বিবাহ পূর্বজাত সন্তান বনবীরকে রাজা করিল। বনবীর ঐ সকল লোকের সাহায্যে বিক্রমজিতের প্রাণ নষ্ট করিয়া তদীয় শিশু সন্তান উদয়ের প্রাণ বধ করিতে গমন করেন। উদয়ের ধাত্রী বিক্রমজিতের মৃত্যু সংবাদ নাপিতের মুখে শ্রবণেই বুঝিয়াছিলেন যে শিশুটিও বিনষ্ট হইবে এবং নিজ পুত্রকে ঐ সন্তানের পরিবর্তে শয্যায় রাখিয়া একটা ফলের ঝড়িতে ঢাকিয়া উদয়কে দুর্গ মধ্যে পাঠান এবং বনবীর আসিয়া তাঁহাকে উদয় কোথা জিজ্ঞাসা করিলে ধাত্রী নিজ পুত্রকে দেখাইয়া দেন ও বনবীর ঐ সন্তানের প্রাণ বধ করেন। ধাত্রীর স্নেহ বাঁহারা বিশেষ না জানেন তাঁহারা ইহা অপূর্ব জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না কারণ ধাত্রীর অকৃত্রিম স্নেহের ঋণ হইতে আমরা অদ্যাবধি মুক্ত হইতে পারি নাই।

এবম্প্রকার ধাত্রী দ্বারা রক্ষিত উদয় সিংহের দাসিপত্নী স্বয়ং কবচারতা হইয়া আক্রমণকারী আকবর শাহের সেনাগণকে ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চিটোর প্রাচীর পার্শ্ব হইতে দূর করেন। কিন্তু উদয়

সিংহ নিজ দলের প্রধানগণের সমক্ষে উক্ত রাজ্ঞী দ্বারা নগর রক্ষা হইয়াছে বলাতে তাহারা এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, রাজা তাহাদিগের সন্তোষার্থ অঙ্গণার প্রাণ দিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজপুত্রগণের বীরবশ অত্যন্ত অধিক ছিল, কিন্তু কখনও তাহারা যে কাপুরুষের কার্য্য করিতেন তাহাতে সকলকেই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। উক্ত রাজ্ঞীর নিধনের পর বেডনরের জয়মল্ল (জিমাল) ও খেলওয়ার পলতা বিটোর রক্ষার্থ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন এবং জয়মল্ল সমরশায়ী হইলে যখন জয়াশা আর রহিল না তখন পলতার মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন “পুত্র এক্ষণে পাতবেশ পরিধান কর ও সমরশায়ী হইয়া তোমার পিতার সহিত স্বর্গে সাক্ষাৎ করিতে চল” এই বলিয়া তিনি পুত্রবধু ও পুত্র সকলকে হরিদ্রাবর্ণ বেশ পরিয়া বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিলেন এবং অসামান্য শৌর্য্য প্রকাশান্তে রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিলেন। রোমান জননিগণের পুত্রদিগকে “রণস্থল হইতে জয়ী হইয়া আইস অথবা চর্ম্মোপরিবাহিত হইও” ইত্যাদি প্রকার বাক্য বলাতে সকলে তাহাদিগের প্রশংসা করেন আমাদিগের বীরপ্রসবিনী রাজপুত্র জননিগণও সেইরূপ প্রশংসার যোগ্য।

### নূতনগ্রন্থের সমালোচনা।

মাধব মোহিনী।—ইত্যাখ্য যে একখানি ঐতিহাসিক নবন্যাস আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠকালে ভারতীয় ভাব ভিন্ন বিজাতীয় ভাব পাঠকের মনে উদয় হয় না। ইহাতে যে সমস্ত লোক বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে সকলেই দেশীয় স্বভাব-সম্পন্ন দেশীয় লোক বোধ হয়। যদিও গ্রন্থ

খানির রচনা বিশুদ্ধ সাধুভাবার আদর্শস্বরূপ নহে, তথাপি ইহার রচনা অতি সুন্দর বলিতে হয় ; রচনা কালে গ্রন্থকার যে বহু কষ্টে শব্দ সংগ্রহ করেন নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে এবং সর্বত্রই লেখকের স্বচ্ছন্দতা পরিদৃষ্ট হয় । ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথুরাজের মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ কালে যে কর্ণদেব মগধের রাজা ছিলেন ও সত্রাট্ জয়চন্দ্রের সহিত যিনি মুসলমানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করেন সেই দেহারীয় কর্ণদেবের সময়ে মগধের করপ্রদ রাজগণের পরস্পর বিবাদ এবং নাগাদিগের ক্রমশোন্নতি ও ছোটনাগপুর রাজত্বের স্থাপনাদি এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল । ইহার উপাখ্যান ভাগটী অতি সুন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক রূপে গ্রথিত হইয়াছে ; পাঠ আরম্ভ করিলে পরভাগ পাঠের লালসা জন্মে এবং প্রত্যেক অধ্যায় পাঠ করিয়া অপর অধ্যায়ে কি লিখিত হইয়াছে জানিবার জন্য মন উৎসুক হয় । এই গ্রন্থখানির বিশেষ প্রশংসা করার কারণ এই যে ইহাতে বর্ণিত প্রত্যেক লোকের প্রকৃতি ভিন্নরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এমন কি নাম না দিয়া বাক্যগুলি দিলেও ভিন্ন লোকের বাক্য বলিয়া জানা যায় । ইহার কামিনীসকল হিন্দু পরিচ্ছদ ধারিণী বিজাতীয়া কামিনী বোধ হয় না ; ইহার পুরুষগুলির ব্যবহার যথা লিখিত দেশের ব্যবহার বহির্ভূত নহে এবং পরিচ্ছদাদিও দেশবিরোধী নহে । এ গ্রন্থের ভিতর সাটীপরা বিবী নাই ও ইংরাজদিগের পরিচ্ছদধারী পুরুষ দেখা যায় না । আলোচ্য গ্রন্থখানির অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে রচনা প্রাণালী, আখ্যায়িকার গুণাগুণ ও চিত্রচাতুর্যের বিশেষ পারিপাট্য বুঝা যায় না । তথাপি অল্পাংশ উদ্ধৃত করিলে যে কথঞ্চিৎ জানা যায় তাহা দেখাইবার জন্য আমরা দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি ।

সময়-বসন্তকাল, প্রভাতে ছোট ছোট ছেলেরা বস্ত্রাবৃত হইয়া হাঁ করিয়া খেলনা দেখিতেছে— প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া পুরাঙ্গনাগণ স্বস্ত গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে তাহারাও ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতে দেখিতে যাইতেছে—কেহবা দু'একটা ক্রয় করিতেছে, মনোহর সহাস্ত মুখে স্মৃষ্টি বচনে ক্রেতাগণকে তুষ্ট করিতেছে, অক্রেতাগণকেও লওয়াইতেছে, এমন সময় তিনটা স্ত্রীলোক তাহার নয়নপথে পড়িল, অগ্র পশ্চাৎ অষ্ট জন রক্ষক চলিতেছে অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে বোধ হইল তাঁহারা কোন বিশিষ্ট লোকের কুলাস্ত্রনা হইবে । মনোহর দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিল “এদিকে মায়ী” ইতমধ্যে স্ত্রীগণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মনোহর দোকান হইতে নামিয়া নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইল, “মায়ী এ দাসকে আজ ভুলিয়া যাচ্ছেন, আপনার জন্ত একটি নূতন খেলনা আনিয়াছি একবার দেখে যান ।” যাঁহারা কদাচ পশ্চিমাঞ্চলের কাশী, পাটনা প্রভৃতি নগরের মণিহারির দোকান দেখিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত বর্ণনা বিরূপ অবিকল তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং যাঁহারা কখন দেখেন নাই তাঁহারা মনোহরের দোকান ও আচরণ হইতে পশ্চিমের দোকানদারির নিয়ম জ্ঞাত হইবেন ।

“মোহিনী এক হস্ত দিয়া মুখ হইতে হস্ত সরাইলেন, অন্য হস্ত মাধবের গলদেশে দিয়া মস্তক পরিনত করাইয়া স্বকক্ষে রাখিলেন, কপোল স্পর্শে, যে প্রকার জ্বলিত ক্ষত তৈলদানে শীতল হয়, মাধবের দক্ষহৃদয় শীতল হইল, বাহুপ্রসারি আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন, যাহা অদ্যাবধি করেন নাই, মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, “মোহিনী আমার বোধ হইয়াছিল যে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে ।”

মোহিনী ছুই হস্ত দিয়া গলা জড়াইয়া স্বন্ধে মস্তক রাখিয়াছিলেন, কণ্ঠে কহিলেন “স্বামীকে কখন জ্ঞী কি ত্যাগ করে?” এমন সময় স্মৃতি শীত্র আসিয়া কহিল “দাদা ওদিগে কে আশ্চে” মাধবপ্রসাদ পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া মোহিনীকে বন্ধ হইতে সরাইয়া প্রস্থান করিলেন।

যে নবন্যাসে স্বভাবসৌন্দর্য্য, আচার ব্যবহার, দেশীয় পরিচ্ছদ ও নানামত নরচরিত্র যথার্থরূপে বর্ণিত থাকে তাহাকে উত্তম বলা যায়। যে সময়ের ও যে দেশের বিষয় লেখা হয় সেই সময়েরও সেই দেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতির অবিকল ছবি দান করাই নবন্যাসের বিশেষ গুণ। যে নবন্যাস পাঠে পাঠকগণের মনে বর্ণিত দেশ কাল পাত্রাদির প্রতি-বিশ্ব পড়ে না তাহাকে উত্তম বলা যায় না। এপ্রকার গ্রন্থে মনুষ্য স্বভাবকে সম্ভব মত অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু যদি সেই অলঙ্কার অসঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হয় তবে তাহা দু্য হইয়া উঠে আর তৎসমস্ত সঙ্গতরূপে বিন্যস্ত হইলেই লোক মনোহারী ও প্রশংসার যোগ্য হয়। অনেক লেখক নায়ক নায়িকার চরিত্র উৎকৃষ্ট করণার্থ তাঁহাদিগের স্বভাবে এত গুণাদি সন্নিবিষ্ট করেন যে তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থের নায়কাদির মনুষ্যত্ব যাইয়া দেবত্ব হয় ও কার্য্য সকলের অনেক অসম্ভব হইয়া উঠে; এই দোষই রচনার প্রধান দোষ কিন্তু আধুনিক লেখকেরা তাহা বুঝেন না, বসন্তে শীত-কালের ফুল প্রক্ষুটিত, শীতে মলয়মারুত প্রবাহিত, হিন্দুর দেহে মুসলমানের পরিচ্ছদ প্রয়োগাদি ঘটনা অনায়াসে ঘটান ও তজ্জন্ম কিছুমাত্র চিন্তিত হয়েন না। যাঁহারা রচনার বিশুদ্ধতা সাধনেই কেবল যত্ন করেন তাঁহাদিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা লিখিতেছি যে মৃত বুনিন সাহেবের কৃত “পিলগ্রিমস্ প্রগেরেশ” গ্রন্থের রচনা অতি সামান্য তথাপি তাহা সর্ব্বসাধা-

রণের অতীব প্রিয় হইয়াছে; টেকচাঁদ ঠাকুরের কৃত আলালের ঘরের ঢুলালের ভাষার বিশুদ্ধতা কিছুই নাই তথাপি তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরো-বর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।”

আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থখানি সরল প্রচলিত ভাষায় লিখিত এবং বর্ণনাগুলি স্বভাবসঙ্গত ও চিত্রাকর্ষক এই নিমিত্তই ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং বোধ করি বঙ্গভাষাপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থের কায়া তিনশত পত্রের অধিক, স্তত্রাং এক টাকা মূল্য স্থলভ বলিতে হইবে।

#### মূলসংগীতাদর্শ—

নরহং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র স্তুর্লভা।

কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্রহুর্লভা ॥

এই শ্লোকের ভাবে পাণ্ডিত্যগণের মধ্যেই স্বভাব-সিদ্ধ কবিত্বশক্তি প্রাপ্য বোধ হয়। বাস্তবিক তাহা সর্ব্বত্র সঙ্গত বোধ হয় না কারণ এরূপ অনেক উৎকৃষ্টকবি হইয়াছেন, যাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য ছিল না বলিলেও বলা যায় মৃত গীত লেখক নিধুবাবুর বিদ্যা বিষয়ে অধিকার কিছু মাত্র ছিল না, কিন্তু তাঁহার গীতাবলীর ভাব মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। এ বিষয়ের এই রূপ ভূরিং প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে এজন্য তৎসমস্ত উল্লেখে বিরত হইলাম। বিজ্ঞগণ কহেন যে কবিত্ব একটা ঈশ্বর দত্ত স্বভাবসিদ্ধ শক্তি এবং বিদ্যা সেই শক্তিকে পরিমার্জিত ও উজ্জ্বল করে। পাণ্ডিত্যভাবেও কবিত্বশক্তি থাকা সম্ভব এবং পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কবিত্বশক্তির অসম্ভাব ঘটে আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতাকে স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন বলিতে আমাদিগের মনে কিছু

মাত্র সন্দেহ হয় না । যেহেতু ইহার রচিত গীতা-  
বলীতে যে পরিমাণ কবিত্ব পরিদৃষ্ট হয় তদনুরূপ  
পাণ্ডিত্য দেখা যায় না । মূল সংগীতাদর্শ—ইত্যাখ্য  
গ্রন্থখানি ত্রীরমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । যদিও  
গ্রন্থকারের সংস্কৃতাঙ্গ ভাষাতে বিশেষ পাণ্ডিত্য  
নাই তথাপি আমরা তাঁহার রচনাপ্রণালি এবং  
শব্দ প্রয়োগের পটুতা দেখিয়া অতীব প্রীতলাভ  
করিয়াছি । মূলসঙ্গীতাদর্শের গীত সকল অতিশয়  
মধুর এবং সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে । পাঠক-  
গণের রঞ্জনার্থে আমরা নিম্নে ইহার কএকটি গীত  
উদ্ধৃত করিলাম ।

ধূর মল্লার—তাল কাওয়ালী ।

মেহারে বন ঘন ডারে ডারে আওর মোরেলা  
বোলে হাঁ হাঁ হাঁ বওছারন বরষে ।  
কারি ঘটাঘন উমড়ি ঘুমড়ি আঞ্জি পপিহা পা-  
পীহা বোলনে লাগি সদা রঙ্গ কোন গরজে ॥

ঐ সুরের অবিকল গান ।

আনন্দে সুরঙ্গ ঝোলনে রঙ্গে যমুনা পুলিনে,  
প্যারী নবঘন শ্রাম বিরাজে ।  
সহচরী নাচে গায় যত সারি সারি,  
বদনে হরি, নয়নেতে বারি, পুলকিত প্রেমানন্দে ।  
কিবা তকলতা শোভিতা যমুনাভীরে,  
স্পর্শয়তি নীর মন্দ সমীরে ;  
গায়ন্তি পিক-কুল প্রমত্তে, ধাবতি মধুকর চঞ্চলচিত্তে,  
রমাপতি ব্রজবাস বসতি মতি, অন্তে স্থান দিও ব্রজপতি,  
যুগল পদারবন্দে ॥

বেহাগ—তাল আড়া ।

কোথায় কর গমন, ওহে মৌনব্রত জন ।  
বল দেখি নাহি দেহ সাধিলে উত্তর কেন ॥  
হতেছে এই অনুভূত, তব বশীভূত ভূত, করি  
তোমার অভিভূত, হরিল ত্রীধন ॥ ১

কোথায় তুরঙ্গপদ, তব গমন আশ্পদ, করীকর  
বিহীনেতে, স্বজন বাহন ।

কারে দিলে রাজকর্ম, কে লইল অসি চর্ম,  
অমাত্যাদি তেয়াগিয়ে কেন হে নির্জন ॥ ২  
ছিলে যবে সিংহাসনে, গণ্য ছিলে সিংহাসনে,  
এখন অগত্যা সার হলো তৃণাসন ।

যাত্রাতে মঙ্গলাচার, ছিল পূর্ণঘট যার, এ শূন্য  
ঘটেতে তার, ঘটে কি তেমন ॥ ৩

চলিয়াছ মাঠেরবে, ত্যজি অতুল বৈভবে,  
করেছ যার কৈতবে, বহু পর্যটন ।

কহে রমাপতি দীন, এ নিধন তাঁর অধীন,  
আছে যার ইচ্ছাধীন, স্বজন পালন ॥ ৪

বেহাগ—তাল আড়া ।

কোথা হতে এলে তুমি, কেবা কোথাকার হে ।  
বল কোন খানে হবে গমন তোমার হে ॥

কাহারো কর্মসাধনে, কিম্বা স্বীয় প্রয়োজনে,  
এলে এ নব ভুবনে, হোয়ে স্বেচ্ছাচার হে ॥ ১

কেন বা এ কর্মক্ষেত্রে, তুমি পদার্পণ মাত্রে,  
রোদন সলিল নেত্রে, করিলে সঞ্চার হে ।

হেন অনুমানি মনে, ছিলে যার অবলম্বনে,  
অকস্মাৎ সেই ধনে, হেরে শূন্যাকার হে ॥ ২

হও কোন ধর্মাসীন, সংসারী কি উদাসীন,  
কহ হে মমতাধীন, সন্ধী আপনার হে ।

তোমার কে আছে বিভু, কিম্বা তুমি কারো প্রভু,  
হেরিয়াছ এ ভূ কভু, অথবা সংসার হে ॥ ৩

কি জাতি কি ধর নাম, কোথা পরিণাম ধাম,  
কি ভাবিছ অবিশ্রাম, কহ তথ্য তার হে ।

লহ করুণার মর্ম, না করিহ হেন কর্ম, যাতে  
ইহ পরধর্ম, যায় আপনার হে ॥ ৪

ঝিকিট—তাল ঠেকা ।

যার স্রুখে স্রুখী জগত জগতচিত, তার  
শয্যাগতে গত কেন না হয় অনুগত ।

যার জীবনে জীবন, আর সুখী আজীবন,  
তদধীনে যে নিধন, ধন্য তার কলৌগত ॥  
প্রকৃত প্রকৃতি যার, অলৌকিক সুখাধার, জীবন  
বিচ্ছেদে তার, হয় মহা নিদ্রাগত ।  
দীন রমাপতির মন, মুদিত কুমুদী যেন, চন্দ্র  
অদর্শনে প্রাণ রাখা প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥

ধাঙ্গাজ—তাল ধিমাত্তাল ।

অন্তঃপুরে করিব প্রস্থান, চল মন আমার;  
গমনে স্নগম অতি মূলভেক ব্যবধান ।  
কেন মজি হলাহলে, কলহাদি কোলাহলে,  
যাত্রা কৈলে অবহেলে, পাইব নির্জ্ঞান স্থান ॥ ১  
সিংহাসনে প্রয়োজন, কি আছে হে প্রিয়জন,  
কর শয্যা তৃণাসন, কাষ্ঠাদির উপাধান ।  
ইতে করো না সন্দেহ, আশ্রয় যাগেতে মন দেহ,  
পঞ্চ রত্নব্রত দেহ, মৃত্যুঞ্জয়ে কর দান ॥ ২  
হোতা চার্ঘ্যে রাখ বলে, সমাংস আহুতি হলে,  
কর্মকুণ্ড শান্তিজলে, মুড়াগ্নি করে নির্বাণ ।  
দীন রমাপতি কয়, দিন গত পাপক্ষয়, করুণা-  
ময়িরে ডেকে, জিয়া কর সমাধান ॥ ৩

কালেংড়া—তাল জলদতেতাল ।

এই যে যাব সে যাব, আসিব সে কথার কথা ।  
মন তুমি জাননাক জগদম্বার ক্ষমতা ॥  
এসেছ যেমন না জান, জানিবে হবে নির্বাণ,  
চিন্তা কর চিন্তা কথা ॥ ১  
ক্ষতি নাই কও তারা তারা, রমনারে করে স্মরা,  
এ কেবল কর্ম ধরা, জিজ্ঞাস যথা তথা ।  
সুন্দর হতে এই কয়, ভাবিলে ভাবনাময়,  
দূর কর মন ব্যাথা ॥ ২

কালেংড়া—তাল মূল ।

যাওয়া হবেনা কেন রে ও মন ভবনদী  
পারে ।

নিস্তারকারিণী শ্যামা ভাব রে অন্তরে ॥

ভবনীরে তনুতরি, ভাসাও রে মন স্মরা করি,  
বসে থাক তনুপরি, জ্ঞানহালি ধরে ॥ ১

শ্রদ্ধা ভক্তি সুবাতাসে তরুণী ধর, কুমতি কুটিল  
কুবাতাস পরিহারি; ছজন দাঁড়ি কি কায বল,  
দুর্গা নামে বাদাম তোল, হলো স্নগম চল,  
ভক্তিপবনভরে ॥ ২

এখন হতে তোমার রে মন বলে রাখি শুন,  
কাল চড়া আছে তরী না ঠেকে তায় যেন ।  
জ্ঞানহালি ধর জোরে, দুর্গানাম পালি ভরে,  
লোয়ে চল এ সুন্দরে, চিন্তামণি পুরে ॥ ৩

কাফি-সিদ্ধু—তাল পোস্তা ।

আমার মন হলো সন্ন্যাসী ।

এবার পঞ্চ ভূতে তেজ্য করো হব কাশিবাসী ॥  
নির্ম্মায়িক মাতা যার, পিতা করেন সংহার,  
অন্য বন্ধু নাই তার, সহজে উদাসী ।

শুনে মহাজন ঠাই, সাহস করেছি ভাই, যার  
অন্য গতি নাই, তার গতি বারানসী ॥

রিপুচয় কাম আদি, যদি হয় প্রতিবাদী, সকলের  
মহৌষধী, আছেন কাশিবাসী ।

সুন্দর স্তের স্তত, শ্রীদুর্গাচরণাশ্রিত, সে দুর্গা-  
নামের অসি ধরে, কাটাবে কর্ম ফাঁসী ॥

জঙ্গলা—তাল ত্রিওট ।

কেন ডুবাতে মায়ায় কূপে মা, কোপে কি  
আক্ষেপে নিক্ষেপিলে গো জননি ।

আরো কি হয় ভাবী, সদা মনে ভাবি, পুন  
অনুভাবি জননী ভব ঘরণী ॥

পতিত দুর্দীনে, নিবার সুদিনে, রমাপতি  
দীনে দিয়া চরণ তরুণী ॥

# রহস্য-সন্দর্ভ ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র ।

৭ পর্ব ] প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা । সন ১২৭৯ [ ৭৫ খণ্ড ।

## পুরাবৃত্ত পাঠের ফল ।



রহস্য-সন্দর্ভের প্রতিখণ্ডেই এক একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব থাকে তজ্জন্ম অনেকে ইহাকে ইতিহাস সমালোচক পত্র ব বলেন । এক্ষণের লোকের মন গল্প ও রসভাবাত্মক গ্রন্থাদি পাঠেই রত এবং ইতিহাসাদিকে নিরস ও কঠিন জ্ঞান করে । পাছে কোন পাঠক প্রতি খণ্ডে ইতিহাস দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে ও অত্যাশ্চর্য কারণ বশতঃ এই পত্রে প্রদত্ত পুরাবৃত্ত বিষয়ক প্রস্তাবগুলি সুললিত, সরল ও স্মরসমুজ্জ্বল করণের চেষ্টা করিতেছি । আর ইতিহাস পাঠের ফলাদি জ্ঞাপনার্থই অদ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই যেহেতু প্রস্তাব বাহুল্যে লিখিবার স্থানাভাব ।

“পুরাবৃত্ত” এই শব্দটীতে পূর্বকালের ঘটনা বুঝায় এবং পুরা অব্যয়ের সহ রতধাতু ইহাতে ইহার উৎপত্তি । অতএব পুরাবৃত্তে যে কেবল সংগ্রাম ও রাজগণের বৃত্তান্ত লিখিত থাকে এরূপ নহে, পূর্বকালের সকল বিষয় সম্বন্ধীয় বিবরণ ও ঘটনা বর্ণন করাই যথার্থ ইতিহাস লেখকের কার্য্য । পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা যাঁহারা নিজ নিজ স্মরণশক্তিকে

কেবল বৎসর সংখ্যা ও যুদ্ধাদির স্মৃতিভারে অবনত করিয়া রাখেন তাঁহাদিগের কোন ফলই হয় না, যেহেতু ইতিবৃত্তান্তগত উপদেশ সকলের অনুধাবন ও তাহা অন্তরে ধারণ করাই ইতিহাস পাঠের ফল । পূর্বকালের ঘটনাদি সমালোচনরূপ বহুদর্শন দ্বারা এরূপ আত্ম চরিত্রের বিশুদ্ধি সাধন করা কর্তব্য যদ্বারা নিজ ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল হয় এবং সমাজের সহযোগিতা ও উন্নতি করা হয় ।

দর্শনশাস্ত্রের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক লোক ও সমস্ত সমাজসম্বন্ধে উপকারিত্ব নিরূপণ করিতে হয় এবং যে দর্শনে সেই উপকারিত্ব গুণ অধিকতর থাকে তাহাকেই উৎকৃষ্ট বলা যায় । গাঢ় চিন্তাদি দ্বারা পরিক্রান্ত চিত্তকে প্রফুল্ল ও বিশ্রাম দানে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষম করা হেতুক অনেক বিষয়ের পরোক্ষত হিতাহিতকারিত্ব স্বীকার করিতে হয় । যে সকল দর্শনের আলোচনা তদনুসন্ধায়িগণের নিজ মনকে উন্নত ও সামাজিক মঙ্গলোৎপাদন করে, অথচ বাহ্য সময় মত মনকে বিরামদান করতঃ তাহার ক্রান্তিদূর ও আনন্দ সম্পাদন করে, সেই দর্শন সমস্তকেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত বলা যায় । পণ্ডিতগণ পুরাবৃত্তকে এই প্রকার দর্শন মধ্যে পরিগণিত করেন । পুরাবৃত্তকে উদাহরণ দ্বারা দর্শিত বিজ্ঞান বলা যায় এবং সকল উপদেশ



অপেক্ষা উদাহরণের উপকারিতা সর্ববাদী সম্মত । নীতিধর্ম ও জ্ঞান বিষয়ক নীতি সমস্তই উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণিত করিবার পরীক্ষাই একমাত্র উপায় প্রশস্ত আছে । পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা লোকে নীতি ও জ্ঞানসম্বন্ধীয় উপদেশাদি বিষয়ক নিজ নিজ পরীক্ষা ব্যতীত বহুকালের বহু লোকের পরীক্ষা সংগ্রহ করিতে পারে । এতদ্ব্যতীত পুরাবৃত্তের একটি এই বিশেষ গুণ আছে যে ইহা সর্বসাধারণের উপযোগী যেহেতু সকল অবস্থার সকল সমাজের ও সকল ব্যবসার লোকই ইহার পাঠে নিজ নিজ অবস্থা, সমাজ ও ব্যবসার উন্নতিসাধন করিতে পারে । যে সকল লোক ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করেন ও সাংসারিক সচ্ছন্দতা থাকে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা প্রভৃতি দেশহিতকর বিষয়ে সংলিপ্ত হয়েন তৎসমস্তেরই লোকযাত্রা বিধান শাস্ত্রানুশীলন করিতে হয়, স্ততরাং তৎশাস্ত্রের অতুল্য চতুষ্পাঠী স্বরূপ পুরাবৃত্ত তাঁহাদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল, ইতিহাস দ্বারা মানব কার্য সকলের মূল কারণ অবগত হওয়া যায় এবং রাজ্য ও দেশ সমস্তের উন্নতি, সৌভাগ্য, পরিবর্তন, পতনাদির কারণ জ্ঞাত হইবার ইহাই পথস্বরূপ । ইতিহাসই শাসনপ্রণালী ও দেশাচারের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করে, ইহাতেই লোকের হৃদয় হইতে পক্ষপাত ভাব দূর করে, ইহাই মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত করিবার মূল এবং ইহা হইতেই দেশহিত সাধনের ও উন্নতির সরলতম উপায় উদ্ভাবিত হয় । জাতীয় ঐক্যতার অসাধারণ উপকারিত্ব এবং দেশের আন্তরিক বিরোধের অপকর্ষতা ইতিহাস দ্বারাই বহুমতে সপ্রমাণিত হয় । অপরিমিত স্বাধীনতা যে বিপদ ও অনিষ্টজনক এবং অত্যাচার শাসনের যে অবনতিকারিণী শক্তি তাহা পুরাবৃত্ত পাঠ ব্যতীত জানা যায় না । ইতিহাসের সর্বোপ-

যোগীতার কিছু ব্যাখ্যা নিম্নে করিতেছি । যাঁহারা পশু তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবর্ত হইয়াছেন পুরাবৃত্ত পাঠে তাঁহাদিগের সে বিষয়ের যে কিছুমাত্রও জ্ঞান জন্মায় না এ কথা বলা যায় না, কারণ গৃহপালিত ও আরণ্য জীবগণের কোনটী কোন্ সময়ে কোথায় প্রচলিত ছিল ও কি কার্যে ব্যবহৃত হইত তত্তাবৎ নিরূপণ করিতে গেলে পুরাবৃত্তের সাহায্য ব্যতিরেকে সাফল্যলাভ অসম্ভব । যে সকল মহাত্মা ধর্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা ইতিহাস চর্চা ব্যতিরেকে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না, যেহেতু কোন্ সময়ে কি ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং সেই ধর্মাবলম্বিদিগের তদ্বারা কি প্রকার উন্নতি বা অবনতি হইয়াছিল তত্তাবৎ জ্ঞাত হইবার অন্য কোন উপায় নাই । শিল্পশাস্ত্র ব্যবসায়িকগণেরও ইতিহাস পাঠ করায় ফল আছে কারণ তদালোচন দ্বারা লোকের যে রূপে রুচি পরিবর্তিত হইতেছে তাহা অনুভূত হয় । আর এরূপ অনেক শিল্পও আছে যাহাতে ঐতিহাসিক জ্ঞান বিলক্ষণ প্রয়োজন হয় যথা—চিত্রবিদ্যা । চিত্রকারগণ চিত্র লিখিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, স্ততরাং লোক মনোরঞ্জনকারী চিত্র না হইলে আয়াসানুরূপ মূল্য প্রাপ্ত হয়েন না ; কিন্তু পরচিত্তাকর্ষক চিত্র লিখিতে হইলে যে সময়ের চিত্রটী লেখা হয় তৎকালোচিত পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি উহাতে সন্নিবেশিত করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়—যীশুখ্রীষ্টের ক্রস হইতে অবতরণের চিত্রে কতকগুলি আধুনিক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর ন্যায় কোট পেন্টুলেন ধারী ব্যক্তির মূর্তি লিখিত হইলে সে চিত্র কি কাহারও নয়নানন্দপ্রদ হয় ?

যে সকল পণ্ডিত নীতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানানুশীলনে একাত্ম চিন্তে নিযুক্ত আছেন ইতিহাস তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নরচরিত্র

সমালোচনা ও দেশকাল পাত্রভেদে নীত্যাতির  
সুপ্রযুক্তি অবহিতান্তরে ইতিবৃত্ত পাঠ ব্যতিরেকে  
কখনই হইতে পারে না; কারণ যে সকল কার্য  
আমাদিগের পক্ষে কলুষকর, তাহা দেশকাল পাত্র-  
ভেদে অদূষণীয় ও আবশ্যক হইতে পারে, যথা—  
পরদারাভিগমন সমাজ বিশৃঙ্খলতাজনক বলিয়া  
আমাদিগের পক্ষে পাতককর, কিন্তু যদি কোন  
অগম্য স্থানে ঘটনাক্রমে দশজন পুরুষ ও শতাধিক  
কামিনী নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে নীতিশাস্ত্রকার-  
গণ সেস্থানে পরদার গমনে বিধি দান করেন কি  
না। সমুদ্রে পোতমগ্ন হইলে এবং অপরাপর স্থলে  
অনেক এরূপ প্রমাণ দেওয়া যায় যে, আহারাভাবে  
লোক নরমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল কিন্তু ঐ নরমাংস  
ভক্ষণকারিদিগকে কেহই পাতকী জ্ঞান করেন নাই।

সঙ্গীতবেত্তাগণের পক্ষেও ইতিহাস কিয়ৎ পরি-  
মাণে প্রয়োজনীয় যেহেতু তৎশাস্ত্রের ক্রমশঃ পরি-  
বর্তনাদি ইতিবৃত্ত হইতে অনেক জানা যায় এবং  
দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রাগাদির প্রয়োগ-  
পটুতা জন্মে তাহার উদাহরণ যথা—রণবাদ্য আ-  
বহমান কাল পর্যন্ত সংগ্রাম কালে ব্যবহৃত হইয়া  
থাকে, কিন্তু সেই রণবাদ্যের পরিবর্তে নিদ্রাকর্ষক  
কোমলভাবাপন্ন রাগিণী যদি বাদিত হয় তাহা হইলে  
সেনাগণের মনে বীররসোদ্দীপন না করাতে বিশেষ  
ক্ষতি হইতে পারে। যন্ত্রবিজ্ঞানের রসায়ণ প্র-  
ভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় যে মহোদয়গণ ব্যাপ্ত  
আছেন ইতিহাস পাঠ তাঁহাদিগেরও পক্ষে কতক  
আবশ্যক। স্বাভাবিক নিয়মাদির আবিষ্কৃতি সময়ে  
যে রূপে হইয়াছে ও সেই সকল আবিষ্কৃতিতে মূল  
স্বরূপ ধরিয়া যে সমস্ত তদ্বিষয়ক উন্নতি সম্পাদিত  
হইয়াছে তৎসমস্ত অনুসন্ধান করাতে লোকের  
বুদ্ধিবৃত্তি পরিষ্কৃত ও মার্জিত হয় এবং অপরাপর  
উন্নতি সকল সহজে করা যায়।

রাজ্যশাসন, লোক যাত্রা বিধান, সমাজ সংস্কার,  
দেশ হিতসাধনাদি ব্যাপারে যাঁহারা লিপ্ত থাকেন  
ইতিহাস তাঁহাদিগের যে পরিমাণে সহোযোগী  
তাহা ইতিপূর্বে বিশেষে কথিত হইয়াছে স্ততরাং  
এস্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে পুরাতত্ত্বের  
সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের এক মুহূর্তও কার্য  
চলে না। পুরাতত্ত্বের সর্বসাধারণ সম্বন্ধি উপকারিত্ব  
যথা কথঞ্চিরূপে কথিত হইল এক্ষণে তাহার  
অপরাপর গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।  
সর্ব ব্যবসায়ী লোকের যে নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি  
জন্য ইতিবৃত্ত পাঠ করা কর্তব্য তাহা উক্ত হই-  
য়াছে এতদ্ভিন্ন ইতিহাস সকলেরই পক্ষে চিত্তের  
বিশ্রাম জনক। অন্ধ শাস্ত্র বেত্তারা গুরুতর গণনার  
পরিশ্রমে যখন শ্রান্ত হয়েন তখন অন্ধশাস্ত্র ক্রমে  
ক্রমে যে রূপে উন্নতি ও পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হই-  
য়াছে তদালোচনা তাঁহাদিগের পক্ষে বিশ্রাম বোধ  
হয় আর সেই আলোচনা ইতিহাস দ্বারা সিদ্ধ  
হওয়াতে ইহা অন্ধবিৎগণের বিশ্রাম স্থল স্বরূপ  
হইয়াছে। এই রূপে সকল দুর্ভ্রূহ শাস্ত্রালোচক-  
দিগের প্রতি পুরাতত্ত্ব গাঢ় চিন্তা নিবন্ধন শ্রান্তি-  
শক ও আনন্দ উৎপাদক। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা বি-  
ষয় কশ্মে সর্বদা ব্যাপ্ত তাঁহাদিগের পক্ষেও  
ইতিহাস অতি আবশ্যক। বিষয় কার্য হইতে  
অবকাশ পাইয়া বিশ্রামার্থ যে সকল উপন্যাসাদি  
বিষয়ী বা কশ্মিগণ পাঠ করেন তদ্বারা তাঁহাদিগের  
মন আনন্দিত হয় ও পরিশ্রান্ত দেহ ও মন শ্রান্তি  
লাভ করে। কিন্তু ঐ পাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের কোন  
বিশেষ লাভ হয় না। যদি তাঁহারা ইতিহাস পাঠ  
করেন তাহা হইলে এক কালে উভয় ফলই লাভ  
করিতে পারেন—বিশ্রাম লাভও হয় অথচ বহু  
বিষয়ক জ্ঞান ও বহু দর্শিতা জন্মে, কারণ পূর্বে  
বলা হইয়াছে যে ইতিহাস হইতে সকলেই নিজ

নিজ ব্যবসা বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে । আর কাব্য, উপন্যাসাদি পাঠে পরিশ্রান্ত মনের যেরূপ বিশ্রাম ও আনন্দ সম্পাদিত হয় ইতিবৃত্ত দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে । মুরজিহানের জীবন চরিত্র, শিবজীর আদ্যোপান্ত বিবরণ, পৃথুরাজের যুদ্ধ বৃত্তান্ত, আলাউদ্দিনের চিতোর জয় বার্তাদি পাঠ করিয়া কোন্ কাব্য বা নবন্যাস পাঠের প্রীতি না জন্মে ?

### বৈজুনাথ সম্বন্ধীয় সাঁওতালী প্রবাদ ।



পূর্বকালে এক দল আর্য্য বংশীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া বর্তমান বৈজুনাথের মন্দির সম্মিকটস্থ স্থানে বাস করে এবং তত্রত্য স্থন্দের স্বাভাবিক-পার্বত্য-হ্রদের কূলে এক শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বলি প্রদান করিত । ঐ পার্বত্য হ্রদের সম্মিকটে আর কিছুই ছিল না এবং যে বন ও পর্বত ঐ স্থান বেষ্টিত ছিল তাহাতে কৃষ্ণকায় সাঁওতালগণই বাস করিত, কিন্তু তাহারা ঐ রুদ্র মন্দিরে অর্চনা বা বলিদানাদি না করিয়া তত্রত্য যে তিন বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের পূজা করিত ঐ পাষাণত্রয় অদ্যাবধি বৈদ্যনাথ নগরের পশ্চিম পাশে বর্তমান আছে ও তাহাই সাঁওতালগণের পূর্বপুরুষেরা মানিত । কথিত ব্রাহ্মণ দল চাষ করিয়া তাহাতে হ্রদ হইতে জল সেচন করিত এবং সাঁওতালগণ তাহাদিগের পরম্পরাগত প্রথা-মুসারে ঝুগয়া ও পশুপালনেই দিনপাত করিত ও তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অল্প জনার চাষ করিত । ভূমির উৎপাদিকা শক্তিতে বহু ফলোৎপন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ ক্রমে অলস হইয়া আমোদ আহ্লা-

দেই কাল হরণ করিতে লাগিল ও তাহাদিগের দেব সেবায় অমনোযোগিতা হইল । তাহাদিগের আচরণে প্রস্তুতরত্ন পূজার্থ আগত সাঁওতালগণ চমৎকৃত হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে বৈজুনাথ নামক এক জন বহু বলবিশিষ্ট সাঁওতাল তদর্শনে রাগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে প্রতি দিন ব্রাহ্মণগণের দেবতাকে দণ্ডাঘাত না করিয়া জল গ্রহণ করিবে না । এই প্রতিজ্ঞানুসারে বৈজু প্রত্যহ আহারের পূর্বে ব্রাহ্মণগণের স্থাপিত শিব লিঙ্গে দণ্ডাঘাত করিত এবং একদা তাহার গোধান হারাইবাতে তদন্ষেষণে সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সমস্ত সময় আহার লইয়া খাইতে বসিল ও আহারার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেই মনে হইল যে, ব্রাহ্মণগণের দেবতাকে দণ্ডাঘাত করে নাই । বৈজু অবিলম্বে উঠিয়া দণ্ড গ্রহণপূর্বক মারিতে প্রবর্ত হইলে সশ্রুত হ্রদ হইতে এক নানা-রত্ন-ভূষিত দিব্য মূর্তি উঠিয়া কহিল “দেখ এই ব্যক্তি আমাকে মান্নিবার জন্য ক্ষুদ্র তৃষ্ণাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, কিন্তু আমার পাণ্ডাগণ আমোদ আহ্লাদ ও বারবণিতায় মত্ত হইয়া গৃহে রহিয়াছে আমাকে আহারাদি কিছুই দেয় না, বৈজু তোমার যাহা অভিলাষ তাহা যাচঞা কর আমি তোমাকে বর দিব” তৎ প্রবণে বৈজু উত্তর করিল “আমার বল ও গোধানের অভাব নাই এবং আমি এক দলপতি অতএব আমার কি অভাব তোমাদ্বারা পূর্ণ হইতে পারে ? তোমাকে নাথ বলে আমাকেও নাথ বলিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব ।” দেবমূর্তি তথাস্ত বলিয়া অন্তর্ধান হইল এবং সেই অবধি বৈজুনাথ হইল ও তাহার নামেই তত্রত্য শিবমন্দির ও দেবতা প্রসিদ্ধ হইল । এই বৈজুনাথের সম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—জগন্নাথ ভিন্ন কোন স্থানের পাণ্ডা উড়ে নাই, কিন্তু বজুনাথের উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণ

পাণ্ডা কি রূপে ঘটিল তাহা স্থির করা যায় না—  
উৎকলের এক দল ব্রাহ্মণ আসিয়াই বোধ হয়  
বৈদ্যনাথের সেবা করিয়াছিল, যেহেতু বর্তমান  
পাণ্ডাগণের আকার, আচার ও ব্যবহারাদি দেখিলে  
বোধ হয় যে তাহাদিগের আদিপুরুষ উড়ে ছিল  
এবং অদ্যাবধি মূলের লক্ষণ দেখা যায়। আর  
বৈদ্যনাথের ভক্তগণের প্রমত্তাবস্থার ভাব দেখিয়া  
আমাদিগের মনে জগন্নাথ ক্ষেত্রের রথযাত্রা কালে  
প্রমত্ত ও নৃত্যশীল পাণ্ডা ও গুণ্ডগণ উদয় হইয়া-  
ছিল। কিন্তু জগন্নাথের মূর্তির পরিবর্তে শিবলিঙ্গ  
স্থাপনের কারণ দেখা যায় না।

## রাজপুল্লগণের বংশমর্যাদা ও স্বদেশ প্রিয়তার আশ্চর্য্য উদাহরণ।

আ কবর সাহ চিতোর লুট করিয়া  
প্রত্যাবর্তন করার কিছুকাল পরে  
প্রতাপরাণা, (যিনি তাঁহার পিতার  
স্বর্গারোহণে চিতোরের সিংহা-  
সনে অধিরোহণ করেন) মোগল হস্তগত চিতোরের  
পাশ্চাত্যস্থান সকল পুনরধিকার করণার্থ নিজ প্রধান  
পুরুষগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সভায় সম্মি-  
লিত হইয়া ওস্তলা দুর্গ আক্রমণ বিষয়ক মন্ত্রণাদি  
সমস্ত নির্দ্ধারিত করিলেন, কিন্তু চন্দ্রাবৎ ও সত্যবৎ  
বংশীয় প্রধানদ্বয়ের মধ্যে আক্রমণ কালে অগ্রস্থান  
পাইবার জন্য মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। প্রতাপ  
রাণা কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া এই ব্যবস্থা  
করিলেন যে যে বংশীয়েরা ওস্তলায় অগ্রে প্রবেশ  
করিবেন তাঁহারা ই অগ্রস্থান পাইবেন। ওস্তলা দুর্গ  
একটি উচ্চভূমির উপরে নির্মিত ও একমাত্র তো-  
রণ বিশিষ্ট প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত ও উহার তল-

ভাগ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। প্রতাপ-  
রাণার সেনাসকল রাত্রিশেষে ওস্তলা আক্রমণ  
করে এবং সত্যবৎদিগের প্রধান গজারোহণ করত  
নিজ দলের সহিত তোরণাভিমুখে চলিলেন ও  
চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গের একাংশের প্রাচীর লঙ্ঘ-  
নার্থ চলিলেন। সত্যবৎ প্রধান বিবেচনা করিয়া-  
ছিলেন যে গজের দেহভার দ্বারা দ্বারভগ্ন করিয়া  
দুর্গে প্রবেশ করিবেন” কিন্তু তোরণ সম্মুখে যাইয়া  
দেখিলেন যে স্থতীক্ষ লোহ ফলা দ্বারা দ্বার একরূপে  
রক্ষিত হইয়াছে যে, হস্তীর দেহভার তদুপরি দি-  
বার উপায় নাই। এমত সময়ে চন্দ্রাবৎ প্রধান  
দুর্গ প্রাচীরে উঠিবা মাত্র নিহত হইবাতে যে  
কোলাহল হইয়াছিল সত্যবৎ প্রধান তাহা চন্দ্রাবৎ  
দিগের দুর্গ প্রবেশ-সূচক জয়ধ্বনি জ্ঞান করিলেন  
এবং নিজ দেহ তোরণের ফলার অগ্রে রাখিয়া  
হস্তিচালককে তদুপরি বেগে গজ চালাইতে কহি-  
লেন। হস্তিচালক মস্তকচ্ছেদ ভয়ে অসম্মতি প্র-  
কাশে অক্ষম হইয়া সেইরূপ করিল এবং দ্বার ভগ্ন  
হইবাতে মৃত সত্যবৎ প্রধানের দেহের উপর দিয়া  
সত্যবৎ বংশীয়েরা দুর্গ প্রবেশ করিল। পরন্তু  
সত্যবৎ প্রধান এপ্রকারে আত্মজীবন দান করিলেও  
তৎবংশীয়েরা সেনার অগ্রপদ প্রাপ্ত হইয়েন নাই  
কারণ চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গ প্রাচীরোপরি উঠিলে  
আহত হইয়েন ও তাঁহার মৃতদেহ পড়িতে দেখিয়া  
তাঁহার এক জন আত্মীয় (যাঁহাকে লোকে দেব-  
গড়ের উদ্ভূত প্রধান বলিত) ঐ শব্দ উত্তরীয় দ্বারা  
পূর্বের বন্ধ করত প্রাচীরে উঠেন ও তথা হইতে  
শত্রুগণকে দূর করিয়া চন্দ্রাবৎ প্রধানের দেহ দুর্গে  
নিষ্কোপানস্তর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন “চন্দ্রাবৎ-  
দিগের পূর্বস্থান আমরা অগ্রে প্রবেশ করিয়াছি।”

## চিতামুগয়া ।



অতি প্রাচীন কালাবধি রাজা ও  
অন্যান্য সম্রাট লোকগণের মধ্যে  
মুগয়াকার্য প্রচলিত আছে এবং  
এই মুগয়া নানা ব্যক্তি দ্বারা নানা  
প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। ডুউ মুগয়া, বরাহ মুগয়া, ব্যাট্রি  
মুগয়া প্রভৃতি বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভের  
পূর্বক সকলে বিবৃত হইয়াছে। অতএব মুগয়া বর্ণন  
এই পত্রের বিষয় বহির্ভূত নহে বিবেচনায় আমরা  
অত্র পত্রে চিতামুগয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হই-  
লাম। মুগয়া করণার্থ কুকুর ভিন্ন অন্য পশুর ব্যবহার  
ইউরোপ খণ্ডে প্রায়ই প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষে  
অনেক চিতা ব্যাত্রকে শিক্ষিত ও মুগয়ার্থ ব্যবহৃত  
দেখা যায়। মুগয়ার বস্তুকে দেখাইয়া দিলেই কুকুর  
যে রূপ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে নষ্ট  
করে চিতাব্যাত্রের দ্বারা উত্তরূপ হয়। যে রূপ এক  
জন সম্রাট লোকের ভবনে অপর এক সম্রাট  
লোক উপস্থিত হইলে গৃহস্থানী তাঁহার আহারা-  
দির নিষ্পত্তি যত্নে উত্তম দ্রব্যাদি অনায়ন করেন  
ও তাঁহার দার্শনিক আনন্দ সম্পাদনার্থ কুকুর,  
মেঘাদির যুদ্ধ করান সেই রূপ ভারতবর্ষীয় রাজ-  
গণের দ্বারা অভ্যাগত রাজাদির প্রীতি সম্পাদনের  
নিমিত্ত চিতা মুগয়া প্রদর্শিত হয়। চিতা ব্যাত্রের

দ্বারা মুগয়া প্রায়ই প্রত্যাঘে হইয়া থাকে। চিতাকে  
একখানি কুণ্ড-বাহিত শকটে একটি চালার মধ্যে  
করিয়া মুগদিগের সর্বদা বিচরণের স্থলে লইয়া  
যাওয়া হয়। এই শকটে তাহার রক্ষক ও শকট-  
বান থাকে এবং দর্শকেরা পদভ্রজে, অশ্বারোহণে  
অথবা অত্রস্থলে প্রদত্ত-চিত্রে দর্শিত রূপে হস্তীর  
পৃষ্ঠে উহার পশ্চাতে গমন করে। লইয়া যাইবার  
সময় চিতা ব্যাত্রের চক্ষুয় উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া  
দেওয়া হয়। তাহার গলদেশে গলাছি এবং কোটি  
দেশে রজ্জ্বনির্মিত কোটিবন্ধ থাকে এবং ইহার  
মধ্য দিয়া এক গাছি রজ্জ্ব চালান হয়, এই রজ্জ্ব  
শেষ ভাগ রক্ষক এবং প্রকারে ধরিয়া থাকে যাহাতে  
অনায়াসেই উপযুক্ত সময়ে চিতাকে ছাড়িয়া দিতে  
পারে। মুগের পালকদেখিতে পাইলে শকটবান  
দূর দিয়া ঘুরিয়া অতি সন্নিধানে ক্রমে তাহাদিগের  
নিকটবর্তী হইতে থাকে এবং দর্শকেরা শকটের  
সন্নিগটে অথবা এ প্রকারে অত্ৰদিকে গমন করে  
যাহাতে মুগেরা তাহাদিগের প্রতি অতিশয় মনো-  
যোগী হয়। শকট পালের চারি শত হস্তের মধ্য-  
বর্তী হইলে রক্ষক চিতার চক্ষুর বন্ধন মোচন করে  
এবং উহা নিকার দেখিতে পাইলে ছাড়িয়া দেয়।  
চিতা মুক্তি পাইবামাত্র শকট হইতে লক্ষ দিয়া



ভূমিতে পড়ে এবং প্রায়ই একটি পুংমৃগকে লক্ষ্য করিয়া মন্দ লক্ষ্য পালেরদিকে অগ্রসর হয় । এই সময়ে মৃগেরা জাগ্রিত হইয়া যথাসাধ্য বেগে পলায়ন করিতে থাকে ও চিতা ক্রমে তাহার লক্ষ্যটির ১০০ বা ১২০ হস্ত দূরবর্তী হইলেই প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করে এবং অতি অল্প কাল মধ্যে ঐ লক্ষিত মৃগের পার্শ্ববর্তী হইয়া তাহার জজ্ঞাদেশে একটি থাবা মারে । মৃগটি এই প্রকারে আহত হইবা মাত্র কম্পবান ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয় এবং পূর্ব স্থিতির ভাব পাইবার পূর্বেই চিতা তাহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরে এবং যে পর্য্যন্ত রক্তকেরা আসিয়া তাহার গলদেশ কর্তন না করে তদবধি ধরিয়া থাকে । রক্তকেরা নিকটে যাইয়াই চিতার চক্ষু রুদ্ধ করে এবং শকটোপরি আনীত একটি বড় কাষ্ঠ নির্মিত হাতায় করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত ও নাড়ি ভুঁড়ি তাহার নাসিকার নিকটে ধরিলে সে তাহা খাইবার নিমিত্ত মৃগকে ছাড়িয়া দেয় । ঐ মৃত্যুদি আহা করিলে পর চিতাকে শকটোপরি লইয়া যাওয়া হয় এবং যথেষ্ট বিজ্ঞান না দিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার শিকার করিতে নিযুক্ত করা হয় না । এই প্রকারে একটি চিতা ব্যাভ্র ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচটি মৃগ শিকার করিতে পারে । পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রায়ই চিতারা মৃগ শিকার করিয়া থাকে, কিন্তু স্থান ভেদে তাহারা শিকার করিবার ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে । ক্ষুদ্র কোপ অথবা দীর্ঘ ভূণ বিশিষ্ট ভূমিতে তাহারা অল্প অল্প লক্ষ্য লুকা-য়িত ভাবে মৃগদিগের সম্মিষ্টবর্তী হইয়া হঠাৎ তাহাদিগের দিকে দৌড়িতে থাকে । কিন্তু সর্ব্বা-পেক্ষা স্থলরূপে শিকার দেখিতে হইলে, তাহা এরূপ মাঠের মধ্যে করান উচিত, যথায় মৃগেরা সর্ব্বদা বিচরণ করে এবং যথায় এরূপ কিছুই নাই বাহার অন্তরালে থাকি তা পালের নিকটবর্তী

হইতে পারে । এরূপ করিলে মৃগদিগের প্রসিদ্ধ দ্রুত গমনের সহিত ভুলনায় চিতার দ্রুত গমনে আশ্চর্য্য পরিপকতা দেখা যায় ।

## ফুল-মালা ।

(শোক-সঙ্গীত)

১

গাঁথিলাম মালা করি সযতন ।  
প্রফুল্ল কুসুম করিয়া চয়ন—  
মল্লিকা মালতী, হেমাদ্র-সেবতি  
মুচকুম্ভ, কুম্ভ, ফুল রতন ।  
পরিমল ভরা এই সব ফুলে ।  
গাঁথিয়াছি মালা ঋষি মনভূলে ।

২

কার গলে এবে দোলাইব হার !  
কোথা সেই জন রয়েছে আমার !  
নগরে নগরে, পর্ব্বত শিখরে,  
কোথায় সন্ধান পাইব তার ।  
বলনা বলনা প্রতিধ্বনি সতি ।  
কোথায় সে জন কুরিয়াছে গতি ॥

৩

মন্দ সমীরণে শৈবলিনী জল  
ধীরে ধীরে যায় করি কল কল ।  
প্রিয় বঁধু তরে, বুঝি শোকভরে  
মুছস্বরে কাঁদে ইয়ে বিহ্বল ।  
হেরিয়া আমারে বিরহিণী জন ।  
নিস্তরু স্বভাব, শোকেতে মগন ॥

৪

অদূরে নির্ঝর, মুকুতার ফল  
ঝর ঝর শব্দে ঝরে অবিরল ॥  
প্লাবিত ধরণি—করি কলধ্বনি,—  
নদী-রূপে পরে ধাইছে জল ।



ছিন্নভিন্ন বেশ—উন্মাদিনী প্রায়।  
হেরিয়া আমারে কাঁদে বুঝি হায়।

৫

অস্থখ সংসারে, স্থখ কোথা নাই।  
এখানে সেখানে যথা তথা যাই ॥  
স্থখের সংসার, হইবে আমার  
যদি সে জনের সন্ধান পাই।  
জীবন সর্বস্ব হৃদয়ের ধন।  
বিনা সেই বঁধু আছে কোন জন ?

৬

কার বা করিতে মানস রঞ্জন  
করিলাম আমি এমালা গ্রন্থন ?  
আনি যত ফুল, শোভায় অতুল—  
প্রেমিকের যাহে—ভুলায় মন।  
হলো এই মালা কালসর্পী সম  
কোমল হৃদয় দংশিবারে মম ॥

৭

নিবিড় কানন অতীব গম্ভীর।  
আছে যত বৃক্ষ করি দীর্ঘ শির ॥  
দেবদারু তাল, হিন্তাল পিয়াল,—  
স্থশোভিত বন—রয়েছে স্থির।  
কিন্তু কোথা সখা এখানেতে নাই।  
এখন কোথায় তার দেখা পাই ॥

৮

বন দেবীগণ স্তম্ভুর স্বরে।  
বল প্রাণসখা কোথায় বিহরে।  
পুষ্পিত কাননে, কিম্বা ঘোর বনে—  
যথায় মানব রা পশে ভরে ॥  
বক্ষ বক্ষ আর কিম্বারী কিম্বর।  
বল দয়া করি কোথা প্রাণেশ্বর ?

৯

কেহ না উত্তরে আমার কথায়।  
প্রাণেশ বিরহে—বুঝি প্রাণ যায়।  
কি ফল জীবনে, দুঃখ প্রতিক্রমে,  
বিরহ দহনে পুড়িব হায়।  
বুধা করি আর তার অঙ্কুর—।  
এধরা মাঝারে নাহি সেই জন ॥

১০

এই উচ্চ শৈলে করি আরোহণ।  
সমস্ত স্বভাবে মনের বেদন—  
করি উচ্চৈশ্বর, বলি নিরন্তর—  
বলনা কোথায় সে প্রিয়-জন ?  
আকাশ প্রান্তর স্তম্ভিত সকল।  
কল কল করে নির্বর কেবল ॥

১১

ছিন্ন ভিন্ন করি ফুল রত্ন হার।  
এই কৈলে দিমু—কি করিব আর !  
এখন প্রাণ, করি তুচ্ছ জ্ঞান—  
বিসর্জন দিয়া, ত্যজিব সংসার ॥  
করি এই তুঙ্গ শৃঙ্গ আরোহণ।—  
বঁধুরে স্মরিয়া ত্যজি এজীবন।

## অশ্বধারণের আশ্চর্য্য কৌশল।

আমেরিকা খণ্ডের দক্ষিণাস্তভাগ অন্ত-  
রীপে পরিণত হইয়াছে ও তাহা  
পাটেগোনিয়া দেশ নামে ক-  
থিত আছে। উক্ত দেশের পশ্চিম  
সীমা আণ্ডিজ পর্বতমালা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ঐ  
দেশ অধিকাংশ শস্য শূন্য প্রান্তরময় ও ঐ সকল  
মরুভূমি ক্রমশঃ আতলাণ্টিক মহাসাগর তীরাভি-  
মুখে নত হইয়াছে। পাটেগোনিয়া দেশে কয়েক



অসভ্য জাতি বাস করে যুগয়া দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা নির্বাহ হয়। পাটেগোণিয়া অন্তরীপের পূর্বে যে ফাকলও দ্বীপাবলী আছে তাহাতে ক্রম মাত্রই নাই; কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ ও দীর্ঘ তৃণ স্থানে স্থানে আছে। ঐ সকল দ্বীপে বহু সংখ্যক গোরু ও ক্ষুদ্রকায় অশ্ব আছে এবং দেশীয় লোকগণ যে প্রকারে উক্ত ঘোটক ধরে তাহাই অত্র স্থলে বর্ণনীয়।

আমাদিগের প্রদত্ত চিত্রখানির কায়ী অল্প হইবাতে যদিও মূর্তি গুলিন ক্ষুদ্র লিখিত হইয়াছে তথাপি দর্শকগণ মনোযোগ পূর্বক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে কএকটি পতিত ও কএকটি ধাবমান অশ্ব এবং একজন অশ্বারোহী অঙ্কিত হইয়াছে। এক্ষণে যে রূপে অশ্ব সকল ধৃত হয় তাহা লিখিয়া পাঠকগণকে চিত্রখানির মর্ম্ম বুঝাইতেছি।

অশ্বধারকগণ এক দ্রুতগামী অশ্ব আরোহণ পূর্বক এরূপ কতক গুলিন অশ্বল অথচ সার বিশিষ্ট রজ্জু সঙ্গে লয় যাহার প্রত্যেক গাছির দুইটি মুখে অল্প ভারী প্রস্তর বা অন্য কিছু বান্ধা থাকে। পরে অশ্ব সকলের বিচরণ স্থানের নিকটবর্তী হইয়া দেখে যে কোথায় অশ্বের পাল আছে এবং উচ্চভূমি, দীর্ঘ তৃণ ও পর্বতাদির অন্তরাল দিয়া মন্দে ঐ পালের নিকটে গমন করিতে থাকে। যখন ঐহিতানুরূপ নিকটস্থ হয় তখন গৃহীত রজ্জুর একটীর মধ্যভাগে অশ্বলী দিয়া ঘুরাইতে অকস্মাৎ নিজ অশ্বকে বেগে

ঐ পালের দিকে ধাবমান করে। ধাবমান অশ্বের পদ শব্দে চমকিত হইয়া পালের অশ্ব সকল পলাইতে যত্ন করে, কিন্তু শিকারী শীঘ্র অগ্রসর হইয়া যে অশ্বটিকে নিকটে পায় তাহারই পশ্চাৎ পদদ্বয়ের উপর ঐ ঘূর্ণায়মান রজ্জু এ প্রকার কৌশলের সহিত নিক্ষেপ করে যে উহা পদদ্বয়ে গাঢ়রূপে জড়াইয়া অশ্বটির গতি রোধ করে। পরে অশ্বের অপর দুই পদও উক্তরূপে আবদ্ধ করণান্তে তাহার নিকটে গমন করত রীতিমত বন্ধনাদি দ্বারা তাহাকে অভিলাষিত স্থানে আনা হয়। এই চিত্রে শিকারীর হস্ত হইতে যে একটা চিমটার আকার পশ্চাৎ ভাগে রেখা লেখা হইয়াছে তাহা উক্ত দুই মুখে প্রস্তর বিশিষ্ট রজ্জু এবং উহার নিক্ষেপে অশ্বের পশ্চাৎ পদ যে রূপে বদ্ধ হয় তাহা চিত্রের পতিত অশ্বটির পশ্চাৎ পদ দৃষ্টেই বুঝা যাইবে। এই রূপে পশ্চাৎ পদদ্বয় আবদ্ধ হইলে অশ্বটি পঞ্চাশবার জন্ত ছট ফট করিলেই পতিত হয় ও অপর রজ্জুর দ্বারা পূর্ব পদদ্বয়ও বদ্ধ হয়।

## প্রথম নেপোলিয়ানের সংক্ষেপ বিবরণ।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ১৭৬৯ খ্রী-ষ্টাব্দে আজেসিও নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক ভদ্র করসিকান বংশোদ্ভব ছিলেন। কথিত আছে যে নেপোলিয়ানের শৈশবাবস্থায় একটা পিতলের কামান প্রিয় ক্রিড়া দ্রব্য ছিল। তাঁহার পিতা চারল্‌স বোনাপার্টের পাঁচ পুত্র হয় তন্মধ্যে নেপোলিয়ান মধ্যম ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্বের নানা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতার তৎকাল-প্রদত্ত

উপদেশ সকলকেই সেই ভবিষ্যৎ মহত্বের মূল স্বরূপ বলিতে হইবে। নেপোলিয়ানের আত্মীয় লুসিএনা বোনেপার্ট (যিনি আন্তেসিওর প্রধান ধর্ম যাজক ছিলেন) মৃত্যুকালে নেপোলিয়ানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফকে কহেন “যোসেফ তুমি সকলের বড় কিন্তু নেপোলিয়ান তাহার বংশের চড়া”। নেপোলিয়ান ত্রিমেনে যুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষা পাইয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজ বিপ্লবে পেওলির অধীনে কর্সিকার প্রজাতান্ত্রিক দলের সহিত যোগ দেন। পরে ঘটনাক্রমে তিনি পেওলির বিপক্ষতাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎকর্তৃক কর্সিকা হইতে বহিস্কৃত হইবাতে মারসেলিস নগরে গমন করেন। নেপোলিয়ান পুনর্ব্বার স্বীয় সৈন্যদলে মিলিত হইলে তাহাকে জিরণডিস্ট দিগকে জয় করিতে নিযুক্ত করা হইল ও তিনি তোপ দ্বারা মারসেলিস আক্রমণ করেন। টুলন দুর্গ বেষ্টিনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এরূপ প্রণালীতে তাহা আক্রমণ করেন যদ্বারা তিনি ইংরাজদিগকে ঐ নগর হইতে দূরীকরণে সক্ষম হইলেন। এই কৃতকার্যতা তৎকালে তাঁহাকে বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন গোপনীয় কার্যের নিমিত্ত জেনোয়াতে যাওয়াতে তাঁহাকে কুসংস্কারিত করা হয়। এই রূপ করাতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান টর্কীর সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে মানস করেন, কিন্তু এই সময়ে ১৩ সংখ্যক ভিণ্ডিমিয়ার নামক সেনাদল রাজ্যতন্ত্রের বিপক্ষে বিদ্রোহ করাতে তিনি সে অভিনাশ পরিবর্তন করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যারাস কর্তৃক দ্বিতীয় সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া নেপোলিয়ান প্রজাতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সেক্টরোচিতে যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং অন্যান্য ১২০০ শত্রু বিনাশ করিয়া বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ

করেন। যুদ্ধের পরেই রাজ্যতান্ত্রিক সভা তাঁহাকে এক ভাগ সৈন্যের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন এবং পর বৎসরের আরম্ভেই তাঁহাকে ইটালীস্থ সৈন্যসকলের সেনাপতি করা হয়। তিনি এই সৈন্যগণকে এরূপ যুদ্ধ নিপুণ করিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার সৈন্যাপেক্ষা বৃহত্তর চারটি অষ্ট্রিয়ান এবং একটি পিডমনটিস সৈন্যদলকে জয় করেন।

তিনি অষ্ট্রিয়ায় যাইয়া আর্কডিস্ট চারলসকে পরাজয়ান্তে লিওবেনের সন্ধি দ্বারা কিছুকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক ভিনিসের প্রধানগণকে নষ্ট এবং উত্তর এবং মধ্য ইটালীতে প্রজাপ্রভুত্ব স্থাপন করেন। তিনি মিসর আক্রমণ যাত্রায় সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণপূর্ব্বক গমন কালে পথে মাল্টা দ্বীপ জয় করত ইজিপ্টে পৌঁছিয়া অতি অল্প দিন মধ্যে এলেকজেন্দ্রিয়া দখল করেন এবং পিরামিডের যুদ্ধে জয়ী হইয়া কেরো নগর অধিকার করিয়াছিলেন। এই নগরে তিনি একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সভা স্থাপন করেন। ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ নেলসন নূতন সৈন্য আনয়নে প্রতিবন্ধক স্বরূপ সমুদ্রেও নেপোলিয়ান পেলেচাইনের সীমান্ত অনেক গুলি নগর অধিকার করেন, কিন্তু তিনি একারের যুদ্ধে পরাস্ত হইবাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। আবুকারের যুদ্ধের পর তিনি ইজিপ্টে পুনরাগমন করেন এবং ইংরাজদিগের যুদ্ধজাহাজ সকলের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে পৌঁছিয়া হঠাৎ প্যারিসে উপস্থিত হন, এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডারেঙ্টরি নামক শাসক সভা নষ্ট করিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত প্রধান শাসকত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পুরাতন ইটালীস্থ সৈন্যের সহিত মেরেজোর জয় লাভ করেন এবং এই সময়ে তাহার অধীনস্থ সেনাপতি মোরিন্ডি হোহেন লিন্ডেনের যুদ্ধে জয়ী হয়।

এই সকল ঘটনার পর তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সহিত লুনিভিলির এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত আমিসের সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি এই সন্ধিতে যুদ্ধহইতে অবকাশ পাইয়া ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে মনোযোগী হয়েন এবং অনেক সামাজিক অবস্থা সংশোধন ও উত্তম আইন করিয়াছিলেন। অনেকবার অনেকে তাঁহার প্রাণ বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তদ্বারা তাঁহার ক্ষমতা এবং লোকপ্রিয়তা বরং বর্দ্ধিত হয় এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে শাসকসভা তাঁহাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করে। এই উপলক্ষে কৌশলক্রমে সপ্তম প্যারিস পোপ প্যারিস নগরে নেপোলিয়ানের অভিষেকার্থ আনিত হয়েন এবং পর বৎসর ইটালীর আধিপত্য নেপোলিয়ান স্বকরে গ্রহণ করেন।

তিনি রাজা হইলে পর প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজাগণ তাঁহার বিপক্ষে মিলিত হন এবং নেলসন তাঁহার যুদ্ধ জাহাজ সকল নষ্ট করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ান ও রুসীয়দিগকে পরাস্ত করণান্তে অফ্টরলিটজের যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রেসবর্গের সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ ও লুইসকে নেপলস ও হলণ্ডের রাজত্ব প্রদান করেন এবং ওয়ার্টেমবর্গ ও ব্যাভেরিয়া রাজ্য তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে রাইনের যড়যন্ত্র করা হয় এবং অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনত্ব লোপ পায়। ফ্রান্সিয়া নেপোলিয়ানের বিপক্ষে ইংলণ্ড এবং রুসিয়ার সহিত যড়যন্ত্র করে কিন্তু তাহা ফলদ হয় নাই।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জেনার এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইলার যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান নিমিয়ান নদীতে একখানি কাষ্ঠের ভেলার উপরে রুসীয় সম্রাটের সহিত টিলজিটের সন্ধিস্থাপন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা জেয়ান বোনাপার্টিকে ওএ-

ফ্টফেলিয়া প্রদেশ প্রদান করিতে ফ্রান্সিয়াকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্যে স্পেন ও পর্তুগাল আক্রমণ করত তাঁহার ভ্রাতা জোসেফকে নেপলস হইতে আনাইয়া স্পেনের রাজা করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিপক্ষে পঞ্চমবার যড়যন্ত্র করা হয় এবং তিনি তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ভায়েনা আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ওয়াগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করাতে অষ্ট্রিয়ার অনেক প্রদেশ ফরাসিস সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে তিনি যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার পূর্নস্ত্রী যোসেফাইনকে ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার আর্কডচেস্ মেরিয়া লুইসার পাণি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাতে বার্নাডোটি ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার বিপক্ষ হন এবং পোপ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। এই জন্ম রুসিয়ার সহিত অসম্প্রীত ঘটতে নেপোলিয়ান রুসিয়ান সম্রাট জারকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ড্রেসডেনে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করত রুসিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাঁহার দলস্থ অনেক সৈন্যের প্রাণ দিয়াও স্মোলেঙ্ক ও বরোডিনোর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান মস্কো দখল করেন, কিন্তু উহাতে অগ্নি প্রদত্ত হইলে তিনি ঐ নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া লুজেনে জয়ী হন কিন্তু সমস্ত ইউরোপ এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করে এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি লিপজিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। ফ্রান্স দেশ বিপক্ষের সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত হয় এবং প্যারিস সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেলমাসে তিনি আধিপত্য

ত্যাগ করিয়া এল্লাতে গমন করেন। কিছু দিন পরে তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহিত পুনর্ব্বার ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া প্যারিসে যাত্রা করেন। পথে বহু সংখ্যক সেনাপতি এবং সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয় এবং তিনি প্যারিসে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তাঁহার অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় সম্রাট একত্রিত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার তাঁহার বিপক্ষে মিলিত হইলেন। সম্মিলিত রাজাগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার পূর্বে তিনি ইংরাজ এবং প্রুসিয়ান গণের (যাহারা তৎকালে সসৈন্যে বেলজিয়মে ছিল) বিপক্ষে যাত্রা করেন এবং লিয়িতে প্রুসিয়ানদিগকে পরাস্ত করেন, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের অষ্টাদশ দিবসে ইংরাজসৈন্য কর্তৃক চিরস্মরণীয় ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে তিনি তাহাদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন এবং সেণ্ট হেলেনায় দ্বীপান্তরিত হইলেন। তথায় পাঁচ বৎসর বাস করিলে পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পাকস্থলীতে নালী ঘা হওয়াতে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়।

“কসৈ্যেকান্তঃ স্বখ মূপনতং দুঃখমেকান্ততোবা।

নীচৈর্গচ্ছতু্যপরি চ দশাচক্রেনি ক্রমেণ ॥”

এই শ্লোকের দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ানের জীবন চরিতেই বিশেষ প্রতীয়মান হয়। করসিকা নামক সামান্য দ্বীপ-বাসী এক জন ভদ্রসন্তান যে ফরাসিস সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইবেন ও সমস্ত ইউরোপকে নিজ প্রতাপে পরাজয় করিবেন এ কাহার মনে ছিল? সময়ে২ যেরূপ তেজোময় ধূমকেতু উদ্ভিত হইয়া কিছু কালের জন্য জগতবাসিগণের মনে নানা মত ভাবের সঞ্চার করত পুনর্ব্বার দৃষ্টি পথাতিত হয়, নেপোলিয়ানের উদয়ও সেই রূপ হইয়াছিল। তাঁহার উদয়ে জাতীয় গৌরবাদি

অতুল প্রশস্তি প্রাপ্ত, বৈরদল বিনীত ও শঙ্কিত এবং সমস্ত ভুবন চমৎকৃত হইয়াছিল। তাঁহার শরীরে বীরতা, সদয়তা, বুদ্ধিমত্তাদি বহুগুণ সম্ভেও এক মাত্র লোভেই তাঁহাকে নষ্ট করে। এক জন সামান্য লোক হইয়া ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষতা প্রাপ্তে তাঁহার আশা নিরুত হইল না! পরে শাসক সভার প্রধানত্বেও তাঁহার ভূষ্টি ঘটিল না! পরে সম্রাট হইয়াও লোভের শেষ হইল না! পরে সমস্ত ইউরোপের পরাক্ষ কর্তৃত্বেও তাঁহাকে সম্ভুষ্ট করিতে পারিল না! জগদীশ্বর আর তাঁহার বুদ্ধি অযোগ্য বোধে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দীনতায় নিক্ষেপ করিলেন।

নেপোলিয়ান যে গুণে সেনা সকলকে বশ করিয়াছিলেন তাহার একটা প্রমাণ আমরা দিতেছি। তিনি সেনাগণকে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করিতেন—কোন সময়ে এক জন সৈন্য শিবিরের প্রহরী কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া আলস্য বশত শিবির ঘারে বসিয়া নিদ্রা যাইতে ছিল, কার্য্য বশাৎ নেপোলিয়ান তথায় গমন করিয়া সৈনিককে নিদ্রিত দেখায় তাহার হস্ত হইতে বন্দুক গ্রহণ করত স্বয়ং তাহা স্কন্ধে লইয়া তথায় বেড়াইতে লাগিলেন এবং ঐ সৈনিক জাগৃত হইলে তাহার হস্তে বন্দুক দিয়া চলিয়া গেলেন।

নেপোলিয়ানের ভয়ে সমস্ত ইউরোপ যে পরিমাণে ভীত হইয়াছিল তাহা নিম্ন-লিখিত বিবরণ পাঠেই পাঠকগণ জানিবেন, আমাদের স্থানাভাব বশত জীবনচরিত সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এ দেশের স্ত্রীলোকগণ ছোট ছেলেদের ভয় দেখাইতে হইলে ছেলে ধরা, বরগি ও বাঘের নাম লইয়া যে রূপ ভয় দেখায়, ইউরোপের ছেলেদের সেই রূপ নেপোলিয়ানের নাম লইয়া ভয় দেখান হইত।



## অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা পালক ।



রাণে কথিত আছে যে দাতা কর্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে গমন করত আহার যাচঞা করিলে কর্ণ তাঁহাকে ভোজন করাইতে বাক্-দত্ত হইলেন এবং ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের মাংসাভিলাষ প্রকাশ করাতে তিনি অকাতরে নিজ পুত্র বৃষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া অতিথি সংকার করিয়াছিলেন । এ প্রকার কার্য্য এক্ষণে কেহই করিতে সন্মত হইলেন না, কারণ লোকে যদিও অতিথির পূজা করা কর্তব্য বিবেচনা করেন তথাপি অতিথি পূর্ব্বোক্ত রূপ অসঙ্গত যাচঞা করিলে সে যাচঞা কখনই রক্ষা করা বিধেয় জ্ঞান করেন না । অতএব দাতা কর্ণের দানশীলতা বা প্রতিজ্ঞা পালকত্বের প্রশংসা বিষয়ে যেরূপ লোকের মত ভেদ আছে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধোল্লিখিত ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা পালকত্ব সম্বন্ধেও সেই রূপ । আমরা নিম্নে যে প্রতিজ্ঞা পালনের অদ্ভুত উদাহরণ দুইটি প্রকাশ করিতেছি তাহার বিধেয়ত্ব ও অবিধেয়ত্ব বিষয়ক কিছুই প্রকাশের উদ্দেশ্য নহে; কেবল কলিকালেও কিরূপ প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভাবনা তাহাই প্রকাশ করা অভিপ্রায় । উদাহরণদ্বয় দিবার পূর্বে ইহা বলা কর্তব্য যে আমাদিগের প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা পালনের উদাহরণ বহুকালের নহে উহা ১৫ বৎসরের মধ্যের ঘটনা ও তৎকর্ত্তা অদ্যাবধি জীবিত এবং পশ্চিমাঞ্চলের কোন প্রধান জনপদে রাজকীয় কার্য্যে এখনো নিযুক্ত আছেন ।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে বিদ্রোহানল ভারতীয় ত্রিটিষ অধিকারকে এককালে ভস্মসাৎ করণের উপক্রম করিয়াছিল তাহাতে যে রূপ ভীষণ ঘটনা

সমস্ত ঘটিয়াছিল তাহার কতক কতক পাঠক বৃন্দে অবগত আছেন । অনেক কলেঙ্কর, কমিসনর প্রভৃতি বিদ্রোহীদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন অধিক কি অনেক নির্বিরোধী বাঙ্গালীর তদ্রূপ ঘটিয়াছিল । সেই বিপত্তিকালে যে সকল ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেই কয়েক জন প্রাণ রক্ষা করেন । উক্ত কারণ বশতঃ ছদ্মবেশী কোন এক জন ইংরাজ এক হিন্দুস্থানী সিংহের ভবনে উপস্থিত হইয়া গৃহ স্বামীকে নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন । পরে ঐ ব্যাপার গুপ্তনাম সিংহের পুত্র কলত্রেরা জানিতে পারিয়া ঐ ইংরাজকে শত্রু হস্তে অর্পণ করণার্থ তাঁহাকে বারম্বার বলাতে ইংরাজ তাহা জানিতে পারিলেন এবং গৃহস্বামীকে নির্জনে কহিলেন যে তিনি সকল শুনিয়াছেন ও আর থাকিতে পারেন না যেহেতু তাঁহার ছদ্মবেশের কথাবহু কর্ণে যাইয়াছে স্ততরাং সত্বরে প্রচার হইবার সম্ভাবনা । তৎশ্রবণে উক্ত সিংহ ইংরাজকে আশ্বাস ও অভয়দান করিলেন এবং এক তরবাল হস্তে লইয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্র কলত্রাদি সকলকে নষ্ট করিয়া প্রকাশ ভয় দূর করিলেন । ইহাতে কথিত আচরণের কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহার মুখাবলোকন করা অবিধেয় বিবেচনা করেন ও অনেকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালকত্বের প্রশংসা করেন । দাতা কর্ণের কার্য্য সম্বন্ধেও এই রূপ মতামত আছে । আমরা এই হিন্দুস্থানীর আর একটি কার্য্যের বিবরণও লিখিতেছি এবং তৎপাঠে পাঠকবৃন্দ জানিতে পারিবেন যে ইনি প্রতিজ্ঞা পালন জন্য নিজ দেহ ত্যাগেও সক্ষম । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে গুপ্তনাম সিংহ এখনো ইংরাজদিগের অধীনে কোন প্রকাশ্য পদে অভিষিক্ত আছেন এবং ইতি



পূর্বেও একটা রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। গুপ্তনাম সিংহ যৎকালে পূর্ব পদে ছিলেন তৎকালে এক জন দস্যু প্রজাদিগের প্রতি বহুবিধ অত্যাচার করাতে শাসকগণ তাহাকে ধৃত করণের চেষ্টা পাইয়া কোন মতে কৃত কার্য্য না হইবাতে মেজেক্টর তাঁহাকে ঐ দস্যুর অনুসন্ধানে নিয়োগ করেন। গুপ্ত নাম সিংহ মেজেক্টরকে কহিলেন যে দস্যু ধৃত হইলে যদি তাহার প্রাণ রক্ষা করা না হয় তবে তিনি তাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারেন। মেজেক্টর চোরের প্রাণ রক্ষা করণে প্রতিশ্রুত হইলে সিংহ তাহাকে ধৃত করিয়া আনিলেন। পরে ঐ চোরের মোকদ্দমা উচ্চ আদালত পর্য্যন্ত হইয়া তাহার ফাঁশির আজ্ঞা হইলে গুপ্ত নাম সিংহ মেজেক্টরের নিকট যাইয়া চোরের প্রাণ রক্ষার্থ কহিলে মেজেক্টর উত্তর করিলেন যে তাঁহার হস্ত নাই যখন উচ্চ আদালতের আজ্ঞা হইয়াছে তখন তিনি কি রূপে তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। গুপ্ত নাম তদ্বিবস হইতে আহাৰ ত্যাগ করিলে মেজেক্টর অনেক যত্নে চোরের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার মার্জনা করাইলেন এবং সিংহকে ঐ সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন চোরের ফাঁসী হইলে তিনি কি করিতেন। গুপ্ত নাম সিংহ অমনি দুই পিস্তল কক্ষদেশ হইতে বাহির করিয়া কহিলেন “আমি এই করিতাম—চোরের ফাঁসী হইবা মাত্র আমি ইহা দ্বারা আত্ম প্রাণ নিঃশেষ করিতাম”। নবং ভাব ও নবং কথা পাঠে ও শ্রবণে অনেকে সম্বুদ্ধ হইয়া এই জন্ত আমরা এই নতুন কথাটি লিখিলাম, ইহা স্বকপোল কল্পিত নহে।

## \*শ্রীরাম বনবাস কাব্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ, শূ-  
দ্রক, ভোজ, প্রভৃতি বহুগুণমণ্ডিত  
হিন্দু রাজগণ বিবিধ কাব্য, নাটক  
রচনা করিয়া ধরামণ্ডলে অবিনশ্বর-  
কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইদানিমে “ফতে সিংহাধি-  
পতি শ্রীযুক্ত রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী”  
সেই মত সাহিত্য সংসারে স্বীয় অক্ষয় কীর্তি  
স্থাপন করিবার জন্ত এই ৩৫ পৃষ্ঠাধারী কাব্য  
প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ইনি গবর্ণমেন্টের নিকট  
উপাধি প্রাপ্ত প্রকৃত “রাজা” নহেন, তথাপি স্বীয়  
উদার চরিত্র জন্য আপনাকে রাজা মনে করিয়া  
থাকেন। যদি কেহ আপনাকে ভারতবর্ষাধিপতি  
মনে করেন, তবে তাঁহার ডাক্তার পোইন  
সাহেবের নিকট গমন না করিলে আর উপায় কি?  
সে যাহা হউক, আমরা অদ্য ফতে সিংহ ও  
“ব্যাত্রভান্সা রাজধানী” হইতে কেশরী ও শার্দূল  
নিলাদে চমকিত না হইয়া স্বমধুর কাকলীধ্বনি  
শ্রবণে শ্রীত হইলাম ইহাই যথেষ্ট। অদ্য মহর্ষি  
বাল্মীকি জীবিত থাকিলে এই অভিনব রামায়ণ

\*এই সমালোচনা টী আমাদিগের কোন বিশেষ বন্ধু  
লিখিয়াছেন ও ইহা অবিকল প্রকাশের জন্ত বিশেষ অনু-  
রোধ করাতে আমরা ইহা প্রকাশ করিয়াছি। অপরিচিত  
ব্যক্তি হইলে আমরা ইহা প্রকাশও করিতাম না, এবং এ  
তথ্যের সত্যতা নিশ্চিতও না; কিন্তু লোকে যে রূপ কথা  
বলে “যিকোনো বৈষম্য বোকে শাসকান” আমরাও সেই রূপ  
কার্য্য করিয়া অপারকে শিক্ষা দিতেছি। এই সমালোচনা  
দেখিয়া প্রথমতঃ বোধ হইল কোন বৈয়াক্তিক দ্বারা  
ইহা লিখিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ সত্য সমাজের ইহা  
উপযুক্ত নহে। পাঠকগণ প্রযুক্তার অপেক্ষা সমালোচককে  
অধিক অজ্ঞান করিবার সম্ভাবনা। রং সং সং

পাঠে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কবিত্ব শক্তি লাভের জন্য পুনর্ব্বার তপস্বী আরম্ভ করিতেন । বোধ করি বঙ্গদর্শনে “যে নূতন প্রকার রামায়ণের অবতরণিকা মুদ্রিত হইয়াছে, এখানি তাহার প্রথম অংশ । ফলে গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব বস্তু । গ্রন্থকার কবির মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাব লইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন এবং কোন স্থলে অবিকল “মেঘনাদের” ভাব গ্রহণ করিয়াছেন । কেবল ভাষা পরিবর্ত্ত করায় অমিত্রাক্ষর গদ্য গন্ধে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে । যথা —

### সুজ্ঞানরূপ বীণা ।

বীণাপাণি, একিল্লরে (অবোধ, মা, আমি ।)  
অর্পউরি ; স্তখে যাহে বাজায়ে ও বীণা ।  
(কবিতাসঙ্গীত স্বর করি বরিষণ)  
ভারতে, লভিব আমি মনের আনন্দে  
মরি, প্রশংসা বিপুল সুধা—অনুপম ।  
হে পদ্ম-বাসিনী, তব কৃপায় (কেবল  
এই প্রথমে) রোপিনু রচনা অক্ষুর  
কাব্যভূমে ! নিরন্তর এজীবন তরি  
ভাসয়ে নিষ্ঠূর্ণরূপ অকুল পাথারে ;  
বড়ই সাধ, লভিতে, মাগো যশঃকূলে ।—  
রহুক যেন ভারত নদে স্নকবিতা  
স্বরস স্রোতঃ পবিত্র হয়ে, মম কাব্য,—  
(এই চিরসাধ, মাতঃ এ পোড়া মনেতে !  
আনিয়া যতনে ভগীরথ ভাগীরথী—  
ত্রিভুবন মুক্তিদায়ী স্ন-কীর্তি রাখিল  
যেমতি ! তেমতি যেন থাকয়ে এ কীর্তি ।  
পরের ভাব যে কবি গ্রহণ করেন তাঁহার বমি  
ভক্ষণ করা হয় “যথা কৃতপ্রবৃত্তিরন্যার্থে কবি-  
বাস্তব সমশ্মুতে” তথাপি জানিয়া শুনিয়া এই  
অভিনব কাব্যকার রাজা বাহাছুর কি জন্য এই

দুষ্কর্ম্ম করিলেন তাহা বলিতে পারিলাম না ।  
তাঁহার কবিত্বশক্তি কিছুমাত্র নাই, তথাপি অহ-  
ঙ্কার ভরে আপনাকে এক জন প্রকৃত কবি মনে  
করা বিড়ম্বনা মাত্র । তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন  
যথা —

### ভূমিকা ।

আমি সদা সর্ব্বক্ষণ পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকি,  
স্বতরাং স্বকার্য্যে হস্তক্ষেপ পক্ষে অক্ষম হইয়া-  
ছিলাম । কিন্তু ইদানীন্তন কৃপাময় জগদীশ্বর কৃপায়,  
কিঞ্চিৎ শারীরিক স্বস্থতাবলম্বনে—বোধ করি,  
ভগবতী বাগ্দেরী (এ নরধম প্রতি কৃপা করিয়া )  
চিত্তজ পঙ্কজাসনে আসীনা হইয়া, কাব্য রচয়িতা  
রূপ লালসা-লতা ফলবতী করিয়াছেন । যে ক্ষণে  
এই কাব্য রচনা করা হইল, তদ্বিষয়ে আমার কিছু  
ব্যক্ত করাই বাহুল্য, কেন না জনসমাজে আদর-  
নীয় ব্যতীত মনোদ্যানের আশা ফল উত্তমরূপে  
ফলবান হইবেক না, তাহার কোন সন্দেহ নাই ।  
তবে যদি পাঠকবর্গ মনোযোগী হইয়া এই অভিনব  
কাব্যটি সমাদৃত-রূপ আশ্রয়-বৃক্ষের বীজরোপণ  
ক্ষণকালের জন্য করিলেও আমি চরিতার্থ লাভ  
করিব, এবং উত্তম, কি নীরস পক্ষে সন্দেহ-রূপী  
যে দেহ দাহ আছে তাহাও শীতলিবে । আরো,  
ভরসা করি যে, আশার সূত্রে পদ্ম প্রফুল্লিত ক্রমে  
ক্রমে এতাদৃশ হইলে অবশ্যই আনন্দের বিষয় বটে  
ইতি ।”

পাঠকবর্গ একবার ভাষার আড়ম্বর দেখুন !  
ইহার মধ্যে “মর্নো বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রশ্রে বাস্তিমে  
গতিঃ” মনে করিয়া প্রবেশ করিতে হয় । পাঠক-  
বর্গ একটু চমৎকার কবিতা শুনুন যথা—

“কহি তবে, শুন-রাগী সেবা করি যবে  
ভুষ্ট করিলা (ঘোবনকালে ।) অতিশয়

নরাধিপে, তৎপরে চাহিলেন দিতে  
মনমত বর তোমা ছুটি তিনটি ।—

এই বরনাও দেখি, (এই সময়েতে)  
"রামকে রাজ্য না দিয়ে" (যুবরাজ পদে  
বসিয়া ; ) করহ রাজা, এইকণে, বাছা,  
ভরতে-ভারত চূড়ামণি ! বুঝিছতো ?

না বোকার মত শুদ্ধ ? চৌদ্দবৎসরার্থে  
বনবাসে পাঠাইতে রামে' শেষে (এই  
কলি) লব্ধ বর এছটি রাজার ঠেয়ে !

ভুঞ্জিবে হে রাজভোগ মনের আনন্দে  
তারা ছুটি ভাই চিরকাল জীবি, মরি,  
এরাজপুরে । ওটা, চৌদ্দবৎসরান্তে

বনে হতে ফিরে পুনঃ আরকি আসিতে

পারিবে বাঁচি ? — হয় তো ক্যাত্রেই খাইবে ;

কিন্তু বজ্রের পতনে মরিবে নিশ্চয় ।"

নিরবিল তবে কহি এতেক মধুরা ।"

জগদীশ্বর সমীপে কামমনোবাক্যে প্রার্থনা করি-  
তেছি, রাজা মহাশয় নিরোঁগী হইয়া রাজকার্য  
পর্যালোচনা করুন । কিন্তু বার্কুদেবী তাঁহাকে  
এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে যেন আর উত্তে-  
জিত না করেন ।

ঋতুলহরী—শ্রীমোহিত কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত,।  
কালিদাস ঋতুসংহারে অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ  
করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ঋতুবর্ণন বিষয়ক  
অন্য কোন কাব্য অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা হয় না ।

তথাপি ঋতুলহরী এক জন নবীন বঙ্গীয় কবি  
প্রণীত, এজন্য আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া সুখী  
হইলাম । মোহিত কুমার অল্প বয়স্ক এবং সংস্কৃত  
জ্ঞানায় তাঁহার এই প্রথম রচনা কুসুম । তিনি প্রথম  
উদ্যমে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই প্রসংশনীয় ।

সারতত্ত্ব চিন্তামণি । শ্রীশ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী  
প্রণীত । এখানি দেব দেবী বিষয়ক সংগীতে পরি-

পূর্ণ । যিনি সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ পটু, এবং যাঁহার  
কবিত্বশক্তি আছে, তিনিই উত্তম সংগীত রচনা  
করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের ত্রুটিচারী মহা-  
শয় এই দুই রসেই বঞ্চিত, সুতরাং তাঁহার গীত  
গুলি ভাল হয় না ।

জ্ঞানাকুর—আমরা ইত্যাখ্য মাসিক পত্রের  
কয়েক খণ্ড পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলাম ।  
এতৎ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলিন নানা বিষয়া-  
ত্মক হইবাতে সকল প্রকার পাঠকেরই মনোরঞ্জন  
কর হইয়াছে । দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য  
প্রভৃতি বিষয়ক প্রস্তাব গুলি অতি উৎকৃষ্ট এবং  
রচনা ও বস্তু সম্বন্ধে একরূপ সুচারু রূপে সম্পা-  
দিত হইয়াছে যে পাঠ করিয়া সকলেই তুষ্টিলাভ  
করেন । রাজধানীতে উত্তম সংবাদ পত্রাদি প্রচার  
হওয়া সম্ভব, সুতরাং তাহার উদয়ে বিশেষ আন-  
ন্দোদ্দীপন করে না, কিন্তু মফঃসলে উৎকৃষ্ট পত্রা-  
দির উদয় অসামান্য সম্ভাষকর । যেহেতু রাজধা-  
নীতে সকল বিষয়েরই অনুশীলন অধিক ও ততৎ  
বিষয়ের উৎসাহ দাতা লোকেরও অসম্ভাব নাই  
এজন্য মফঃসল হইতে রাজধানীর উন্নতি সম্বন্ধে  
সম্পাদিত হয় । রাজধানীর সহিত তুলনায় রাজ-  
সাহী প্রদেশের উন্নতি বহুাংশে নূন তথাপি রাজ-  
ধানীর বহু পত্রাপেক্ষা উত্তম "জ্ঞানাকুরের" উদয়  
রাজসাহী অঞ্চলের বিশেষ মুখোজ্জ্বল করিয়াছে  
এবং বোধ হয় তত্রস্থ লোক মাঝেই ইহার জীবন  
রক্ষায় যত্নবান হইবেন, আমরা পাঠক বৃন্দকে  
জ্ঞানাকুরের সাহায্য করিতে অনুরোধ করি ।

# রহস্য-সন্দর্ভ ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র ।

৭ পর্ব ] প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা । সন ১২৭৯ [ ৭৬ খণ্ড ।

## তমোলুক ইতিহাস ।

বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত মেদিনীপুর বিভাগের মধ্যে “তমোলুক” একটি প্রসিদ্ধ স্থান । বর্তমান সময়ে ইহাতে একটি উপরিভাগ সংস্থাপিত থাকায় যে ইহা সবিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এমন নহে । প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসাদি অনুসন্ধান করিলে এই স্থানের প্রাচীনত্ব সহজেই উপলব্ধি হয় । মহাভারত ও ত্র্যম্বক পুরাণ এই স্থানের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন পক্ষে যে অব্যর্থ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কোন ক্রমেই অলৌকিক বা অবিদ্বান্ত বোধ হয় না । ত্র্যম্বক পুরাণান্তর্গত “তমোলুক মাহাত্ম্য” নামে একটি বিবরণ আছে : যদিচ উহা পৌরাণিকদিগের কল্পনা-সম্ভূত অতি বর্ণন ছুঁই বটে, তথাপি তদ্বিবরণ হইতে সারাংশ সঙ্কলন করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এস্থান পূর্বতন আর্য্যগণের অজ্ঞাতপূর্ব বা নিতান্ত অপুণ্য-প্রদ বলিয়া হয়েছিল না । এস্থলে ত্র্যম্বকপুরাণান্তর্ভূত “তমোলুক মাহাত্ম্য” অবিকল অনুবাদ করিবার আবশ্যক বিরহ । সংক্ষেপতঃ তদ্বিবরণের মর্ম্মানুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে । যথা—“নারদ মর্ত্ত্যলোকের বিবরণ প্রসঙ্গে কহিতেছেন যে, দক্ষ-

যজ্ঞ বিনাশী মহাদেব দক্ষের ছিন্ন শীর্ষ হস্তে করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্য্যটন করিলেন, তথাপি তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষ কপাল স্থলিত না হওয়ায়, একদা নিতান্ত বিষমভাবে কোন এক মহীধরের গভীর গহ্বরে নিরতিশয় দুঃখার্ভ হইয়া চিন্তা-স্তমিত নেত্রে আত্মগ্লানির দুঃসহ প্রভাব অনুভব করিতেছেন, এমন সময়ে সর্ব্বাস্তর্য্যামী ভগবান্ বিষ্ণু দেবাদিদেবের ঈদৃশ বিসদৃশ অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহিলেন “ভগবন্ ! আমি আপনার মানস জ্ঞাত হইয়াছি, এবং মানসিক চিন্তা নিবারণ জন্ত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি । আপনি দক্ষ কপাল হস্তভ্রষ্ট না হওয়ায় নিতান্ত বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তক্ষুপান্ন নির্দেশ করিতেছি । ভারতবর্ষের মধ্যে ‘তাত্রলিপ্ত’ নামে এক রমণীয় স্থান আছে, ঐ স্থানে জিষ্ণুহরির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং অশ্বাশ্ব দেবতারাও আছেন ; আপনি ঐ স্থানে যাইয়া জিষ্ণুহরির মূর্ত্তি সন্দর্শন ও পবিত্র এক কুণ্ডে স্নান করিবেন । তাহা হইলেই দক্ষ কপাল আপনার করমুক্ত হইবেক ।” মহাদেব তাহাই করিলেন । হুতরাং মুণ্ড হস্তভ্রষ্ট হওয়ায় তাত্রলিপ্তস্থিত কুণ্ডের নাম ‘কপাল মোচন’ তীর্থ হইল । জিষ্ণু-মূর্ত্তির পরিরক্ষার্থ মহাদেব স্বীয়শক্তি বর্গভীমা নান্নী

এক দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তদবধি এইরূপ একটা গাথা রচিত হইল যে, 'জিহুহরি' বর্গভীমা দর্শন ও কপালমোচনে স্নান করিলে, দান-বীর জন্ম হয় না।' বস্তুতঃ অদ্যাবধি পৌষ ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসের বারুণী মেলাতে বহুলোক পূর্ণ বিশ্বাসানুসারে বর্গভীমানি দর্শন ও রূপনারায়ণ নদগত কপালমোচন তীর্থে স্নান করিয়া থাকে। জিহুহরির মন্দিরটি বিশেষ প্রাচীন নয়, কিন্তু বর্গভীমার মন্দিরটি বিশেষ প্রাচীন, এবং দ্বিপ্রাণ প্রণালীও নিতান্ত পূর্বকতী, সন্দেহ নাই। অধিক কি বিদ্যাদিগাপাত ও ভীষণ কাটকা এই দেবী মন্দিরের অঙ্গ কতিপয় করিয়াছিল। মন্দিরটি দেখিলে পূর্বকালে বৌদ্ধদিগের উপাসনা মন্দিরের বই মাদৃশ্যযুক্ত বোধ হয়। এ স্থানের অধিবাসীরাও পরম্পরাগত কথানুসারে বলিতে পারেন না, যে কোন সময়ে এই দেবীমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। আর মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একস্থানে "ভীমাদেবীতি বিখ্যাতঃ তস্মৈ নাম ভবিষ্যতি" এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু সে এই ভীমা কি পূর্বতাকলবাসিনী কোন ভীমা, তাহা নির্ণয় করা মুকঠিন। অতঃপর মহাভারতের সল্যপর্ব মध्ये রাজসূয় যজ্ঞপর্ব-ধ্যায়ের অন্তর্গত দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এস্থানের বিষয় উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বঙ্গরাজ্য মধ্যে তাত্রাসিপুত্র ও যথেষ্ট উপহার রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত সসম্মানে প্রদান করেন। অনন্তর দিগ্বিজয়ী পাণ্ডব এই স্থান হইতে দক্ষিণদিকবর্তী স্বেচ্ছ রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া সমুদ্র-কূল-সমুত্ত জীবাদি গ্রহণ করেন। ভীমপর্ব ও এস্থানের রাজার বিষয়ে লম্বা উল্লেখ আছে। কলকাতা উক্ত-উক্তি-অনুসারেই এই স্থানের নাম তাম্রলিপ্ত, বা তলালিপ্ত হইয়াছে। আর প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রেও "তাম্রলিপ্ত" নাম লিপ্ত, নথি লিখিত আছে। বহুদিন পূর্বে যৌ-

ধর্মের প্রাচুর্য্যবের সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধধর্ম প্রচারক এখানে কিছুকাল থাকিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে অপর কয়েকজন বৌদ্ধ, এস্থান হইতে সমুদ্র-গমনোপযুক্ত-যানাদি লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করেন। একখানি আঙ্গিরাসিক সোসাইটির সংগ্রহালয়ের ঐতিহাসিক পুস্তকে বিশেষ বিবৃত আছে। আর এখানে 'খাটপুকুর' নামে একটা বিস্তীর্ণ পুকুরি আছে। ঐ পুকুরি মধ্যে একটা প্রস্তরময় মন্দির আছে। মন্দিরের চূড়ান্ত কয়েকখানি প্রস্তর মাত্র দৃষ্ট হয়। ২১ জন ডুবুরি নিমগ্ন হইয়া বলিয়াছিল যে, 'ঐ প্রস্তরময় মন্দির চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রবাদ এই রাজা তাত্রধ্বজ উক্ত মন্দির মধ্যে সমাহিত হইয়াছিলেন। তাত্রধ্বজের দংশে ময়ূরধ্বজ, শিখিধ্বজ প্রভৃতি রাজারা জাহাজ হইয়াছিলেন। সেই রাজবংশের অন্ততর বংশেরা কেহই নাই।

মধ্যে কয়েকজন যবন রাজা হইয়াছিল। অদ্যাপি 'গড়মরিচা' নামক এক বিস্তীর্ণ পরিধা বেষ্টিত স্থান আছে; উহাতে অনেক যবনের বাস। হিন্দু রাজা দিগের দুর্গ এই পুকুরিগীর পশ্চিম পাশে ছিল বোধ হয়। কারণ ঐ স্থান, প্রাচীনকালের কিয়ৎ চিহ্ন ধারণ করে। মহাপ্রভু, জগন্নাথ, রামজী, বর্গভীমা ও জিহুহরি প্রভৃতি কয়েকটা দেবতা আছেন। ইহাদের সেবার্থ যথেষ্ট দেবদ্র তুঙ্গ আছে। স্বভাবের শোভা বিবরে এস্থান নিতান্ত নিঃসঙ্গ। কেবল এক রূপনারায়ণ মন্দির প্রবাহিত হইতেছে। এই নদটি ভীষণ বটে, এবং স্থানে-স্থানে নানারূপ বলিয়া ইহার নাম রূপনারায়ণ হইয়াছে; সুতরাং যদ্যপি ইহাতে নিরন্তর বহা লক্ষ্য। পৌষের ও চৈত্রের দ্বিতীয়াবার ২১টা লোক হাজার কর্তৃক প্রায়ই সামাজিক রূপে দষ্ট হইয়া থাকে। যখন রূপ-



নারায়ণ নদের তীর ভয় আরম্ভ হয়, তখন অনেক ব্যক্তি ভয়তীর হইতে ক্ষুদ্র স্বর্ণ, তাম্রখণ্ড, এমন কি এক জন একটুকু ক্ষুদ্র হীরকও পাইয়াছিল, এং, বহুসংখ্যক কুপ, হুদীর্ঘ মনুষ্য-কঙ্কাল, ক্ষুদ্র কড়ি, ২১১টা ইঁটক রচিত বাটও দৃষ্ট হইয়াছিল। নদের জলসীমা হইতে তীর প্রায় ১০ হাত উচ্চ। অত্রত্য অধিবাসীরা বলেন, “এখানে ৭৫০ ঘর বনিকের বসতি ছিল। বস্তুতঃ এই পরিচয় সম্পূর্ণ সমূলক বোধ হয়। কারণ ভয় খোলাকুচী অপরিমেয় রূপে সর্বত্র ভূম্মাদি খাত হইলে দৃষ্ট হয়, এবং পুষ্করিণী আদি খনন করিলে কুপ ২১৩ বা তদধিক, এবং একপ্রকার ক্ষুদ্র কড়ি (ষেঁটিকড়ি) পাওয়া যায়। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, এই স্থান পূর্বে সমৃদ্ধিশালী বণিকবন্দ জায়া অধ্যুষিত ছিল, সন্দেহ নাই। এখানে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ পরিজন বর্গের ব্যবহারার্থ একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করাইতে, প্রায় ১০১২ হাত नीচে একটি পকছাদ দৃষ্ট হইয়াছিল। সময়ের হুরোদর কবলে সমুদায় কবলিত হইয়াছে। এখন ভাষিচ্ছাবলী প্রাপ্তি আরাম-সাধ্য হইয়াছে। বাণিজ্য বিধারিনী সুবিধা এখানে বহুল পরিমাণে ছিল, এখনও নিতান্ত নূন নয়। রঙ্গনারায়ণ মদ চিরকাল নিজ জ্যোত বিস্তার করিয়া বাণিজ্যজ্যোত অপ্রতিহত রাবিয়াছে, বলিতে হইবেক। এখানকার উৎপন্ন জব্যের মধ্যে ধাতুই প্রধান। অত্যন্ত সুবিশুদ্ধও হইয়া থাকে। অন্তর্ব্বাণিজ্যই এ অঞ্চলে অধিক, বহির্ব্বাণিজ্যের কথাই নাই। লেখা পড়ারও তাদৃশ আলোচনা নাই। তবে অধুনা লোকমণ্ডলীর রুচি, বিদ্যাশিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেছে, কিংস্ত ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সেন্ট এড্‌জেন্ট হ্যামিংটন মহোদয় স্বীয় স্বাভাবিক মহোদার্য্য শুধের বশবর্তী হইয়া একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এক্ষণে উহা

উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও গ্রামিকদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের ফল নিতান্ত অপ্রীতিকর নয়। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে, এতদ্দেশীয়েরা ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছুক নয়, তজ্জন্ত চিকিৎসালয়ের প্রতি এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশী আস্থা নাই। এ অঞ্চলীয় লোক অতিশয় ব্যবহারপ্রিয়, বিচারালয় ইহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বোধ হয়। এখানে গবর্ণমেন্টের ‘লবণবাণিজ্য’ যারপর নাই উন্নত ছিল। এমন কি কলিতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশীয়েরা এখানকার লবণ ব্যবসায়ের প্রধান পদ প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষ ধনলাভ করিয়া গিয়াছেন। এই বাণিজ্যে অনেক টাকা খাটিত, তজ্জন্ত বহুলোক তদ্বারা প্রতিপালিত হইত। এতদঞ্চলবাসী কৃষক ও গ্রামিক শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এই ব্যবসার দ্বারা অনন্ন পরিমাণে উপকৃত হইত, কিন্তু লিবরপুর লবণের প্রসাদে এক্ষণে ইহাদিগের কষ্টের বৃদ্ধিবই ন্যূনতা নাই। জমীদারির প্রাপ্তিস্থিত অনেক জমী (জালপাই) এই ব্যবসায়ের নিমিত্ত অনাকৃষ্ট অবস্থায় ছিল, ইদানী তাহা গবর্ণমেন্ট পরিত্যাগ করায় কৃষ্ট হইয়া উর্ব্বরা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ওয়াটসন্ কোম্পানি পরিত্যক্ত লবণ ব্যবসায়ের অধ্যক্ষের (এজেন্ট) অট্টালিকাদি ভ্রম করিয়া লইয়া রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে রেশমের ব্যবসায় সুন্দররূপে হইয়া থাকে, এমন গ্রাম নাই, যাহাতে এই ব্যবসায়ী লোক দৃষ্ট না হয়। জলবায়ু পূর্বে মন্দ ছিল, এখন অপেক্ষাকৃত উত্তম হইয়াছে। বোধ হয় লবণ ব্যবসায়ের দ্বারা বায়ু ও জল বিদূষিত হইত। সেই ব্যবসায় তিরোহিত হওয়ায় জল বায়ুর হীনাবস্থা অবস্থান্ত্রিত



হইয়াছে। অনুমান হয়, এইরূপে দেশবিশেষের অবস্থা প্রাকৃতিক পরিবর্তন দ্বারা উত্তম হইয়া থাকে। এই স্থানের দশ কোশ দক্ষিণে ভীষণ অকুল পার বঙ্গীয় উপসাগরের মুখ। মধ্যে সান্দ্রিক প্লাবন এ অঞ্চলবাসীদেরকে বিসঙ্গ কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি বিগত ১৮৬৪ খ্রী-স্টাব্দে বহুলোককে একবারে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মই এ অঞ্চলে অনেক লোক গ্রহণ করিয়া থাকে, সাকল্যে চৈতন্যভক্তই এ অঞ্চলে অধিক। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে বর্গ-ভীমার অধিকারীরা, চতুশ্চাটার অধ্যক্ষেরা ও রক্ষিতরাই বিশেষ সম্ভ্রান্ত। রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহারাদি মধ্যবিধ। এতদঞ্চলীয়েরা কৃষিকার্য্য দ্বারাই বাহ্যল্যরূপে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। জমির রাজস্বও অধিক নয়; বোধ হয় সময়ে অধিক হইবে। কারণ ভৌমিক উর্বরত্ব ক্রমশই বর্ধিত হইতেছে। সান্দ্রিক প্লাবননিবন্ধন যে পলি জমির উপরি পতিত হয়, তাহাই উর্বরত্বের নিদান বলিতে হইবেক! ঈশ্বরেচ্ছায় মন্দ হইতেও শুভফল সাধিত হয়। যে প্লাবন হইতে মনুষ্যের অধিক পরিমাণে অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহাতেই আবার তাহাদিগের জাবী উন্নতি বীজ সংরোপিত থাকে। প্রাচীনসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিখিত হইল, তাহা বাহ্যল্যরূপে এই নগরের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সমস্ত একটি বিবরণ এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না;—অত্রত্য রজকেরা উৎকৃষ্ট রূপে বস্ত্র ধোত করে, এই উৎকৃষ্টতার এই কারণ নির্দেশ করে যে, “স্নিভাই ধোপানী” নামী এক বিখ্যাত রজকী এখানে পূর্বে বস্ত্রাদি ধোত করিত। তাহার একটা প্রস্তরময় ‘পাট’ আছে। অদ্যাপিও ঐ পাট অক্ষয় রক্ষিত স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে;

এবং সময়ে ঐ পাটের পূজাদি হইয়া থাকে। ঐ প্রস্তরময় পাটটি অনুত্তম প্রস্তর নির্মিত নয়, বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান নগরস্থ বিপানি সমূহ একটি প্রশস্ত রাজপথের উত্তর পাশে শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত আছে। কিন্তু নগরীটি পূর্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। ইহার উত্তর সীমা পায়রা টুঙ্গীর খাল, পূর্বসীমা রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণ সীমা শঙ্কর আড়ার খাল ও পশ্চিমসীমা গড়মরিচা। এই চতুঃ-সীমার মধ্যে কোন দেবী প্রতিমা স্বতন্ত্র রূপে পূজিত হইকে না। বাঁহাের কোন দেবী পূজা দিতে ইচ্ছা হয়, তিনি বর্গভীমার নিকটেই দিয়া থাকেন। এই স্থানটিকে বসতি মধ্যে বিরল ও মধ্যে ঘন। অত্রস্থ আধুনিক রাজসংস্র মধ্যে যুত রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণ রায় বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তৎপরে তৎপুত্রের উন্নতি ক্ষেত্ররাজলক্ষ্মীর সহিত বিচলিত হইয়াছে। এই নগরের ৬ কোশ দূরস্থ অগ্নিকোণে প্রসিদ্ধ মহিষাদলের রাজা বাহাদুরের দুর্গ। এই নৃপেশ্বর বহুদিনাবধি অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ মহিষাকলাধিপের স্তম্ভবিন্ধীর্ণ রথ অত্রেক স্থানে প্লাঘনীয় রূপে বিদিত আছে, সন্দেহ নাই। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই রাজসংস্র হইতে প্রতিপাল-নোপযুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইত। বর্তমান নরপতি স্বরাজ্যের উন্নতিসাধন কল্পে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্বব্যয়ে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীর ও প্রজাসকলের রোগ নিবারণের বিশেষ সুদৃপায় করা হইয়াছে।

তমোলুক নগর মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় অষ্টাদশ কোশ দূরস্থিত। এখানে হইতে মেদিনী-পুর ক্রমশঃই উচ্চ, আবার এই নগরের দক্ষিণদিক-বর্তী স্থান সকল হইতে এই স্থান অনেক উচ্চ। মধ্যে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম পাশে (অর্থাৎ যে

পার্শ্বে এই নগর সংস্থাপিত সেই পার্শ্বে) ভয়ানক ভাঙ্গন আরম্ভ হয়, এমন কি ২১১টি স্থায়ী অট্টালিকা ঐ ভাঙ্গনে নদের বেগশালী প্রবাহের উদরসাৎ হয়। কিন্তু বর্গভীমার মন্দিরের পশ্চাত্তাগে ভাঙ্গন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই জন্ম লোকে অনেক অলৌকিক কথা ব্যক্ত করে। বস্তুতঃ তৎ-সমুদায় সুশিক্ষিত তত্ত্বাশ্বেষীর নিকট অবশ্যই হেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তির অলৌকিক প্রাকৃতিক ঘটনার মূল তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ হইয়াই নানাবিধ জল্পনা মাত্র করিয়া থাকে। অনুমিত হয়, বর্গভীমার মন্দির যে সুদৃঢ় উচ্চবেদি তুল্য স্থানের উপরি নির্মিত, উহা নিতান্ত দৃঢ়তায়ুক্ত হওয়ায় প্রবাহ কিছু করিতে পারে নাই। প্রাচীন বহু রক্ষাদিও ছিল; কিন্তু বিগত ভয়াবহ ঝটিকার হস্ত হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অত্ৰ প্রধান উল্লেখ্য বিষয় প্রায় দৃষ্ট হয় না। পূর্বে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাটি ছিল; তাহাতে ভূরি পরিমাণে নানাবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইত। অনেক ব্যক্তি তাহা হইতে উপকৃত হইয়াছেন। ইহার স্থাপয়িতা বিখ্যাতনাগা মৃত পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়। ইনি বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ ও মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। অধুনা চতুষ্পাটি নানা কারণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছে। ফলতঃ তমোলুক যে একটি বহু প্রাচীন নগর, তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতাস্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে এই স্থানের নামোল্লেখানুসারে বোধ হয়, তাত্রালিপ্ত-স্বর কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে অন্ততরের সমর সাহায্য করিয়াছিলেন। স্ততরাং তিনি যে সামান্যাবস্থ রাজা ছিলেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহার বলাদি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, এবং তদানীন্তন রাজকুল মধ্যে সংখ্যায় নৃপতি ছিলেন, সন্দেহাতাব। নতুবা

কুরুক্ষেত্রোৎসবের সহায়তা করা সামান্য ব্যক্তির কার্য্য নহে। আর এই স্থান নগর বলিয়া গণ্য ছিল, ইহাও সপ্রমাণ বোধ হয়। কারণ বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধার উপায় সমূহও সহজ ছিল, তাহাতে কোন পরাক্রান্ত রাজার রাজধানী থাকিলে বণিক-বৃত্তির পক্ষে কত দূর অনুকূল হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। বঙ্গদেশের মধ্যে মহাভারতে কেবল তাত্রালিপ্তের নামোল্লেখ আছে। অন্য কোন রাজার বা রাজধানীর নামোল্লেখ নাই, ইহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের তুলনায় এই স্থান যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা কেবল মহাভারতের দ্বারাই সম্যক্রূপে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। স্ততরাং ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অন্য কোন সন্দেহ করিবার আবশ্যক বিরহ। একমাত্র মহাভারতের উক্তিহে ইহা সপ্রমাণ হইল। আর সংস্কৃত ‘তাত্রালিপ্ত’ শব্দের অপভ্রংশেই ‘তমোলুক’ হইয়াছে বলিতে হইবেক। বঙ্গরাজ্য মধ্যে অন্য কোন স্থানের নাম ‘তাত্রালিপ্ত’ বা ‘তমোলুক’ নাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তি সকলই স্থান বিষয়ের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধির যতদূর অনুকূল প্রমাণ, এমন আর কিছুই নয়। তবে অনন্তকাল মধ্যে নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা কীর্ত্তি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বহর কালও হৃদয় শিল্পীদিগের শিল্প-কার্য্যের অল্পই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। যেমন ইজিপ্টের পিরামিড সকল। উপসংহার কালে বক্তব্য এই, ইতিহাস লেখা অতিশয় দুষ্কর ব্যাপার। অনেক ইতিহাস পাঠ করিয়া সুন্দররূপে তাৎপর্য্য হৃদগত করিতে হয়। অনেক প্রধান বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বোধ হয় আমার তুল্য অল্পজ্ঞান ব্যক্তি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্ততরাং প্রকৃত বিষয়ে কতদূর সাধীয়াসী সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন ইতি।

এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিতের  
প্রবর্তনায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন।  
আমরা প্রণেতার অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশ করি-  
লাম।

## হর কোপানলে কাম ভস্ম হইলে রতির বিলাপ।

ওহে শাস্তো শিবপ্রদ শশাঙ্ক শেখর !  
শুভঙ্কর, এ পবিত্র নাম কি মানসে  
এখন ধরিতে চাহ ? আদিত্য ভৈরব !  
বিনত্র বদনা ব্রীড়া দেবী কি তোমার  
নিকটে না আসে ত্রাসে ? হায় দেবেশ্বর !  
বিমলা বিরহে হয়ে চৈতন্য বিহীন,  
যে কর্ম করিলে, তাহা দেবে, কি মানবে,  
শুনিলে সভয়ে কর্ণ করে অবরোধে !  
হায় যোগী কুলারাধ্য ! কলুষ সাগরে  
পড়িলে আপন দোষে, কুরঙ্গ যে মতি,  
জড়িত হইয়া পড়ে যুগায়ুর পাশে।  
ওরে বৈশ্বানর তোর পাষণ হৃদয়ে,  
নাহি কি দয়ার ছায়া ? বল কি প্রকারে  
নাশিলি সে জগজ্জন মোহন মুরতি,  
হেরে যার কমনীয় কাস্তি চমৎকার,  
ভুলিত কিম্বদন্তী কন্যা প্রেমে মুগ্ধ হয়ে,  
স্বধাকর দেখি ক্ষিপ্ত চকোরিণী যথা !  
হায় সর্বভূক ! তুই পোড়ালি সে ভুজ,  
যাহে বদ্ধ হয়ে রতি, সতত সরসে,  
পরিভূত হত ওরে প্রেম মধু পানে,  
স্বধা পানে তোষে ক্ষুধা অমরে যেমতি !  
কোথা সে প্রণয় পতি পুষ্প ধনুধর  
সম্মোহন ! কুসুম মালায় পূর্ণ তনু—  
কুসুমের খরতর পঞ্চ শরাঘাতে,

দেবদলে কম্পবান কণ মাত্র করে,  
যথা পবনের বেগ, ঘূর্ণমান গতি,  
চালয়ে পল্লব দলে নিদাঘ সময়ে !  
হায় রে যোগীশ যোগে সাধনের ধন,  
হর কোপানলে ভস্ম—বিধির বিপাকে !  
কোথা সে কমল কলি ? ভুজ প্রয়াশিত,  
অতুল্য লাভন্য ময়, প্রাণ সখা যার,  
প্রণয় পীষুষ পানে অজেয় অমর,  
পেয়েছে পরম স্থান দেবের দুর্লভ ;  
আর যারে মন স্নেহে আধার করিয়া,  
অনাদি অনন্ত রূপে আছেন বিধাতা।  
হায় অক্ষিজ অনল ! দেখাইয়া দেহ  
আমি যাইয়া তথায় দুষ্টিব বিধিরে,  
দোষ দেখাইয়া আজি বিধিমতে ;  
জিজ্ঞাসিব তাঁরে, এ বা কেমন পদ্ধতি  
মগ্ন করি দুর্খার্ণবে অবলা রমণী  
পরম প্রণয়ানন্দ প্রাণনাথ বধি ?  
ভীষণ-শমন রাহু ! বল কোন দোষে  
গ্রাসিলি প্রণয় স্নধাকর সখাশশী ?  
হায় ! না ছিল এ মনে, নাথ হারা হয়ে  
কাঁদিলে এ ভাবে রতি, পক্ষিণী যে মতি  
দাবানল মধ্যে পড়ি ধড় ফড় করে,  
বিচ্ছেদ অনল তাপে তাপিত হইয়া !  
হায় রে যে মধুময় রতি কাম নাম,  
এক বসন্তে প্রস্ফুটিত পুষ্প যুগসম,  
বিরাজিত জগমাঝে, যুগল রূপেতে,  
আজি তাহা বিয়োজিত শঙ্করের কোপে !  
অশনি প্রহারে নাশি ফুল কোকনদে  
কি পৌরষ পেলে দেব দেবের মণ্ডলে ?

## জাহ্নবী !

কম অপরাধ ওলো সুভগে জাহ্নবী !  
 গাইব গরিমা তব আমি হিন কবি ॥  
 জানেনা জাহ্নবী তব প্রকৃতি তাহার,  
 সামান্য বলিয়া তোমা ভাবে লো যাহারা ।  
 ভাবে তারা গঙ্গে তব সলিল নির্বল,  
 যুছু মন্দ শ্রোতে পার হয়ে নানাস্থল,  
 চতুর্দিকে উৎপাদিকা শক্তি দান করি  
 পড়ে মাত্র সাগরে সামান্য ভাব ধরি ।  
 ভাবে তারা তব অঙ্গে স্বভাবের শোভা,  
 না হয় কখন কবিকুল মনোলোভা ।  
 কিন্তু হেন ভাব তার ভাবেনাক মন  
 কিছু মাত্র তোমার যে করে দরশন ।  
 প্রশস্ত সাগর সম তব শ্রোত বহে,  
 ভূতলে কাহার সাধ্য তব বেগ সহে ।  
 হিমালয় শিরস্থ তুমার নিরচয়,  
 তোমার সলিলে আসি সন্মিলিত হয় ।  
 বরষার বারিচয় প্রবল তরঙ্গে,  
 নানা স্থান হতে আসি মিলে তর অঙ্গে ।  
 তরঙ্গিনী তবতীর দেখিতে আশ্চর্য্য,  
 পদে পদে নব নব স্বভাব সৌন্দর্য্য ।  
 শস্য পূর্ণতল ভূমি দেখিতে সুন্দর,  
 মরু ভূমি শস্য হীন স্তম্ভ উচ্চতর,  
 মহাভয়ঙ্কর ভূঙ্গগিরী শৃঙ্গচয়,  
 অপ্রশস্ত উপত্যকা অন্ধকারময়,  
 মরু সৈকতিনী স্থান ধবল আকার,  
 লতা গুল্ম পূর্ণ টিপি অতি চমৎকার,  
 কুসুম পাদপে স্তম্ভজিত চারুস্থল,  
 মনোহর উপবন পরম বিরল,  
 দীর্ঘতরু রাজীযুক্ত ভীষণ দর্শন,  
 হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ স্তম্ভবিড় বন,

ইত্যাদি করিয়া প্রকৃতির শোভা যত,  
 আছে গঙ্গে তব পৃষ্ঠে কে বর্ণিবে কত ?  
 দেবাত্মা যে হিমালয় রত্নের প্রভব,  
 তাহাতে তটিনী তব হইল উদ্ভব ।  
 গোমতী ঘর্ঘরা যোগ কোশিকী যমুনা,  
 প্রধানা সঙ্গিণী গঙ্গে তব পঞ্চ জনা !  
 তাহাদের লয়ে সঙ্গে নবঘনাগমে,  
 যে তরঙ্গে রঙ্গে যাও সাগর সঙ্গমে ;  
 আছে কি কোথাও হেন কবি এক জন,  
 যে পারে করিতে তার স্বরূপ বর্ণন ?

## জটেবুড়ী ।



এ স্থলে যে জলচর প্রাণীটার মূর্তি  
 অঙ্কিত হইল তাহাকে ইংরাজী-  
 তে কটল্ মৎস বলে, কিন্তু তা-  
 হার আকার ও লক্ষণাদি পাঠে  
 পিতামহীর প্রমুখ্যে শ্রুত জটেবুড়ির গল্প স্মরণ  
 হইবাতে আমরা তাহার নাম জটেবুড়ি লিখিলাম ।  
 এই মৎসের দেহের নিম্নভাগ একটা মাংসময় গোল  
 থলিয়ার ন্যায়, এবং তাহার উপরে বা ভিতরে কোন  
 রূপ কঠিন খোলা বা হাড় নাই । ঐ দেহ-নিম্ন-  
 ভাগের সহিত ইহার হস্ত সকল যেরূপে সংলগ্ন  
 তাহা চিত্রদর্শনেই পাঠকগণের অনুভব হইবে ।  
 এই মৎসের দেহ-নিম্নভাগ এবং হস্ত সকলের  
 সংযোগ স্থলের দুই পাশে দুইটি উজ্জল চক্ষু আছে

এবং হস্ত সমস্তের মধ্যস্থলে যে একটি মুখ থাকে তাহা শুক চকুর আয় চকুবিশিষ্ট। আর দেহের সহিত হস্ত সংযোগ স্থলের মধ্যভাগে একটি ছিদ্র আছে যদ্বারা মলমূত্রাদি পরিত্যক্ত হয় এবং ঐ ছিদ্রের দ্বারা কটল্ মৎস ইচ্ছামত দেহাভ্যন্তর হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া নিজ দেহকে শত্রু বা আহারীয় জীবাদির দৃষ্টি হইতে কালিমায় লুকাইত করে। ইহার আটটি সূক্ষ্মাণ্ডে পরিণত হস্ত হয় ও ঐ হস্ত সকলে দুই সার করিয়া শোশক ছিদ্র থাকে। ইহা আহারীয় জীবাদির দেহে এরূপ সবলে ও দৃঢ়তার সহিত হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরে যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। ইহার দেহের পরিমাণের সীমা সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত, কেহ বলেন যে ইহার এত বৃহদাকায় হয় যে অর্ণবপোতকে হস্ত দ্বারা উত্তোলনপূর্বক অনায়াসে জলমগ্ন করিতে পারে, কিন্তু অপরে এবম্প্রকার বাক্যকে অমূলক জ্ঞান করেন এবং এই মাত্র স্বীকার করেন যে ইহাদের বড়গুলি মনুষ্যকে ধরিয়া জলমধ্যে টানিয়া ডুবাইতে পারে। এ দেশে যে জটাবুড়ির কথা প্রচলিত আছে তাহা এই কটল্ মৎসের সম্বন্ধীয় তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেন না ভারতীয় সমুদ্রাদিতে এই মৎস সর্বদা প্রাপ্য। যে স্থলে জটাবুড়ির গল্প সেই স্থলেই পাঠকগণ শুনিবেন যে কোন ব্যক্তি স্নানাদির জন্য জলে নামিলে তাহার পদে জটাবুড়ী সূক্ষ্ম শৃঙ্খল লাগাইয়া টানিতে আরম্ভ করিবে ও কেহ ধৃত ব্যক্তির সাহায্যে উপস্থিত না হইলে তাহাকে জলমধ্যে টানিয়া লইবে, আর যদি দশ জন ঐ ব্যক্তির সাহায্যার্থ আসিয়া পড়ে তবে তাহারা ধরিয়া টানাটানি করিয়া ক্রমশঃ যত স্থলের উপর তাহাকে তুলিবে ততই জটাবুড়ির শৃঙ্খল বাড়িবে ও স্থূল হইবে এবং কুড়ুল বা অশ্ব অস্ত্রের

দ্বারা সেই শৃঙ্খল কর্তন না করিলে ধৃত ব্যক্তি নিষ্কৃতি পাইবে না। কটল্ মৎসের সূক্ষ্মাণ্ডে পরিণত সুদীর্ঘ হস্ত সকলের একটির অগ্রভাগ পায়ে জড়ায়, উপরে টানাতে স্থূলভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া ও তাহার কর্তনে মুক্তিলাভ, জটাবুড়ির কথার সহিত কত ঐক্য হয় ও ঐ মৎসকে জটাবুড়ী বলা হইতে পারে কি না তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এই মৎস যে কৃষ্ণবর্ণ জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া আত্মদেহ লুকায়িত করে সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ইহার দেহের ভিতর একটি আধার মধ্যে থাকে এবং ইচ্ছামত তথা হইতে বাহির করিতে পারে। ঐ কাল পদার্থ লইয়া সিসির ভিতর রাখিলে জমিয়া যায় ও তাহা জলে গুলিলে উত্তম মখী জন্মায়। চীন দেশীয় ঐ কাল রঙ্গ, চিত্রকারেরা অতি আদরে ক্রয় করেন তাহাতে কটল্ মৎসের উক্ত কালি অনেকাংশে থাকে। এই জলচর জীবের সম্ভরণ শক্তি প্রথরত্তরা নহে, কিন্তু আত্মদেহ আবশ্যক মত স্ফীত ও কুঞ্চিত করিবার ক্ষমতা থাকাতে কৌশল ক্রমে ইহার জলে সম্ভরণ দিয়া আহারাদি সংগ্রহ ও শত্রু হইতে পক্ষায়ন করিতে পারে। এই মৎস ধরিয়া সামান্যাবস্থার অনেক লোকে খায় এবং ইহার মাংসের কাঠিন্য ন্যূন করণার্থ মুদগর দ্বারা পিটিয়া, অথবা কাতান দ্বারা থুরিয়া রন্ধন করা হয়, তথাচ সেই মাংসের স্বাদুতা বিশেষ অধিক হয় না। এই জাতী মৎস বহু প্রকারের হয় তন্মধ্যে দুই এক জাতীয়ের পৃষ্ঠভাগে শৃঙ্গের আয় অথবা কঠিন উপাস্তির আয় পদার্থের পঞ্জরাদি থাকে এবং ঐ পদার্থ কটল্ মৎসের হাড় নামে লোক সমাজে কথিত হয়। পূর্বে তাহা চিকিৎসকদিগের দ্বারা ঔষধে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইউরোপিয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা গ্রন্থাদি হইতে কালীর দাগ তুলিবার জন্যই ব্যবহার করা হয়।

## উলকী ।



উলকী সময় বিশেষে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল ও অদ্যাবধি অনেক দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল দেশে সভ্যতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তৎসমস্তের প্রধান নগরাদিতে উলকীর প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল দেশেও গ্রাম্য পরিশ্রমজীবী লোক সকলের মধ্যে এখনও তাহা চলিত আছে। এই উলকীর উৎপত্তির কারণ সম্ভবিত কি হইতে পারে তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

মুন্সুয যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তৎকালে শিল্পবিদ্যা বর্তমান কালের মত পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই। তখন লোক ফলমূল আহার করিত; লতা, পত্র, শাখাদি দ্বারা নির্মিত কুটিরে বাস করিত, বল্কল পশুচর্য প্রভৃতিতেই বসনের কার্য

সম্পন্ন করিত এবং তাহাদিগের অগ্ন্যগ্ন প্রয়োজন সমস্তও ইত্যাদি প্রকারে লব্ধ দ্রব্যেই পূরণ হইত। এই অবস্থায় লোক যতক্ষণ আহারাদির দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিত ততক্ষণ তাহাদিগের মনও তৎকার্যে লিপ্ত থাকিত ও তৎকালে সময় অতিবাহিত করাও তাহাদিগের পক্ষে ক্লেশকর হইত না। কিন্তু অশন বসনাদির অভাব পূরণ হইলে পর অবশিষ্ট সময় তাহাদিগের স্কন্ধে ভার স্বরূপ হইত সুতরাং সেই সময়ে কোনরূপ না কোনরূপ কার্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য লোক ইতস্ততঃ ভ্রমণ, নানা বস্তু দর্শন ও ক্রীড়া করিতে বাধ্য হইত। ক্রীড়াকালে নানা লোক নানা কার্যের দ্বারা চিত্তবিনোদন ও সময়োতিপাত করিত এবং সেই ক্রীড়া হইতেই শিল্পবিদ্যার উদ্ভব হয়। অবকাশ কালে চিত্তরঞ্জনার্থ কেহন পুষ্পচয়ন করিয়া তদ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিত এবং তদর্শনে অপরেও ঐরূপ ভূষণাদি নির্মাণ ও পরিধান করিলে ক্রমশঃ সকলেই তাহা শোভা সম্পাদক বোধে ব্যবহারারম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে যে পুষ্প, ফল, মঞ্জরী, পক্ষীর পালক প্রভৃতি দ্রব্যের ভূষণাদির নির্মাণ ও চন্দন ও গৈরিক পত্র-রচনাদির আরম্ভ হয় তাহার সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি আরণ্য ও অসভ্য জাতীয়েরা উক্ত রূপ ভূষণাদি বহু আদরে পরে ও তাহারই শোভায় মোহিত হয়। পরে পুষ্পমণ্ডনাদি অল্প কালে নষ্ট হয় দেখিয়াই অন্তরূপ মণ্ডন নির্মাণের উপায় উদ্ভাবনে লোকের যত্ন হইল এবং সেই যত্নেই উলকীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সভ্যতার উন্নতির সহিত উলকীর ক্রমশঃ লোপ ও তাহার স্থানে মণিরঙ্গাদি নির্মিত অলঙ্কারাদির ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তদনুসারে অসভ্য দেশ সকলেই উহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

আমাদিগের দেশে উলকী প্রচলিত এবং



যদিও এক্ষণে রাজপাট কলিকাতার নব্যা কামিনী-গণের দেহে তাহা দেখা যায় না তথাপি পল্লি-গ্রামের অনেকে উলকী পরেন। এইরূপ ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতি সকল দেশেই প্রধান নগরাদিতে ইহার ব্যবহার নাই কিন্তু এখনও গ্রাম্য লোকেরা সর্বদা ও যথেষ্ট পরিমাণে পরেন। কোন ইউরোপীয় পোতবাহক বা সামান্য সৈনিকের হস্তাদি দেখিলেই একথার যথার্থতা বুঝা যায়। আমাদিগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকেদের (বিশেষতঃ সামান্যাবস্থার) কামিনীগণের বাহু, বক্ষস্থল, ললাট, চিবুকাदि স্থলে নানারূপ উলকীর পত্র-লেখা দেখা যায়। ঐ সকল পত্র-লেখ করণার্থ বাল্যকালে দেহের ইচ্ছিত স্থানে ও ইচ্ছিতরূপে কেশরপত্রের রসের সহিত অন্যান্য বস্তু মিলাইয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রস প্রস্তুত করিয়া তাহা সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করান হয়। প্রথমত কিছু বেদনা ও যন্ত্রণা হয় পরে যখন দেহ পূর্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন ঐ সকল বিদ্ধ স্থানে কৃষ্ণবর্ণের পত্র-লেখা সকল উত্তমরূপে প্রক্ষুটিত দেখা যায়। দক্ষিণ সাগরস্থ দ্বীপাবলীতে উলকীর প্রথা বহু প্রচলিত ও তথায় অস্থি নির্মিত সূচিকা দ্বারা দেহে ছিদ্র করিয়া এক প্রকার বাদামনির্জাসের মধি তন্মধ্য প্রবিষ্ট করা হয়। পূর্বোক্ত দ্বীপ সকলে উলকী এত অধিক প্রচলিত যে তথায় উলকী পরান একটি ব্যবসায় হইয়াছে। যাহাদিগের উলকী পরিতে ইচ্ছা হয় তাহারা তৎকার্যের ব্যবসায়ীকে ডাকাইয়া অভিপ্রায় মত তাহা পেরে। কিন্তু অধিক পত্রলেখা করা সকলের ঘটে না, যেহেতু উলকীদাতাগণ আমানুষাইক পুরস্কার লয় হুতরাং যথেষ্ট বৈভব না থাকিলে সর্বদা পত্রলেখা করা অসাধ্য। এই জন্য প্রধান বা দলপতিগণ সর্বশরীরে উলকী করিয়া তৎকারককে উত্তম মাহুর ও অন্যান্য দ্রব্য

পুরস্কার দেন। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ এস্থলে যে উলকীদ্বারা পরিশোভিত সর্বদা পুরুষের চিত্রটি দিলাম তাহা দক্ষিণ সাগরস্থ কোন দ্বীপবাসী দলপতির প্রতিমূর্তি। ইহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে প্রাপ্ত দ্বীপাবলীতে উলকী কি পরিমাণে প্রচলিত।

### মনুষ্য নেকড়িয়া ।

পূর্বে লিখিত আছে যে সুবিখ্যাত রোমান প্রজা-প্রভুত্বের স্থাপয়িতা রমুলস ও রিমস নামক দুই ভ্রাতাকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রে শুশ্রূক্ষ দানে কিছুদিন পালন করিয়াছিল। আরো দুই একটি মনুষ্য সম্ভ্রমের ব্যাঘ্রের দ্বারা পালিত হওনের কথা জানা আছে কিন্তু তৎসমস্তকে অনেকে গল্প জ্ঞান করেন। সম্প্রতি একটি ব্যাপার যাহা আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপন করিয়াছে তাহা লিখিতেছি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের “ইণ্ডিয়ান ভেল নিউসের” উদ্ধৃত ইউরোপায় সংবাদবলীর মধ্যে সেফিগের “ইণ্ডিপেন্ডেন্ট” নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত রেভরগু জোসেফ বইড সাহেবের মনুষ্য নেকড়িয়ার বিষয়ক যে পত্রখানি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এস্থলে অনুবাদিত হইল।

“দুই একদিন হইল কলিকাতার লণ্ডন মিসনরী সভার অন্তর্গত রেভরগু জন্সন সাহেবের বন্ধুগণ তাঁহার নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্ন লিখিত অদ্ভুত ঘটনার কথাটি লিখিত ছিল। জন্সন সাহেবের বাটী মেরামত (পুনঃসংস্কার) আরম্ভ হইবাতে তিনি তথা হইতে পল্লিগ্রামের কোন দূরস্থানে ভ্রমণে যান এবং তথায় নেকড়িয়া যুগ্মার্থ সজ্জিত কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হই-

বাতে তিনিও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। নেকড়িয়াগণের গর্তের সমীপে উপনীত হইয়া একটি অগ্নি জ্বালিবাতে ব্যাত্রসকল আবাস হইতে বহির্গত হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে একটি এরূপ অদ্ভুত পশু বহির্গত হইয়াছিল যে তদদর্শনে যুগয়া-কারীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্যাত্রসকল অতি সত্বরে পলায়ন করিল কিন্তু ঐ অদৃশ্যপূর্ব পশুটি তাহাদিগের সহিত দৌড়নে অসমর্থ হইয়া যদিও কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িল তথাপি এত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল যে অতি সত্বরগামী পদাতিকেরও তাহার সহিত দ্রুতগমনে সমকক্ষ হওয়া দুসাধ্য ছিল। পরে ঐ পশুটির আকৃতি সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া শীকারিরা উহাকে যত্নপূর্বক সজীব ধরিয়া যখন দেখিল যে উহা একটি মনুষ্য তখন সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। ঐ পশু-দশাগ্রস্থ মনুষ্যের সরলভাবে পদে ভরদিয়া দাঁড়াইবার, হস্তের ব্যবহার করিবার অথবা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। বাঁহারা উহাকে ধরিয়াছিলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন যে অতি শৈশবাবস্থায় ব্যাত্রালয়ে নীত ও তথায় বৎস্রবৎ প্রতিপালিত হইবাতে উহা পশুত্ব পাইয়াছিল। শীকারিরা উহাকে লইয়া এক অনাথ নিবাসে রাখেন, এবং যৎকালে জনসন সাহেব স্বদেশে তৎসম্বন্ধে পত্র লিখেন, তৎকালে উহা হস্ত ব্যবহার করিতে ও সরলভাবে দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু অন্য আহার অপেক্ষা অপক মাংসাহার ভাল বাসিত।”

এই পত্র যদবধি প্রকাশিত হইয়াছে তদবধি আমরা ঐ নরপশুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছি এবং উহাকে দেখিলে তৎসম্বন্ধীয় অগাধ্য সমস্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিব না।

## জিয়র্জ ওয়াসিংটনের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত ।

মেরিকার স্বাধীনতা সংস্থাপক সু-বিখ্যাত জিয়র্জ ওয়াসিংটন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া দেশের ফেয়ারফাক্স অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং ফেয়ারফাক্স অঞ্চলে তাঁহার বহু-পরিমাণে ভূমি সম্পত্তি ছিল। ওয়াসিংটন এক জন শিক্ষক দ্বারা স্থানীয়েই শিক্ষিত হয়েন এবং অল্প ও যন্ত্রবিজ্ঞানালোচনায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেনাধ্যক্ষ ডিন উইডি তাঁহাকে প্রথম প্রকাশ্য পদে নিযুক্ত করিয়া ফরাসির আমেরিকার সহিত নিবন্ধ সন্ধির বিপরীতে কার্য্য করা জন্য অনুযোগ করিতে ওহিয়োস ফরাসিস সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন। তৎপরে তিনি আদিম প্রতিবাসীগণের সহিত মৈত্রতার সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যে বিপদাকর যুদ্ধযাত্রায় সেনাপতি ব্রাডক ওহিয়োনদে ফরাসিসদিগের বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হয়েন তাহাতে ওয়াসিংটন সহকারী ছিলেন এবং সেনাপতি আহত হইবাতে তিনিই অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধকৌশলে পশ্চাৎদিক দিক হইতে নিষ্কৃতি লাভান্তে কর্নেল ডনবারের সেনার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহার সংগ্রাম-নৈপুণ্য লোক সমাজে বিশেষ জানিত হইল কিন্তু অন্যতরবিমুখে তিনি কর্নেল উপাধি পাইলে সৈন্যসম্বন্ধীয় পদ ত্যাগ করিয়া নিজ প্রিয় বসতি স্থান মাউন্ট ভারননে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক কৃষীকার্য্যে ব্যাপ্ত থাকেন। এই অবস্থায় কিছু দিন অবস্থানের পর তিনি

জাতীয় শাসক সভায় ফেডারিক অঞ্চলের সভ্য-  
রূপে গ্রহীত হইলেন এবং তৎপরে ফেয়ারফাক্স  
অঞ্চলের সভ্যতা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। রাজ-  
বিপ্লব উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ ব্রিটিস গবর্ণ-  
মেন্টের হস্ত হইতে মুক্ত হওনার্থ আমে-  
রিকানগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, ওয়াসিংটনকে  
সকলে যোগ্যতম বোধে গ্রাম্য সেনা সকলের  
সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই  
রূপে সেনাপতি হইয়া তিনি তাঁহার মানসিক মহা  
শক্তি সমস্তই তাঁহার চিরপ্রিয় অভিলাষ সাধনার্থ  
সম্যক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি-  
মত্তা, সাহস ও উৎপন্ন মতীত্ব বলে তিনি দেশীয়  
লোকের বিশ্বাস ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন এবং  
পরিশেষে সকল প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইয়া নিজ  
অভিষ্ট সাধনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ওয়া-  
সিংটনের কার্য বিবরণ লিখিতে হইলে ঐ বিপ্ল-  
বের ঘটনা সমস্তই লিখিতে হয় এজন্য আমরা  
সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র উল্লেখ করিব। ১৭৫৫  
খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে কেমব্রিজ সৈন্যের সহিত  
মিলিত হইলেন এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোর্টন ছাড়িয়া  
নবইর্ক গমন করতঃ ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে লঙ্-  
দ্বীপের ও অক্টোবর মাসে শ্বেত প্রান্তরের যুদ্ধ  
করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি ডিলবার নদী  
পার হইয়া ট্রেনটন ও প্রিন্সটনের যুদ্ধে জয়ী  
হইলেন এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে  
ত্রাণ্ডবাইনের, অক্টোবর মাসে জারমান নগরের  
ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মনমাউথের  
নামে প্রসিদ্ধ যুদ্ধদ্বয়ে যুঝিয়াছিলেন। ১৭৭৯ এবং  
১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবইর্কের সন্নিকটেই থাকেন  
এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইর্ক নগরের নিকটে কর্ণ-  
ওয়ালিসকে বন্দী করিয়া একরূপ সময় শেষ করেন।  
পরে যখন সন্ধি দ্বারা স্বদেশে স্বাধীনতা সংস্থাপিত

হইল তখন ওয়াসিংটন কনগ্রেসাক্ষ জাতীয় মহা  
সভার হস্তে নিজ ক্ষমতা সমস্ত অর্পণ করণান্তে  
স্বয়ং প্রকাশ্য উচ্চপদ হইতে অবসর গ্রহণ ও পূর্ব  
মত স্বাস্থ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমস্ত লোকের  
প্রশংসা ও মান্যলাভ করেন। ওয়াসিংটনের দেশীয়-  
গণ তাঁহার উচ্চ স্বভাব এবং ঐকান্তিক দেশহিতৈ-  
ষিতার পুরস্কার প্রদানার্থ তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান  
পূর্ব্বক সম্মিলিত প্রজাপ্রভুত্বের শাসক সভার  
প্রধান সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। এই  
পদ ওয়াসিংটনের পক্ষে প্রথমেই কঠিন ও বিপদা-  
কার বোধ হইয়াছিল যেহেতু তাঁহার সভাপতি  
হইবার অনতিকাল পরে ফরাসিস দেশে রাজবিপ্লব  
ঘটে এবং নবলব্ধ স্বাধীনতা মদে মত্ত হইয়া  
আমেরিকানগণ ফরাসিস আমেরিকার প্রজাগণকে  
স্বাধীন করণে উদ্যত হয়। আমেরিকাস্থ ফরাসিস  
রাজপ্রতিনিধি জেনেটের উত্তেজনাতে অনেক লোক  
বিদ্রোহ কল্পণের মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু যখন  
ওয়াসিংটন তাহাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া  
সেই বিদ্রোহাভিলাষ দমন ও প্রজা সমস্তের অস-  
ন্তোষ দূর করিলেন তখন সকলেই তাহাদিগের  
ইচ্ছার অবৈধতা ও সভাপতির সন্ধিবেচনা বুঝিতে  
পারিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসিংটন গ্রেট ব্রীটে-  
নের সহিত একটি বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সম্বন্ধ  
করিয়া সভাপতিত্বের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছি-  
লেন। এই সন্ধির অনতিকাল বিলম্বে ওয়াসিংটন  
যে একটি কার্য করিয়াছিলেন তাহা কাহাকেই  
করিতে দেখা যায় না এবং তাহাতে তাঁহার বিশেষ  
মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। গ্রেটব্রিটনের সহিত  
বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সংঘটনের পরেই আমেরি-  
কানগণ ঐক্যমতে তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত  
করণে মনস্থ করে কিন্তু তিনি তদগ্রহণে ইচ্ছুক না  
হইয়া সভাপতিত্ব হইতে স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে অবসর

লইয়া তাঁহার ভারনন মাউন্ট নামক বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পুনর্ব্বার কৃষিকার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেন । ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরপি সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন কিন্তু তাহা কিবল দেশীয় সমস্ত লোককে সাধারণ হিতসাধনে সম্মিলিত করণোদ্দেশ্যে । অল্পকাল পীড়াভোগের পর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর দিবসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন । যে লোভে প্রথম নেপোলিয়ান ফরাসিসদিগের শাসক সভার এক মাত্র কর্তা ও পরিশেষে সত্ৰাট্ হইয়াও সম্ভ্রষ্ট না হইয়া ফ্রান্স রাজ্য যুবাপুরুষ শূন্য করিয়াছিলেন । যে লোভ জুলিয়স সিজরকে স্বজাতীর চিরবহুমানিত স্বাধীনতা রূপ অমূল্য রত্ন হরণে উদ্যত করিয়াছিল সেই লোভ ওয়াসিংটনের স্বদৃঢ় অন্তরকে ক্ষণমাত্রের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই । পূর্ব্বোক্তদ্বয়ে যাহা পাইবার জন্য শতসহস্র কোশল করিয়াছিলেন তাহা প্রজাগণ স্বৈচ্ছাক্রমে প্রদানে ব্যগ্র হইলে এই মহাত্মা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন । ইংলণ্ডের ওলিভার ক্রমোয়েল রাজবিপ্লব কালে ওয়াসিংটনের ন্যায় কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন এবং যদিও অসাধারণ বিচক্ষণতা ও কার্য্য চাতুর্য্যের সহিত রাজ্যতান্ত্রিক বিষয় সমস্ত হুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে কৃতকার্য্য হইলেন তথাপি তাঁহাকে ওয়াসিংটনের সমতুল্য মহৎ চরিত্রের লোক বলা যায় না । যেহেতু তিনি আপনাবিলাষ পূরণার্থ তাঁহার জাতীয় পারলমে-ন্টাধ্য মহাসভাকে অবমানিত ও অধিকার চ্যুত করিতে ক্রটি করেন নাই এবং কর্তৃত্ব লাভেচ্ছায় সেই দেশপূজ্য ও বহুসমাদৃত সভার সভ্যগণের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন । তাঁহার কোন ইচ্ছিত বিষয়ে পারলমেন্টের মত বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সভাগৃহমধ্যে সশস্ত্র সেনা রাখিয়া

সভ্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্মতি লইতেন । আর রিজেন্ট উপাধি গ্রহণ দ্বারা যদিও ফলত অধিপতি হইয়াছিলেন তথাপি রাজোপাধির সম্যক লোলুপ ছিলেন ও তাহা পাইতে ঐকান্তিক যত্নেরও ক্রটি করেন নাই । কিন্তু ওয়াসিংটন শাসক সভাকে নিজ ক্ষমতাদীনে আনিবার উপায় সত্ত্বেও তাহা না করিয়া স্বৈচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সেই সভার অধীন রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাবর্গের ঐক্যমতে প্রদত্ত রাজপদ গ্রহণে বিরত হইয়াছিলেন । এরূপ দেশ-হিতকারী ও যথার্থ স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তির নাম পুরাত্তরের অনন্ত কোষে আর প্রাপ্তব্য নহে । যদি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কিছুকে নির্দেশ করিতে হয় তবে তাহা ওয়াসিংটনের চরিত্র এবং যদি কোন মনুষ্য নামের স্মরণে লোকের মঙ্গল ঘটে তবে ওয়াসিংটনের নাম স্মরণ করা কর্তব্য ।

## সুযোগ্য লোক অযোগ্য কি কপে হয় ।

আমাদের দেশীয় লোক পুত্রের শিক্ষাদি প্রদানে বিশেষ যত্ন করেন এবং কন্যার শিক্ষা বিষয়ে কিছু মাত্রও দৃষ্টি রাখেন না । আশু উপকারই পুত্রের শিক্ষা জন্য যত্নের মূল কারণ বলিতে হইবে ও পরোক্ষ উপকারের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই কন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে যত্ন নাই । আমাদের এশ্বলের শিক্ষা শব্দে কিবল গ্রন্থাধ্যয়ন বুঝায় না ; যদ্বারা লোকে যথার্থ কার্য্যক্ষম ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে পটু হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাভাবে কর্তব্য-কর্তব্য জ্ঞান না থাকাতে যে সকল প্রমাদ ঘটে তাহার অনেকই কার্য্যক্রমে জানা যায় । আমরা

অদ্য যে একটি উদাহরণ দিতেছি তদ্বারা জীলোকের অজ্ঞানতার ফল যথেষ্ট দর্শিত হইবে। সংসর্গ ও সহবাস দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখা যে নিতান্ত প্রয়োজন এবং হুমত ও সমুন্নত সমাজে না থাকিলে যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহারও প্রমাণ এতদ্বারা প্রদর্শিত হইবে। আমরা যে ঘটনাটি নিম্নে লিখিতেছি তাহা যথার্থ ও কিবল ব্যক্তির নাম প্রকাশ না করিয়া তৎপরিবর্তে একটি কল্পিত নাম ব্যবহৃত হইল।

কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ধনী ও পুরাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীর বংশীয় হরিদাস নামক একটি সম্মান হিন্দুকালেজে (পূর্বে প্রেসিডেন্সিকালেজ ও হিন্দু ইন্সকুল ছিল না, হিন্দুকালেজে উভয়ের কার্য্য করিত) বিদ্যারম্ভ করিয়া শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ক্রমশঃ উহার কালেজ বিভাগের উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন ও কয়েক বৎসর ছাত্র বৃত্তি পাইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এই রূপে সুশিক্ষিত হইবাতে হরিদাস বাবু আত্ম উন্নতি সাধনার্থ বাটীতে একটি পারিবারিক বিদ্যানুশীলন সভা করেন ও অনেক গুলি প্রকাশ্য সভায় সভ্য হইলেন। কালেজ উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ অনেকে বিদ্যানুশীলনে শ্রুত সঙ্কল্প হইয়া নিজ নিজ অর্জিত বিদ্যা সমস্ত হেলায় বিস্মৃত হইলেন, হরিদাস বাবু তাহা না করিয়া বরং কালেজ ত্যাগের পর দ্বিগুণ শ্রম ও যত্নের সহিত ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত, উর্দু, ফারসি ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং বহু বঙ্গ ও শ্রমের সহিত প্রবন্ধাদি রচনা ও তাহা প্রকাশ্য সভাদিতে পাঠ ও সময়ে বক্তৃতা করিয়া জনসমাজে প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। এই রূপে হরিদাস বাবু প্রকাশ্য সভাদিতে হুম্মদ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন

উহার বাটীর সমস্ত লোক (যাঁহারা গোড়া হিন্দু ছিলেন) তাঁহাকে হরি জীন্টান বলিতে আরম্ভ করিল। যখন নিজ ভবনের সমবয়স্ক সখাগণ (অর্থাৎ যাঁহাদিগের সহিত বাল্যকাল হইতে একত্রে বসিতেন, একত্রে খেলিতেন ও একত্রে পড়িতেন ও আমোদ প্রমোদ সুখ দুঃখাদি যাঁহাদিগের সহিত একত্রে ভোগ করিতেন) তাঁহাকে উৎসাহ না দিয়া বরং জীন্টান ও সাহেব বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল তখন তাঁহার মন ভ্রমোদ্যম হইল এবং বিদ্যানুশীলন হইতে তিনি ক্রমশঃ বিরত হইতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রকাশ্য সভাদিতে প্রশংসা লাভ করিয়াও তিনি অনভিজ্ঞগণের বাক্যে কেন নিরুৎসাহিত হইলেন। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া ও লোকের তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সহজ ব্যাপার নহে অনেক স্থান ও শ্রমসাধ্য এই জন্য আমরা সংক্ষেপে ও প্রকারান্তরে তাহার উত্তর দিতেছি। আমাদিগের দেশে অনেক লোক রিতীমত বিদ্যা শিখিতেছেন কিন্তু তন্মধ্যে এক জনও কোন বিষয়ে বিশিষ্টরূপে পারদর্শি হইয়া নূতন কিছুই আবেক্ষিয়া করিতে পারেন না কেন? ইরোপীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় অনন্ত কর্ম্ম হইয়া কেহ কোন বিষয়ের অনুশীলনে প্রবর্ত হইলেন না কেন? পরম পণ্ডিত হইয়াও লোক আহার আহরণার্থ ব্যস্ত হইলেন কেন? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই মাত্র বলা যায় যে উৎসাহ পুরস্কার ও সাহায্যভাবই সকলের কারণ। এই রূপ হরিদাস বাবুর বিদ্যানুশীলনে বিরত হইবার কারণ উৎসাহ, পুরস্কার ও সাহায্যভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকাশ্য সভায় প্রশংসিত হইবাতে হরিদাস বাবুর উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু আত্মীয় ও বন্ধুগণের অনুৎসাহকর আচরণে



তিনি মনক্ষুণ্ণ হইতেন এবং স্নেহ নিগড় ছিন্ন করিতে না পারাতেই ক্রমশঃ তাঁহার অপ্রবৃত্তি ঘটে । তাঁহার স্ত্রীবিদ্যাবতী ছিলেন না স্ততরাং নিজ পতির গুণ রসপানে অসক্তা ছিলেন । সহস্র প্রশংসাপেক্ষা আত্মীয় ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণের অল্প মাত্র প্রশংসা হৃদয়ানন্দকর ও প্রবৃত্তিপ্রদ কিন্তু ভাগ্যক্রমে হরিদাস বাবু তাহাতে বঞ্চিত হইবাতে তাঁহার বিশেষ উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল । কিছু দিন পরে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে হরিদাস বাবু নিতান্ত কাতর হইলেন ও তাঁহার বিদ্যানুশীলনের প্রযত্ন আর শ্লথ হইয়া উঠিল কিন্তু তখনও চর্চ্চা একবারে ত্যাগ করিলেন না । পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করাতে কয়েকটি সন্তান হইল, যমযন্ত্রণা বারবার ভোগ করায় কিছু বিচলিত চিত্তও স্ত্রীপ্রিয় হইলেন তথাপি বিদ্যার আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হইলেন না । পরে হরিদাস বাবুর পত্নী বিলক্ষণ শুদ্ধাচার প্রিয় হইয়া ক্রমে শুচি বায়ুগ্রন্থা হইলেন এবং স্নেহানুগত পতিকে নিজ মতানুসারে শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । লোকের হরিদাস বাবুকে ত্রৈণ্য ও কাপুরুষ বলা উচিত নহে যেহেতু তিনি কিছুই অন্তায় কার্য করেন নাই, তিনি মনুষ্য ও মনুষ্য-স্বভাব ঘটনা ক্রমে যেরূপে পরিবর্তিত ও পরিচালিত হয় তাহাই তাঁহার ঘটিয়াছিল, নূতন কিছুই নহে । এক ব্যক্তির যদি দশ জন স্নেহের লোক থাকে তাহা হইলেই স্নেহাস্পদ গুলির মধ্যে যে কয়েকটি নষ্ট হয় তৎ সমস্তের প্রতি যে স্নেহ থাকে তাহা অবশিষ্ট গুলির উপরে যায় ইহা মনুষ্য প্রকৃতির নিয়ম অতএব যমযন্ত্রণায় কাতর হরিদাস বাবুর স্নেহ সমস্ত স্ত্রীগত হওয়ায় তাঁহাকে দোষা যায় না । স্ততরাং তিনি স্ত্রীকে অসম্বল্য করিতে না পারিয়া নিজ পত্নীর অসম্বল শুদ্ধাচারের বশবর্তী হইতে

বাধ্য হইলেন কিন্তু তজ্জন্ম দৈহিক ও মানসিক বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল । তাঁহার পত্নী বিদ্যাবতী ও জ্ঞান বিশিষ্টা হইলে প্রাপ্ত রূপে তাঁহার ক্লেশ ও অবনতির কারণ না হইয়া বরং তাঁহাকে বিদ্যানুশীলনে ও সংকার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিতেন এবং তাহা হইলেই হরিদাস বাবুর বহু যত্নে ও শ্রমে অর্জিত জ্ঞান সমস্ত নিরর্থক হইত না । কিন্তু ঘটনাক্রমে তদ্বীপরীত হইবাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কার্য্য করিতে বাধ্য ও তজ্জন্ম দৈহিক ও আন্তরিক ক্লেশে বিরক্ত হইয়া হরিদাস বাবু ক্রমশঃ সকল শুভকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন ।

যে সকল লোক কন্যার শিক্ষায় দৃষ্টি করেন না তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য যে যদিও বিদ্যা শিথিয়া তাঁহাদিগের কন্যাগণ অর্থোপার্জন করিতে ও যশস্বিনী হইতে না পারেন তথাপি নিজ নিজ পতীকে সুখী, সুপথগামী, বিদ্যামোদী ও যশস্বী করিতে পারেন । আর যখন কন্যাগণের জ্ঞানাভাবে অপরের পুঞ্জেরা (ঐ কন্যাগণের স্বামীগণ) নিরুৎসাহিত ও অকর্ম্মণ্য-কৃত হইতে পারে তখন পুঞ্জবানগণের পক্ষে কন্যার শিক্ষায় যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন । যে ব্যক্তি অপরের উপকার করে সে প্রতুপকারের আশা করিতে পারে, আর যে পরানিষ্টকর তাহার অপার হস্তে অনিষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা । হরিদাস বাবু সবল সক্ষম দেহ, পণ্ডিত বিবেচক, দৃঢ়ব্রত ও পিণ্ডপ্রমী হইয়াও স্ত্রীর ও সঙ্গীগণের ভ্রমাত্মক নিরুৎসাহকর ব্যবহারে উন্নতাবস্থা হইতে নিতান্ত নিষ্কর্ম্ম হইয়াছেন দেখিয়া লোকের বিবেচনা করা কর্তব্য যে, অবস্থা লোককে কি করিতে পারে ।



## নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

## সেরপুর বিবরণ।

প্রথম ভাগ।

সেরপুর পরগণার দু বৃত্তান্ত। এ খানি ময়মন সিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুর নিবাসী, বিদ্যোৎসাহী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। হরচন্দ্র বাবু বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা আদ্যোপান্ত পাঠে কি রূপ স্থখী হইলাম তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। প্রথমতঃ এতদ্দেশে স্বকীয় শ্রম ও অনুসন্ধান সঙ্কলিত গ্রন্থ অতি দুস্প্রাপ্য বলিয়া যে আক্ষেপ আমরা সর্বদা করিয়া থাকি আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠে সে আক্ষেপ কাল ক্রমে শান্ত হইবার আশা জন্মায়; যেহেতু গ্রন্থকার এতদগ্রন্থ রচনা জন্ম যে অনেক শ্রম, যত্ন ও অনুসন্ধান এবং নিজ বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারা বহু সিদ্ধান্তে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্বে বারম্বার লিখিয়াছি ও এক্ষণেও লিখিতেছি যে সহস্র উৎকৃষ্টতম অনুবাদ অপেক্ষা এই স্বশ্রম সংগ্রহিত গ্রন্থখানিকে প্রফুল্ল মনে বঙ্গ বিদ্যা বহাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আমোদ প্রমোদে রত না থাকিয়া এবশ্রকার সংকার্যানুশীলনে সংলিপ্ত হইলে দেশের কত মঙ্গল হইতে পারে তাহা সহৃদয় মাত্রেই অবগত আছেন, তদ্ব্যাখ্যার প্রয়োজনঅনাবশ্যক।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য গ্রন্থের পরিচ্ছদ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এ প্রকার উত্তম পরিচ্ছদে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রায়

দেখা যায় না। রচয়িতা ইহার প্রকাশ জন্ম যে বহু ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। অক্ষর গুলির অপরিচ্ছন্নতা ও অস্পষ্টতা দেখিয়া আমাদের ক্রেশ হইয়াছে। স্বরূপার সুন্দরায়তনয়নে বহু কজ্জল লেপিত দেখিলে সকলেরই ক্রেশ হয়। এই গ্রন্থ খানিতে সেরপুরের দু বৃত্তান্তিক সমস্ত বিষয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে ও তাহাতে সেরপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইবে জানিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে গ্রন্থের উদয় কাহার না হৃদয়ানন্দকর?

## বিজ্ঞাপন।

সম্পাদক ইতিপূর্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবাতে রহস্য-সন্দর্ভ যথা সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। এখনও তৎসম্বন্ধে অভাব রহিয়াছে, যে হেতু চৈত্র মাসের মধ্যে আর দুই খণ্ড প্রকাশ না করিলে সময়ের মধ্যে পর্ব শেষ হইবে না। এই হেতু যে সকল গ্রন্থকার নিজঃ গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়াছেন তৎসমুদায়ের সমালোচনা করিবার অবকাশাভাব ঘটিয়াছে। বোধ করি তজ্জন্য গ্রন্থ-কর্তাগণ ক্ষুব্ধ হইবেন না। গ্রন্থ পাঠ না করিয়া আমাদের সমালোচনা করা প্রথা নহে, তজ্জন্য প্রাপ্ত গ্রন্থ সমস্তের সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা অবসর মত, যত দূরায় পারা যায় প্রকাশ করিব। পাঠকগণের নিকট আমরা, সময় মত পত্র প্রকাশ না হইবাতে, অপরাধী হইয়াছি, এবং তাঁহাদিগের ক্ষমাগুণের উপর নির্ভর করিয়া মার্জনা প্রার্থনায় সাহসী হইয়াছি।

# রহস্য-সন্দর্ভ ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র ।

৭ পর্ব ]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা । সন ১২৭৯ [ ৭৭ খণ্ড ।

আমরা রহস্য-সন্দর্ভ প্রকাশের ভার লইয়া ৬৭ সংখ্যায় বিশেষে বর্ণন করিয়াছি যে পূর্বে যেরূপ অনুবাদক সমাজের সাহায্যে ইহার ব্যয় সমস্ত স্ফূটারূপে চলিত এক্ষণে সেরূপ আর নাই । আমরাই ইহার সকল ব্যয় বহন করিতেছি অপর কেহ অর্থ বিষয়ক সাহায্য করেন না এবং আমরা তাহা লইতেও সম্মত নহি । এই হেতু গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্যই ইহার এক মাত্র জীবনোপায় হইয়াছে এবং তৎ সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ইহার চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই । অনেক মহোদয় আমাদিগকে এই পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করণার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সম্মত হইতে পারি নাই । যেহেতু অল্প মূল্যে সচিত্র ও নানা বিষয়ক রহস্য-পূর্ণ পত্র প্রকাশ করাই আমাদিগের অভিপ্রায় স্তত্রাং তদভিসন্ধি পূর্ণ না হইলে ইহা প্রকাশ করায় ফল নাই । যাহারা রহস্য-সন্দর্ভের জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছি ও চিরকাল করিব । আমরা এক্ষণে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে অদ্যাবধি যাহারা ইহার মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা তৎ প্রদানে আর বিলম্ব করিবেন না । প্রথম

ভার লইয়া দুই এক খণ্ড প্রকাশ করিলে অনেকে আমাদিগকে অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে সাহস করেন নাই কারণ পর্ব সমাপ্ত করিতে পারি কি না তাহা ভবিষ্যে তাঁহাদিগের সন্দেহ ছিল । এক্ষণে সন্দেহ করা সম্ভব ও তজ্জন্য দোষা যায় না, কিন্তু এক্ষণে যখন আমরা ১১ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছি এবং বৈশাখের পূর্বে আর এক খণ্ড প্রকাশের আয়োজন সমস্ত হইয়াছে তখন গ্রাহকগণের আর সন্দেহ করা বিধেয় নহে । তাঁহারা এক্ষণে মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা পরম উপকৃত হইব কারণ এ পর্য্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই এবং তদ্ব্যতীত পত্রের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে । যদি আমরা জানিতে পারি যে যথেষ্ট লোকে এই পত্র পাঠ করেন তবে আনন্দের সীমা থাকিবে না এবং মনও বদ্ধকটী হইয়া যৎপরোনাস্তি শ্রমের সহিত পাঠকগণকে ভুক্ত করিতে যত্নবান হইবে । আর যদবধি সকল গ্রাহককে যথার্থ গ্রাহক রূপে পরিগণিত করিতে না পারিতেছি তদবধি এই পত্র স্থায়ী হইবে কি না তাহা ভবিষ্যে সন্দেহ বিশিষ্ট হইয়া চিত্ত শ্রম করণে বিমুখ হইতেছে । যদি অধিক ব্যক্তি না পড়েন ও সমাজে সমাদৃত না হয় তবে ইহার প্রকাশে নিরর্থক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করার কাহার মনে ধন্য হয় ? অতএব আমরা পুনর্ব্বার গ্রাহকগণকে অনুরোধ

করিতেছি যে তাঁহারা আপন আপন দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সাহস দান করুন। ভরসা করি যে গ্রাহক সংখ্যা নিরুপিত করিয়া আমরা বৈশাখ মাস হইতে স্থির মনে এতৎ পত্রের উন্নতিসাধনে প্রবর্ত হইতে পারিব এবং যাহাতে এই আশা সফল হয় পাঠক মহোদয়েরা তাহা করিতে ক্রটি করিবেন না। অনিশ্চিতাবস্থায় গ্রাহক নামাবলী রাখিলে আর চলে না; প্রথমতঃ টিকিট দিয়া অস্থিরীকৃত গ্রাহকের নিকট পত্র পাঠান আর অকর্তব্য; দ্বিতীয়তঃ পত্র খানিকে উন্নত ভাবাপন্ন করা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা ও সেই অভিলাষ পূরণ বিষয়ে গ্রাহকের গোলোযোগই প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইরাছে। এই জন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে বৈশাখ হইতে যে নূতন পত্রের প্রকাশারম্ভ হইবে তাহা কিরল নিশ্চিত গ্রাহকদিগকে প্রেরিত হইবে।

### দাউদ খাঁ।

**স**লিমান কেরানীর মৃত্যু হইলে, তদীয় প্রথম পুত্র বেজিদ খাঁ বন্ধের সিংহাসনাধিরোহন করেন কিন্তু আফগান প্রধানগণ তাঁহার নামে অসন্তুষ্ট হইয়া কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে নব্বই সালিমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে।

দাউদ খাঁ অত্যন্ত পানাসক্ত ও কুসঙ্গী প্রিয় ছিলেন এবং সিংহাসনাধিরোহণ পূর্বক নিজ পিতার দ্বারা নিয়মাদি অতিক্রম করিয়া সত্রাটের অধিনতা অধিকার ও অসং আধিপত্য প্রাপ্ত করিয়া ছিলেন। বঙ্গদেশের নব্বই সম্রাট নিজ নামে খোঁজ দা পত্রের ও তাঁহার নামে দাবী মূদ্রাদিতে

লিখনের অনুমতি প্রদান করাতে সত্রাট আকবরের প্রভু প্রকাশ্য রূপে অবজ্ঞা করা হইল। যেহেতু প্রভু জাপনার্থ মুসলমানগণের মসিদ প্রভৃতিতে খোঁজ দা নামক ঈশ্বরারাদনা সত্রাটের নামেই পঠনের ও মূদ্রাদিতে তাঁহারই নাম লিখনের প্রথা আবহমান কাল প্রচলিত ছিল, সুতরাং তদ্বিপরীত করাতে সত্রাটের অধিনতা অস্বীকার ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই দাউদ খাঁ রাজ কোষানু-সন্ধান ও দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে তাহাতে বহুধন সঞ্চিত রহিয়াছে এবং সেনা সমস্ত একত্র করাইয়া দেখিলেন যে প্রায় ৪০০০০ অশ্বারোহী ১৪০০০০ পদাতিক, ২০০০ কামান, ৩৬০০ সংগ্রাম হস্তি ও কয়েক শত যুদ্ধতরী আছে। এতদর্শনে তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে তাঁহার ধন ও সেনা যে পরিমাণে আছে তদ্বারা তিনি সত্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। এই রূপ বিশ্বাসের বশবর্তী এবং যশ ও রাজ্য লোভে প্রণোদিত হইয়া দাউদ খাঁ অনতিবিলম্বে কোন সামান্য ছলাবলঘন পূর্বক মোগল সত্রাট আকবরের অধিকারাক্রমণ করিয়া গাজিপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ গঙ্গার দক্ষিণ কূলবর্তী জমানিয়ার (কিছু দিন পূর্বে সত্রাট সেনাপতি খাঁন জিমান স্থাপিত) দুর্গাধিকার করিলেন। সত্রাট আকবর, যিনি তৎকালে গুজর প্রদেশে ছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গদেশ স্বরাজ্যাস্তগতি করণে কৃত সংকল্প হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার জোঁয়ান পুরস্থ সেনাপতি মোমেন খাঁকে সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক বঙ্গদেশ আক্রমণে অজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। অজ্ঞা প্রাপ্তে মোমেন খাঁ অবিলম্বে এক মহাবল মোগল সেনাদল লইয়া পাটনার নদিকটে উপনীত হইলে দাউদ খাঁর সেনাপতি ও প্রধান সচিব লোডি খাঁ তাঁহার পক্ষ রোধ করিলেন ও কএক

সামান্যতর আংশিক যুদ্ধের পর লোড়িখাঁ এক সন্ধি করিলেন। ঐ সন্ধি পত্রে লিখিত হয় যে মোগল সেনা সকল বেহার হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে দাউদ খাঁ দুই লক্ষ টাকা নগদ ও এক লক্ষ টাকার মূল্যের মলমল, রেশম প্রভৃতি বস্ত্রের উৎপন্ন দ্রব্য সত্রাটকে উপহার দিবেন। কিন্তু দাউদ খাঁ যদিও এবশ্প্রকারে আক্রমণকারী শত্রু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে আন্তরিক ইচ্ছুক ছিলেন তথাপি তদ্বিপ-  
রীত ব্যবহার দেখাইলেন। তিনি এই সন্ধি বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ ও লোড়ি খাঁর প্রত্যাবর্তনে তাহাকে কারারুদ্ধ ও সর্বস্বান্ত করিয়া বিনষ্ট করেন। সত্রাট আকবর ও তাঁহার সেনাপতি মোনেম খাঁ এই রূপ সন্ধি করাতে বিরক্ত হইয়া টোডর মল্লকে তাঁহার পরিবর্তে বঙ্গ জয়ার্থ সম্মি-  
লিত সেনার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। কিন্তু দাউদ খাঁর আচরণ ও নিজ প্রভুর অসন্তোষের কথা শ্রবণ করিয়া মোনেম খাঁ টোডর মল্লের আগমনের পূর্বেই সসৈন্তে দ্রুতপদে পুনর্ব্বার পাটনার নি-  
কটে আগমন পূর্ব্বক ঐ নগর সেনা দ্বারা বেষ্টিত করিলেন ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। দাউদ খাঁ বিপক্ষদি-  
গকে দূরীকরণে যথাসাধ্য যত্ন করিয়া যখন দেখি-  
লেন যে আর উপায় নাই তখন নগরের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহু শ্রমে সেনাগণকে দুর্গ রক্ষণে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মোনেম খাঁ কিছু দিন দুর্গ বেষ্টিত করিয়া থাকিলে পর সত্রাট স্বয়ং আগরা হইতে সসৈন্তে জল পথে পাটনার নিকট আসিলেন এবং পাঁচ-পাহাড়ী নামক উচ্চস্থান হইতে দুর্গের সমস্ত পথাপথ অবলোকন করণান্তে উত্তম রূপে বেষ্টিত ও তাহা হস্তগত করণের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকবরসাহ-সংবাদ পাইলেন যে গঙ্গার অপর পার্শ্বে হাজিপুর নগর হইতে দুর্গে রক্ষা

প্রেরিত হয় ও তন্নিবারণার্থ ৩০০০ সহস্র উৎকৃষ্ট যোথের সহিত খাঁ আলমকে তত্রত্য দুর্গ গ্রহণে প্রেরণ করিলেন। হাজিপুরের রাজা ওজেষ্টী নামক যে এক জন ভূস্বামী কতক গুলিন ভল্লী পদাতিক ও কতক গুলিন অশ্বারোহীর সহিত সত্রাটের সৈন্য ভুক্ত হইয়াছিলেন তিনিও খাঁ আলমের সহ-  
কারীতাকরণে আদিষ্ট হয়েন। খাঁ আলম যথেষ্ট সাহসের সহিত হাজিপুরের দুর্গ আক্রমণ করিলেন কিন্তু তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ ফতে খাঁ এরূপ বল ও সাহসের সহিত তাঁহার সহিত দৃঢ়তর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে মোগল সেনা প্রাণপণ যুঝিয়া ক্লান্ত হইল কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না, বরং পরাভূত হইবার উপক্রম হইল। আকবর সাহ এই যুদ্ধ অপর কুলের কোন উচ্চ কামান স্থাপনার উপর হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে দেখি-  
তেছিলেন, এবং যখন দেখিলেন যে মোগল সেনা নূতন সাহায্য ব্যতিরেকে স্থির হইতেছেন; তখন তিনখান পোত পূর্ণ সেনা তথায় পুনঃ প্রেরণ করিলেন। নূতন সেনার সম্মিলনে মোগলগণ পুন-  
র্ব্বার সাহস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে দুর্গ আক্রমণ করিল এবং ফতে খাঁকে ও তাঁহার অধিকাংশ সেনা নষ্ট করিয়া দুর্গ গ্রহণ করিল। সংগ্রাম জয়ী হইয়া ফতে খাঁ বিনষ্ট শত্রুগণের ছিন্ন মস্তক এক পোতোপরি সত্রাটসদনে প্রেরণ করাতে আকবর তৎসমস্ত দাউদ খাঁর নিকট এই সন্দেশের সহিত পাঠাইলেন যে তিনি অধিনতা স্বীকার না করিলে তাঁহারও ঐ দশা হইবে। দাউদ খাঁ স্বভাবত ভীরু স্বভাব ছিলেন স্ততরাং নিজ পরি-  
পক ষোধগণের ঐ ছিন্ন মস্তক দৃষ্টে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন মধ্যরাত্রে ধনরত্ন ও বহুগুণ্য দ্রব্যাদি সকল করেক খান বহুবাহক বিশিষ্ট পোত পূর্ণ করতঃ পাত্র মিত্রে সমভিব্যাহারে পাটনা হইতে জলপথে

বঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এপ্রকারে প্রভু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবাতে পাটনা নগরের দুর্গাস্তম্ভগত সেনা সমস্ত চতুর্দিক দিয়া একরূপ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল যে বহুসংখ্যক সামান্য লোক তাহাদিগের দ্বারা মর্দিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু পুনপুনানদীর সেতু লোকভরে ভগ্ন হইবাতে অনেকে জলমগ্ন হইল এবং মোগলগণ সময় পাইয়া তথায় গমন পূর্বক বহু সেনার প্রাণ বধ করিল। মোগলেরা অবশিষ্ট সেনাগণের পশ্চাচ্ছাবমান হইয়া পাটনা হইতে ২৫ ক্রোশ অন্তরস্থ দরিয়াপুর পর্যন্ত গমন করে এবং ৪০০ হস্তীও অশ্বাশ্ব মূল্যবান বস্তু কাড়িয়া লয়। সত্ৰাট দরিয়াপুরে ছয় দিবস অবস্থিতি করণান্তে মোনেম খাঁকে খাঁন খাঁ নাম উপাধি প্রদান পূর্বক বঙ্গ ও বেহারের সুবাদার করিলেন এবং রাজা টোডার মল্লকে ১০০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনার সহিত মোনেম খাঁর সহকারীতা করণার্থ রাখেন। আগমন কালে যে সকল যুদ্ধপোত ও রসদাদি আগরা হইতে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন তৎসমস্ত মোনেম খাঁকে প্রদান পূর্বক দাউদ খাঁকে বঙ্গ ও বেহার হইতে সদলে উচ্ছিন্ন করণামুখি দিয়া স্বয়ং রাজপাটে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এদিকে দাউদ খাঁ পাটনা হইতে পলায়নান্তে তেরিয়াগরি নামক পার্শ্বত্যাগ পথে উপনীত হইয়া তত্রত্য দুর্গের অবস্থা সম্পর্শন পূর্বক এত প্রীত হইয়াছিলেন যে দুর্গরক্ষী সেনাগণকে কহেন যে তাহাদিগের দ্বারা বিপক্ষ মোগলগণের গতিরোধ অনায়াসে একবৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, অতএব তাহারা যে কোন রূপে হউক প্রাণপণে শেষপর্যন্ত দুর্গাধিকার রাখে। এইরূপ বলিয়া ও দুর্গের দৃঢ়তার দ্বিগুণিত হইয়া দাউদ খাঁ তাহার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বঙ্গেশ্বরের

আশা সমস্তই নিরর্থক হইয়াছিল যেহেতু সত্ৰাট সেনাপতির আগমনে তেরিয়াগরির দুর্গস্থিত আফগানগণ হাজিপুরের পরাজিত সৈন্যের দ্বায় ব্যবহৃত হইবার ভয়ে যুদ্ধ করণে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল এবং মোনেম খাঁ বিনা শোণিতপাতে বঙ্গের দ্বার স্বরূপ সেই পার্শ্বত্যাগ পথের অধিকার পাইলেন। এই অসম্ভাবিতপূর্ব ঘটনার সংবাদ দাউদ খাঁর নিকট যাইবাতে তিনি হতাশ হইয়া ধনসম্পত্তি সকল হস্তীপৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্বক উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোনেম খাঁ বঙ্গেশ্বরের আচরণের বিষয় না জানিয়া অধিক সতর্কভাবে টঙা আক্রমণার্থ চলিলেন এবং যখন তাঁহার চর সকল দাউদ খাঁর প্রস্থান বার্তা আনিল তখন অশ্বারোহী সেনার সহিত দ্রুতপদে যাইয়া বঙ্গীয় রাজধানী অবাধে অধিকার করিলেন। এই ঘটনার কএকদিন পরেই মোনেম খাঁ রাজা টোডারমল্লকে এক দল সেনার সহিত পলায়নপর বঙ্গেশ্বরের পশ্চাচ্ছাবমান হওনের জন্য প্রেরণ করিয়া মুজিনন খাঁ কাকিসেলানকে সলিমান মুঙ্গলি নামক জনেক সমৃদ্ধিশালী আফগান প্রধানের অধিকারভুক্ত ঘোড়াঘাট স্থান গ্রহণে নিযুক্ত করিলেন। ঘোড়াঘাটে মোগলগণ উপনীত হইলে তথাকার আফগানেরা বিনা যুদ্ধে স্থানাধিকার প্রদানে অস্বীকার করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল এবং বহুশত্রুনিপাতের পর প্রায় সকলেই সমরস্থলে প্রাণত্যাগ করিল। কেবল বহুসংখ্যাতেই আফগানেরা পরাভব পাইয়াছিল ও তাহাদিগের পুত্রকলত্রাদিকে বিপক্ষগণ বন্দী করে। মুজিনন খাঁ এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আফগানদিগের অধিকার সকল নিজ দলস্থ কাকিসেলান বংশীয় অমুগত লোকসকলকে বন্টন করিয়া দিলেন এবং মোগল সমস্তকে আফগান কামিনীগণের পাণিগ্রহণে উৎসাহিত করণাভিলাষে যুত সলিমান



যুদ্ধলীর কণ্ঠার সহিত নিজ পুঞ্জের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন ।

রাজা টোডরমল মেদিনীপুর প্রদেশে উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন যে দাউদ খাঁ রিণকেশারীতে ছাউনি করিয়াছেন এবং পলায়নে বিরত হইয়া যুদ্ধ দানার্থ সেনা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত আছেন । রাজা টোডরমল আর অগ্রসর হওয়া অবিধেয় বোধে টোডর দূত প্রেরণ করিলেন এবং মোনেম খাঁ বার্তাহরের প্রমুখ্যে ঐ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মহম্মদ কুলি খাঁকে একদল সেনার সহিত পূর্বোক্ত রাজার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন । টোডরমল এই সেনার সম্মিলনে পুনরপি অগ্রসর হইয়া রিণকেশারীর ১০ ক্রোশ অন্তরস্থ গোবালিয়রের নিকটে গমনপূর্বক শুনিলেন যে বঙ্গেশ্বরের এক ভ্রাতা জনিদ, যিনি সাহসিকতা ও অকুতোভয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ঐ স্থানে অল্প সেনার সহিত আসিয়াছেন । জনিদকে আক্রমণার্থ রাজা অল্পসংখ্যক সেনার সহিত আবুলকাশিমকে প্রেরণ করাতে আফগানগণ সেই মোগলদিগকে পরাভব করিল এবং টোডরমল স্বয়ং সমস্ত দলবলে যাইয়া জনিদের দল ছিন্নভিন্ন করিলেন কিন্তু পরদিবস জনিদ দল সংগ্রহ করিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন । এই ঘটনার পরেই অব্যবস্থিত চিত্ত দাউদ খাঁ পুনর্ব্বার পলায়নপর হইলেন এবং মোগল সেনাপতি মেদিনীপুর নগরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া তথায় কয়েক দিবস অবস্থতি করিলেন । এই স্থানে মহম্মদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইবাতে মোগল শিবিরে প্রধানগণের মধ্যে আন্তরিক অসম্প্রীত ঘটিল । রাজা টোডরমল বিজাতীয় ও বৈধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার প্রভু সম্যক প্রবল না থাকিতে তিনি এই বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া প্রধান সমস্তকে সমবেত করিয়া এই ধার্য্য

করিলেন যে বর্ত্তমানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তথায় টোডর উচ্চ সেনাপতির আজ্ঞা অপেক্ষা করা কর্তব্য । এই অপ্রসন্নতাসূচক সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র মোনেম খাঁ কয়েক জন সূক্ষ্ম সেনাপতির সহিত যথেষ্ট সৈন্য প্রাপ্ত রাজার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন এবং নবাধিকৃত স্থান সকলের অধিকারে যথা সম্ভব লোক রাখিয়া অবশিষ্ট সেনার সহিত স্বয়ং সংগ্রাম স্থলে গমনের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন । রাজা টোডরমল নূতন সেনার সহযোগে বলে বর্দ্ধিত হইয়া পুনশ্চ মেদিনীপুরে ও তথা হইতে ভকটোরে গমন করিয়া অবগণ করিলেন যে বঙ্গেশ্বর সমস্ত দল বলের সহিত কটকে গিয়াছেন ও যুদ্ধদানে দৃঢ় সংকল্প হইয়া তথায় সেনাদি সংগ্রহ ও অগ্ন্যস্ত্র যুদ্ধায়োজন করিতেছেন । এই সংবাদ প্রাপ্তে রাজা আর অগ্রসর না হইয়া সেনাপতির আগমনাপেক্ষায় রহিলেন ও টোডর হইতে মোনেম খাঁ অনতিবিলম্বে আসিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কটকাভিমুখে চলিলেন । মোনেম খাঁ মোগল সেনার সহিত আফগান শিবির সন্নি-কটে উপনীত হইলে বঙ্গেশ্বর নিজ পরিধা বেষ্টিত শিবির সম্মুখে সেনা নিবেশ করিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন । সেনা সংখ্যা দুই দলেই প্রায় সমান ছিল কিন্তু আফগানগণের সেনার পুরোভাগে যে দুই শত হস্তীর শ্রেণী ছিল, আফগানেরা তাহারই বলে ও পদ মর্দনে শত্রু দলকে ভগ্ন করিয়া সুযোগে অশ্বারোহী সেনা সঞ্চালনের আশা করিয়াছিল । ফলতঃ তাহা ঘটেনাই, যেহেতু মোনেম খাঁ যে কতক গুলি শকট পৃষ্ঠে স্থাপিত তোপ আনিয়াছিলেন তাহা ঐ মত্ত হস্তীর শ্রেণী অপেক্ষাও ভয়ানক হইয়াছিল । এই সময়ে কামান ভয়ে হস্তী সমস্ত ক্রিপ্ত হইয়া স্বদলের মধ্য দিয়া বেগে পলায়ন করাতে যদিও আফগান সেনা ভগ্ন



বুহ হইয়াছিল তথাপি তাহাদিগের অস্বাভাবিকতা  
এত বেগেও দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ করে যে মো-  
গল সেনা সে বেগ ধারণে অক্ষম হইয়া ছিন্ন ভিন্ন  
হয় ও তাহাদিগের সেনাপতি আহত হইলেন ও  
ভাগ্যক্রমে শত্রু হস্তে পতন হইতে নিষ্কৃতি পান।  
পরিশেষে আকগান দলের গুজার খাঁ ও অন্যান্য  
প্রধানগণ সংগ্রামশায়ী হইবাতে দাউদ খাঁ ভীত  
হইয়া কটকের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার  
শিবির বিপক্ষ কর্তৃক বিলুপ্ত হইল। মোগলগণ  
যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল তথাপি তাহা-  
দিগের এত গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল যে তাহারা  
শত্রুর পশ্চাৎদিকে ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধদিগের সমাধি  
ও আহতদিগকে স্থানান্তর করণার্থ পাঁচ দিবস  
সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। পরে  
অল্পে অল্পে কটক হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরস্থা  
মহানদীর তীরে উপনীত হইয়া তথায় শিবির  
স্থাপন পূর্বক দুর্গ বেষ্টিনের আয়োজন করিতে  
লাগিল।

দাউদ খাঁ এক্ষণে তাঁহার অধিকারের শেষ-  
তম ভাগে শত্রু কর্তৃক পশ্চাৎদিকে হইয়া বৃদ্ধিতে  
পারিলেন যে কটক তাঁহার শেষ আশ্রয় স্থান,  
হতভাগ যুদ্ধের পরিণাম কি রূপে হইবে তাহা  
সন্দেহান হইয়া নিজস্ব ভীত হইলেন। তাঁহার  
মন্ত্রীগণ বিজয়ী মোগলদিগের দয়ার উপর নির্ভর  
করতঃ শরণাগত হইবার জন্য পরামর্শ দিল। তদনু-  
সারে দাউদ খাঁ সত্রাটের সেনাপতির শিবিরে এক  
জন দূত প্রেরণ পূর্বক এই বলিয়া পাঠাইলেন  
“যে মুসলমানগণের পক্ষে স্বাধীনতালাভের জন্য  
করা শত্রু সংগ্রাম নহে অতএব সত্রাটের দাউদ  
খাঁকে নিজ ক্ষত মধ্য পরিগণিত করিয়া ক্রিষ্ণ  
মায়ে স্থানের কর্তৃক দিয়া অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই  
অথচ দুর্দশাগ্রস্ত বঙ্গদেশে তাহাতে নিজ

আত্মীয়গণের সহিত এক প্রকারে জীবন যাত্রা  
নির্বাহ করিতে পারিবেন।

দূতের বাকপটুতা ও তাহার বাক্যের যথার্থতায়  
মোনেম খাঁ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ  
নিঃশেষ করণাভিলাষী থাকাতে দূতের প্রস্তাবে এই  
উত্তর দিলেন যে দাউদ খাঁ স্বয়ং আসিয়া যদি  
এরূপ অনুরোধ করেন তবে তিনি সম্মতি দিবেন  
এবং তাহা সত্রাটের সম্মতি লওনেও যত্ন  
করিবেন। বার্তাহরের প্রযুক্ত সমস্ত অবগত হইয়া  
দাউদ খাঁ পরদিবস কএক জন স্বদলীয় প্রধানের  
সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মোগল  
শিবিরে আলিলে মোনেম খাঁ তাঁহাকে যথোচিত  
সম্মান পূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার অভ্য-  
র্থনার জন্য সেনা সর্কল শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়া-  
ছিল এবং তাঁহার আগমন অপেক্ষায় প্রধানগণ  
শিবিরের সত্রাটগৃহে যথা যোগ্য স্থানে বসিয়াছিলেন।  
দাউদ খাঁ শিবির সম্মুখে উপনীত হইলে অনেক জন  
প্রধান অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন  
ও সতঃ প্রবেশ মাত্র মোনেম খাঁ কতক দূর  
উঠিয়া যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। দাউদ  
খাঁ এই ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজ  
তরবার কটিবদ্ধ হইতে মুক্ত করণান্তে সত্রাট সেনা-  
পতির হস্তে দিয়া কহিলেন “আমার যুদ্ধে যখন  
এতাদৃশ বন্ধু ব্যক্তি আহত হইয়াছেন তখন আমি  
এই পর্যন্ত বীর ত্রুতে নিবৃত্ত হইলাম।” মোনেম  
খাঁ তাঁহার হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং  
কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর আহালাদি হইলে  
সন্ধির কথা উত্থাপিত হইল। দাউদ খাঁ সকল  
পুত্র বস্তুর উল্লেখ করতঃ শপথ করিলেন যে  
সত্রাট তাঁহার ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা  
করিলে তিনি যাবজ্জীবন এক জন প্রভুভক্ত প্রজা  
হইয়া থাকিবেন এবং পরকে বা প্রত্যেক কোন

একারণেই রাজচক্রবর্তীর শত্রুগণের সহায়তা করিবেন না। এই বাক্য রীতিমত সন্ধিপত্রে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইলে মোনেম খাঁ গাত্রোত্থান পূর্বক বঙ্গেশ্বরকে একখান উৎকৃষ্ট ও বহু মূল্য তরবার প্রদান করিয়া কহিলেন “আপনি এক্ষণে হিন্দুস্থানের প্রবল প্রতাপ সম্রাটের কর্মচারীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন তজ্জন্ত আমি সম্রাটের নামে এই তরবার আপনাকে অর্পণ করিলাম এবং অনু-রোধ করি যে আপনি ইহা সম্রাটের কার্য্যে ও সাহায্যে ব্যবহার করিবেন! আর এই তরবার ধারণের উপযুক্ত মান ও ক্ষমতা বিশিষ্ট করণার্থ সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি আপনাকে উৎকল প্রদেশ নিষ্কর ভোগ করিতে দিলাম এবং সাহস করি যে অতঃপর আপনি কার্য্য দ্বারা নিজ রাজ মান্ত্যের সহিত সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার ও রক্ষা করিবেন।” এতদনন্তর বহুবিধ মূল্যবান বস্তু উপহারার্থ তথায় আনিত হইলে দাউদ খাঁ রীতিমত তদগ্রহণ স্বীকার করতঃ বিদায় লইয়া শিবির হইতে যাত্রা করিলেন ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মোনেম খাঁ, যিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমনার্থ উৎসুক ছিলেন, পরদিবস শিবির উত্তোলন করিয়া বঙ্গ ও বেহারের রাজপাট টাণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে ঘোড়া ঘাটের আফগানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহ করতঃ তাহাদিগের নব শাসক মজিনন খাঁকে দূর করিয়া গোড় পর্য্যন্ত অত্যাচার বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সম্রাট সেনার পুনরাগমনে তাহারা দীল ভয় ও ছিন্ন ভিন্ন ভাবে অরণ্যাদি বিজন স্থানের আশ্রয় লইল। প্রাচীন গোড়নগরের বহু যশাদি প্রবণে মোনেম খাঁ তদ্বর্শনে গমন করিলেন এবং তাহার সংস্থাপন স্থান ও বহু রাজবোধ্য অট্টালিকা সন্দর্শনে এরূপ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলেন যে পুনর্ব্বার

তাহাকে রাজধানী করণে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি সম্মুখ বর্ষা সত্ত্বেও অবিলম্বে সেনা সমস্তকে ও প্রধান কর্মচারীগণকে টাণ্ডা ত্যাগ করিয়া গোড় আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভূমির আর্দ্রতা, জলের জঘন্যতা অথবা বায়ুর দুষ্কৃতা হেতুক একটা মহামারী উদয় হইয়া প্রত্যহ সেনা ও বাসকারীগণের সহস্রং ব্যক্তিকে নষ্ট করিতে লাগিল এবং জীবিতগণ যত আত্মীয়াদির অন্তেষ্টি ক্রিয়া করণে অসমর্থ হইয়া শব সকলকে নদীতে ভাসাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মোনেম খাঁ তাঁহার কার্য্যের অবৈধতা বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না যেহেতু তিনি স্বয়ং সেই মহামারী দ্বারা নষ্ট হয়েন।

মোনেম খাঁ এক জন উচ্চ মান্যবান ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্রাট তাঁহাকে আমিরলওমরা (প্রধানের প্রধান) প্রভৃতি উপাধি প্রদান করেন। তিনি যৎকালে জোয়ানপুরের শাসক ছিলেন তৎকালে প্রকাশ্য ভবনাদি নিৰ্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং ঐ নগরের নিকট যে একটা সেতু নিৰ্ম্মাণ করান তাহা অদ্যাবধি তাঁহার কীর্ত্তি-স্মৃতি-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। মোনেম খাঁর সন্তান সন্ততি না থাকাতে তাঁহার সঞ্চিত অসীম সম্পত্তি সমস্ত সম্রাটের রাজকোষে গ্রহিত হয়। তাঁহার মরণই উৎকল ও বঙ্গ হইতে আফগানদিগের আধিপত্য উত্তোলিত হইবার কারণ; যেহেতু তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া বঙ্গ বেহার এবং উৎকলের আফগানগণ সম্মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্রোহ করে। দাউদ খাঁও সন্ধির সমস্ত শপথাদি বিস্মৃত হইয়া সেই আফগানগণের প্রধানত্ব গ্রহণ করেন এবং মোগলগণকে বঙ্গ হইতে পলাইয়া পাটনা ও হাজিপুরে প্রস্থান করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু দাউদ খাঁর এই জয় অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া

হিস কারণ অনতিকাল পরেই সম্রাট প্রেরিত নব সেনাপতি ও শাসক হোসেন কুলি খাঁ সসৈন্যে আগমন করতঃ তেরিয়াগরির পার্বত্য পথ সম্মুখে উপনীত হইলেন (১৫৭৬) এবং তত্রত্য দুর্গ রক্ষাকারী ৩০০০ আফগান সেনা জয় করণান্তে দুর্গাধিকার করিলেন। বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁ রাজমহলে যুদ্ধদানার্থে ছাউনি করিলেন এবং সেই ছাউনি স্থানের এক পাশে পর্বত ও অপর পাশে গঙ্গা ধাকাতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর কএক মাস এই স্থানে অবস্থান পূর্বক মোগলগণের জয়ার্থ বহু সমস্ত নিষ্ফল করেন। পরিশেষে মোগল সেনাপতি পাটনা, ত্রিহুত ও অগ্গাখ স্থানস্থ সেনা সমস্তের ও আগরা হইতে জল পথে প্রেরিত তোপ সকলের সহযোগে আফগান দলকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে দাউদ খাঁর ভ্রাতা জনিদ (তাহার সাহসিকতার উপর আফগানগণ অনেক ভরসা করিত) ও অপরাপর প্রধান যোদ্ধা নিহত ও আহত হইবাতে বঙ্গেশ্বরের সেনা সমস্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্রস্থান করিল ও তাহাদিগের অধিপতি শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। মোগল সেনাপতির নিকট দাউদ খাঁকে বন্দী করিয়া আনিলে তিনি তাঁহাকে সম্রাটের প্রতি অকৃতজ্ঞতা জন্য তৎসনা করিলেন ও বিদ্রোহাপরাধ হেতুক তাঁহার মস্তক ছেদন করাইয়া তাহা দূত দ্বারা আগরায় প্রেরণ করিলেন। অবিচ্ছিন্নরূপে বঙ্গদেশের আধিপত্য যে রাজকুলের হস্তে দুই শত ষটত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ছিল তাহা দাউদ খাঁর মরণেই পর্য্যবসিত হয়। এই স্থানে আফগানদিগের বঙ্গাধিকারের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক। ইউরোপে গথ এবং ভাগ্যলগণ শাসিত ও বিজিত দেশ সমস্ত যে রূপ স্বদলীয় প্রধান যোদ্ধগণকে বন্টন করিয়া দিয়াছিল বঙ্গের আফগানগণও প্রায় সেই রীতি

অবলম্বন করে। বকতিয়ার খিলিজি ও তাহার পরের অগ্গাখ বহু জয়কারীরা বঙ্গদেশ অধিকার করতঃ এক একটা প্রদেশ আপন-অধিকার স্বরূপ বাছিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দেশ তাহাদিগের অধীনস্থ প্রধানগণকে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই প্রধানগণ পুনশ্চ নিজ-অধিকার অধীনস্থ সেনানীগণকে বিভাগ করিয়া দেন। সেনানীগণকে ভূমির অধিকার জন্য কতক গুলিন সেনা রাখিতে হইত ও সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইলে সেই সকল সেনা লইয়া তাহার নিজ-প্রধানের সহিত অধিশ্বরের সহায়ে যুদ্ধ করিত। প্রাপ্ত সেনানীগণ ভূমি কর্ষণাদি না করিয়া স্বাধিকারস্থ ক্ষেত্রাদির চাষ করাইবার জন্য ভূমি সমস্তে হিন্দু প্রজা বসাইতেন এবং তাহারাই বর্তমানের জমিদারীর প্রজার ন্যায় ভূমিকর্ষণাদি করিয়া চাষ করিত ও ভূস্বামীকে নিয়মিত কিস্তি যথাসময়ে প্রদান করতঃ উৎপন্ন শস্যের লাভ ভোগ করিত। প্রজাগণ উত্তম না থাকিলে কঁর প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভূস্বামীগণ কৃষী প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন না।

### বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার অন্তর্গত বোর্টন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা (যিনি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমেরিকায় বাস করিয়াছিলেন) রসায়ন নিষ্ঠিত বাতির ব্যবসা করিতেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার মাতার সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চদশ গর্ভের পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (যিনি বোর্টন নগরের এক খানি সংবাদ পত্রের মুদ্রাকার এবং প্রকাশক



ছিলেন) নিকট শিক্ষানবিস থাকেন। এই সুযোগে তাঁহার বাল্যকালের পড়িবার দৃঢ় ইচ্ছা পরিভূত হইয়াছিল অধিকন্তু তিনি তাঁহার রচনা শক্তির পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। কোন রাজ্য তাত্ত্বিক প্রবন্ধের অবৈধতা বশতঃ এই পত্রিকার প্রকাশকে কারারুদ্ধ এবং পত্র বন্ধ করিতে আজ্ঞা করা হয়। এই অনুমতি প্রকারান্তরে এড়াইবার নিমিত্ত পত্র খানি ফ্রাঙ্কলিনের নামে প্রকাশ করাতে তিনি শিক্ষার্থ প্রবেশ কালে যে সকল নিয়মে বন্ধ হইয়াছিলেন তৎ সমস্ত ফলতঃ অকর্মণ্য হয়। আত্মীয় বলিয়া যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা না করিয়া তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করিতেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার ভ্রাতার কারা মুক্তির পর অধীনতা অস্বীকার করিয়া অর্থ অথবা কোন পারিচয় পত্র ব্যতিরেকে গোপনে নিউইয়র্কে যাত্রা করেন এবং তথায় কোন প্রকার কর্ম না পাওয়াতে ফিলেডেলফিয়ার গমন করিয়াছিলেন। যৎকালে তিনি তীরে অবতরণ করেন তৎকালে এক খানি তিন পরসার রুটি ও একটি ডল্লার স্রোত তাঁহার সম্বল ছিল। তথায় তিনি একটি মুদ্রা যন্ত্রের অঙ্কর সমিবেশকের কর্ম সাইয়াছিলেন।

তিনি পেনসিলভিনিয়ার গবর্ণর সর উইলিয়ম কিথ কর্তৃক ছাপিবার অঙ্কর এবং অস্ত্রান্ত বস্ত্র ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড গমনে ও কোন প্রকার ব্যবসা অবলম্বন করিতে অনুমোদিত হইলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ফ্রাঙ্কলিন দেখিলেন যে গবর্ণর কিথ জামিনী চিঠি অথবা পরিচয় পত্র প্রেরণ বিষয়ে তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত পুনর্ব্বার বর্ণ সংযোজকের ব্যবসা অবলম্বন করেন। তিনি লণ্ডনে অবস্থান কালে ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন এবং স্বাধীনতা, আবশ্যকতা, আনন্দ এবং দুঃখ সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে পাপ এবং পুণ্যের অবিভিন্নতা প্রমাণ করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন ফিলেডেলফিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া মুদ্রাক্ষর ও কাগজাদির ব্যবসা অবলম্বন করেন এবং ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার “পুওর রিচার্ডস আলম্যানাক্” আখ্য যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে পরিমিত ব্যয় ও রিভীমত পরিশ্রমের নিয়মমূলক মতাদি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিত থাকাতে লোক সমাজে বহু অদূত হইয়াছিল।

১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিলভিনিয়ার সাধারণ সমাজের মুহুরির কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয় এবং পর বৎসর তিনি ফিলেডেলফিয়ার ডাক্তারের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কনাসিসদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আত্মরক্ষার্থ আমেরিকানগণকে সম্মিলিত করণে বেঞ্জামিন বিশেষ যত্ন করেন এবং সেই যুদ্ধে সকল হইবাতে তিনি যথেষ্ট প্রাণশ্রম লাভ করেন ও তাহাতেই আমিরিকানেরা তাহাদিগের আত্মবল অধগত হয়। এই সময়ে তিনি বিদ্যুতীয় পরীক্ষা

আরম্ভ করেন এবং ঐ বিষয়ক যে সকল আবি-  
ষ্কৃতি করিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে  
তাক্তিতামি ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ ।

বেঞ্জামিনের মতে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা  
মাত্রেরই পরিণতি উদ্দেশ্য জনসমাজের কার্য্য সৌ-  
কর্য্য সাধন হুতরাং তিনি নিজ আবিষ্কৃত বিদ্যু-  
তীয় জ্ঞানকে কার্য্যও উপকারে পরিণত করণের  
চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং হুইটসনকে বজ্রাঘি  
হইতে রক্ষার্থ তৎপাশে লৌহময় বিদ্যুৎ পরিচালক  
দণ্ড স্থাপনের বিধি দেন ও তাহার হিতকারিত্ব  
প্রচার করেন ।

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাধারণ সমাজে সভ্য-  
রূপে পরিগ্রহিত হইলেন এবং তদবস্থায় সাধারণের  
কার্য্যগুলি করাতে বিশেষ যত্নশীল হইলেন । তাঁহা-  
রই যত্নে সেনা সংস্থাপনার্থ একটা বিধি সভা  
ঘরা নিবন্ধ ও নিরূপিত হয় এবং তিনি ফিলে-  
ডেলফিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ্যার পদে নিযুক্ত হইলেন ।  
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পেনসিলভিনিয়ার প্রতী-  
নিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয় । এই সময়ে  
তাঁহাকে “রয়াল সোসাইটীর” সভ্য রূপে গ্রহণ  
করা হয় এবং সেন্ট অন্ড্রুস, এডিনবর্গ ও অক্স-  
ফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয় ত্রয় হইতে তাঁহাকে রাজ-  
নৈতিক ডাক্তার (পারদর্শী) উপাধি প্রদান করা  
হইয়াছিল । ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন আমরিকান  
প্রত্যাগমন করেন এবং দুই বৎসর পরে পুনর্ব্বার  
পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন ।  
এই সময়ে তাঁহাকে ইংলণ্ডীয় নিম্ন শাসক সভার  
আমরিকান ডেপুটি আইন সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের  
প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা হয় । ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বে-  
ঞ্জামিন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আমরিকান  
সংসদীয় সভ্য সকলের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সমাজে  
সমসংকল্প প্রচারিত করেন । ইংলণ্ডের কৃষিত

আমরিকানগণের স্বাধীনতা জন্য যে বিবাদ আরম্ভ  
হয় তাহাতে তিনি বিশিষ্ট রূপে সংলিপ্ত ছিলেন  
এবং ফ্রান্সে গমন করিয়া ফরাসিসদিগের সহিত  
পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত যে সন্ধি স্থাপন  
করেন তৎকাল ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে একটা  
বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয় । বেঞ্জামিন ১৭৮৩  
খ্রীষ্টাব্দে নিরূপিত সন্ধাবের সন্ধি সম্বন্ধ করেন  
এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরিকান প্রত্যাগমন  
করিয়া প্রথম নিয়ারক সমাজের সম্পাদকের পদে  
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন । ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি  
চতুরশীতি বর্ষ বয়স্ক কালে মানবলীলা সম্বরণ  
করেন । বেঞ্জামিন ফ্রানকলিন এক জন যথার্থ স্বপ্ত-  
গোমত ও স্বাধীন খ্যাত পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার  
বিজ্ঞানতা কেবল এক পথেরোহী ছিল না । রাজ-  
নৈতিক, বিধি বিষয়ক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনা  
করিয়াও তিনি অনেক রাজ্য তান্ত্রিক কার্য্য সম্বন্ধীয়  
রচনা করিয়াছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত দুই খণ্ড নানা  
বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন । বেঞ্জামিনের  
অন্য লোকমজল সাধনের শক্তি বা স্বেযোগ অত্যন্ত  
লোকেরই থাকে এবং যাহাদিগের থাকে তাহাদি-  
গের মধ্যে অত্যন্তই সেই শক্তি বা স্বেযোগকে  
তদপেক্ষা উত্তম রূপে ব্যবহার করেন । ফ্রানকলিন  
নিজ রচনাদিতেই প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎকৃত  
লোক হিতকর কার্য্যাদি করণার্থ তাঁহার আপনার  
কোন রূপ কতি বা ক্রেশ হয় নাই । নিজ সংসার  
যাত্রা সম্বন্ধে ও প্রকাশ্য কার্য্যাদি বিষয়ে তিনি যে  
অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেবল  
তাঁহার উন্নয়নকার্য্য কম শক্তি জন্ম বলা যায়  
না, আর যদি হয় তবে ঐ শক্তির প্রশস্তি বৃদ্ধি  
করার প্রয়োজন । বেঞ্জামিনের সাধারণ বুদ্ধি এত  
প্রবল ছিল ও তিনি সমূহ্য স্বভাব এরূপে উত্তম  
বুদ্ধিমান যে অসুখ ও দুর্দশিতার বলে তিনি



যে বিষয়ে যাঁহা বলিতেন তাঁহা কলতঃ অলঙ্ঘ্য বেদ বাক্যের আয় হইত; অধিক কি তাঁহার বাক্য অস্বীয় বন্ধুগণের দ্বারা দৈবজ্ঞের বাক্যের আয় ভাবি ঘটনার জ্ঞাপক বোধ করা হইত। কার্য্য কালে তাঁহার চিত্ত কদাচ অব্যবহিত প্রতিহত বা ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হইত না এবং তাঁহার একাগ্র ভাব দর্শনে বিপক্ষগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অসভ্য ও অহঙ্কারী বলিত কিন্তু অপরাপর লোকের প্রমাণ দ্বারা সেই অপবাদ সমস্ত অমূলক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বেঞ্জামিন প্রতারণা জানিতেন না ও কদাচ কাল্পনিকাচারে লোককে প্রতারিত করেন নাই। তাঁহার ব্যবহারাদির অসামান্য সরলতাগুণে বিপক্ষ হৃদয়কেও বিরোধে বিরত ও সমস্ত লোকের মনোহরণ করিত। ফ্রান্সিসনের জীবনের অপ্রকাশ্য ভাগও অতি সুন্দর ও দোষশূন্য ছিল এবং সকলেই তাঁহা প্রিয় জ্ঞান করিত। যেহেতু তাঁহার নিম্ন লিখিত গুণদ্বয়ে সর্বজন সন্তোষ সাধন করিত। প্রথমতঃ তিনি আত্মোন্নতি সম্পাদনে নিতান্ত বিমুগ্ধ ছিলেন; দ্বিতীয়ত বন্ধুসমাজে অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্বরূপ নির্দোষ আনোদে সহকারী হইতেন এবং তদ্বারা যে স্থানেই থাকিতেন তত্রত্য সভ্য সং ও সুবিজ্ঞ সকলেরই সম্যক্ স্নেহাস্পদ বন্ধু ভাব পাইতেন।

### পদ্মপাল ।

প্রাণীতবজ্ঞেরা যে সকল পতঙ্গকে প্রাণীন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন পদ্মপালও তদন্তর্গত। সচরাচর যে সকল কড়িঙ্গ দেখা যায় তাঁহাও এই জাতীয় এবং তাঁহাদিগের সাধারণ অঙ্গরসং পরিভ্রমণ পরায়ণ পদ্মপালের সদৃশ। পদ্মপালের

দেহের স্থূলতার সহিত তুলনায় দৈর্ঘ্য অধিক এবং পৃষ্ঠদেশ সবুজ বা খয়েরারঙ্গের এক প্রকার কঠিন চর্ম্ম দ্বারা আবৃত ইহাদিগের মস্তক বৃহৎ ও উর্দ্ধ অধোগামী সরল রেখার আয় ভাবে দেহের সহিত সংযোজিত এবং দুইটি অনধিক এক ইঞ্চি দীর্ঘ স্পর্শ শক্তি বিশিষ্ট শৃঙ্গ দ্বারা সজ্জিত। চক্ষুদ্বয় কোটর বহির্গত কৃষ্ণ বর্ণের ও ঘূর্ণমান; চোয়ালদ্বয় সবল ও এরূপ তিনটি সূক্ষ্মগ্র দন্তে পরিসমাপ্ত যে তাঁহার সূক্ষ্মগ্র সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে এক প্রকার কাঁচির কার্য্য করে। ইহাদিগের পক্ষ চারটি তন্মধ্যে উপরের দুইটি নিম্নস্থ দুইটিকে আবৃত করিয়া রাখে ও তদনেকা দীর্ঘ ও কঠিন হয়। নিম্নস্থ দুইটি পক্ষ প্রায় স্বচ্ছ কোমল, যালী বিশিষ্ট ও পাখার আয় গুড়ান যায়। ইহাদিগের সম্মুখের চারটি পা মধ্যপিত পরিমাণের এবং আহার গ্রহণ ও ধারণ ও বৃক্ষাদি আরোহণের বিশেষ উপযোগী। এতদ্বিত্ত দুইটি পূর্ণা-পেক্ষা বৃহৎ ও দীর্ঘতর এবং এরূপ সবল যে তদ্বারা পদ্মপাল নিজ দেহের (যাঁহা প্রায় দুই হইতে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়) দুই শত গুণের ও অধিক পরিমিত স্থান লক্ষ্য দিয়া লঙ্ঘন করিতে পারে। পদ্মপালের বর্ণ কপিশ কটা অথবা পাখরের মত উপরের পক্ষ ও মস্তকের চর্ম্মোপরি পের্শে রঙ্গের বিন্দুযুক্ত মুখ ও জজ্বাল ভিতর পি-টের বর্ণ নীল মিশ্রিত, পক্ষ সবুজ, নীল বা কখনঃ রক্ত বর্ণের হয়। পদ্মপালের ভিতরের পক্ষদ্বয় অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত ও তাঁহা সূক্ষ্ম শীরা দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত। অনেক মুসলমানে বলেন যে পদ্মপালের পক্ষে শীরা দ্বারা একটা আরবী বাক্য লিখিত আছে ও তাঁহার অর্থ যে পদ্মপালের জীবনের ধ্বংসকারী সেনা।

প্রাণী পদ্মপাল ওলি সচরাচর গুঁড়ী ভিড় এক



সময়ে এসব করে ও ঐ ভিষ্য সকল যবের ভিতরস্থ শস্যের আকার কিন্তু ক্ষুদ্রতর এবং প্রসবাস্তে কদাচ এক প্রকার আটা দ্বারা তৃণের শিশে সংযুক্ত করা হয় কিন্তু অধিকাংশই ভূমিতে সংস্থাপিত হয়। এই ছেতু জী পদ্মপালেরা বাস্তুকা মিজিত নমু যুক্তিকা অনুসন্ধান করিয়া লয় এবং উত্তমতর স্থানান্তরণে অক্ষম হইয়া বৃষ্টি, বায়ু বা প্রান্তী দ্বারা নীত না হইলে কখন নিরেট (এটেল) ভিজ বা কর্ণিত ভূমিতে অণু ত্যাগ করে না। ভিষ্য প্রসবাস্তে জীগুলি মরিয়া যায় এবং সমস্ত নীত কাল ভিষ্য সকল ঐ অবস্থাতেই থাকে এবং যদি অধিক বৃষ্টি বা শিশির দ্বারা তাহার আটাময় আবরণ নষ্ট না হয় তবে গ্রীষ্মের উদয়ে তৎ সমস্ত প্রক্ষু-  
 ত্তি হয়। যে বৎসর গ্রীষ্ম কিছু সম্বরে আরম্ভ হয় সে বৎসর ঐ অণু গুলিন ফাল্গুন মাসের প্রথমেই প্রক্ষু-  
 ত্তি হয় এবং গ্রীষ্ম বিলম্বে আরম্ভ হইলে বৈশাখ মাসে কোটে। ভিষ্য হইতে নির্গত জীবগুলি ক্রমশঃ প্রজাপত্যাদির আয় জরায়ু সদৃশ সূক্ষ্ম চর্মকোশাবৃত দশা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় চতুর্বিংশ দিন থাকিলেই সম্পূর্ণবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন আহার ত্যাগ করিয়া থাকে, পরে কোশ ভগ্ন করিয়া নির্গত হয় ও বাহির হইয়াই পশ্চাৎ পদ দ্বারা পক্ষ বিস্তারিত ও সঞ্চালিত করিয়া উড়িবার উদ্যোগ করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তৎস্থান ত্যাগ না করিয়া যদরধি সমস্ত দল উড়িতে সক্ষম না হয় তদরুধি সেই স্থান সন্নিহিতে অবস্থান করে। পরিণেশের সমস্ত নরজাত পতঙ্গ একত্রে দল রচন হইয়া শুল্কমার্গে উড্ডীরমান হইয়া সে প্রদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে। যাহারা উড্ডীর পতঙ্গপাল দেখেন নাই তাহাদিগের মনে বর্ণনা দ্বারা তাহার ধরূপ-আবোদন করা দুর্বল তবে যবের জন্ম করিব না। পতঙ্গপাল দূর হইতে

যখন আসিতে থাকে তৎকালে বোধ হয় যেন এক খান বৃহদাকার অশ্বচ্ছ মেঘ আসিতেছে এবং এত অধিক সংখ্যায় একত্রে আসে যে তাহাদিগের পরস্পরের পক্ষ চেকিয়া এক প্রকার খড় খড় শব্দ হইতে থাকে। তাহারা যে স্থানে অবতরণ করে সে স্থানের সর্ব প্রকার উদ্ভিদ্য অল্প কাল মধ্যে তাহাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের অত্যাচারে অতি উর্বরা ও বহু শস্যপূর্ণ ভূভাগও মরু স্থানের আকৃতি ধরে এবং বৃক্ষ লতাদি নিম্প্র-  
 ত্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফল পত্র মঞ্জরী আহারের পর তাহারা তরুলতাদির ছাল খায় এবং কখন-  
 চালের খড় ত্যাগ করে না। কি বিস্ময়কর গুল্যাদি কি পুষ্টিকর রসপূর্ণ বৃক্ষাদি তাহাদিগের সর্ব গ্রাসী চর্বণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তাহাদিগের আগমনের পূর্বে যে সমস্ত প্রদেশ ফল, ফুল, দল, মঞ্জরী প্রভৃতি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে নন্দন কাননের স্তায় লোক-মনোরঞ্জন করে তৎ সমস্ত তাহাদিগের প্রস্থান কালে মরুস্থানের আকার ধারণ করে। পদ্মপালগণের আচরণে বোধ হয় যে তাহাদিগের আশ্চর্য্য স্মৃধা কোন মতে নিবৃত্ত হয় না এবং তাহাদিগের শক্তি, অধ্যবসায় ও সম্বল-ধ্বংসকারীতা দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। অনাবৃত স্থান সকলেই যে তাহাদিগের অত্যাচার হয় এরূপ নহে গৃহবাসীগণের প্রতি তাহাদিগের আগমন অল্প ক্লেশকর নহে। তাহারা প্রান্তর, উদ্যান, ক্ষেত্রাদির উৎপত্তি সমস্ত নিঃশেষ করে, শস্তাগারের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত সঞ্চিত গোধুমাদি সমস্ত শস্ত ভক্ষণ করে এবং বাস বাটীর রন্ধন, ভোজন, শয়ন, উপবেশন স্থানাসমস্তে প্রবেশ করিয়া গৃহ-  
 গণের বিশেষ পীড়াকারক হয়। তাহারা লক্ষ-  
 ক্রিয়া কখন করে, কখন মন্তকে ও কখন মুখমণ্ডলে পড়িয়াতে গৃহস্থগণ দ্বিগুণ ভাবে বসিতে পায় না;

হঠাৎ মুখ মধ্যে এবিষ্ট হইবার ভয়ে সঙ্কল্পে কথোপকথন চলে না, আহািরিয় দ্রব্যোপরি পতনে ভোজনের ব্যাঘাত জন্মে, ইত্যাদি প্রকারে সকল কার্যের প্রতিবন্ধক ও যৎপরোনাস্তি বিরক্তকর হয়। পরে রজনীযোগে তাহার। শূন্য মার্গ্য হইতে ভূ-মিতে অবতরণ করিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থান তাহাদিগের দ্বারা আবৃত হয় ও কোন-স্থানে এত অধিক পরিমাণে নামে যেতথায় উপস্থাপরি বসিয়া ছুই চার ইঞ্চি পুরু হইয়া থাকে। এই সকল স্থান দিয়া ভ্রমণকারীগণের গমন করা দুকর হয়, যেহেতু আরোহিত অশ্বাদির মর্দনে তাহার। ভীত হইয়া একেবারে এদিকে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়াতে পশু সকল চমকিত হয় ও আর অগ্রসর হইতে চাহে না।

পক্ষপাল জীবদ্দশাতেই যে লোকের অপকার-কর হয় এরূপ নহে তাহার। যখন মরিয়া যায় তৎকালে সেই মৃত দেহ সমস্ত পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় ও তদ্বারা বায়ু ছুট হইয়া নানারূপ সংক্রামক রোগের উৎপত্তি করে। ভায়তবর্ষে পক্ষপালের আগমন জন্ম যে অনেক স্থান মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা জনশূন্য করা হইয়াছে তাহার স্মৃতি প্রমাণ আছে। ইত্যাদি রূপ বিপদাকর হইবাতে পক্ষপালের উন্নয়ন লোক সমাজে কুলক্ষণ-রূপে প্রতীত হয় এবং যে কোনরূপে হউক তাহাদিগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে সকলে যত্ন করে। প্রায় সকল সামান্য লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে উচ্চ শব্দে পক্ষপালগণ ভীত হয় ও যে স্থানে বহু শব্দ হয় তথায় উহার। অবতরণ করে না। এই জন্যই লোকে পক্ষপালের আগমনের সন্ধান পাইলে হাঁড়ি, কলসী, বগুনা, খাল্লা, ঢোল ঢাক ঘণ্টা প্রভৃতি লইয়া উচ্চ শব্দ করিতে থাকে ও স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এতদ্বশনে আশু হাওয়ায় হইতে পারে, কিন্তু কখন আমরা লোকের তরুণ আচরণের কারণের প্রতি সম্যক-নিবেশ করি তখন আর হাওয়া হয় না, কারণ ধম প্রাণের নিমিত্ত মনুষ্যকে উদ্বাপেক্ষা অধিকতর হস্তজনক ব্যাপারে নিযুক্ত দেখা যায়। শব্দ দ্বারা ভীত হইয়া এই পতঙ্গ-সেনা বাস্তবিক অবতরণে বিরত হয় কি না তাহা স্থির করা যায় নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত নিশ্চিত বলা যায় যে সম্রাট আগত হইলে অথবা তাহার। প্রান্ত হইলে যে স্থানে পার সেই স্থানেই নামে ও কোন বাধার ভয় করে না। অনেক বার এরূপ ঘটিয়াছে যে প্রান্ত পতঙ্গপাল সকল নদী ও সাগর সলিলে অবতরণ করিয়াছে। পক্ষপাল গণ কোন প্রদেশে নামিলে পর লোকে তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য এরূপ উপায়াদি অবলম্বন ভিন্ন কিছু করিতে পারে না। আর সৃষ্টি হইলে বা শিশির পড়িলে যদবধি শিশির শিশির বা জল সমস্ত সূর্য্যতাপে পরিশুদ্ধ না হয় তদবধি তাহাদিগকে দূর করণের চেষ্টা সমস্তই নিষ্ফল হয় যেহেতু জল ও শিশির লাগিয়া পক্ষপাল জড়াইয়া যাইবাতে তাহাদিগের উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। ঐ পতঙ্গ দল অতি বৃহৎ হইলেও সমস্ত ভূমিতে নামিলে শস্তহানি না করিলে তাহাদিগকে নষ্ট করিবার কোন উপায় থাকে না, কিন্তু শস্ত হীন প্রান্তরে যাইলে অথবা তথায় নামিলে তাহাদিগকে যে কৌশলে বিনষ্ট করা হয় তাহা নিম্নে লিখিত্তেছি। যে স্থানে ঐ পতঙ্গ সমস্ত নামে সেই প্রান্তরেই এক সীনার ছুই ত্রিম হস্ত গভীর ও তরুণ প্রশস্ত একটা স্মরীর্ণ নালা কাটা হয় ও সেই নালায় বহির্গত শতযুধী, ঘণ্টি প্রভৃতি লইয়া কতকজন দাঁড়াইয়া থাকে। তৎপরে বহুসংখ্যক লোক ঐ নালায় ছুই শেষ মুখ হইতে ক্রমশঃ অর্ধ-

চক্ষুদ্বারা পতঙ্গ সকলকে ধরিত্তা হইয়া নামা শব্দ করিতে থাকে ও তাড়া দেয়। পদ্মপাল সকল এই রূপে ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে নালারদিকে যাইয়া অনেক তন্মধ্যে পড়ে। বাহারি না পড়ে তাহাদিগকেও লোকগণ ফেলিয়া দিলে বহির্পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা হস্তে শতবুধী যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা পলায়ন উপর পতঙ্গ সকলকে পুনর্ব্বার নালার ফেলিয়া দেয় ও তত্বপরি সূত্রিকা নিক্ষেপ দ্বারা নানাটা পুরাইয়া কেলে।

সংহাররূপী পদ্মপাল দলের বহু প্রকার শত্রু আছে, শূন্যপথে উড়্তীনাবহায় কাক, চিল ও অস্ত্রাশ্র পক্ষিতে ধরিত্তা ধায়; শূগাল, কুহুর, শূকর, বিড়ালদি পশুগণও তত্বকথে রত; এতদ্ভিন্ন ভেক, সর্প, গোখা ও টিকটিকিতে আহার করে; আর জলে পড়িলে মৎস্যাদিতেও ধরিত্তা উদরস্থ করিয়া থাকে। অবল বায়ু, শীতল বৃষ্টিধারা ও করকাবাত উড়্তীন ও ভূমিহ পদ্মপাল দলের এত হানিকরক যে সময়েই তদ্বারা কোটিই নষ্ট হইয়া যায়। অনেক স্থানে পদ্মপাল আহারীয় দ্রব্য মধ্যে পরি-গণিত হয় এবং কোনও দেশে তাহাকে রোজে শুক করতঃ অসময়ে আহারার্থ হুটকী মৎস্তের স্থায় সজিত রাখা হয় ও কখনও গুড়াইয়া ময়দার স্থায় হইলে তদ্বারা রোটিকাদি নির্মিত হয়। এই রূপে নির্মিত রোটিকা ও শুক পদ্মপাল দ্বারা দুর্ভিক্ষ কালে লোকদিগের বিশেষ উপকার হয় এমন কি কখনও তাহাদ্বারা প্রাণরক্ষা পায়। তুরস্ক দেশীয় রাজ্যদিগের রাজধানী বোগদাদের বিপনি সকলে শুক ও জীবিত পদ্মপাল মৎস্তাদির স্থায় নিরস্ত বিক্রয় হয় ও তত্বত্য সূপকারগণ তাহা বহু রূপে রন্ধন করাত্তে লোকে সাদরে আহার করে।

## মৃতন গ্রন্থের সমালোচনা।

অবলা বিলাপ।

(ঈশতি অন্নদাসন্দরী দাসী প্রণীত)

ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যাবতী কামিনী-গণের কথা আলোচনা করিলে, এতদ্দেশীয় যোবা বৃন্দকে এক প্রকার অসভ্য দেশ বাসিনী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক জনকুয়াট মিলের স্ত্রী “একট মিনিক্টার রিভিউ” নামক ত্রৈ-মাসিক পুস্তকে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতেন। পণ্ডিত চুড়ামণি কলকটের স্ত্রীর রচিত রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমূহ তথা মিসেসকটউ, মিসেস্ নরটন, কুমারি ড্রাডক প্রভৃতির রচিত উপন্যাসাবলী পাঠ করিলে, তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় পুরুষগণ অপেক্ষাও সুশিক্ষিতা বিবেচনা হয়।

আমাদিগের বঙ্গীয় কামিনীগণের বিদ্যালোচনা যে পূর্ব্বাপেক্ষা দিনই বৃদ্ধি হইতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক এবং এই প্রস্তাবের শীর্ষ-দেশে লিখিত আলোচ্য পুস্তিকা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শ্রীমতী অন্নদাসন্দরী অতি সজ্ঞাস্ত বংশো-দ্ভবা। তিনি শৈশবাবস্থায় পতি বিয়োগ প্রভৃতি নিদারুণ কষ্ট সহ করিয়া, হৃদয়কে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত বহু পরিশ্রমে বিদ্যালাত করতঃ তাহার কল স্বরূপ “অবলা বিলাপ” হুমধুর পদ্যে প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শোক-সূচক পদ্য নিশ্চয় এই কত্রীর স্বীয় অবস্থা উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতেছে। ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয় চুঃখে বিলো-ড়িত হইল। কবিতা গুলি অতীত সন্ন্যাস এবং সুভাবস্বায়ক তাহা নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠে পাঠকবর্গ মুগ্ধিত পারিবেন।

## দিবা অবসান।

দিবা অবসান প্রায়,      ভানু অস্তাচলে যায়,  
সরোবরে কাঁদে কমলিনী।  
হইল বিরহ ত্রাস,      ঘন ঘন বহে শ্বাস,  
যায় কান্ত; আগত যামিনী ॥  
মনে পেয়েছে বেদনা,      তাই মলিন-বদনা,  
সরসী হিলোলে যুহু দোলে।  
কাঁদে কত্যা বিনা পতি,      সরসী দুঃখিত অতি,  
তাই বুঝি দোলাইছে কোলে ॥  
কমলিনী করি কোলে,      সরসী কল্লোল ছলে,  
সান্তনা করিছে যেন কত।  
মনে না মানে প্রবোধ,      আঁখি দল হল রোধ,  
বিরহ সস্তাপে জ্ঞান হত ॥

উৎকল দর্পণ।—এতন্মামবিশিষ্ট মাসিকপত্রের প্রথম দুই সংখ্যা আমরা পাইয়া পরমাঙ্কাদিত হইয়াছি। ইহা বালেখরের পি এম সোনাপটীর উৎকল যন্ত্রে উৎকলীয় অক্ষরে মুদ্রিত ও বৈকুণ্ঠনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকলবাসী উড়েদিগকে অসভ্য বানর বলিয়া অনেকে উপহাস করেন, কিন্তু “উৎকল দর্পণ” পাঠে সেই উপহাস অকারণে প্রযুক্ত বোধ হয়। এই পত্রের প্রবন্ধগুলি সচরাচর কথিত উৎকলীয় ভাষায় লিখিত এবং তদ্দেশীয়গণের পক্ষে বিশেষ জ্ঞানগর্ভ হইয়াছে। উৎকলের ইতিহাস বিষয়ক অনেকগুলি সংস্কৃত ও উৎকলীয় ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থ আছে এবং তন্মধ্যে অনেক এ দেশে ছুপ্রাপ্য, কিন্তু তথায় অনায়াস লভ্য। অতএব এতৎপত্রের প্রকাশকগণ যদি যৎকিঞ্চিৎ যত্ন লইয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করতঃ ক্রমশঃ ইহাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা ইতিপূর্বে “গজপতি বংশাবলী”, “শঙ্কর কথা”

“শঙ্কর বিজয়” প্রভৃতি কএক খান গ্রন্থ আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যামোদী ব্যক্তির সহায়তা অভাবে সে যত্ন নিষ্ফল হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা “উৎকল দর্পণের” উদয়ে সাহস পাইয়াছি এবং বোধ করি যে তৎসম্পাদক নিজ পত্রে উক্ত গ্রন্থাদি প্রকাশে যদি বিরত হয়েন তবে আমাদের উপকারার্থ তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন।

ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ এবং সমস্থল প্রক্ৰিয়া——এই গ্রন্থ হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংকলিত ইহা পূর্বে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এবার নানা স্থান পরিবর্তিত করিয়া পুনশ্চ মুদ্রিত হইয়াছে। রচয়িতা পাঠকমণ্ডলীর নিকট অপরিচিত নহেন, যেহেতু তৎকৃত খগোল বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকেই প্রশংসা শুনিয়াছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার যে অধিকার আছে উল্লিখিত গ্রন্থেই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ দিতেছে। নবীন বাবু ইত্যাদি প্রকার কঠিন বিষয় যে সরল ভাষায় সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট প্রশংসা ও যত্ন ব্যতিরেকে হইতে পারে না। তিনি কত অনুসন্ধান ও পরিশ্রম দ্বারা গ্রন্থ সংকলন করেন তাহা তৎপ্রকাশিত “সংগীত রত্নাকর” পাঠে পাঠকগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন আমরা তাহার সমালোচনা সময়ান্তরে সাবকাশ মতে প্রকাশ করিব। আলোচ্য গ্রন্থ পঞ্চভাগে বিভক্ত তন্মধ্যে প্রথম ভাগে ব্যবহারিক জ্যামিতি ও জ্যামিতি তত্ত্ব; দ্বিতীয় ভাগে রৈখিক পরিমাণ; তৃতীয় ভাগে ভূমি পরিমাণ ও পঞ্চম ভাগে জরীপ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অনেক সম্পাদ্য ও উপপাদ্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব সংস্করণেপেকা দ্বিতীয় সংস্করণ বহু পরিমাণে পরিবর্তিত ও বর্ধিত হইবাতে গ্রন্থের

কিন্তু অনেক বুদ্ধি হইয়াছে এবং ছাত্রগণের শিক্ষার অধিক সুবিধা ঘটিয়াছে। আর দিগদর্শন বস্ত্র, কোন বীক্ষণ-বস্ত্র, পেনসেটবিলের দ্বারা ক্ষয়ীর্ণ করণ প্রথা এবং সমস্ত প্রক্রিয়া ও মানদণ্ড ঘটিত কতকগুলি কথা মুতন সমিবেশ করা হইয়াছে। এবপ্রকার গ্রন্থ লিখিতে গেলে বিজ্ঞানবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান, মনোবৃত্তির প্রথরতা ও ভাষার অধিকার নিতান্ত প্রয়োজন এবং তৎসমস্ত সম্বন্ধে নবীন বাবুর কিছু মাত্র অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার শব্দ সন্ধান অস্বার্থ, লক্ষ স্থির এবং চিত্তবৃত্তি পরিষ্কার ও প্রথর। অনেকে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে এরূপ ছুরুহ পারিভাষিকাদি সমিবেশ করেন যে তাহা শিক্ষার্থীগণের পক্ষে অতি ছুরুহ ও ছুর্বেধ্য হইয়া উঠে, হুতরাং তদগ্রন্থ পাঠে ছাত্রগণের বিশেষ ফল হয় না। যে কোন প্রকারে হউক ছাত্রেরা অভ্যাস ও স্মরণ শক্তির বলে পরীক্ষা প্রদানে কৃতকার্য হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক কার্য সম্বন্ধে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। নবীন বাবুর গ্রন্থ খানি সেরূপ নহে, ইহা পাঠ করিলে ছাত্রেরা বুঝিতে পারে। কার্যকালে গ্রন্থ সমিবেশিত নিয়মাবলির সাহায্য লইতে পারে। এই গ্রন্থখানি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ রচিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত আমরা ইহার ভাষাকে কঠিন বলিতে পারি-  
 য়া না, কিন্তু ইচ্ছা করি যে প্রণেতা ইহার অপেক্ষাও সরল ভাষায় লিখিলে ভাল হইত। এক্ষণে গ্রন্থখানি কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই পড়িয়া থাকে, কিন্তু সরলতম ভাষায় লিখিত হইলে অপরাধের লোকেও ইহা পাঠ করিত। আমরা এখানে একটি কথা না বলিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না এবং যদিও সে কথাটির আয়োচ্য গ্রন্থের সহিত দূর সম্বন্ধ তথাপি তাহা এখানে বিধা অযোচ্য নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আয়োচনা

এদেশে ক্রমশঃ হইতেছে, এম এ, বি এ প্রভৃতি পরীক্ষা প্রদানার্থ ছাত্রগণকে বিজ্ঞান বিষয়ক বহুতর গ্রন্থ পাঠ করিতে হয় এবং তৎসমস্ত গ্রন্থভ্যাস ব্যতিরেকে তাহাদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যে সকল ছাত্র প্রাপ্ত উপাধি প্রাপ্ত হয় তাহারা যে বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক গ্রন্থ পাঠ করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ফলে তাহাদিগের বিজ্ঞানিক জ্ঞান অল্প মাত্র জন্মে গ্রন্থসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির উত্তরে তাহারা পটু হয়, কিন্তু কার্য্য সৌকার্য্যাদি সাধনে বিজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্য লইতে অথবা ঘটনাদির কারণ নির্দেশ করিতে পারে না। আমরা নিন্দা করিতেছি না, অথবা ছাত্রগণের দোষ দিতেছি না কেবল শিক্ষা-প্রণালীর অপরিপুষ্টতাবস্থা প্রকাশই আমাদের উদ্দেশ্য। ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কালে ছাত্রেরা যে বিজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া যায় ও ধনী ভদ্র লোকদিগের যে বিজ্ঞানিক জ্ঞান থাকে তাহা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণেরও থাকে না। শৈশব কাল হইতে সরল-তম ভাবে বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষাপ্রাপ্তিই ইহার কারণ। আমাদের ভাষায় সেরূপ গ্রন্থ নাই ও বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অপর প্রকার। ইংলণ্ড-দিগের নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সকলে বিজ্ঞানিক সরল গ্রন্থ সমস্ত পড়ান হইবাতে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের মনে বৈজ্ঞানিক বিষয় সমস্তের একপ্রকার জ্ঞান জন্মে এবং তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান বিষয়ে তাহাদিগের মনো-বৃত্তি পরিচিত হয়। অধ্যাপকবর টিন্ডল, ফারাডে প্রভৃতির দ্বারা প্রদত্ত বালক শিক্ষোপযোগী যোগ্য বক্তৃতা সকল দেখিলেই তাহার সারল্য জানা যাইবে। অনেকে বলেন যে অল্পবয়সে ছুরুহ দর্শন জ্ঞানের গ্রন্থসকল বালকেরা বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগের এ ভ্রম উক্ত বক্তৃতা দি পাঠে দূর হইতে পারে। এই প্রকার সরল বিজ্ঞানিক গ্রন্থ না হইলে আমাদের শিক্ষা উত্তম হইবে না।



# রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব ] প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [ ৭৮ খণ্ড।

জগদীশ্বরের প্রসাদাৎ আমরা “রহস্য-সন্দর্ভের” সপ্তম পর্ব সমাপ্ত করিলাম ও তজ্জন্য পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ বলিতে পারেন যে পর্ব যথাসময়ে সমাপ্ত হয় নাই এবং খণ্ডগুলিও যথা নিয়মে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এ অপবাদ অবনত ভাবে গ্রহণ করি এবং তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে নানা কারণ বশতঃ পত্রের প্রকাশ বিষয়ে বহু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাহার প্রচার যথা নিয়মে হয় নাই। যাহা হউক আমরা পাঠকবৃন্দের নিকট নানা প্রকারে অপরাধী হইয়াছি ও তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধনে বিশেষ যত্ন করিতে পারি নাই। ব্যস্ততা হেতু শেষ কএক খণ্ডের রচনা দি উত্তম হয় নাই এবং বহু ভ্রম ও অনেক অনর্থক বাক্য ব্যয় হইয়াছে। আমরা যখন প্রাপ্ত দোষ সমস্ত স্বীকার করিতেছি ও তজ্জন্য মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি তখন বোধ হয় সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমাশ্রুতিতে নিজ নিজ মন হইতে অগ্রসন্নতা ভাব দূর করিবেন। যে সকল মহোদয়গণ “রহস্য-সন্দর্ভের” বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ও যাঁহারা তাহার জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা এ ক্ষুণ্ণ

স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী পত্র খানিকে ঘেন ভুলেন না। যে মহোদয়গণ মূল্যাদি প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা সসম্মানে নিবেদন করিতেছি যে ৩০ বৈশাখ হইতে “রহস্য-সন্দর্ভের” যে নব পর্ব প্রকাশ্য হইবে তদ্বারা আমরা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা ও সাহস করিতেছি। আর যে গ্রাহকগণ অদ্যাবধি মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে কহিতেছি যে তাঁহারা অবিলম্বে আমাদের প্রাপ্য মূল্য প্রদানে বাধিত করিবেন যেহেতু বৈশাখ হইতে নব পর্ব প্রকাশ্য হইবে ও তাহা আমরা মূল্য না হইলে পাঠাইতে পারিব না। এই পত্রের অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ২০/০ মাত্র, কিন্তু এক বৎসর কাল পত্র লইয়াও সেই মূল্য কেন প্রেরণ করা হয় নাই তাহা বুঝা যায় না। “রহস্য-সন্দর্ভ” এক্ষণে সহায় হীন জানিয়া সকলের ইহাকে সম্ভাবহার করা কর্তব্য, গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদের আর কিঞ্চিৎ ব্যক্তব্য আছে— প্রথমতঃ আমরা রহস্য-সন্দর্ভের ভার লইবার পর দুইবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবামতে অনেকের পত্রাদির সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই ও কতকের পত্রের উত্তর মাত্রই দেওয়া হয় নাই। এই জন্য আমরা পত্র প্রেরকগণের নিকট



অপরোধী আছি ও ৩০ বৈশাখের পর যে সকল পত্র আসিবে তাহার উত্তরাদি প্রদানার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ কোনও গ্রাহক ডাকের গোলযোগে “রহস্য-সন্দর্ভ” সকল সংখ্যা পান নাই, অতএব সেই গ্রাহকদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে ৩০ বৈশাখের পর তাঁহারা কোন কোন সংখ্যা পান নাই তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

### সুলতান মহম্মদ সূজা।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শাজিহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সূজা চতুর্দশশতাব্দীর বৎসর বয়স্ক সময়ে বঙ্গের সুবাদারীতে গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সমস্ত ক্ষমতা দানে সাহস না করিয়া মন্ত্রীস্বর আসফজার পুত্র সাইন্তা খাঁর হস্তে বেহারের শাসন ভারপাল্পন করেন। সূজা পুনরপি রাজ্য মহলে রাজপাঠ স্থাপন করেন এবং তথায় যে একটি উৎকৃষ্টতর রাজ্য ভবন নির্মাণ করান তাহার কয়েকটি গৃহ অস্তাবধি বর্তমান আছে। তিনি মানসিংহ স্থাপিত দুর্গটিকে দৃঢ়তর করেন এবং নগরটিকে রাজ্য পাটের যোগ্য করণার্থ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু পর বৎসর দৈব দুর্ভিক্ষপাকে নগরে অধি লাগাতে প্রায় সমস্ত নগর ও রাজ্য ভবনের উত্তরাংশ তক্ষ্মসাৎ এবং বহু অর্থ ও প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ঐ অধিদাহ হইতে রাজ্য পরিবার সমস্ত অনেক ষড়্বে ও কষ্টে রক্ষা পায়। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে গঙ্গার পথ পরিবর্তিত হইতে তাহার সলিল সমস্ত বেগে নগরের প্রাচীরাদির উপর দিয়া অধিগিয়া যায় ও তদ্বারা অনেক সুরম্য স্মারাবলী সমূলে উৎপাটিত ও অল্প স্রোতে

স্থানান্তরিত হয়। ইতিপূর্বে গঙ্গার স্রোত গোঁরের প্রাচীর পার্শ্বভাগ খোঁত করিয়া যাইত কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাহা রাজমহলের পার্শ্বভাগে স্রোতসলিল দ্বারা নানাদহ ও ঘূর্ণি উৎপত্তি করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সূজার বহুদর্শিতাভাব ও তরুণ বয়স্কতা জন্য বিপৎপাতাশঙ্কায় সত্ৰাট শাজিহান পুত্রকে বঙ্গের শাসনার্থ প্রেরণ কালে তৎ সমতিবাহারে আজিম খাঁকে প্রধানমাত্য রূপে প্রেরণ করেন। আজিম খাঁ ইতিপূর্বে পঞ্চ বৎসরকাল বঙ্গ সুবাদারী করিয়াছিলেন এবং অনতিপূর্বে সূজা তাঁহার কন্যার পাণীগ্রহণ করেন। মহম্মদ সূজা নিজ শ্বশুরকে সহমানে রাখিবার উদ্দেশ্যেই হউক বা আপনাকে তাঁহার সান্নিধ্য হইতে মুক্ত করিবার মানসেই হউক, আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকায় থাকিতে ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আজিম খাঁ তদবস্থায় থাকা বিরক্ত জনক বোধে স্বেচ্ছাক্রমে সত্ৰাটের অনুমতি পাইয়া আলাহাবাদের শাসনার্থ গমন করেন।

সুলতান মহম্মদ সূজা প্রথম রাজ্য সময়ে ইংরাজগণকে যথেষ্ট সন্মতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি ইংরাজদিগকে বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী করণের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তাহা-দিগের অর্গবপোত সকল গঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারিত না। যে জাতী মোগল রাজগণের সমকক্ষ হইয়াছিল, যাহা পরে তিমুর বংশীয়গণের রক্ষা করিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে ভারতবর্ষে এক প্রকার একাধিপত্য করিতেছে সেই জাতীয়গণের প্রতি প্রাপ্ত রূপ অমুকুলতাচরণের কারণ অনুসন্ধান করণ কর্তব্য বোধে আমরা এস্থলে যৎ কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সত্ৰাট শাজিহানের এক

কন্যার বস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া দেহ গুরুতর দগ্ধ হইবাতে প্রধানামাত্য আসিফ খাঁর অনুরোধে সুরট হইতে এক জন ইউরোপিয় চিকিৎসক লইবার জন্য জনৈকদূত প্রেরিত হয় এবং তদন্ত ইংরাজ বণিক সভা ঐ কার্য সম্পাদনার্থ “হোপ-ওয়েল” নামক অর্গবোপোলের চিকিৎসক গেবরি-য়েল বাউটনকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে সম্রাট শিবির দক্ষিণে সংস্থাপিত থাকিতে বাউটন অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া ভাগ্যক্রমে চিকিৎসা দ্বারা কন্যাকে আরোগ্য করেন। সম্রাট অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বাউটনকে প্রসাদ প্রার্থনানুমতি দিলে তিনি নিজ স্বার্থলাভে বিমুগ্ধ হইয়া এই প্রসাদ যাচঞা করিলেন যে তাঁহার জাতীয়েরা যেন শুক্লদান ব্যতিরেকে বজ্রের সহিত বাণিজ্য করিতে ও তথায় কুঠী নির্মাণ করিতে পায়। সম্রাট বাউটনের প্রার্থিত বিষয়ে অনুমতি দিয়া একখান সনন্দ পত্র তাঁহাকে প্রদান পূর্বক বঙ্গদেশে যাইবার আয়োজনাদি করিয়া দেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাউটন বজ্র আগমন করত পিপলিতে গমন করেন এবং অনতিবিলম্বে তথায় একখান ইংরাজ বাণিজ্য পোত উপস্থিত হইবাতে পূর্বোক্ত সনন্দ বলে তিনি ঐ তরীর সমস্ত দ্রব্য বিনা শুক্লদানে বিক্রয় করেন। পর বৎসর মূজা বজ্রের শাসনার্থ নিয়োজিত হইলে বাউটন রাজ-মহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও অন্তপুরস্থা কোন অঙ্গনাকে পার্শ্ববেদনা হইতে মুক্ত করিয়া বজ্রেশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। এই ঘটনা-তেই বাউটন সম্রাট দত্ত সনন্দকে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইলেন। মেঃ ত্রিজয়ান ও কএকজন ইংরাজ এই সময়ে পিপলিতে আগমন করিলে বাউটন তাঁহাকে রাজ সন্নিধানে লইয়া যান ও বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী স্থাপনের আজ্ঞা করেন।

মূজা আট বৎসর বঙ্গখণ্ড মুগ্ধজ্ঞান সহিত শাসন করিলে পর সম্রাট আহ্বান করেন ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে নবাব এতকাদ খাঁকে বঙ্গদেশে শাসনে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সম্রাট লাহোরে ছিলেন ও তথায় মূজা উপস্থিত হইলে বহু সমাদর ও স্নেহের সহিত আলিঙ্গনাদি পূর্বক কিছু দিন নিকটে রাখিয়া পরে কাবুলের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। কাবুলে দুই বৎসর মূজা থাকেন কিন্তু নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। পরিশেষে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনর্বার বজ্রের সুবাদারী করণার্থ প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয়বারে মহম্মদ মূজা নয় বৎসর নির্বিঘ্নে বঙ্গ শাসন করিয়া প্রজা বর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে কোন রূপ গুরুতর দৈব বিপাক অথবা যুদ্ধাদি না হইবাতে প্রজাবর্গ বিশেষ স্বচ্ছন্দে ছিল, কৃষী, বণিক, পণ্ডিত প্রভৃতি সকল লোকই নিরাপদে নিজ ব্যবসায়ের অনুশীলন করিয়া সুখে সমৃদ্ধি লাভ করাতে দেশ সর্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করে। মূজার স্বভাব অতি উত্তম ছিল তাঁহার দয়া যথেষ্ট ছিল, নৃসংসতা জানিতেন না, অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন এবং ন্যায় পরতাগুণে বিচার কার্য্য অতি পক্ষপাতীতার সহিত নির্বাহ করিতেন। মূজা অতি সুশ্রী ও সন্ন্যাস পুরুষ ছিলেন এবং যদিও শুদ্ধান্ত মুখপ্রিয় ছিলেন তথাপি রাজ কার্য্যে কোন অবহেলা করিতেন না। ইত্যাদিসঙ্গুণে প্রজাগণ তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিল ও তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দিতে ও পরাঙ্মুখ হইত না। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের মরণপন্ন পীড়ার কথা মূজা শ্রবণে সন্মোহিত হইয়া অতিমুখে বাত্মা করিলেন। তিনি লোক সমাজে প্রচার করিলেন যে সম্রাটের মৃত্যু হই-রাছে এবং তাঁহার জাতা ডারা ঐ ব্যাপার গো-

পন করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণ ও জাতাগণকে বিনষ্টকরণের চেষ্টায় আছেন। সুজা বহু সেনা সমভিব্যাহারে বারাগনী নগর সন্নিকটে উপনীত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে গুজরাট হইতে তাঁহার অপর এক ভ্রাতা মোরাদ সাম্রাজ্য জন্য যুদ্ধার্থ আসিতেছেন। এদিকে ডারা নিজ পুত্র সলিমানকে ১০০০০ অশ্বারোহীর সহিত বন্ধেশ্বরকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন এবং রাজা জয়সিংহ ও দিল্লির খাঁকে সলিমানের সহায়তা করণে সৈন্যে পাঠাইলেন। সুজা বাহাদুরপুরে গঙ্গার পোত-সেতু নির্মাণ করিতে ছিলেন এমন সময়ে সলিমান অপর পারে উপনীত হন। পীড়িত সম্রাটের অভিপ্রায়ানুসারে জয়সিংহ সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করাতে সুজা তাহাতে সন্মত হইলেন, কিন্তু সলিমান জয়সিংহাদির অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ছাউনি করিবার বাজ্ঞে নিজ সেনা লইয়া কয়েক ক্রোশ উত্তরে যাইয়া রজনীযোগে গঙ্গা পার হইলেন, ও বন্ধেশ্বরের শিবির আক্রমণ করেন। সুজা সেনাগণকে পলায়নে নিরস্ত করণের অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিতে না পারিয়া স্বয়ং নৌকারোহণ পূর্বক পাটনায় পলায়ন করিলেন ও তাঁহার শিবিরাদি সমস্ত সম্পত্তি বিপক্ষ দ্বারা গ্রহীত হইল। সলিমান কএক দিবস কিছু করেন নাই পরে পাটনাভিমুখে ধাবমান হইলে সুজা তথা হইতে যুগেগ্রে প্রস্থান করিলেন। সলিমান যুগেগরের দুর্গ গ্রহণে অক্ষম হইয়া তৎ সলিমানে ছিলেন এমন সময়ে তাঁহার পিতার বিপক্ষে মোরাদ ও আরজজেব যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন ও ডারা তাঁহাকে অবিলম্বে প্রত্যাবর্তনাদেশ করাতে তিনি আগরা যাত্রা করিয়াছিলেন। সলিমানের প্রস্থানে সুজা সাহসী হইয়া পুনর্বার

সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ডারার পরাম্ভব, শাজিহানের বন্দী হওন ও আরজজেবের সিংহাসনাধিকারের সংবাদ পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পরে সচিবাদির পরামর্শানুসারে আরজজেবকে এই বলিয়া পাঠান যে তিনি তাঁহার অধিনে বঙ্গ রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা করেন অতএব তদ্বিষয়ে অনুমতি দিলে ভাল হয়। আরজজেব সুজার আন্তরিক ভাব বুঝিয়াছিলেন সুতরাং তিনি উত্তর দেন যে অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা সম্রাটের, তন্নিমিত্ত যদবধি সম্রাট আশ্রয় না হন ও রাজ্য তাত্ত্বিক বিবাদ না মিটে তদবধি কিছুই হইতে পারে না। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজার সৈন্যাদি সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইলে তিনি আরজজেবের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়া প্রয়াগের নিকট গঙ্গাপার হইয়া কাজোবাতে উপনীত হইলেন ও তথায় সম্রাট সেনা আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। সুজা মৃগায় প্রাচিরাতি নির্মাণ করাইয়া নিজ শিবিরের বামপার্শ্ব ও সম্মুখভাগ রক্ষণের উপায় করিলেন, দক্ষিণে নদী রহিল। পর দিবস প্রাতে যুদ্ধারম্ভ হইলে উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত সুজার তোপাধিতে আরজজেবের সেনা বিমূঢ় হইল ও সুজা অবিবেচনা ক্রমে উচ্চ স্থান হইতে কামানগুলি নামাইয়া ও সেনা সমস্তকে ফিরাইয়া শিবির মধ্যে আনিলেন। এই দিবস রাজা যশবন্ত সিংহ (যিনি আরজজেবের রাজপুত্র সেনার অধ্যক্ষ ছিলেন) আরজজেবের দল ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কালে তাঁহার শিবির লুট করাতে সেনা মধ্যে যথেষ্ট গোলোমোলোগ ঘটে। সুজা তাহার কোন সংবাদ পান নাই ও অবধানতাক্রমে যে উচ্চ স্থানটী হইতে তোপ নামাইয়া লইয়াছিলেন তাহার রজনীযোগে আরজজেব অধিকার ও তথায় তোপ

স্থাপন করাতে বজ্রেশ্বরের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে । পর দিবস প্রাতে সূজা শয্যায় শয়নাবস্থায় আছেন এমন সময়ে উক্ত উচ্চস্থানে স্থাপিত আরজ-জৈবের কামানের গোলা তাঁহার তাম্বু মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি দেখিলেন আর উপায় নাই সুতরাং স্থানান্তরে শিবির লইলেন ও সেনা সমস্তকে সমবেত করিয়া আক্রমণকারী শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইলেন । আরজজৈবের সেনাগণ প্রথমতঃ অতি বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বক্রীয় সেনাগণের দৃঢ়তায় তাহারা প্রত্যাঘাতনে বাধ্য হইল । সূজা তখন এক অতি প্রকাণ্ড হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সদলের সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন ও আরজজৈবকে এক হস্তীপৃষ্ঠে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে গজ চালাইলেন । নিজরুহৎ গজের আঘাত দ্বারা আরজজৈবের গজ নষ্ট করিয়া তাঁহাকে বধ করাই সূজার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অপর এক জন বিপক্ষ গজারোহী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখ হইবাতে সেই আঘাতে তাহার হস্তী পতিত হইল, কিন্তু সূজার হস্তীও অত্যন্ত আহত হইয়া অগ্রসরণে বিমুখ হইল । তদর্শনে বজ্রেশ্বরের দলের অপর এক গজারোহী আরজজৈবের গজকে গজাঘাতে হাঁটু গাড়িয়া কেনাতে সম্রাট তাহা হইতে নামিতে ছিলেন এমন সময় তাঁহার সেনাপতি মিরজুমলা কহিলেন “আরজজৈব আপনি সিংহাসন হইতে নামিতেছেন” এই সঙ্কেত বুঝিয়া আরজজৈব নিজ হস্তীকে পুনর্ব্বার উঠাইয়া তাহার পদে শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখিলেন ও তাঁহার সাহস দর্শনে সেনাগণও বলের সহিত যুদ্ধিতে লাগিল । এপক্ষে সূজা আলীবর্দিখাঁর (অনেকে কহেন আলীবর্দি উৎকোচ লইয়া ঐ পরামর্শ দেন) পরামর্শে নিজ

আহত হস্তী হইতে নামিয়া অস্থারোহণ পূর্ব্বক সেনাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্নিকটস্থ সেনা ব্যক্তিরেকে অপরে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া ও রাজগজ শূন্য দেখিয়া বিবেচনা করিল যে বজ্রেশ্বর নিহত হইয়াছেন, এবং রণে তত্র দিল । সূজা অগত্যা ছদ্মবেশে পাটনায় প্রস্থান করিলেন, এবং আরজজৈবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার পশ্চাৎ তথায় যাইলে তিনি মুক্কেরে প্রস্থান করিলেন ও অনেক সহচর পুনর্ব্বার মিলিত হইবাতে তিনি মুক্কেরের দুর্গাদি দৃঢ়তর করিলেন, এবং তেরিয়াগিরি ও শিক্রিগিরি দুর্গাদি পুনঃ সংস্করণের আজ্ঞা দিলেন । এদিকে মহম্মদ পাটনা অধিকার করতঃ তথায় মিরজুমলার অপেক্ষায় রহিলেন, এবং উক্ত সেনানীর আগমনে তাঁহাকে সহর ঘাটীর পথ দিয়া বক্রাতিমুখে যাইতে বলিয়া স্বয়ং মুক্কের বেঠন করিলেন । পরে যখন সূজা মিরজুমলার বিফুপু্রে প্রবেশের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মুক্কেরে আর না থাকিয়া রাজ মহলে নিজ পরিবার ও ধনাদি রক্ষার্থ প্রস্থান করিলেন । মহম্মদ অবিলম্বে তেরিয়াগিরি ও শিক্রিগিরি পার্শ্বত্যাগ পথ অধিকার করতঃ রাজমহল আক্রমণ করিলেন ও মিরজুমলা পশ্চাৎ হইতে তাঁহার সহিত যোগ করিলেন । সূজা ছয় দিন রাজমহল রক্ষা করণান্তে এক তামসী মেঘারত রজনীতে সপরিবারে ধন সম্পত্তির সহিত নদী পার হইয়া টওয়ার গমন করিলেন । ভাগ্যক্রমে ঐ রাতেই বহু ব্রহ্মিতে নদী পরিপূর্ণ হইবাতে সম্রাট সেনা তাহা পার হইতে পারিল না এবং বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় চারিমাংস কাল রাজমহলে ছাউনি করিয়া রহিল । এই অবসরে সূজা অনেক সেনা সংগ্রহ ও বক্র হইতে তোপাদি আনাইলেন, এবং তাঁহার সরল ব্যবহারে

পরিভ্রষ্ট অনেক ইউরোপিয় ব্যক্তি সেনা হইল । সূজার কন্যার সহিত মহম্মদের বিবাহের কথা পূর্বে হইয়াছিল, কিন্তু আরক্তভেবের অমতেই তাহা ঘটে নাই । এক্ষণে সূজার কন্যা এক পত্র লেখাতে মহম্মদ তৎপাঠে মুগ্ধ হইয়া টওয়ার গমন করতঃ সূজার পক্ষ হইলেন ও তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন । এদিকে মিরজুমলা সমস্ত সেনাকে বশ করিয়া তরিসেতু নির্মাণ করতঃ অবিলম্বে টওয়ার সম্মুখবর্তী হইলে সূজা তাঁহার সেনা সমস্ত লইয়া এক প্রান্তরে বাহু নির্মাণ করিলেন ও মহম্মদকে সম্মুখে রাখিলেন । দুই দলে যুদ্ধারম্ভ হইলে মিরজুমলার অশ্বারোহী সেনার সম্মুখে বকীর সেনা অস্থির হইয়া তরু দিল ও সূজা জামতার সহিত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং রাত্রি যোগে সমস্ত ধনাদি লইয়া পরিবারের সহিত ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পুনর্ব্বার মিরজুমলার নিকট আইসেন, কিন্তু যে কারণে আইসেন তাহা বিধিয়ে নানা মত এ জন্য আমরা এখানে তাহার কিছুই লিখিলাম না । মিরজুমলা আরক্তভেবের আজ্ঞানুসারে মহম্মদকে প্রহরী সেনা সমত্তিবিবাহারে দিল্লীতে পাঠাইয়া স্বয়ং ঢাকায় সটেন্যে গমন করিলেন । সূজা দেখিলেন যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে তৎকাল সম্ভব নহে সুতরাং তিনি ঢাকা হইতে প্রস্থান করতঃ ত্রিপুরার গমন করিলেন ও তথা হইতে আরাকানের রাইয়া তত্ত্ব রাজার আশ্রয় লইলেন । আরাকানের রাজা প্রথমতঃ তাঁহাকে সাদরে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে বজ্রের সুবাদে তরুই হোক বা অর্থ লোভেই হোক হত্যা করিয়া সূজাকে সপরিবারে সংহত করেন । সূজার জামতায় পিতামহ লইয়া অধিকতর প্রাণ ত্যাগ লাভ করেন নাই । যদিও তাঁহারই

সাহস ও প্রাণে সাম্রাজ্য আরক্তভেবের হস্তগত হইয়াছিল তথাপি বিজোহান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহম্মদ গোয়ালিরের দুর্গে সাত বৎসর কাল অবস্থানান্তে কারাবাসে প্রাণ ত্যাগ করেন ।

## বারণাবতের লুকোচুরি ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বারণাবত নাম শ্রবণ করিলে অনেকের চিত্তে দুর্ঘোষনের জুরতা পুরোচনের জতুগ্ধ নির্মাণ, এবং তন্মধ্যে পাণ্ডবগণের স্থিতি এই সকল উদয় হইতে পারে । কিন্তু আমাদিগের সে বারণাবৎ নয় । আমাদের বারণাবতে পঞ্চ-পাণ্ডবও ছিলেন না, দুর্ঘোষনও ছিলেন না, বরং বিরাতের ককটী কীচক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অদ্যাবধি একটিও ভীম জন্মগ্রহণ করে নাই । বারণাবৎ আমাদিগের বর্তমান রাজধানী কলিকাতার ছয় সাত ক্রোশ উত্তর, পল্লীগ্রাম, পূর্বে এখানে জেলা ছিল, এখন চব্বিশ পরগণার একটি বিভাগ বলিয়া ভূগোলে উল্লেখিত আছে । পূর্বে এই পল্লীগ্রামটি স্বাভিজ্ঞানকতার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল, সুতরাং অনেক শ্বেত মনুষ্যেরা বায়ুসেবন করিতে আসিতেন । তৎকাল-নির্ম্মিত বায়ুসেবন গৃহটি আজও প্রবল ব্যতিক্রমণ পরাজয় করিয়া, একটি পুরাতন সরোবর তীরে শোভা পাইতেছে । তন্মধ্যে আর একটি পুরাতন সরোবর আছে । তৎতীরস্থ তেঁতুল বৃক্ষটি অদ্যাবধি আমাদিগের পীরের অশ্রদ্ধাচরিত্র চিত্রটি ধারণ করিয়া আছে । স্বভাবসৌন্দর্য্য প্রায় সমস্তকৈ আছে, কিন্তু উমিষ্ট শতাব্দির সভ্যতার হস্তির সহিত প্রতিমাসিদিগের আচার ব্যবহারের কিছু



পরিবর্তন হইয়াছে। যে সব স্থান ধূপ ধূনার গন্ধে ব্যাপিত থাকিত, শব্দ ঘণ্টার ধ্বনি এবং শাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা আশ্রয় গভীর ভাব উদ্দীপন করিত, সেই সব স্থানে গলা টিপ্তে দুধ-বেরায় এমন সব ছোঁড়ারা হয়তো বাইবেল, নয়তো ব্রহ্ম-ধর্ম পড়িতেছে। দলাদলির আক্রোশের রুদ্ধ দিন দিন হইতেছে, সকলেই সকলকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সকলেই জোয়ারের জলের ন্যায় এক দল হইতে অন্য দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নব্য বাবুরা যাদের “ঘরের তিতর ছুঁচোর কীর্তন” তাঁরা ইংরাজী রকমে পোশাক পরেন, এবং ইংরাজী চালে চলেন, প্রাচীন টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য দেখিলে প্রায় “ড্যাম বেঙ্গালী” বলিয়া তাড়াইয়া দেন।

এই বারণাবতে জগত, কিশোর, হলধর প্রতাপ, হিরণ্ময়, বসন্ত প্রভৃতি কএকটি ভদ্রসন্তান বাস করেন। শৈশবাবধি ইহাদিগের পরস্পরের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ ছিল; অদ্যাবধিও সেই প্রণয় সমভাবে আছে। একদা সকলে জগতরূপ উদ্যান স্থিত লতামগুপ দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই উদ্যান মধ্যে বেড়াতে গেলেন। লতামগুপে যাইবার পাঁচটি পথ ছিল। পাঁচটি পথের নাম জিতেজ্জিয়তা, শীর্ণতা, মোহ, মুচ্ছা এবং অরতি। হিরণ্ময় এবং বসন্ত জিতেজ্জিয়তা পথটি অবলম্বন করিলেন, জগত মোহ, কিশোর অরতি, প্রতাপ মুচ্ছা, এবং হলধর শীর্ণতা। জিতেজ্জিয়তা পথ অবলম্বন করিয়া লতামগুপে যাওয়া বড় সহজ নহে। কাম নাগক রাক্ষসি সেই পথমধ্যে বাস করিত। মায়াবিনী নিশাচরী ভয়ঙ্কর মুখব্যাধান করিয়া হিরণ্ময় এবং বসন্তের পথ অবরোধ করিল। হিরণ্ময় ভয়ে জড়সড় হইয়া ভূমিতলে

পতিত হইলেন, কিন্তু বসন্ত স্বীয় বান্ধবের দশা দেখিয়া ধৈর্য্যাস্ত্র লইয়া রিপুদমন শরাসনে টঙ্কার দিলেন। নিশাচরী বাণাঘাতে বাতাহত কদলি-রন্ধের ন্যায় পড়ে গেল। বলতে-ভুলে গিয়াছি বসন্তও একবার পড়ে গিছিলেন !!

হলধর, প্রতাপ, কিশোর এবং জগতের তা-দৃশ কোন প্রতিরোধ ঘটে নাই, তাঁরা হু-হু করে চলে যেতে লাগলেন। লতামগুপ দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন একটি কামিনী নীলা-ঘর পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেশ সদৃশ লতা সকল কণিসম দুলতেছে। কামিনী প্রথম বোধ হইল যেন অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু হটাৎ পবন হিল্লোলে বসন উড়ে যাওয়াতে বোধ হইল কামিনীর নাসিকাটি বড় টিকলো নহে, কিন্তু ক্রম্বয় কন্দর্প চাপময়; চক্ষু দেখে বুঝি হরিণী বনমধ্যে আশ্রয় লয়েছে; কটিদেশ দেখে পশুরাজ বনমধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু নিতম্ব দেশ বড় অপ্র-শস্ত স্নতরাং চন্দ্রহারের বড় অপমানের স্থান। লতামগুপ এইরূপ কামিনীর ন্যায় সজ্জা করে যেন তাঁদের আচ্ছাদন করিতে লাগলো, তাঁরা ছুটতে লাগলেন, কিন্তু এক্ষণে এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত। লতামগুপ একটা নদীর পরপারে ছিল। নদীটির নাম আমরা বিশেষ জানি না। কিন্তু সেই প্রদেশটির নাম আপান ভূমি। অত-এব আমরা সেই নদীটিকে আগানভূমি নদী বলে উল্লেখ করিব। নদীটি আমাদের এই গঙ্গা যমুনার ন্যায় নয়। তার জল ঈষৎ লালবর্ণ, কিন্তু গঙ্গার ন্যায় নদীটির একটি ইতিহাস আছে। কথিত আছে ভগিরথ পিতৃগণ উদ্ধার নিমিত্ত কঠোর তপস্যাবলে স্বর্গ হইতে এই গঙ্গাকে আনিয়ন করেন। আমাদের এই আপানভূমি



নদীটিও বোধ হয় সেই রূপ ভারতবাসীর “উজ্জ্বল-  
রের নিমিত্ত” স্বেতগণেরা এই ভারতবর্ষে আনয়ন  
করিয়াছেন। লোহিত সাগরের উপর দিয়া আন-  
য়ন কালিন ঐ সাগরের জলের সহিত মিশ্রিত  
হওয়াতে বোধ হয় এই নদীটির জল ঈষৎ লাল  
হইয়া থাকিবে।

হলধর, কিশোর এবং জগত পার হইবার  
কোন উপায় না দেখিয়া অপাৎ করে জলে পড়-  
লেন। প্রতাপ বাবু একবার দাঁড়ালেন, বজেন  
যাওয়া হলো না, কিন্তু সন্ধিগণের সাতার দেখিয়া  
আর ধক্কতে পারলেন না। ‘নৈবিদ্য দেখে  
যেন তেজার মুখ চুল্কে উটলো।’ তিনিও  
সাতার দিতে লাগলেন। প্রথম অত্যাগ সুতরাং  
সাপের ন্যায় হেঁকে বেকে চলে। কালিদাস  
প্রভৃতি কবিবরেরাও লতামণ্ডপ দর্শন করেছিলেন,  
কিন্তু তাঁরা নদীটি আলগোচে পার হইয়া-  
ছিলেন।

অনেক কষ্টে তাঁহারা আপানভূমিস্থিত নদীটি  
পার হইলেন। প্রতাপের সর্কাপেক্ষা অধিক কষ্ট  
হইয়াছিল। নদী পার হইবার পূর্বে তাঁহার এক  
অলৌকিক সৌন্দর্য্যতা ছিল এক্ষণে সে সৌন্দ-  
র্য্যতা সুন্দর রক্তিমাবর্ণে চিত্রিত হওয়াতে অহি-  
শয় নরনপ্রীতিকর হইল। অপাঙ্গদেশ ঈষৎ  
রক্তিমাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া বালার্কের ন্যায় শোভা  
পাইতে লাগিল। জগত, কিশোর এবং হলধরের  
সৌন্দর্য্যতা প্রতাপের অপেক্ষা অধিক হয় নাই।  
বাস্তবিক বলতে গেলে প্রতাপের স্বভাব সৌন্দ-  
র্য্যতা অতি রমণীয় ছিল, যদিচ অলৌকিকবে  
বসন্ত অপেক্ষা বড় শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নদীর পর-  
পারে অনতিদূরে লতামণ্ডপ। জগত, কিশোর,  
এবং হলধর ক্ষতপথে লতামণ্ডপে পৌঁছবার

নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপ কিছু  
পক্ষাৎ পড়লেন; খানিক গেলেন, আবার দাঁড়া-  
লেন। কেন যে দাঁড়ালেন যদিও কোন ভাবুক  
সেই খানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মুখ তৎ-  
কালিন অবলোকন করিতেন তাহা হলে তিনিই  
বুঝতে পারতেন। অতি শীঘ্র তিনি আবার যেতে  
লাগলেন। লতামণ্ডপের সমিগণ বিষাক্তবিশিষ্ট  
শর সম তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল।

হটাৎ মেঘের উদয় হইয়া ভয়ঙ্কর ঝটিকা  
উদ্ভিত হইল। জগত, কিশোর এবং হলধরকে  
উড়াইয়া লইয়া গেল। প্রতাপ যদিও কিছু ভয়  
তরাসে তথাচ নিতান্ত আটাশে নহেন, তিনি  
লতামণ্ডপের গোড়ার শিকড় ধরিয়া রহিলেন।  
ঝড় খেমে গেল, প্রসন্ন সূর্য্য উদয় হইল, লতা-  
মণ্ডপ পুনরাগ্ন পূর্ব্ণভাব ধারণ করিল। প্রতাপ  
লতামণ্ডপে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। ঝড় কা-  
লীন লতামণ্ডপের একটি ডাল ভেঙ্গে গিয়াছিল,  
ডালটি কঙ্করের শব্দের ন্যায় ঝনাৎ করিয়া তাঁর  
মস্তকোপরি পতিত হইল। প্রতাপ একবার উছ  
করিয়া মস্তকে হাত দিলেন, আবার উঠিতে  
লাগিলেন।

পূর্বে লিখিয়াছি যে হিরঘর এবং বসন্ত  
জিতেদ্রিয়তা পথস্থিত কাম নামক রাক্ষসিকে  
বিনাশ করিলেন। মায়াবিনী নিশাচরী বিনাশ  
হইলে পর হিরঘর এবং বসন্ত লতামণ্ডপে পৌঁছি-  
বার আশে ক্ষত পদচালনা করিলেন। ইহারা  
আপান ভূমিস্থ নদীটি আলগোচে পার হইলেন।  
হিরঘরের গুণের কতকগুলি ডালপালা বেরুলো।  
পাঠকগণ যদি বল হিরঘর রক্তটি ক্যামন? বোধ  
হয় শাল্মলি রক্ত দেখে থাকবেন; কেমন লাল  
বড় বড় ফুলগুলি বেশ চেকন চকন দেখতে;

কিন্তু আমাদের হিরন্ময় রক্তটি ঠিক শালুনিরক্তের ন্যায় নয়, কারণ হিরন্ময় রক্তের কুলগুলির বেশ একটু গন্ধ ছিল। শাখাগুলির নাম অধৈর্যতা, আসক্ততা, অতৃপ্ততা এবং মানসিক হ্রাসতা ইত্যাদি। হিরন্ময় লতামণ্ডপে প্রতাপ, জগত, হলধর এবং কিশোর অপেক্ষা অগ্রে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয় সুহৃদ বসন্তকে না দেখিতে পাইয়া কিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঝড়ে যেমন কাশপুষ্প উড়তে থাকে, জগতাদি সেইরূপ উড়তে লাগলেন, মধ্যে চোকে সন্মের কুল উড়ে আসতে লাগলো। কিন্তু সে সব কষ্ট তাঁদের কষ্টের মধ্যে গণ্য হয় নাই। লতামণ্ডপের উপর বিদ্যা পড়িতেছিল, যেন নবীন। সুবতী বিদ্যা হাঁসি হাঁসতে ছিল। তাঁরা নাকি রসিক, মনে করলেন, যেন তাঁদের প্রণয়িনী তাঁদের কষ্ট দেখতে না পেয়ে হাঁসতেছেন!! হিরন্ময় নিতান্ত হালকা তাই ডুব মারতে পারেন নাট, বসন্ত নিতান্ত বেরসিক তাই জ্ঞান-রূপ কাদা খুঁটিতে ছিলেন, কাদা খুঁচে এক চিংড়ি পেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের রসিক বাবুরা পাঁঠা পেয়েছিলেন ও মনে করলেন তাকে জবাই করে সেদিনের আহার হবে। হাড়ি কাঠে না নেষেতে নেষেতে পাঁঠাটি ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। হলধর বলেন তাই পাঁঠাটি যে ঘেউ ঘেউ করে। কিশোর কিছু বিজ্ঞ ছিলেন বলেন তবে বুঝি পাঁঠাটাকে কুকুরে কামড়েছে। জগত বলেন না পাঁঠাটাকে বিলাতি ডাক ডাকছে। উনিশশতাব্দীতে সকলেই সত্য হয়েছে, বোধ হয় পাঁঠাটাও বুঝি সত্য হয়ে থাকবে। হলধর বলে তা হতে পারে কেন না সে দিন আমাদের ধোপায় গাখাটা ঘেরালের মত ডাকছিলো। এই বলতে তাঁরা পা পিছলে শুক ডাকায় আছাড় খেলেন। আ-

মাদের বিলাতি পাঁঠাটিও অবসর বুকে প্রাণের দায় এড়িয়ে গ্যাল।

পাঠকগণ! অগ্রে লিখিয়াছি যে প্রতাপ লতামণ্ডপের শিকড় ধরে বসে ছিলেন। সেই শিকড়ের নিচে একটি মুখিক বছ কালাবধি বাস করিত, আজ তার বুঝি অন্তিম কাল উপস্থিত হয়েছিলো তাই সে যেমন বার হচ্ছিল অমনি প্রতাপ ইলিশ মাছ বোলে কামড়ালেন, এবং বলেন রেলওয়ে কোম্পানির দৌলতে আজ কাল ঢের ইলিশ মাছ কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কিন্তু তিনি যে এ ইলিশ মাছটি গাছের গোড়ায় পেলেন, সেটি তাঁর পূর্ব জন্ম উপার্জিত স্মৃতির পুরস্কার।

এখন সন্ধ্যা উপস্থিত, ঝিল্লিরা সুরে তান দিতে আরম্ভ করিল। রজনী নীলাম্বরতা সুন্দরি কামিনীর ন্যায় তিমিরাবগুষ্ঠিত হইয়া এক এক বার বিদ্যুত হাঁসি হাঁসতে লাগলেন। দূরস্থিত প্রান্তরোপরি জলপতন শব্দ কঙ্কণের শব্দের ন্যায় শোনা যাইতে লাগিল। হিরন্ময় এবং বসন্ত এই স্বভাব সুন্দরি কামিনিটিকে দেখিয়া তাঁর রূপসাগরে মগ্ন হইলেন। লতামণ্ডপের বিষয় আর মনে রইল না। ক্রমে নিশি অবসান হইল, পবন মৃদু মৃদু বায়ু বিজন করতে লাগলো; দ্বিজগণেরা মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল; প্রতাপ উঠলেন আজ তাঁর চিত্ত প্রফুল্ল নাই; কেমন এক রকম মনমরা। বাটীর বিষয় মনে পড়লো, বলেন “লতামণ্ডপ শীঘ্র কিরিয়া আনিব এই বলিয়া আনিয়া ছিলাম, ঝটিকা কর্তৃক নীত হইয়া এই দুর্দশা ঘটয়াছে। জগত কিশোর এবং হলধর কোথায় গ্যাল তারা বুঝি বাটী গিয়াছে।” এই বলিয়া লতামণ্ডপের পানে একবার চাইলেন অমনি দাঁড়ালেন। মনোমধ্যে দুজনের ভাবের

উদয় হলো, বল্লেন যদি এলুম তবে একবার লতা-  
মণ্ডপ ক্যান দেখে যাই না। এই বলিয়া লতা-  
মণ্ডপের চতুষ্পাশ্বে ব্যাভাতে লাগলেন। দৈবের  
গেরো, কখন কি হয় বলা যায় না, লতামণ্ডপের  
একটি ডালে এক মনোহর পুষ্প দেখিতে পাই-  
লেন। পুষ্পটির সৌন্দর্য্যতার কথা অধিক বলা  
বাহুল্য। অরবিন্দ, অশোক, নবচুত, নবমল্লিকা  
এবং নীলোৎপল এই কয়েকটি কন্দর্পের অস্ত্র !  
কিন্তু এ ফুলটি তাঁর “অনাসবাখ্যং পুষ্পব্যতি-  
রিত্ত মস্ত্রং।” প্রতাপ এই ফুলটি তুলতে ইচ্ছা  
করলেন; কিন্তু লতামণ্ডপের নিকট যাঁবা মাত্র  
পবন কর্তৃক উদ্ভিত হইয়া উপরিস্থ শাখায়  
জড়িয়ে গেল। আর নাগাল পাওয়া যায় না।  
অন্য কোন উপায়ও নিকটে নাই, তিনি নিতান্ত  
বেরসিক ও ছিলেন না; দেখতে পেলেন, যে  
শাখাতে পুষ্পটি প্রক্ষুটিত ছিল সেই শাখাটি শি-  
কড় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। তিনি ভাবলেন যে  
তবে শিকড় ধরে টানি। এই বলিয়া প্রতাপ  
যখন শিকড়ের নিকট বসিলেন ঠিক্ বোধ হলো  
যেন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার পায় ধরছেন !!! শেকড়ে  
হাত দিবা মাত্র ফুলটি নিচেয় এলো, তিনি  
ফুলটি তুলিয়া নিলেন ও পুষ্পটি লইয়া যেমন  
আত্মাণ করিলেন অমনি বিবাক্ত ক্ষুদ্র কীট  
সকল তাঁর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অচেতন  
হইয়া অমনি ভূমিতলে পতিত হইলেন।

এদিকে জগত বাটী আসিয়া প্রতাপকে দেখে  
না। পেয়ে তাঁর অশ্বেষণে পুনর্বার লতাম-  
ণ্ডপের নিকট গেলেন, হিরষেরের সহিত বসন্তের  
যেমন প্রণয় জগতের সহিত ও প্রতাপের তাদৃশ  
ছিলো। জগত আসিয়া দেখলেন যে প্রতাপ  
ধরনী বিলুপ্ত হইয়া পড়ে রয়েছেন, দেখে  
অতিশয় স্তম্ভিত হইলেন। তাঁর একটু ডা-

কারি আসতো দেখলেন যে তাঁর মৃত্যু হয় নাই  
জীবন সঞ্চারের উপায় আছে। অমেক যত্ন করিতে  
প্রতাপের চেষ্টন হইল। পাঠকগণ মনে করিতে  
পারেন প্রতাপ আর কখন লতামণ্ডপে গমন  
করবেন না, কিন্তু এতাদৃশ অমুমান অমূলক।  
“চোরানা শোনে ধর্ম্মের কাহিনী” প্রতাপও তাই  
করলেন। জগৎ অনেক বোঝাইলেন কিন্তু সে  
সমস্ত অনর্থক হলো।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিন, দুদিন, এই প্রকার তিন মাস  
অতীত হইল প্রতাপের কোন খবর নাই। যদিচ  
প্রতাপ এবং জগৎ একদেশবাসী এবং যখন তিনি  
ফিরলেন তখন খবর পাবার আশ্চর্য্য কি? জগৎ  
ফিরলেন না, প্রতাপের সহিত লতামণ্ডপেও রই-  
লেন না। তিনি কোথা গেলেন, নিরুদ্ধেশ। রুদ্ধা  
জননী অনাস্বরে প্রাণাত্যাগের গোহু হয়ে উট-  
লেন কিন্তু বাম্পাকুললোচনা সাবিত্রীসমা সাদ্বীর  
সেবায় সেটী ঘটে নাই, স্ত্রীর নাম বিলাস।

বিলাসের নিদ্রা নাই, অবিরত তিনি প্রায়  
বাটীর ছাদের উপর বসিয়া থাকিতেন। এক দিবস  
বসিয়া আছেন এমন সময় প্রত্যাত হইল, কম-  
লিনীকান্ত সহস্ররশ্মি রথে আরোহণ করে পূর্ব  
দিগ্ভাগে উদয় হলেন। নিকটস্থ সরোবরোপরে  
পতিত ছায়া মৃদু বায়ুতরে দোলায়মান হওয়াতে  
বোধ হোলো যেন রবি শ্রিয়ীর নিকট কেমন  
করে মুখ দেখাবেন সেই ভয়ে কাঁপছেন। দ্বিজ-  
গণ চতুর্দিকে কিচ্ কিচ্ করিতে বোধ হতে  
লাগলো যেন সখীগণেরা সূর্য্যকে কমলিনীকুঞ্জে  
যেতে বারণ করছে। বিলাস এই সব দেখে পুরু-  
ষের নির্ভুরতার বিষয় ভাবতে লাগলেন। কম-  
লিনী কিন্তু অবিলম্বে পাপড়ি সদৃশ ঘোমটা খুলি-

লেন, সূর্য্যের হাঁসির ছটা বেরুলো, দ্বিজগণেরা মিলনমুচক গান গাইতে আরম্ভ করিল।" বিলাস দেখলেন যে দু'থের শেষ আছে, কিন্তু নিজ হৃৎ-  
থের কুঁকি আর পার নাই, এই বলিয়া দীর্ঘনি-  
শ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(উমাচরণ এবং প্রমথনাথ।)

পাঠকগণ! লতামণ্ডপে আজ এক নতুন দৃশ্য উপস্থিত। ঐ দেখুন দুই যুবা আপানভূমিস্থ কদম্ব তরুতলে বসে আছেন। এঁরা কে? ইহারা বারণাবতবাসী উমাচরণ এবং প্রমথনাথ। উমা-  
চরণের রং চাঁপাফুলের ন্যায়, জাতি ক্ষত্রিয়, এখন-  
পরমহংস হয়েছেন, দাড়ি রেখেছেন। প্রমথ-  
নাথ কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ, স্ক্রলাকার কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে উমাচরণ অপেক্ষা বড় মূ্যন নন। কদম্বতরুতলে বসাতে বোধ হচ্ছে যেন কৃষ্ণ এবং বলরাম গোচা-  
রণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া যমুনাতীরস্থ কদম্বতরুতলে বিশ্রাম করছেন। বাস্তবিক এই উপমাটি ঠিক খাটে। বলরাম কৃষ্ণ অপেক্ষা কক্ষিৎ করসা। যদি বলেন যমুনা কৈ? লতামণ্ডপ নিকটস্থ অ-  
পানভূমির নদীটি ঠিক যমুনার ন্যায়, প্রভেদ এই যে যমুনার জল কাল কিন্তু আমাদের এ নদীটির জল লাল।

অনতিদূরে দেখুন এক সন্যাসী 'হর হর' করে গালবাজায়ে আসছেন। উমাচরণ এবং প্রমথনাথ একদৃষ্টে তাঁরদিকে চেয়ে রইলেন। সন্যাসী ক্রমে তাঁদের নিকটে এলেন, তাঁরা প্রণাম করলেন, সন্যাসী আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ সময় সন্যাসী যেন কিছু সঙ্কুচিত হলেন। পাঠকগণ, সন্যাসিটি কে? ইনি সন্যাসী বেশধারী সাধী বিলাস স্বামির অশ্বেষণ নিমিত্ত

গমন করছেন, স্মৃতরাং পুরুষের সহিত কথা ক-  
হিতে লজ্জা পেলেন। আহা যে কেশ বেণী সাপি-  
নীরা তাপের কারণ ছিল, আজ তৈলাতাবে জটা হয়েছে। অথ্রে যে হার বক্ষঃস্থিত চন্দন দ্বারা মনোহর শোভা ধারণ করিত, আজ তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া কঠিন কুটোপরে প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় পিকলবর্ণ উত্তরীয় বন্ধন করেছেন। যে হস্তাথ্রে লাক্ষারসকর্ভুক ওষ্ঠ রঞ্জিত করিত, আজ সেই হস্তের অক্ষমালা সহচর হইয়াছে। যিনি কখন সূর্য্যমুখ অবলোকন করেন নাই, আজ তিনি কঠোর কিরণতাপে অনারাগে গমন কর-  
ছেন। তিনি এ প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন যে উমাচরণ এবং প্রমথনাথ তাঁকে স্রীলোক বলে সন্দেহ করেন নাই। সন্যাসী গমন করুন দেখা যাক উমাচরণ এবং প্রমথনাথ কি করলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উমাচরণ এবং প্রমথনাথ কিছু মাতাপাগলা ছিলেন। 'ডনকুইক্সট' যেমন কল্পিত বস্তুকে প্রকৃত মনে করে অস্তুৎ কাজ করেছিলেন, এঁরাও তেমি আরব্য উপন্যাস পড়িয়া স্রীলোকের প্রতি তাঁদের একপ্রকার বিদ্রোহ জন্মিয়াছিল। স্রীলোক কখন সাধীনহে তাঁদের এই এক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রমথনাথ এবং উমাচরণ সেই কদম্ব তরু-  
তলে কক্ষিৎ বিশ্রাম করিয়া লতামণ্ডপাভিমুখে গমন করলেন। প্রমথনাথ এবং উমাচরণ আপান-  
ভূমির নদীটি জগৎ এবং প্রতাপের ন্যায় পার হলেন। নদীপার হইবা মাত্র লতামণ্ডপ তাঁদের নয়নপথে পতিত হইল। এখন রজনী উপস্থিত। কমলিনীকান্ত আস্তচলে গমন করেন। কমলিনী পতিবিরহে কাতরা বামার ন্যায় পাঁপড়ি সদৃশ ঘোমটা দিলেন। চক্রবাক প্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া

স্বীয় পরপারে গমন করিল। পেচক 'বুং বুং' করে শব্দ করতে লাগলো। কাকেরা পেচকের ভয়ে বাঁশঝাড়ে লুকাইয়া রহিল। দুরস্থিত কবিমন উল্লাসিনী প্রস্রবণ শব্দ তিমিরাবগুষ্ঠিত পুরমার্গে মেঘগর্জ্জনভীতা নারিকাদিগের পদস্বপ্নের শব্দের ন্যায় শোনা যাইতে লাগিল। প্রমথনাথ এবং উচ্চারণ রজনী আগত দেখিয়া সেখানে বিজ্ঞান করিবার আলস করলেন। প্রমথনাথ গান গাইতে লাগলেন।

হোলো দিবা অবমান ;

অশ্রুচলে দিনমণি করিল প্রস্থান ;

নাথেরে লইয়ে সতী, প্রফুল্লিত মায়াবী,

মনোদুঃখে কমলিনী ঢাকিল বয়ান।

দিনমণির গমনে, চক্রবাক খেদমনে,

প্রাণের প্রিয়সী ছাড়ি করিল পয়ান।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।—(মিলন)

আমাদের সন্ন্যাসী একে পথ চিন্তেন না। তাতে রজনী আগত হিংস্রক পশু সকল গর্জ্জন করতে লাগলো। একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই অনাথনাথকে ডাকতে তিনি গমন করতে লাগলেন। তিনি ক্রমে লতামণ্ডপের নিকট উপস্থিত হলেন। প্রত্যপ সেই লতামণ্ডপ নিকট পূর্ণশালার দ্বারে মণিহারা কণির ন্যায় বসে ছিলেন। সন্ন্যাসিকে আসিতে দেখিয়া উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের সন্ন্যাসী ক্রমে তাঁহার নিকটে এলেন। প্রত্যপ প্রণাম করলেন। তিনি সেই হৃদয়বিশাল সন্ন্যাসিকে নিজ বণিতা বলে চিন্তে পারলেন না। সন্ন্যাসীও তাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রত্যাপের জী পূর্বাপেক্ষা অনেক বিত্তিম হইরাছিল। সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া অতিশয় একাশ

করলেন, প্রত্যাপ তাতে অস্বীকার করলেন না। প্রত্যাপ বদ্বিচ সন্ন্যাসিটিকে চিন্তে পারেন নাই। তথ্য তাঁকে দেখিয়া মনোমধ্যে একপ্রকার দুর্জয় ভাবের উদয় হয়েছিল। স্বরপ্রবণে আরো সে ভাবের বৃদ্ধি হতে লাগলো তিনি মনে বললেন।

আহা কি সুমিষ্ট স্বর, মধুর নিনাদে

প্রবেশ করিল মম কর্ণ কুহরেতে।

কারকণ্ঠ হতে উহা! প্রবেশিয়ে কেন,

এ শ্রুতি যুগলে ক্ষণে, উথলিল মম,

প্রশান্ত মনঃসাগরে অবগত তরঙ্গ!

যথা পঙ্কনের বেগ বলে অকস্মাৎ,

উঠে উর্মিদলস্থির সাগরের দেহ,

ব্যাপি রূপ দেশ। করিল শোক পাবক

দক্ষ এ হৃদয়, করে যথা ছতশন

নিকটস্থ জমে। পরিচিত স্বর বটে,

জেনেছি এখন, সেই ললনার স্বর!

তবে কেন উথলিল মনের আবেগ?

নহে এ তাহার স্বর, তার স্বর ন্যায়,

সাক্ষাৎ যাহার সহ হবেনাকো আর।

সেই সে কারণে করেছে উদ্ভূত উহা,

তীব্রতর অতি, আজি মম মনঃক্ষোভ!

সন্ন্যাসী খানিক প্রত্যাপের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। অবিলম্বে উত্তরীয় পরিত্যাগ করলেন এবং প্রত্যাপের পদতলে পতিত হয়ে বললেন।

কম নাথ হই আমি তোমার বনিতা

কেমনে বল হে নাথ কাটালে মমতা;

প্রাণ সম প্রিয়তম বলিতে যাহারে

ত্যাগিয়ে তাহার তুমি এলে দেশান্তরে।

তখন প্রত্যাপ দেখলেন যে নিজ প্রণয়নী

তাঁর অশ্রুধারা হৃদবেশ ধরে আসিয়াছেন। তখন



তাঁর চেতন হলো : বল্লেন “হায় কি কুকণে এই  
লতামণ্ডপ দেখতে এগেছিলাম । প্রিয়ে আমার  
অপরাধ মার্জনা কর আমি অতি নরাধম ।”

আমি গো চণ্ডাল মম পাষণ হৃদয়  
মম গাত্র স্পর্শ করা উচিত না হয় ।  
অতিশুদ্ধ শিবদ্রমে চন্দন ভ্রমেতে  
লয়েছ আশ্রয় প্রিয়ে তুমি ক্লেষণেতে ।  
এই বলে প্রতাপ অচেতন হয়ে ধরাতেল  
পতিত হলেন । সাধীবিলাস স্বামির মুচ্ছা  
ভাঙাইয়া বল্লেন

ছিল এই সব মম কপালে লিখন  
বিধির লিখন বল কেকরে খণ্ডন ।  
কপালে লিখন ছিলো জনক সূতার  
রাজরাগি হয়ে হলো বনবাস তাঁর ।  
প্রাণেশ নাহিক কিছু নোষ আপনার  
এ সকল লেখা ছিল লগাটে আমার ।  
প্রতাপ বণিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
বল্লেন “প্রিয়ে! চল আমরা বাড়ী যাই । যা হবার  
তা হয়ে গেছে, গত সূচনায় আর প্রয়োজন নাই ।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ ভ্রমসংশোধন ।

পাঠকগণ পূর্বে লেখা হয়েছে প্রমথনাথ এবং  
উমাচরণ আপানভূমির নদীটি পার হয়ে লতা-  
মণ্ডপাভিমুখে গমন করতে লাগলেন । রজনী  
আগত দেখিয়া পথমধ্যে এক তরুতলে যামিনি  
যাপন করিলেন । পরে কি হোলো তাহা লিখি-  
বার পূর্বে উমাচরণ এবং প্রমথনাথের কিছু বিব-  
রণ লিখিতে ইচ্ছা করি । পূর্বে বলিয়াছি তাঁরা  
একরকম আড়পাগলাটে ছিলেন; আবার  
ভণ্ডের একশেষও ছিলেন । বারণাবতমধ্যে এঁরাই  
বড় লোক ছিলেন, সুতরাং সকলে ভয় করে  
চলতো । মোকদ্দমার বিষয় তাঁদের মিমামসা

করতে হতো কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, যে সকল  
মোকদ্দমার তাঁরা দণ্ডবিধি করতেন সে সকলের  
অনেকগুলিতে তাঁরাই রত ছিলেন । সংক্ষেপে  
যাকে বলে “ঘাঁরা রক্ষক তাঁরা তক্ষক” এই  
তাই । দুরাচার মনে কখনই সন্তোষ বিরাজ  
করে না । সুতরাং সংসারের প্রতি একপ্রকার  
বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল । সেই জন্যই তাঁরা লতা-  
মণ্ডপে প্রবাসির ন্যায় বেড়াতে গেছিলেন ।

এখন প্রভাত হইল নিশানাথ উদয়াচলে  
আরোহণ করলেন । নলিনী যেন কমলিনির  
সুখ দর্শনে অসক্তা হইয়া ঘোমটা দিলেন, চক-  
বাক নিজ প্রণয়িনীকে আদর করতে লাগলেন ।  
দিবাভীত পেচক রক্ষ গহ্বরে লুকায়িত হয়ে  
রইলেন । প্রমথনাথ এবং উমাচরণ গাত্রোদ্ধান  
করলেন এবং লতামণ্ডপের স্পর্শাক্রামক বায়ু  
সেবন করিতে লতামণ্ডপাভিমুখে গমন করতে  
লাগলেন ।

প্রতাপ নিজসাধী প্রণয়নীর সহিত সেই পথ  
দিয়া বাটি কিরিয়া যাইতেছিলেন । উমাচরণ এবং  
প্রমথনাথ প্রতাপকে চিনতেন । বিলাসের সহিত  
সন্যাসির আকৃতির সাদৃশ্যতা দেখে সেই কামি-  
নীর বিষয় জানতে ইচ্ছুক হলেন । প্রতাপ  
আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ তাঁদের বল্লেন ।  
প্রমথনাথ এবং উমাচরণ বিলাসের স্বামিভক্তির  
বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হলেন  
এবং বল্লেন ত্রীলোক সাধী আজ আমরা জাম-  
লাম । অতএব আর প্রবাসে কাজ নাই আমরা  
বাড়ী গমন করি । এই বলিয়া তাঁহারা সকলে বাটি  
কিরে এলেন ।

### অষ্টম অঙ্ক চরক ।

পাঠকগণ কলিকাতার কাশ্মিরিগিরির নিকট



দেখছে। আজ এস বারণাবতের সং দেখি। বারণাবতে বাসি চড়ক হয় অর্থাৎ প্রথম দিন না হয়ে পরদিন সং বেরয়। এস আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়াই। লোকের কি ভিড়, ঠেলে যাওয়া যায় না। আবার সকলে নিচের সং ফেলে উপরের সং দেখছে। পাঠক উপরের সংগুলি কি? কুশুমকামিনী কুলটা কামিনি! প্রথম সং “নতুন ফানসানের বিবাহ”। দ্বিতীয় একটি ‘গেট’। গেটের উপর লেখা কি “কি ভয় কি ভয় গাও আমাদের জয়”। তৃতীয়টি “নাকে চসমা দেওয়া লাড়িওয়ালা দুজন কি বক্তৃতা করছে”। পাঠক এই শেষোক্ত সংদুটি দেখে দুজন বারাক্‌না খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। আর এক জন জিজ্ঞাসা করিলে হালাতোরা যে হাঁসলি। তাই সং দেখে; ঐ দেখে তাই ওদের দুজনকে ঠীক যেন আমাদের বাবুদের মত দেখাচ্ছে। পাঠকগণ বাবুদের নাম কি? উমাচরণ এবং প্রমথনাথ। চতুর্থ সং “মগের বিচার”। এস পাঠকগণ এটি বড় আশ্চর্য্য। ঐ দেখো এক জন কালো হেনো নাকে চসমা দিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছে; ওর পাশে এক জন সুন্দর যুবা গোঁপে তা দিচ্ছে। প্রথমটি মগের দেশের বিচার কর্তা, দ্বিতীয় ব্যক্তি এক জন কর্মচারি। মকদ্দমার নিষ্পত্তি হবে। এক জন উকিল বলিল “এই মকদ্দমার বাদি মতি সুন্দরি এবং প্রতিবাদি কুশুমকামিনি”। বিচার হচ্ছে। পাঠক গণ বোধ হয় মতিসুন্দরী জিতবে। ঐ দেখ বিচার কর্তা এক বার উঠলেন। কোথায় যাবেন! টিপি ন ঘরে। পার্শ্বস্থিত সুন্দর যুবকটিও তাঁহার সঙ্গে চলে। পাঠক এর নাম কি জান? এর নাম রত্নশঙ্কর ইনি ঐ বিচার কর্তার ডানহাত বাঁহাত। ঘরেতে দেখ দুজনকে কিচ্ কিচ্ করছে বোকা শব্দ না মগের ঘেঁষা কথা। বিচার কর্তা পুনরায়

আসন গ্রহণ করলেন এবং বল্লেন এই মকদ্দমার মতিসুন্দরির ৫০ টাকা জরীবানা। আদালতের লোকেরা বিস্ময়াপন্ন। উকীলেরা বল্লেন জজুর এ কোন আইনেতে লেখে নাই। বিচার কর্তা এক বিজ্ঞাতির রব করে চোক মুখ নেড়ে বল্লেন।

“আমি টোমাদের কথা শুনতে চাই না? আগি যা বুঝিয়াছি টা করিলাম টোমরা যাও”।

পাঠক ঐ পাঁচটা বাজলো। রাস্তায় সং থাক-বার আর ছকুম নাই। ঐ দেখ কজন লাল পাকড়িওয়ালা সকলকে নিবারণ করছে। এস আমরা চড়ক ডাঙ্গায় যাই। ঐ দেখ কত কি লোকে কিনছে, কেও মুড়কি রাঙ্গা হাঁড়ি নে যাচ্ছে, কেউ পাকা। ঐ দেখো দুজন বারাক্‌না তিনটি মুকোস কিনছে। এক জন জিজ্ঞাসা করলে “কেনলো অত মুকোস কি হবে”। তারা খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লেন, তাই এ তিনটি মুকোসের সহিত আমাদের বাবুদের মুকের সাদৃশ্যতা আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল হালো কোনটি কার’। তারা বল্লেন এটি প্রমথনাথের এবং এটি বিত্বশঙ্কর। বিত্বশঙ্কর নাম শ্রবণ করিয়া সে বলিল হালো কুশুমকামিনির মকদ্দমার কি হলো। তারা বল্লেন সে মকদ্দমা আমাদের বিত্বশঙ্কর বাবু সাহেবকে অনেক বুঝাইয়া জিতয়ে দিয়েছেন।

পাঠকগণ এস দেখা যাক আমাদের প্রাকৃত উমাচরণ, উমানাথ এবং রত্নশঙ্কর কি করছেন। ঐ দেখ উমাচরণ বাবু ছড়ি হাতে করো রত্নশঙ্কর সহিত মুখে রুমাল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রমথনাথ বাবু এক বিজ্ঞাতির পোশক পরে “নাগোর দোলা উঠলেন”। অমনি বারাক্‌নারা বল্লেন ওমা হাদাথ বুড়ো মিনুসের কি রকম, সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশতে গেছেন।









